



BanglaBook.org

আইজাক আসিমভ
অন্ধকার যুগ

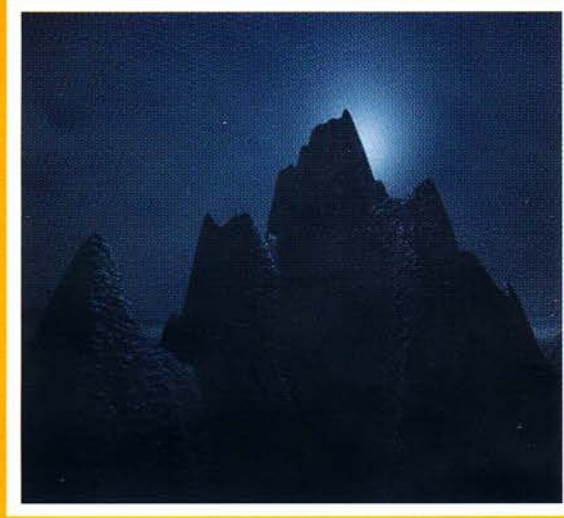
অনুবাদ গোলাম রসুল ফিরোজ

অন্ধকার যুগ হলো মধ্যযুগ সম্পর্কিত এক বর্ণনাধর্মী বই; যে আঁধার চেপে বসেছিলো রোমানদের পতনকাল থেকে আরম্ভ করে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। নানান যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব আলোচিত হয়েছে এখানে, এখানে উঠে এসেছে ওই সময়ের মানুষ আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ দিন আর বর্বরদের রাজ্যবিজয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিন থেকে আরম্ভ হয়েছে এ ইতিহাস। ফ্রাঙ্কিয় শাসকদের আর তাদের কর্মকাণ্ডের অনুপৃষ্ঠা বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই বইটিতে, বইটির অজস্র পৃষ্ঠা ভরে আছে কেবল ওইসব অঞ্চল নিয়েই।

ISBN 978 984 8088 01 2



9 789848 088012



তরুণদের জন্য রচিত আইজাক আসিমভের বুদ্ধিদীপ্ত ইতিহাস রচনার ষষ্ঠ খণ্ড এটি। তাঁর আগের বহুল প্রশংসিত বইগুলোতে পুনঃসৃজিত হয়েছে নিকট প্রাচ্য, মিশর, গ্রিস আর রোমের মহান সভ্যতাগুলো, এখন উনি দৃষ্টি মেলেছেন উত্তর ইউরোপের দিকে, আলোচনা করেছেন ফ্রাঙ্ক এবং গথদের নিয়ে, যারা উত্তরপ্রান্ত থেকে মেডিটারেনিয়ান প্রান্তে এসে সূচনা করেছিলেন নিরঙ্কুশ আধিপত্যময় একটি কালের।

অসংখ্য সমালোচকের মতানুসারে ড. আসিমভ ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের নানান শাখায় বৈচিত্র্য এনেছেন আলোর চমকের মতো। স্পষ্ট তাঁর গদ্য ভাষা, যে গদ্য ভাষা পাঠকের মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে, পাঠককে ধরে রাখে তার বিস্তৃত অবাধ দৃশ্যপটে, ঠিক তেমনই একটি বই এই অন্ধকার যুগ।

এখানে আমরা দেখি জার্মান উপজাতিদের আর গথিক রাজ্যসমূহ, দেখতে পাই আঁধারের আগমন। উদঘাটিত সামরিক ঘটনাস্রোতে দেখতে পাই খ্রিস্টধর্মের প্রবল প্রতাপ। আমরা দেখি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে সাম্রাজ্য, পতন ঘটছে রাজরাজরাদের। এখানে আমরা মুখোমুখি হই কতিপয় মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের— অ্যালেরিক্স, শার্লোমেন আর তাঁর ক্যারোলিঙ্গিয়ান উত্তরাধিকারীদের সাথে। পরিশেষে আমরা অন্ধকার পাড়ি দিয়ে দেখা পাই একটুকরো বিমর্ষ আলোর। যা আরো বেশি আলোকিত হয়ে আমাদের কাছে ধরা দেবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অন্ধকার যুগ ইতিহাসের একটি অধ্যায় যা অনেকের কাছেই অজানা। ড. আসিমভ এই সময়টিকে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন এক গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে, যা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা অনুসন্ধানযোগ্য।



আইজাক আসিমভের জন্ম ২ জানুয়ারি ১৯২০ সালে রাশিয়ায়। তিন বছর বয়সে তিনি পিতামাতার সাথে আমেরিকায় চলে আসেন এবং সেখানেই পড়ালেখা করেন। তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির গুণে বয়স ষোল পেরোবার আগেই হাইস্কুলের পড়ালেখা শেষ করেন। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

আসিমভ তার ফাউন্ডেশন সিরিজ লেখা শুরু করেন একুশ বছর বয়সে, ধারণা করেননি যে তার এই সৃষ্টি বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জগতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হবে। তিনি পাঁচশতাধিক বই লিখেছেন—বিজ্ঞান, শেক্সপিয়ার, ইতিহাস, কোনোটাই বাদ দেননি। যদিও তিনি তার বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর জন্যই বেশি জনপ্রিয়—যার মধ্যে রয়েছে রোবট সিরিজ, এম্পায়ার সিরিজ এবং ফাউন্ডেশন সিরিজ। তিনি প্রায় পাঁচ দশক ধরে সব বয়সের পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সকল কল্পকাহিনী লেখক তাকে আখ্যা দিয়েছেন গ্রাণ্ড মাস্টার অব সায়েন্স ফিকশন। ৬ এপ্রিল ১৯৯২ সালে এই অসামান্য লেখক বাহাত্তর বছর বয়সে মারা যান।

অনুবাদক : গোলাম রসুল ফিরোজ-এর জন্ম নাটোরে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশুনা পাবনা ক্যাডেট কলেজ থেকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক।

The Dark Ages

ISAAC ASIMOV

বিশ্বসেরা চিরায়ত গ্রন্থ

অন্ধকার যুগ

মূল আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : গোলাম রসুল ফিরোজ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG





ISBN-978-984-8088-01-2

অঙ্ককার যুগ

মূল : আইজাক আসিমভ

অনুবাদ : গোলাম রসুল ফিরোজ

The Dark Ages by Isaac Asimov

First Published, 1968

Copyright © 1968 by Isaac Asimov

বাংলা অনুবাদস্বত্ব © ২০১১ সন্দেশ

প্রথম প্রকাশ : বাংলাদেশ বইমেলা, কলকাতা, অক্টোবর ২০১১

দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১২

তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কোড : ১০৫০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

সন্দেশ, ১৩৮৩/৮/এইচ, নতুনবাগ, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ থেকে

লুৎফর রহমান চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

E-mail sandesh.publication@live.com

info@sandeshgroup.com

www.sandeshgroup.com

কম্পোজ : সোহেল কম্পিউটার ৫০১/১ বড় মগবাজার, বেপারি গলি, ঢাকা-১২১৭

চৌকস প্রিন্টার্স : ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

বিক্রয় কেন্দ্র সন্দেশ, বইপাড়া, ১৬ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক : বুক ক্লাব ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

বাংলা ভাষার অনুবাদস্বত্ব বা সর্বস্বত্ব প্রকাশক সন্দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত। বাংলা ভাষার কপিরাইট অধিকারীর পূর্ব অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশ বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ড বা অন্য কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা সংরক্ষণ বা সম্প্রচার করা যাবে না।

৩৬০.০০ টাকা

- ১ ♦ জার্মানি বনাম রোম ৯-৩২
 - প্রথম সংঘর্ষ # ৯
 - জার্মানির পুনর্বিজয় # ১৪
 - রোমানদের পুনঃবিজয় # ১৮
 - খ্রিস্টীয় ধর্ম # ২৩
 - ছন # ২৭
- ২ ♦ গথিক রাজ্য ৩৩-৫৩
 - সাহসী অ্যালারিখ # ৩৩
 - তুলুসু রাজ্য # ৩৮
 - হুনদের পুনঃআগমন # ৪১
 - আইন ও ভাষা # ৪৫
 - গথদের মধ্যে মহত্তম # ৪৮
- ৩ ♦ অস্কাইয়ার আগমন ৫৪-৭৫
 - ক্লডিস # ৫৪
 - ক্যাথলিক বিজেতা # ৫৮
 - অ্যারিয়ান রাজা # ৬২
 - সাম্রাজ্যিক সেনাপতি # ৬৭
 - ইতালির সর্বনাশ # ৭১
- ৪ ♦ মেরোভিঙ্গিয়ান ৭৬-৯৪
 - সর্বোচ্চ চূড়ায় জাস্টিনিয়ান # ৭৬
 - অ্যারিয়ানদের শেষ জন # ৮১
 - মধ্যযুগের শুরু # ৮৩
 - ক্লডিসের দৌহিত্ররা # ৮৮
 - পারিবারিক শত্রুতা # ৯১
- ৫ ♦ প্রাসাদ-মেয়র ৯৫-১১৫
 - স্পেনের একত্রিকরণ # ৯৫
 - লগুভু সাম্রাজ্য # ৯৯
 - মেরোভিঙ্গিয়ানদের অবনতি # ১০২
 - গথদের অন্তিম সময় # ১০৮
 - চার্লস মারটেল # ১১১

- ৬ ♦ মেয়র থেকে রাজা ১১৬-১৩১
রোমের সন্ধিক্ষণ # ১১৬
পেপিনের মূল্য # ১২০
চার্চের রাজ্য # ১২৪
ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজা # ১২৯

- ৭ ♦ শর্লোমেন ১৩২-১৫৮
লম্বার্ডদের শেষ সময় # ১৩২
তরবারি দিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ # ১৩৭
গুধু জার্মান একা নয় # ১৪১
তাঁর নিজের পরিবর্তে সম্রাট # ১৪৬
মৃদু আশার আলো # ১৫১

- ৮ ♦ শর্লোমেনের উত্তরাধিকারীগণ ১৫৯-১৮৩
শর্লোমেন উপাখ্যান # ১৫৯
শর্লোমেনের পুত্র # ১৬২
শর্লোমেনের দৌহিত্ররা # ১৬৬
মুসলমান এবং ভাইকিং # ১৭২
মধ্যবর্তী রাজ্য # ১৭৭

- ৯ ♦ ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের সমাপ্তি ১৮৪-২০৫
সর্বশেষ দৌহিত্ররা # ১৮৪
পুনর্মিলন ও লজ্জা # ১৮৮
ইতালিয়ান সম্রাটগণ # ১৯৩
সর্বশেষ সম্রাট # ১৯৭
সর্বশেষ ভাইকিং # ২০০
সর্বশেষ ফ্রাঙ্ক # ২০৩

- ১০ ♦ আঁধার সরে যেতে লাগলো ২০৬-২১৪
লাঙ্গল # ২০৬
নাইট # ২০৯
বইপত্র # ২১২

- ♦ কালানুক্রম ২১৬

অন্ধকার যুগ

অনুবাদকের উৎসর্গ

আমার মা-কে



১ ♦ জার্মান বনাম রোম

প্রথম সংঘর্ষ

খ্রি স্টপূর্ব প্রায় ১ হাজার বছর আগে, লম্বা, ফর্সা এবং বর্বর পশু-শিকারি এক দল বুনো উপজাতিয়রা—বেল্টিক সাগরের মোহনার উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে, যেটাকে এখন আমরা বলতে পারি ডেনমার্ক, এবং সুইডেন ও নরওয়ের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চল আর জার্মানীর উত্তরাঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল। কোথা থেকে সেখানে তাদের আগমন ঘটেছিল তা কেউ বলতে পারে না।

পশ্চিম এবং দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার কোনো মিল ছিল না, এবং এ কারণেই আমরা এইসব আদিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে থাকি।

অনেক শতক পরে, এইসব আদিম মানুষ থেকে উদ্ভূত একটি উপজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে রোমানরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল (তারা এখনো আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে এমনকি তখনকার চেয়েও আদিম)। এই উপজাতিয়রা নিজেদের যে নামে ডাকত,

রোমানদের কাছে এর উচ্চারণটিকে মনে হতো ‘জার্মানী’। রোমানরা শেষ পর্যন্ত যেসব উপজাতিরা জার্মান ভাষায় কথা বলতো, তাদের ক্ষেত্রে এই নামটিই প্রয়োগ করতো, এবং আমরা সে কারণেই তাদেরকে জার্মান উপজাতি বলে থাকি।

এমনকি আজকের দিনেও আমরা তাদের উত্তরাধিকারীদের জার্মান এবং তাদের জাতিকে জার্মানী বলে থাকি। যদিও জার্মানরা নিজেদেরকে ডাচ্ বলে অভিহিত করে (ডাচ্ একটি পুরনো শব্দ, যার অর্থ হলো ‘জনগণ’) এবং তাদের জাতিকে ডাচল্যান্ড বলে অভিহিত করে।

ইতিহাসের পাতায় যাদেরকে ‘বর্বর’ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, জার্মান উপজাতিয়রা তাদের মধ্যে অন্যতম।

দক্ষিণে বসবাসকারী সভ্য গ্রিক এবং রোমানদের কাছে, যারা গ্রিক অথবা ল্যাটিন জানত না, তারা বর্বর বলে বিবেচিত হতো; কেননা তাদের ভাষার শব্দগুলো ছিল অস্পষ্ট এবং শোনাতো ‘বর-বর-বর’ শব্দের মতো। ওই শব্দটিকে অবমাননাকর শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হতো না। এবং এই বিবেচনায় সিরিয়া, ব্যাবিলন এবং মিশরের অধিবাসীদেরকেও বর্বর বলা হতো, যদিও তারা গ্রিক এবং রোমানদের মতোই সংস্কৃতিবান এবং সুশিক্ষিত ছিল এবং তারা দীর্ঘকাল ধরেই সংস্কৃতিবান এবং সুশিক্ষিত ছিল।

জার্মানরাও এই বিবেচনায় বর্বর ছিল কিন্তু তারা ছিল অসভ্য। পরবর্তী কয়েক শতকে, তারা রোমান সাম্রাজ্যের আংশিক পতনে সহায়তা করেছিল এবং তাদের সাংস্কৃতিক মান ও শিক্ষা-দীক্ষা অর্জনে যে ঘাটতি ছিল, সেখান থেকেই ‘বর্বর’ শব্দটির ওপর বর্তমান প্রচলিত অর্থটি আরোপিত হয়—অশিক্ষিত এবং অসভ্য। ওই সময় সারা বিশ্বে একটি আকস্মিক কারণে এই জার্মান উপজাতিগুলোর দারুণ গুরুত্ব ছিল—প্রায় ষাট মিলিয়ন বছর আগে, বাল্টিক সাগরের দক্ষিণ-উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে, পাইন গাছের এক গভীর অরণ্যের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের অনেক আগেই ওইসব অরণ্য বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং অজস্র প্রজাতির পাইন বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু যখন ওই গাছগুলো জীবিত ছিল সেগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণ ধুনা বা রজন (resin) উৎপন্ন হত।

শক্ত, কঠিন এইসব অতি প্রাচীন রজনের টুকরো মাটিতেই পাওয়া যেত এবং সেগুলো ঝড়ঝাপটায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ধুয়ে ধুয়ে পরিষ্কার হত। এগুলো আংশিক স্বচ্ছ একপ্রকার বস্তু, যা সাধারণত হলুদ থেকে কমলা, কমলা থেকে লালচে-বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে, দেখতে সুন্দর এবং নরম, ফলে এতে যেকোনো আকৃতি প্রদান করা সম্ভব হতো। অলংকার হিসাবে এই বস্তুটির (এখন একে অম্বর বলা হয়) অত্যন্ত কদর ছিল।

অম্বর পাচার হতো হাতে হাতে, আর উত্তরাঞ্চলীয় অরণ্যবাসীদের তুলনায় ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজন ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক অগ্রসর, তাদের কাছে অম্বরের চাহিদা ছিল অপ্রতুল এবং তারা এগুলো নমুনা সহকারে চাইত।

অম্বরবাণিজ্যের একটি যোগাযোগের রাস্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওই সময় এবং এটি দক্ষিণ ইউরোপে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং তা ক্রমশ উত্তর অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

সম্ভবত অম্বর ব্যবসার ফলেই জার্মানরা প্রথম এবং অস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পেরেছিল যে দক্ষিণ অঞ্চলের দূরের রাজ্যগুলো সম্পদে ভরপুর।

উত্তরাঞ্চলের বর্বর-মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্য-মানুষদের কাছে ছিল অস্পষ্ট। প্রায় খ্রি.পূ. ৩৫০ অব্দে মাসিলিয়ার (আধুনিক কালে এর নাম মার্শেইলিস) এক আবিষ্কারক পাইথিয়াস, আটলান্টিকে এক দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছিলেন এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বই-পড়ুয়া লোকজনদের জন্য প্রচুর মজাদার তথ্য নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ওই সময় সচরাচর যা ঘটত, খুব অল্পসংখ্যক লোকের কাছে ওই তথ্যগুলো পৌঁছেছিল। কিন্তু ওই দিনগুলো তখন খুব বেশি দূরে নয় যখন সাধারণ মানুষ জার্মানদের সম্পর্কে জানতে পেরেছিল প্রত্যক্ষভাবে।

আগের শতকগুলোতে, জার্মান উপজাতিরা চামাবাদ করত না, তারা শিকার ধরে এবং পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। এভাবে জীবনযাপনকারী লোকসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে ওইসব অরণ্যের ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল, যদিও আধুনিক মানদণ্ডের তুলনায় জনসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য তথাপি ওই ভূমিতে জনসংখ্যা হয়ে গিয়েছিল অতিরিক্ত।

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য আরো অধিক জমির প্রয়োজন দেখা দিল ফলে উপজাতিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ লেগেই থাকত এবং স্বভাবতই এতে একটি দল পরাজিত হতো। পরাজিতরা বেরিয়ে পড়ত নতুন চারণভূমি এবং শিকার ধরার ক্ষেত্র অনুসন্ধান, ফলে জার্মান উপজাতিগুলো তাদের মূল ভূখণ্ডের বাইরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ক্রমশ জার্মানদের বিতাড়িত করা হয় উত্তর সাগর উপকূল বরাবর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে। খ্রি. পূ. ১০০ অব্দের মধ্যে তারা রাইন নদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছে যায় এবং বর্তমান জার্মানীর অধিকাংশই তাদের দখলে চলে যায়।

তাদের সম্মুখস্থ একটি জনগোষ্ঠীকে তারা হয় বিতাড়িত করেছিল অথবা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিল, যারা একদা উত্তর এবং পশ্চিম ইউরোপের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করতো এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি ভাষাগোষ্ঠীতে কথা বলত যেটাকে বলা হয় কেলটিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাইন নদীর পশ্চিম তীরে কেলটিক উপজাতিরা যে ভূমিতে বসবাস করতো, রোমানরা সেটাকে বলে গালিয়া, আমরা যেটাক বলি গল।

জার্মানরা যতই পশ্চিমঅভিমুখে অগ্রসর হতে থাকল ততই তারা নিশ্চয় শুনে থাকবে দক্ষিণের ধনসম্পদ এবং চমৎকার ভূমিগুলোর কথা। খ্রি. পূ. ১৫০ অব্দ, একদিকে মহান গ্রীকসভ্যতা পতনের মুখে অন্যদিকে ধনসম্পদ এবং ক্ষমতায় খুব

দ্রুত উত্থান ঘটছে ইতালির। ইতালির কেন্দ্রীয় নগর রোম, খুব ব্যস্ত তখন সারা মেডিটেরিয়ান অঞ্চল ব্যাপী শাসন ক্ষমতা বিস্তারে।*

জার্মানরা দক্ষিণ অঞ্চলকে মনে করতো অটেল সম্পদে ভরপুর এক সমৃদ্ধ এলাকা—এবং লুটপাটের জন্য এক চমৎকার জায়গা। দক্ষিণ অঞ্চলগুলো উত্তর অঞ্চলগুলোর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে একটা অস্বাভাবিক কঠিন সময় পার করছিল, বর্তমানে যেটাকে ডেনমার্ক বলা হয়, সেখানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যে বৈরী পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল সেই পরিস্থিতির আরো তীব্র অবনতি ঘটিয়েছিল ঝড় বৃষ্টি এবং বন্যা।

নজীরবিহীন সংখ্যক উপজাতীয় নর-নারীরা এবং শিশুরা দলে দলে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করল। পরবর্তীকালে রোমানরা এই দলকে বলতো কিম্ব্রি (ডেনিশ উপদ্বীপ, যাকে আমরা বলে থাকি জুটল্যান্ড, যা এখনো ওই পুরনো নাম ধারণ করেছে আছে; কিম্ব্রিয়ান উপদ্বীপ)

দক্ষিণ অভিযুগে গমনকারী এই কিম্ব্রিরা শেষ পর্যন্ত অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল এবং ওইসব উপজাতিদের রোমানরা বলতো টিউটনস্। এই সুনির্দিষ্ট উপজাতিদের নামটিই শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করা হতো সকল জার্মানদের ক্ষেত্রে, যেন তাদেরকে টিউটন কিংবা টিউটনিক মানুষ বলে ডাকা যায়। আমরা তাদের ভাষাকে টিউটনিক ভাষাও বলতে পারি, আদি জার্মানরা যে ভাষায় কথা বলতো সেই ভাষা থেকে উদ্ভূত সকল ভাষাই টিউটনিকের অন্তর্ভুক্ত—ইংরেজি তাদের মধ্যে অন্যতম!

(এই তথ্য আদৌ নিশ্চিত নয়, যাইহোক না কেন, ওই কিম্ব্রি এবং টিউটন শেষের নামটি সত্ত্বেও ছিল মূলত জার্মান। গতানুগতিকভাবে একই ধারণা করা হয়, কিন্তু আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তারা ছিল অংশত কেলটিক, কিংবা পুরোপুরিভাবেই কেলটিক।)

অগ্রসরমান কিম্ব্রিদের খুব ভয়াবহ সৈন্যদল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তাদের পর্যাপ্ত ধাতুর অভাব ছিল, যার কারণে তাদের যুদ্ধসজ্জা ছিল না এবং তাদের সঙ্গে মাত্র কয়েকটি তরবারি ছিল। যেসব অস্ত্রশস্ত্র তারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল রোমানদের তুলনায় তা ছিল খুবই তুচ্ছ। উপরন্তু তাদের ছিল শৃঙ্খলার অভাব কিংবা শৃঙ্খলিত কৌশল প্রয়োগের কোনো ধারণাই তাদের ছিল না।

রোমানদেরকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় হলো, তাদের হঠাৎ আক্রমণ করে চমকে দেওয়া এবং ভয়ানক তীব্র চিৎকারে তাদের ভয় পাইয়ে দেওয়া এই আশায় যে প্রথম সাক্ষাতেই তারা ভয় পেয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে এবং দৌড়ে পালিয়ে যাবে।

এতে প্রায়ই কাজ হতো। প্রথম জায়গায় উপজাতিগুলো একটি বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করেছিল এবং লড়াইয়ে পুরুষদের পাশাপাশি নারী ও বয়স্ক শিশুরাও অংশগ্রহণ

* বিস্তারিত জানার জন্য আমার বই দ্য গ্রিক (Houghton Mifflin, 1965) এবং দ্য রোমান রিপাবলিক (Houghton Mifflin, 1966) দেখুন

করেছিল। তাছাড়াও জার্মানরা তাদের লম্বা চুল এবং আদিম পোশাকে একটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। তারা ছিল অনেক লম্বা—মেডিটেরিয়ান অঞ্চলের যে কোনো মানুষের তুলনায় তারা প্রত্যেকেই ছিল যেমন লম্বা তেমন শক্তিশালী।

রোমান সৈন্যদল খুব সহজেই এই বর্বর দলটিকে পরাজিত করতে পারতো যদি তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতো এবং মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতো; কিন্তু হঠাৎ করেই তারা বিশৃঙ্খল হয়ে যায় এবং প্রথম আক্রমণেই পালাতে আরম্ভ করে। আর উপজাতিরা এই পলায়নরত সৈন্যদের খুব সহজেই ধরে ফেলে এবং একে একে হত্যা করে।

কিস্থিরা দক্ষিণে অভিযান শুরুর আগেই তাদের সম্পর্কে গুজব রটে গিয়েছিল, এবং সচরাচর গুজবের ক্ষেত্রে যা হয়; তাদের সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা হলো। কিস্থিদের সংখ্যা বলা হলো আধা মিলিয়ন কিংবা তার চেয়েও বেশি; তাদের উচ্চতা, শক্তি এবং ভয়াবহতার বর্ণনা করা হলো অনেক বাড়িয়ে, রোমান সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হলো আল্পস পেরিয়ে উত্তরদিকে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য, কিন্তু তাদের সম্পর্কে গল্প-গুজব শুনে তারা এতোই ভীত হয়ে পড়েছিল যে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার আগেই তারা আধা পরাজিত হয়ে রইল।

কিস্থিরা ওই সৈন্যদলের সঙ্গে লড়াই করে খ্রি. পূ. ১১৩ অব্দে এবং খুব সহজেই তাদের পরাজিত করে। এখন তাদের সামনে রয়েছে আল্পস, যা এখনো দখল করা হয়নি। যদিও এইসব সরল উপজাতিদের ভূগোল সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। তারা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে সহজেই পশ্চিম অভিযুখে যেতে পারতো কিন্তু তা না করে তারা কেন উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়া বেয়ে পথ অন্বেষণের চেষ্টা করেছিল? যাই হোক শেষ পর্যন্ত তারা গুল্ম এ গিয়ে পৌঁছেছিল।

গল-এ রোমানদের সঙ্গে কিস্থিদের তিন-তিনটি সশস্ত্র আলাদা যুদ্ধ হয়েছিল, এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধেই রোমানরা হেরে যায়। খ্রি. পূ. ১০৫ অব্দ, এই সময় সমস্ত রোম চূড়ান্ত ভীতিকর অবস্থায় ছিল। গত দু'শতকে, সমস্ত বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে রোম, মেডিটেরিয়ান অঞ্চলের আশেপাশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতিগুলোকে পরাজিত করেছিল, কিন্তু এই অশুভশক্তি বর্বরদের সামনে তাদেরকে মনে হয়েছিল একেবারে অসহায়।

কোনো সন্দেহ নেই, কিস্থিরা যদি এই সময় ইটালিতে প্রবেশ করতো, তাহলে তারা যে পরিমাণ লুণ্ঠপাট চালাতে পারত তা তাদের নিজেদের বন্য স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যেতে পারতো, আর পৃথিবীর ইতিহাস হয়ে যেতে পারতো অন্যরকম। কিন্তু, রোমের ভাগ্য ভালো যে, তারা এই সময় তাদের যাত্রাপথ পরিবর্তন করে পশ্চিমে ধাবিত হয়ে স্পেনে চলে গিয়ে কেলটিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং এই কেলটিকরা কোনো অংশেই তাদের চেয়ে কম আদিম ছিল না।

ফলে রোম কিছুটা অবসর পেল; আর এই অবসরে সেখানে আবির্ভাব হলো এক বীরের। সে ছিল স্বভাবে রুক্ষ, বাস্তবিক নিরুক্ষর এক সৈনিক যার নাম ছিল গইয়াস মারিয়াস। সে রোমের একজন অলিখিত পরিচালক বনে গেল। সে কাজ শুরু করল;

সৈনিকদের পিটিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলল এবং এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিল যেন তারা ওইসব বন্য বর্বরদের আক্রমণের মুখেও অবিচল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

খ্রি. পূ. ১০২ অব্দে, যখন কিম্ব্রিরা স্পেন থেকে ফিরে এসে ইতালি আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন মারিয়াস পুরোপুরি প্রস্তুত। বর্বররা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে অভিযান শুরু করেছিল, যাদের একদল নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছিল দক্ষিণ গল্-এ। অন্য দলটি ইটালিতে আসতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ১০১ অব্দে পো-উপত্যকায় তারা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়।

ভীতিকর বর্বররা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেল আর রোম মেতে উঠল বিজয় উল্লাসে। ওই মুহূর্তে মারিয়াস তাদের কাছে হয়ে উঠল ঈশ্বরের মতো প্রিয়পাত্র কিন্তু কেউই ধারণা করতে পারেনি এই যুদ্ধটা ছিল পরবর্তী অনেক শতকব্যাপী রোমান আর বর্বরদের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা মাত্র।

জার্মানির পুনর্বিজয়



জার্মান উপজাতিগুলো, রাইন নদীর পূর্বদিকে এবং আল্পসের উত্তর দিকে, কীছুকাল চুপচাপ বসে থাকল। কিন্তু জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকল। এখন রোম দখল করা যদি কঠিনই হয়ে পড়ে, তাহলে পশ্চিমাঞ্চলে সহজেই দখল করার মতো অনেক রাজ্য রয়েছে। খুব সাবধানে জার্মানরা গল্ অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকলো।

এই আক্রমণে যে উপজাতি নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা জার্মান রাজ্যগুলোর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে বসবাস করতো। আধুনিক জার্মানরা তাদেরকে সওয়াবেন (schwaben) বলে থাকে কিন্তু রোমানরা স্বয়েভি (suevi) এবং আমাদের কাছে তাদের নাম হলো সুয়েভ (sueves)।

কিম্ব্রিরা পরাজিত হওয়ার পর, সুয়েভদের একটি প্রজন্মকে শাসন করেছিল এক জার্মান সর্দার, যাকে রোমানরা ডাকতো এরিওভিস্টাস বলে। খ্রি. পূ. ৭১ অব্দের প্রারম্ভেই ওই সর্দার রাইন নদী অতিক্রম করে পশ্চিম দিকে হানা দিতে শুরু করে এবং ক্রমশ গ্যালিক অঞ্চলের অনেক রাজ্য তার নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকল। গলের সমস্ত রাজ্য তাঁর অধীনে চলে আসার সবরকম সম্ভাবনাই ছিল যদি না মাঝখান থেকে ঝামেলা বাধাতো রোম। খ্রি. পূ. ৫৮ অব্দে, রোমান সেনাবাহিনী উত্তর দিকে গল্ অভিমুখে অগ্রসর হলো রোমান ইতিহাসের সর্বকালের সেরা এক মহান সেনাপতির অধীনে—তাঁর নাম জুলিয়াস সিজার।

এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য রোমান এবং জার্মানরা গল্-এ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় সিজারকে পরাজিত করার মতো কেউই ছিল না। তিনি জার্মান

শক্তিকে রাইন নদীর ওপারে বিতাড়িত করলেন এবং নিজেও নদী পার হয়ে জার্মান রাজ্যগুলোর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হলেন, দুটি আলাদা আলাদা আক্রমণ চালিয়ে, যদিও তিনি জার্মানের অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলিতে এসে এরিওভিসটাস-এর সঙ্গে পূর্বব্যবস্থামতো যুদ্ধে জড়ানো থেকে নিজেকে খুব সতর্কভাবে বিরত রেখেছিলেন।

গল্ রোমানদের প্রদেশে পরিণত হলো, আর এখন জার্মান উপজাতিগুলো রোমান কর্তৃক শুধু দক্ষিণ দিক থেকেই আক্রান্ত হতে লাগল না পশ্চিম দিক থেকেও আক্রান্ত হতে লাগল।

রোম যুদ্ধ বন্ধের কোনো উদ্যোগই নিল না। সিজার নিহত হলেন আততায়ীর হাতে খ্রি. পূ. ৪৪ অব্দে, তাঁর মহান ভাতিজা শেষ পর্যন্ত রোমের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন রোম সাম্রাজ্য, আর শাসনকার্য পরিচালনা করলেন অগাস্টাস উপাধি ধারণ করে।* অগাস্টাসের সৎভাই দ্রুসাস, খ্রি. পূ. ১২ অব্দে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাইন নদী অতিক্রম করলেন, এবং খ্রি. পূ. ৯ অব্দে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন ২৫০ মাইল পূর্বে ইলবেতে। ওই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রোমানরা প্রায় বিশ বছর অবস্থান করেছিল, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি শান্ত হতে থাকে এবং রোমান জীবনযাপনপ্রণালীর সঙ্গে ওই রাজ্যগুলোর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটতে থাকে।

কিছু সময়ের জন্য এটা মনে হয়েছিল যে, গলের মতো জার্মানরাও রোমান সভ্যতার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। কিন্তু জার্মানরা প্রতিঘাত করেছিল এবং পুনর্দখল নিয়েছিল। তারা তাদের নেতা খুঁজে পেয়েছিল এক তরুণ যোদ্ধার মধ্যে, তাঁর নাম আরমিনাস (জার্মান নামের ল্যাটিন রূপ হলো হার্ম্যান)। তিনি রোমান শিখে হয়ে উঠেছিলেন একজন রোমান, এমনকি রোমান শৈল্পিকত্বও পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু হৃদয়ে ছিলেন একজন খাঁটি জার্মান।

তিনি এক রোমান সেনাপতিকে প্রলোভিত করেছিলেন, যিনি দ্রুসাসের উত্তরাধিকার হিসাবে নবম খ্রিস্টাব্দে গভীর অরণ্যের এক প্রদেশের অধিকর্তা হয়েছিলেন। তিনি সেখানে হঠাৎ আক্রমণ করে বসেন; এবং তিনদিনে তিনটি রোমান লিজন্** কে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন।

বাদবাকি রোমান বাহিনীগুলোকে পিছু হঠতে হয়েছিল, উত্তরসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলগুলো তারা ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলোও তাঁর কাছে সমর্পণ করতে হয়েছিল, তারা রাইন নদীর পশ্চিম তীর থেকে নিজেদের অপসারণ করে, তারপর চার শতকেরও বেশি সময়ব্যাপী ঐ এলাকাটি ছিল রোমান-জার্মান সীমান্ত অঞ্চল। রোম পরবর্তীকালে জার্মান দখল কিংবা তাদের সভ্য করার কোনো

* অগাস্টাস এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে রোমের গল্প জানতে হলে, আমার রোমান সাম্রাজ্য (The Roman Empire) বইটি দেখুন (Houghton Mifflin, 1967).

** লিজন্ (Legion) প্রাচীন রোমের অস্বারোহী সৈনিক দলসহ তিন থেকে ছয় হাজার লোকের সৈন্যদল।

উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত যা ঘটেছিল, তা রোমানদের জন্য যেমন মন্দ ছিল তেমনি জার্মানদের জন্যও এবং সম্ভবত সারা বিশ্বের জন্যও মন্দ ছিল।

রোমানদের প্রতি জার্মানদের স্বভাবসুলভ এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। স্পেন গল্ এমনকি ব্রিটেনও অন্যান্য বর্বর উপজাতিগুলোকে পরাজিত করেছিল এবং নিজেদের মধ্যে একীভূত করে নিয়েছিল। জার্মানরা যাই হোক তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখে চলছিল, ফলে জার্মানদের প্রতি রোমানদেরও কৌতূহল কম ছিল না।

প্রায় এক শতাব্দী পর রোমানরা আরমিনিয়াসের কাছে পরাজিত হয়, একজন ঐতিহাসিক যাঁর নাম কর্নেলিয়াস টেসিটাস সম্ভবত তিনি ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত জার্মানীতে গিয়েছিলেন কিংবা জার্মান কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলে থাকতে পারেন। অন্ততপক্ষে দেশে ফিরে তিনি ৯৮ সালের দিকে জার্মানীর ওপর একটি বই প্রকাশ করেন। মাত্র পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ঐ বইটিই রোমান আমলে জার্মানদের সম্পর্কে জানার একটি প্রধান উৎস।

ওই সময় জার্মানরা কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চালু করেছিল। টেসিটাস তাদেরকে লম্বা, বিশালদেহী, যুদ্ধপ্রিয়, শিকারে আমোদপ্রিয়, ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর কিন্তু শ্রদ্ধাশীল এবং অতিথিপরায়ণ বলে উল্লেখ করেন। জার্মান আচরণ এবং জার্মান সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে টেসিটাসের বর্ণনা কতটুকু সত্য তা বোঝা দুর্বল। কেননা টেসিটাস একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ছিলেন না। তিনি ওই সময় রোমান সমাজ ব্যবস্থার এক কঠোর সমালোচক ছিলেন, রোমান সমাজকে তিনি পত্নিত এবং লম্পট বলে মনে করতেন। যার কারণে তিনি জার্মানদের 'মহৎবন্য' হিসাবে উল্লেখ করেন এবং রোমানদের যেসব পুরুষালী সৌন্দর্যের অভাব ছিল সেগুলো তিনি তাদের ওপর আরোপ করেন। তিনি তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাবের কথা বলেছেন, স্বাধীনতার প্রতি তাদের ভালবাসার কথা বলেছেন, তারা তাদের শিশুদের দুঃসাহসিক করে গড়ে তোলার জন্য এবং অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কীভাবে প্রশিক্ষণ দিত, কীভাবে একদল যোদ্ধা কর্তৃক রাজা নির্বাচিত হতেন, কীভাবে একজন সর্দার তার অনুসারীদের একত্রে জমায়েত করতো, এগুলোর কথা বলেছেন। সামন্ততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বীজ প্রাচীন জার্মান উপজাতীয়দের প্রথায় নিহিত ছিল কিনা, পরবর্তীকালে তা অনেকেই খোঁজার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যেহেতু আমাদের শুধু টেসিটাসের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ঘটনা কী ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয় এবং তিনি যা উপস্থাপন করেছেন তা ছিল শুধু তাঁর রোমান শ্রোতামণ্ডলীর জন্য একটি আদর্শ নীতি শিক্ষা।

টেসিটাস সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, জার্মান জনগণের দৈহিকশক্তি এবং স্বাধীনচেতা মনোভাব, অপৌরুষসুলভ এবং ক্ষয়ে যাওয়া রোমের জন্য হুমকি হয়ে উঠবে এবং এক্ষেত্রে তিনি যা বলেছেন তা পুরোপুরি সত্য। রোম টেসিটাসের জীবদ্দশায় শক্তিশালী ছিল, এবং এটা নিশ্চিত যে ওইসময় রোমে একের পর এক শক্তিশালী এবং যোগ্য সম্রাটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। কিন্তু

তাদের শাসন আমলের শেষ পর্যায়ে, মারকুস-অউরিলিয়াসের সময় থেকে সমস্যা দানা বাঁধতে শুরু করে।

পূর্ব দিকে একটা যুদ্ধ হয়েছিল, এ যুদ্ধে রোমানরা যদিও জয়ী ছিল, কিন্তু ফেরার পথে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ভয়াবহ প্লেগ যা ১৬৬ সালে পুরো সাম্রাজ্যকে ছারখার করে ফেলে। জার্মানীতেও প্লেগের অনুপ্রবেশ অবশ্যই ঘটে থাকবে; কিন্তু সেখানে জনগণের প্রতি মনোযোগ ছিল কম এবং সেখানে এটা খুব বেশি ছড়াতে পারেনি এবং ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তুলনামূলক কম।

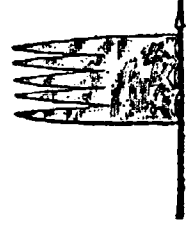
দক্ষিণ জার্মানীর একটি জার্মান উপজাতি, রোমানরা যাদের বলতো মারকোমান্নি, দানিযুর নদী অতিক্রমের জন্য এবং দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য এমন এক সময় রোম অবরোধ করেছিল যখন পুরো রোম সাম্রাজ্য প্লেগে আক্রান্ত হয়ে টালমাটাল অবস্থায় ছিল। মারকুস অউরিলিয়াস তাঁর রাজত্বের বাকি সময়টুকু তাদের সঙ্গে লড়াই করে কাটিয়েছিলেন। তিনি যে শহরে মারা গিয়েছিলেন সেটা এখন ভিয়েনা বলে পরিচিত, তিনি সেখানে তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। মারকুস অউরিলিয়াসের হৃদয়হীন প্রতিরোধ মারকোমান্নিদের দানিযুব নদীর ওপারে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এতে সাম্রাজ্য রক্ষা হয়েছিল। এবং ওই মুহূর্ত থেকে বাস্তবিক শান্তির কোনো সুযোগ ছিল না, জার্মানরা সবসময় সতর্ক থাকত, রাইন এবং দানিযুবের ওপার থেকে তারা রোমান সাম্রাজ্যের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতো, এবং অপেক্ষা করতো আর দুর্বল মুহূর্ত এলেই আক্রমণ করে বসতো।

কতবার তারা পরাজিত হতো সেটা কোনো ব্যাপার নয়। তারা হেরে গেলে পালিয়ে প্রবেশ করতো গভীর অরণ্যে, আর ক্লান্ত রোমানরা ওই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে পারতপক্ষে অনুসরণ করতো না—এবং পরমুহূর্তেই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে রোমানদের আবার পর্যবেক্ষণ শুরু করতো।

উপরন্তু, রোমানরা তাদের সবচাইতে বড় সুবিধাগুলো হারাচ্ছিল। মারকুস অউরিলিয়াসের সময় পর্যন্ত জার্মান উপজাতিরা পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন অনেকগুলো দলে বিভক্ত ছিল। এমনকি যখন একদল উপজাতি রোম আক্রমণ করতো, তখন অন্য উপজাতিদেরকে ঘুষ দিয়ে তাদের নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখা যেতো এমনকি রোমানদের পক্ষে এনে তাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করানো যেতো। কিন্তু এখন, জার্মান উপজাতিগুলো একত্র হয়ে সংগঠিত হতে আরম্ভ করল এবং গড়ে তুলল বৃহৎ এবং ভীষণ ভয়াবহ একটি সংঘ। মার্কোমান্নিরা দক্ষিণ অঞ্চল বরাবর এবং দক্ষিণ পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে যোগদান করে একটি দুর্বল সংঘ গড়ে তুলল। রোমানরা তাদেরকে বলতো অ্যালামান্নি, এই শব্দটি নেয়া হয়েছিল সরাসরি জার্মান থেকে, যার অর্থ হলো ‘অলম্যান’ বা ‘সমস্ত মানুষ’। সম্ভবত অ্যালামান্নিরা চেয়েছিল একটি পুরোপুরি সংঘবদ্ধ জার্মান গড়ে তুলতে—যা আদিকালে কখনোই হয়ে ওঠেনি। (ওই নামটি ফরাসী ভাষায় এখনো সংরক্ষিত আছে, ‘অ্যালাম্যান’ [Allemagne])।

অ্যালেক্সান্দ্রিয়া গল অভিমুখে যাত্রা করেছিল ২৩৩ খ্রিস্টাব্দে, যখন ওই সময়কার রোমান সম্রাট আলেক্সান্দার সিভারাস সুদূর পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এবং ওইসময় ওইসমস্ত অঞ্চলে প্রচুর যুদ্ধ হতো। আলেক্সান্দার ফিরে আসার পর চেষ্টা করলেন তাদের বিতাড়িত করতে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। তিনি তখন তাদের রোমান অঞ্চল ছেড়ে যাবার জন্য ঘুষ প্রদানের উদ্যোগ নেন, আর তাঁর সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করার জন্য এটিকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এই ঘটনা পরবর্তী প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত রোমানদের একটি অরাজক অবস্থায় নিয়ে যায়; আর ওই সময় পুরো সাম্রাজ্য চিরতরে ভেঙ্গে যাবে বলে প্রতিমায়িত হচ্ছিল এবং এর একটি বৃহৎ অংশ জার্মানদের হস্তগত হয়ে যেতে পারতো। ঠিক এ সময়েই রসমঞ্চ আবির্ভাব ঘটে জার্মান উপজাতিগুলোর মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত উপজাতি গথ্-এর।



রোমানদের পুনঃবিজয়

গথ্দের উৎপত্তি সম্ভবত বর্তমান সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলে, এই নামের অর্থ হতে পারে ‘ভালোমানুষ,’ আর অবশ্যই এই নামটি গথ্দের নিজেদেরই দেখায়। মানুষ স্বভাবতই তাদের নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে।

টেসিটাসের সময়ে গথ্রা দলে দলে বেলটিক সাগর দিয়ে উত্তর জার্মানিতে দেশান্তরিত হয়েছিল। সম্ভবত এখান থেকে ডনিশ্বে আন্দোলনের (ছদ্মবেশ গতিবিধির) সূচনা, গথ্রা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের জড়িয়ে জায়গা দখল করতো, দক্ষিণাঞ্চলে বিতাড়িত ওই সমস্ত লোকজন তখন উচ্ছেদ করতো অন্যদের এবং জার্মানির দক্ষিণের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকল, মার্কোমান্নিরা প্রথম একটি ভালো সুযোগ পেয়ে রোম আক্রমণের উদ্যোগ নেয়।

গথ্রা দক্ষিণ দিকে এবং পশ্চিম দিকে তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখলো, জার্মান অধিকৃত এলাকার বাইরে যেসব ভূমি, অপেক্ষাকৃত কম যুদ্ধবাজ লেটস্ এবং শ্লাভদের দখলে ছিল, তারা সেদিকে গেল। তারা ভিস্টুলা নদী এবং দৈইস্তার-এর নিম্নভূমি দিয়ে (বর্তমান পোল্যান্ড এবং পশ্চিম এশিয়ার ভেতর দিয়ে) অগ্রসর হতে থাকলো এবং এসে পৌঁছেছিল কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে পর্যন্ত, এই ভূমি ছিল কৃষিকাজের জন্য চমৎকার (বর্তমানে এটা ইউক্রেইন এবং বেসারাবিয়ার সরস উর্বর ভূমিগুলো এর অন্তর্ভুক্ত করেছে)।

গথ্রা এখন অবস্থান নিল বিধ্বস্ত রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে।

রোমানরা প্রায় দেড়শত বছর আগে দানিযুবের উত্তর অঞ্চল এবং ডাকিয়া (আধুনিক রুমানিয়া) দখল করে নিয়েছিল, টেসিটাসের সময়কাল থেকে খুব বেশি পরে নয়। কিন্তু ডাকিয়া ছিল দুর্বল এবং অনিরাপদ। গথরা বারংবার এখানে আক্রমণ চালায় এবং লুটপাট করে। তারা এমনকি জাহাজও নির্মাণ করেছিল। সেগুলো নিয়ে তারা পাড়ি জমাতো কৃষ্ণ সাগরে, আর চলে যেত এশিয়া মাইনর এবং বলকান তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে লুটতরাজের জন্য।

রোমের সীমান্ত ধসে পড়েছিল আর একের পর এক স্বপ্লাযু রোমান সম্রাটরা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারছিল না। তাদের গৃহীত কঠোর উদ্যম খারাপ পরিস্থিতিতে আরো খারাপ করে তুলছিল। ২৪৮ সালে, ডেকিয়াস সম্রাট হলেন এবং তিনি তড়িঘড়ি করে গথদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হলেন, ওই সময় গথরা দানিযুবের দক্ষিণ প্রদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাঁর দৈহিক যন্ত্রণার কারণে, তিনি ২৫১ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হন এবং নিহত হন, এবং এই প্রথম একজন রোমান সম্রাট যুদ্ধে নিহত হলেন।

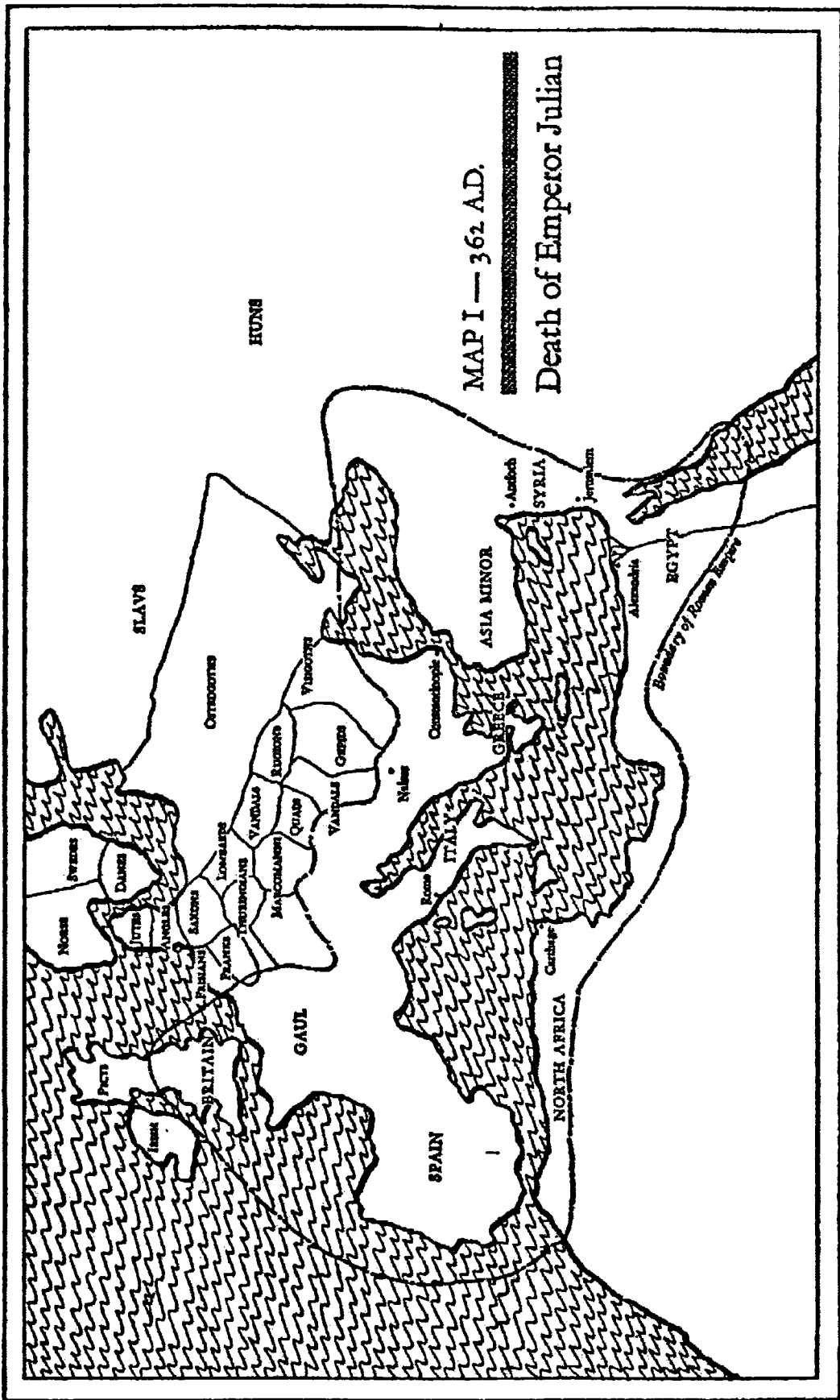
কিন্তু রোম টিকেছিল আর বিপদের মেঘ খুব ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল ২৬৮ খ্রিস্টাব্দে, যখন দ্বিতীয় ক্লডিয়াস সিংহাসনে বসলেন।

গথিক হুমকিধামকি পূর্বের চেয়ে আরো ভয়াবহ রূপধারণ করল। একটি বিশাল রণতরী গথদের নিয়ে কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিয়ে বসফরাসের তীর দিয়ে পৌঁছল এজিয়ান সাগরে। তারা উত্তর গ্রীসে অবতরণ করে নাইসাস দ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হলো, (যার বর্তমান নাম নিস) এটা অবস্থিত পূর্ব যুগোস্লাভিয়ায়) পূর্ব ইউরোপিয়ানরা এর আগে কখনোই এরকম ধ্বংসাত্মক অবস্থার মুখোমুখি পড়েনি।

দ্বিতীয় ক্লডিয়াস গথদের মুখোমুখি হন নাইসাস-এ, দীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধের পর তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিলেন। ক্লডিয়াস গর্বভরে সম্মানজনক উপাধি হিসাবে গথিকাস নাম ধারণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী, পরবর্তী বছরেই তিনি প্রুগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

তাঁর উত্তরাধিকারী, অউরেলিয়ান ছিলেন আরেকজন যোগ্য সম্রাট, যিনি পুরো সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা পুনর্নির্মাণের জন্য অনেকদূর পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, অন্ততঃপক্ষে ডাকিয়াকে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তিনি এই প্রদেশ চিরতরে ত্যাগ করেন। গথরা খুব দ্রুত এই প্রদেশ হস্তগত করে। দানিযুব তীরবর্তী অঞ্চলগুলো তারা প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী দৃঢ়ভাবে নিজেদের অধিকারে রেখেছিল।

ওই নদীর উত্তর দিকে পর্যাপ্ত জায়গা ছিল। ফলে গথরা দুটো রাজ্য গড়ে তোলে। একটি পূর্ব দিকে যার অবস্থান ছিল কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে এবং বর্তমানে এটাকে বলা হয় ইউক্রেন, অপরটি পশ্চিম দিকে কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিম দিকে ডাকিয়ায়।



কৃষ্ণ সাগরের উত্তর দিকের উপজাতিরা নিজেদের ‘অস্ট্রোগথ’ বলে অভিহিত করতো, এবং কৃষ্ণ সাগরের পশ্চিমে যারা ছিল তারা নিজেদের বলতো ‘ভিসিগথ’। এই নামকরণগুলোর ব্যাখ্যা বোধহয় সহজেই দেওয়া যেতে পারে যেমন, ‘পূর্ব গথ’ এবং ‘পশ্চিম গথ’। কিন্তু সেটা তাদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল ছিল না। ঐ নামগুলো সম্পর্কে বর্তমানে সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হলো, অস্ট্রোগথ-এর অর্থ হলো ‘চমৎকার গথ’ এবং ভিসিগথ এর অর্থ হলো ‘মহানগথ’। গথরা নিজেদের সম্পর্কে যে সব ধারণা পোষণ করতো, তার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না।

পুরো গথিক রাজ্য জুড়ে, অবশ্যই শুধু গথরাই ছিল না, বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে পদদলিত এবং দীর্ঘকালব্যাপী নিপীড়িত স্লাভিক চাষীরাও ছিল। গথদের ছিল একটি দুর্বল অভিজাত শাসকগোষ্ঠী যারা একটি যোদ্ধা বর্ণের (casta) উৎপত্তি করেছিল। পরবর্তী পাঁচশতকে, জার্মানীর বাইরে জার্মানরাজ্যগুলোতে কোনগুলো তুচ্ছ কিংবা সাধারণে পরিণত হবে, এটাই ছিল তার সর্বপ্রথম উদাহরণ।

গথরা যখন পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন রাইন নদী বরাবর আরেকটি জার্মান উপজাতির কথা শোনা গিয়েছিল। তারা নিজেদেরকে বলতো ফ্রাঙ্ক। এই নামকরণের উৎপত্তি নিয়ে অনেক তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। এর অর্থ হতে পারে ‘মুক্ত’ ‘বর্শা’ অথবা ‘সাহসী’। এর অর্থ যাই হোক না কেন, ফ্রাঙ্করা, অবশ্যই, নিজেদের প্রশংসা করতো।

রোমান রাজনৈতিক অরাজকতার সময়ে, ফ্রাঙ্ক এবং অ্যালেক্সান্ডার গল-এ পৃথক আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল, যদিও রোমান সম্রাট থ্রোবাস ২৭৬ সালে তাদের পরাজিত করেছিলেন।

২৮৪ খ্রিস্টাব্দে, অবশেষে রাজনৈতিক অরাজকতার অবসান ঘটে। ডায়োক্লেটিয়ান নামক এক নতুন সম্রাটের সমাধিভাব ঘটে, যিনি সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে পুনঃসংগঠিত করেন। অনেক কষ্ট করে তিনি এটা করতে পেরেছিলেন ফলে রোম তার পায়ে শক্তভাবে না দাঁড়াতে পারলেও টলমল অবস্থায় কোনোরকম দাঁড়াতে পেরেছিল। যত বেদনাদায়কভাবেই হোক না কেন, রোম তখন তার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল আর বর্বররা ক্ষণিকের জন্য হলেও চলে গিয়েছিল।

কিছু সময়ের জন্য, রোমানরা পুনর্জীবিত হতে থাকে আর হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, চমৎকার। ৩০০ খ্রিস্টাব্দে, আরেক শক্তিশালী সম্রাট, কনস্ট্যানটাইন ১ম, বসফরাসের তীরে একটি নতুন বিশাল রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজের নামে এর নামকরণ করেন কনস্টান্টিনোপল। অনেকের কাছে এই সাম্রাজ্যকে শাস্বত মনে হলেও এই সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণভাবে পচন ধরে গিয়েছিল, এর অর্থনীতি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল, আর মানুষের নৈতিক অধঃপতন বেড়েই চলছিল। উপরন্তু, গৃহযুদ্ধে রোম ছিল দিশেহারা।

ডায়োক্লেটিয়ান রোমান সাম্রাজ্যের ভারবহন সহজ করার জন্য দুজন উপ-সম্রাটের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি পূর্বে অপরটি পশ্চিমে। তাত্ত্বিকভাবে, তারা একটি একক

সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতেন; কিন্তু ঠিক ওই সময় থেকেই ঐতিহাসিকগণ রোমান সাম্রাজ্যকে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য বলে উল্লেখ করতে থাকলেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য ছিল অধিকতর সম্পদশালী, তাদের সংস্কৃতি ছিল উন্নত এবং উক্ত দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে পূর্বসাম্রাজ্য ছিল জনবহুল।

সাম্রাজ্যের এই বিভক্তিকরণের ফলে শাসন ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল কিন্তু তা সব সময়ের জন্য নয়। প্রায়শই উপ-সম্রাটগণ ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ পরস্পরের প্রতি চক্রান্তে লিপ্ত থাকতো এবং পরস্পরের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতো। পূর্ব দিকে, বিদ্রোহী পারস্যের সম্রাট পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটান। পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধ রোমানদের বিপন্ন করে তুললেও পুরোপুরি বিধ্বস্ত করতে পারেনি।

জার্মান তখনো অপেক্ষা করেই চলছিল।

কনস্টান্টাইনের মৃত্যুর পর পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে অনেক সময়ব্যাপী গৃহযুদ্ধ চলতে থাকলো। কনস্টান্টাইনের পুত্র দ্বিতীয় কনস্টানটিয়াস তাঁর অধীনে সাম্রাজ্যকে একীভূত করলেও রোম পারস্যের সঙ্গে এক দীর্ঘমেয়াদি অসফল যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, পশ্চিম অংশ এসময় যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল এবং ৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে, ফ্রাঙ্ক এবং অ্যালামান্নি খুব তাড়াহুড়ো করে গল-এর দখল নিচ্ছিল।

কনস্টানটিয়াস গল অভিযানে তাঁর চাচাত ভাই জুলিয়ানকে প্রেরণ করেছিলেন। কোনোরকম সামরিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই এবং অপরিপুষ্ট সৈন্যদল নিয়েই তিনি তাঁর মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে যুদ্ধে তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

খুব দক্ষতার সঙ্গে তিনি টগবগে জার্মান শক্তিকে বিচ্যুত করে ওই নগরের পুনঃদখল নিয়ে নেন এবং তাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করেন। অবশেষে ৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে, রাইন নদীর উচ্চ ভূমির নিকট যা বর্তমানে স্টারসবার্গ শহর নামে পরিচিত, সেখানে তিনি মূল জার্মান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হন, জার্মান বাহিনীর অজস্র সৈন্যসংখ্যা, প্রায় প্রতি তিনজন জার্মানীর জন্য একজন রোমান সৈন্য, ফলে তিনি আক্রমণে ইতস্তত ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর নিজের উৎসাহী সৈনিকরা তাঁকে ঠেলে যুদ্ধে পাঠালেন। রোমান শৃঙ্খলা সংখ্যাধিক্য জার্মান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছিল, এবং তাঁর নিজের দলের প্রাণহানিও ঘটেছিল খুব কম, এভাবে জুলিয়ান তাঁর শত্রুর ওপর এক ভয়াবহ পরাজয়ের বোঝা আরোপ করতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী তিন বছর, জুলিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে রাইন নদী অতিক্রম করে তিন-তিনবার জার্মান আক্রমণ করেন। তিনি ওই উপজাতিদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং অবমানিত করেন। তাঁর লোকজন তাঁকে মনে করতো যে, জুলিয়াস সিজার আবার জীবন্ত হয়ে ফিরে এসেছেন।

সম্রাট কনস্টানটিয়াস ক্রমশ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন, তিনি জুলিয়ানের কিছু সৈন্যদল অপসারণ করার মাধ্যমে তাঁকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

উদ্ভেজিত সৈন্যদল তাঁদের এই সেনাপতিকে সম্রাট ঘোষণা করলেন, ফলে আরেকটি গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের আগেই কনস্টান্টিয়াস মৃত্যুবরণ করেন, আর জুলিয়ান, এক সংক্ষিপ্ত সময় রাজত্বের পর পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে মৃত্যুবরণ করেন।

খ্রিস্টীয় ধর্ম



রোমান আর জার্মানরা যে কেবল যুদ্ধেই লিপ্ত থাকতো কিংবা সভ্যতা বনাম বর্বরতা অথবা আলো বনাম অন্ধকারের ভেতর সংঘর্ষ যে সর্বদা লেগেই থাকতো এমনটা আমরা অবশ্যই ভাবি না। শান্তির জন্য মাঝে মাঝে বিরতিও পেত তারা এবং ওই সময় পারস্পরিক যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য চলতো এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে—এমনকি তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল।

অনেক জার্মান রোমান সাম্রাজ্যে দেশান্তরিত হতো এবং এখানে বেতনভোগী সৈনিক হিসাবে যোগদানের জন্য তারা ছিল সু-স্বাগত। রোমান নাগরিকদের সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করানো ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছিল, শতাব্দীর লম্বা সময় ধরে শান্তি বিরাজ করায় তাদের মধ্যে যুদ্ধবন্দেহী মনোভাব অনেকখানি কেটে গিয়েছিল, এবং সামরিক বাহিনীর কঠিন জীবনযাপনে তারা অস্বস্তি বোধ করতো এবং অসুখী বোধ করতো।

অন্যদিকে জার্মানরা ছিল লম্বা, শক্তিশালী ও কঠিন জীবনযাপনে অভ্যস্ত, রোমান সেনাবাহিনীতে এসে তারা দেখল, এখানকার জীবনযাপন তাদের পূর্বের যাপিত জীবনের চেয়ে একধাপ উন্নত। পূর্বের চেয়ে এখানে তারা উন্নত খাবার পেল এবং সুখশান্তির জন্য সকলকিছুই তারা পেল। এছাড়াও অসংখ্য গৃহযুদ্ধে, তারা নারী হরণ এবং লুটপাটের দারুণ সুযোগ পেত।

মূলত জুলিয়ান যখন ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে লড়াইছিলেন তখন তাঁর নিজের বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিকই ছিল জার্মান থেকে আগত, সুতরাং এই যুদ্ধটা মোটেও পুরোপুরি জার্মানদের বিরুদ্ধে রোমান যুদ্ধ ছিল না। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যুদ্ধটা হয়েছিল জার্মানদের বিরুদ্ধে জার্মানদের।

গল-অভিযানে জার্মানদের সমস্ত দলকে নিয়োজিত করার চুক্তির মাধ্যমে জুলিয়ান এই প্রবণতাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান এবং স্ট্রাসবার্গে মহান বিজয়ের পর চুক্তি অনুযায়ী তারা রোমান সেনাবাহিনীতে কাজ করবে। পূর্ববর্তী প্রবণতা পরবর্তীকালে রোমানদের জন্য অমঙ্গল বয়ে এনেছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রোমান এবং জার্মানদের মধ্যে পার্থক্য ক্রমশ কমতে শুরু করেছিল। রোমান সাম্রাজ্য তার উত্তর প্রান্তে জার্মান রঙে রঞ্জিত হতে শুরু

করেছিল, অন্যদিকে জার্মানরাও রোমানদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করে এবং তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করে নিজেদেরকে রোমানিকরণ করতে শুরু করেছিল।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, জার্মানরা রোমানদের একটি ধর্ম অনুসরণ করতে শুরু করেছিল।

অগাস্টাসের সময় একটি নতুন ধর্ম, খ্রিস্টধর্মের উদ্ভব ঘটে। এর শুরু হয়েছিল ইহুদি ধর্মের ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবে কিন্তু খুব দ্রুত এটা অ-ইহুদিদেরও চিন্তার একটা পথ হিসাবে গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে, মাঝেমধ্যে কিছু নির্যাতন উৎপীড়ন সত্ত্বেও, রোমে এই ধর্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ৩০০ খ্রিস্টাব্দে, সম্ভবত একচতুর্থাংশ রোমান জনগণ খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন করে, ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে অথবা পরিস্থিতির চাপে তখন পর্যন্ত খ্রিস্টানরা সংখ্যালঘু হলেও তারা ছিল একনিষ্ঠ এবং সরব। প্যাগান সংখ্যাগুরুরা ছিল ধর্মকর্মে উদাসীন এবং বস্তুগত জীবনের দিকে ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল তারা।

সম্রাট কনস্টানটাইন ১ম ছিলেন একজন চতুর রাজনীতিবিদ, তিনি খুব ভালোভাবে এই ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথমত তিনি খ্রিস্টান হয়েছিলেন ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে এবং তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে খ্রিস্টান ধর্ম মূলত রোমান সাম্রাজ্যের রাজধর্ম হিসেবে পরিগণিত হয়।

কিন্তু যখন থেকে খ্রিস্টধর্ম নিজেদের ধর্মকে সর্বজনীন ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করতে থাকল তখন তারা এটাকে শুধু রোমান অধিকৃত রাজ্যগুলোতে সীমাবদ্ধ রাখেনি। রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত আর্মেনিয়া এবং পারস্যেও খ্রিস্টান ছিল এবং তারা জার্মানদেরকেও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছিল।

উলফিলাস নামক একজন গথ্ (গথিক নামের ল্যাটিন রূপ হলো উলফিলা, অথবা 'নেকড়েবাঘের শাবক'), ৩৩২ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল ভ্রমণ করেছিলেন এবং খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। মাতৃভূমিতে ফিরে এসে গথ্দের কাছে অক্লান্তভাবে ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং অল্পসংখ্যক গথ্কে তিনি খ্রিস্টে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, উলফিলাস বর্ণমালার উদ্ভাবন করেছিলেন এবং গথিক-এর একটি লিখিত রূপ দাঁড় করিয়েছিলেন, তিনি বাইবেলের একটি অনুবাদ গথিকে তৈরি করেছিলেন (এক্ষেত্রে কিছু অনুচ্ছেদ তিনি সেন্সর করেছিলেন, যেগুলো ছিল যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে, এই কারণে যে গথিকদের ঐ নির্দেশনায় অনুপ্রাণিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল না)। ঐ অনুবাদের ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনো রয়েছে এবং এটিই বর্তমানে বিলুপ্ত গথিক ভাষার একমাত্র প্রামাণ্য লিপি।

উলফিলাসের অগ্রসর ছিল ধীর গতিসম্পন্ন, কিন্তু তিনিই এর ভিত্তি স্থাপন করে যান। যখন জার্মানরা সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছিল তখন তারা প্যাগান ধর্মেই মুগ্ধ ছিল। তারা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে জানত এবং এর সঙ্গে বলতে গেলে তারা

পরিচিতও ছিল, এবং শেষ পর্যন্ত যখন এই উপজাতিরা সাম্রাজ্যে প্রবেশ করল তখন তারা এই রাজধর্ম গ্রহণ করল।

শেষ পর্যন্ত, খ্রিস্টধর্ম এতই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তা জার্মানদের সমস্ত প্যাগান চিহ্ন মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তারপরেও অল্পকিছু সংখ্যক মানুষ প্যাগান থেকে গিয়েছিল। আইসল্যান্ডের সাহিত্যে (আইসল্যান্ডে খ্রিস্টধর্ম ১০০০ সালের পর পর্যন্ত প্রসার লাভ করতে পারেনি) কিছু ‘নর্সমিথ’ সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলো গ্রিক মিথের মতো অত উন্নত ছিল না এবং এখানে উত্তরের বৈরী পরিবেশের চিত্রের প্রতিফলন রয়েছে।

কিছু দেব দেবীর নাম যেমন—অডিন (অথবা ওডান), প্রধান দেবতা; থোর, ঝড় এবং বজ্রপাতের দেবতা; তিউ, যুদ্ধের দেবতা; ফ্রেইয়া, প্রেম এবং সৌন্দর্যের দেবী—ইংরেজি ভাষার সপ্তাহের দিনের নামগুলোর ভেতর এখনো জীবিত রয়েছে এইসব দেবদেবীরা (টুয়েসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে)। আমরা এখনো থোরের হাতুড়ি হারিয়ে যাওয়ার নাটকীয় গল্প পড়ে থাকি; লুকির শয়তান শাবক দলের গল্প শুনে থাকি, যেখানে তার কন্যার নাম হেল, সে নরকের রাজ্য শাসন করে এবং তার নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয় আরো শুনে থাকি বালদুরের মৃত্যু কাহিনী।

দেবতারা ছিল মরণশীল, গল্পে দৈত্য এবং অন্যান্য অশুভশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে তাদের মৃত্যুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রয়েছে। সিগার্ড অথবা সিগুমুন্ড গল্পের সঙ্গে এই গল্পের একটা মিশ্রণ রয়েছে, জার্মান সংগীতজ্ঞ রিচার্ড ভার্গার ১৮৫০ সালে এই বিষয়ের উপর রচনা করেন তাঁর চার খণ্ডের বিখ্যাত অংশের সংগীত, যা এটাকে আমাদের কাছে এখনো বিখ্যাত করে রেখেছে।

জার্মান সাহিত্যের সবচাইতে পুরনো, যা এখনো টিকে আছে তা হলো বিওল্ফ। এটাকে সাধারণত ইংরেজি ধ্রুপদী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ টিকে থাকা এই একমাত্র পাণ্ডুলিপিটিকে অনেক আগে থেকেই মনে করা হয় এটি একটি অ্যাংলো-স্যাক্সন ভার্সন। পাণ্ডুলিপিটি ১০০০ বছর আগের কিন্তু সেটা যে সংস্করণ উপস্থাপন করেছে সেটির লিখিত রূপটি হতে পারে ৭০০ বছর আগের।

ওই কাব্যে যে স্থানের দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া আছে তা ডেনমার্কের, এবং এর নায়ক বিওলফ, একজন সুইডিশ উপজাতি, সুতরাং মূল গল্পটি অনেক পুরনো আমলের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, দক্ষিণে দেশান্তরিত হওয়া মানুষদের আদিম জার্মান জীবনপদ্ধতি ত্যাগ করারও পূর্বের। যে ভার্সনটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাতে সূক্ষ্মভাবে খ্রিস্ট ধর্মের একটি আবরণ রয়েছে, কিন্তু তা খুবই অস্পষ্টভাবে, মূলত সেগুলো হল প্যাগান।

জার্মানদের কতিপয় প্যাগান বিশ্বাস যা প্রচলিত রয়েছে আমাদের আজকের এ সময়েও, সেগুলো আমাদের জীবনযাপনে এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশে রয়েছে যে, সেগুলোকে খ্রিস্ট যুগের পূর্বকালীন অবশিষ্টাংশ বলে মনেই হয় না। বস্তুত,

সেগুলোর কিছু কিছু পরিণত হয়েছে খ্রিস্ট ধর্মের মৌলিক প্রথায়। ত্রিসমাস টি ছাড়া ত্রিসমাস-এর কথা ভাবাই যায় না—আর ওই ত্রিসমাস টি কি পুরোপুরি প্যাগান থেকে উদ্ভূত নয়? মিজল্টো আর ইউল লগ্‌ও ঠিক তেমনি (‘ইউল’ শব্দটি উদ্ভূত, ডিসেম্বরের জন্য যে গথিক নামটি ছিল তা থেকে)।

নানান বৈচিত্র্য নিয়ে খ্রিস্টধর্ম তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলো, উলফিলাস-এর সময়ে খ্রিস্ট ধর্ম দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। যার একটির প্রচারণা চালিয়েছিলেন মূলত অ্যারিয়াস নামক এক পাদ্রি (যার কারণে এটাকে বলা হয় অ্যারিয়ানিজম), যিনি ঈশ্বরের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। জেসাস বিবেচিত হতেন মানুষ রূপে, ঈশ্বরের অধীন একজন সৃষ্ট মানবরূপে। অন্য মতটি ছিল, ঈশ্বর, জেসাস আর পরমাত্মা (Holy Spirit) (খ্রিস্টীয় ট্রিনিটি) একটি একক সত্তার সমান গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দিক। পরবর্তী মতবাদটি গৃহীত হয়েছিল অজস্র বিশপদের কাছে, ফলে এটিই ‘সর্বজনীন’ চার্চের একটি সরকারি মতবাদ হিসেবে বিবেচিত হলো। যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে বলা হতো ক্যাথলিক, গ্রিক ‘সর্বজনীন’ শব্দ থেকে ক্যাথলিক শব্দটি এসেছে।

যদিও ক্যাথলিক মতবাদটিই ছিল সরকারি মতবাদ, তার পরেও অ্যারিয়ানরা তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ধরে ছিল চতুর্থ শতক পর্যন্ত। দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি পোষণ করতো পরম শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব, আর একই সাথে লিপ্ত হয়ে উন্নয়নক উৎপীড়নে।

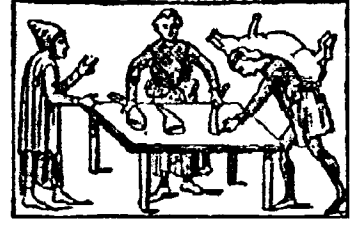
যখন এরকম চলছিল, উলফিলাস তখন অ্যারিয়ানের মতবাদটিকে গ্রহণ করলেন এবং গথদের কাছে অ্যারিয়ানের খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন। গথরা মূলত অ্যারিয়ানিজমেই নিজেদের দীক্ষিত করল এবং পরবর্তী একশতকে জার্মানীর অন্যান্য উপজাতিরা একইভাবে ধর্মান্তরিত হন। অ্যারিয়ানিজম, যতই জার্মানদের সঙ্গে যুক্ত হতে লাগল, রোমে এর জনপ্রিয়তা ততই কমতে থাকল, আর ধীরে ধীরে রোমানরা সর্বসম্মতভাবে ক্যাথলিক হতে থাকল।

জার্মানদের অ্যারিয়ানিজমে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ শুধু এটা নয় যে উলফিলাস একজন অ্যারিয়ান হয়েছিলেন। জার্মান উপজাতিদের ভেতর প্রচলিত ছিল রাজতন্ত্রের আদি রূপটি, যেখানে রাজার একটি পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং সেখানে তিনি যোদ্ধাদের চেয়ে খুব বেশি মহৎ বলে বিবেচিত নন, তিনি ছিলেন জেসাস-এরই একটি সংস্করণ, তাঁর প্রজাদের চাইতে তিনি খুব বেশি উঁচুতে নন। তারা জেসাসকে দেখেছিলেন একজন উপজাতীয় নেতা হিসাবে।

কিন্তু রোমানদের ছিল সম্রাট, যিনি ছিলেন সাধারণের নাগালের বাইরে এবং ধর্মীয় আচার ও প্রথার দেয়ালে আবদ্ধ থাকতে হতো তাঁকে। তাঁদেরকে বিবেচনা করা হতো মানুষের উর্ধ্ব এবং বাস্তবিক প্যাগান আমলে তাঁরা স্বর্গীয় বলে বিবেচিত হতেন। ফলে রোমানরা জেসাসকে একজন নগণ্য রাজা না ভেবে তাঁকে স্বর্গীয় সম্রাট এবং বিশ্ব জগতের একজন রাজকীয় শাসক বলে গ্রহণ করতে জার্মানদের চেয়ে অধিক তৎপর ছিল।

কারণ যাই হোক না কেন, একটি একই ধর্মের অধীনে তারা পরস্পর একতাবদ্ধ না হয়ে বরং বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আমরা দেখে থাকবো, এই ঘটনা পরবর্তীকালে কিভাবে ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

হন



এটা খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, জুলিয়ানের রাজত্বের শেষে ইউরোপের আমূল পরিবর্তন হয়তো চলতেই থাকতো। যখন জার্মান মার্সেনারিজরা (বেতনভোগী সৈন্য) দলে দলে রোমান সাম্রাজ্যে আসছিল তখন রোমানদের সংস্কৃতি এবং ধর্ম জার্মানদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে পারতো। ওই দুই দলের মিশ্রণ হয়তো বা মিশ্র গতিতে চলছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপ হয়তো হতে পারতো কম বেশি শান্তিপূর্ণ বৈষম্যহীন একটি রোমান-জার্মান সংমিশ্রণ।

খুব ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থাকলেও ইউরোপ অমনটা হতেও পারতো, আর ইউরোপের নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়াও ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু ব্যাপারটি এরকম ছিল না। ইউরোপ দ্বীপ নয়, এশিয়ার প্রধান অংশের পশ্চিম প্রান্ত থেকে উদ্গত একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। আজকের মতো, তৎকালীন এশিয়াও ছিল জনবহুল এক অঞ্চল। এর মধ্য ভূ-ভাগ ছিল প্রায় তৃণাঞ্চল এবং এটা ছিল কষ্টসহিষ্ণু নোমাডিক পশুপালকদের জন্য উপযোগী একটি অঞ্চল, ওই সমস্ত নোমাডিকরা কথা বলতো 'আলটিক ভাষায়' যেমন তুর্কি এবং মঙ্গোলিয়ান।

জার্মানদের মতো মধ্য এশিয়ার নোমাডরাও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশেষ করে যখন তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিলো কিংবা পরপর কয়েকবছর একটানা খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে ওই অঞ্চলের ধারণ ক্ষমতা একেবারেই কমে গিয়েছিল। সুতরাং আক্রমণ করার জন্য তাদের কাছে সবচাইতে লাভজনক নিকটবর্তী সমৃদ্ধ সভ্যতা ছিল পূর্ব এশিয়ার চীন।

চীন আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, ওই আক্রমণকারীদের তারা বলতো হুচিয়ুং-নু, খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দে তারা নির্মাণ করেছিল চীনের প্রাচীর। এটা ছিল বিশাল এক প্রাচীর, প্রতিবন্ধক হিসেবে চমৎকার, আর ছড়ানো ছিল উত্তর সীমান্তের রাজ্যগুলো বরাবর হাজার হাজার মাইলব্যাপী। ফলে চীনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো জোরদার হয়েছিল এবং তারা অনেক আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু (অনেক নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষার মতো) অনেক বিপজ্জনক আক্রমণ থেকে এই প্রাচীর তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

চীনারা যখন শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং একটা শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হলো, তখন রিপদে পড়ল পশ্চিম এশিয়া, হুচিয়ুং-নু এবং অন্যান্য আল্টিক উপজাতিরা যখন দেখল যে চীনের প্রাচীরের বিরুদ্ধে আক্রমণে তারা ব্যর্থ তখন তারা চলে গেল পশ্চিমে।

চতুর্থ শতকে, পশ্চিম দিকে একমুঠি অভিযান হয়েছিল—ইউরোপীয় সভ্যতা এরকম অভিযানের মুখোমুখি এর আগে আর কখনো হয়নি। প্রায় ৩৭০ খ্রিস্টাব্দে হুচিয়ুং-নু-এর দল (রোমানরা বলে হুন্স আর আমরা বলে থাকি হুন্স) মধ্য এশিয়া থেকে বের হয়ে পড়ে। চীনের মতোই জনবহুল এবং সমৃদ্ধ অঞ্চল ভারত আক্রমণের জন্য উদ্যোগ নেয়, কিন্তু ওই অঞ্চল ছিল প্রকৃতির প্রাচীর হিমালয়ে ঘেরা, ওই পর্বতশ্রেণী মানুষের তৈরি যে কোনো প্রাচীরের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকর।

তারা আবার পশ্চিমে যাত্রা করল, পশ্চিমে মানুষের তৈরি কোনো প্রাচীর নেই, নেই কোনো পর্বতশ্রেণী, তারা বাধাহীন হয়ে অগ্রসর হতে থাকল এবং খুব সামান্যই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ার উপজাতিদের কাছে। খুব অল্প সময়ে, বিশাল অস্ট্রোগথিক রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে তারা পৌঁছাল।

অস্ট্রোগথরা তাদের মহান রাজা এরমানারিখের অধীনে উত্তরদিকে বিস্তার লাভ করছিল। ডন নদীর পূর্বে এবং বাল্টিকের পেছনে উত্তর-পশ্চিম দিকে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং সেখানকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। তখন পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, লিথুনিয়া শ্বেত রাশিয়া এবং ইউক্রেন এই সবগুলো অঞ্চল ছিল অস্ট্রোগথিকদের।

লৌকিক উপাখ্যান এরমানারিখকে পরিণত করেছে একজন নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু স্বৈরশাসক হিসেবে যিনি তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্য কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন বলা হয়ে থাকে তিনি ১১০ বছর জীবিত ছিলেন। এই অধ্যক্ষে আক্ষরিকভাবে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তিনি খুব বড়জোর সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তখন মানুষ যুদ্ধে পরিণত বয়স হওয়ার আগেই মারা যেতো এবং ওই যুগটিই ছিল স্বল্পায়ুর যুগ, ফলে ওই সময় কেউ যদি বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছত তাহলে সে এক কিংবদন্তীতে পরিণত হতো।

মূলত অস্ট্রোগথিক রাজ্য বিস্তার অস্ট্রোগথদেরই দুর্বল করে ফেলেছিল। এটা কেবল মানচিত্রেই দেখতে সুন্দর লাগত আর অস্ট্রোগথিক স্তন্য গর্বে ফুলে উঠতো জীর্ণ চাষীদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা খাজনার অর্থে, কিন্তু অস্ট্রোগথরা যোদ্ধা শ্রেণীর সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে পারেনি। অস্ট্রোগথিক সৈনিকেরা পূর্বের মতো শক্তিশালী ছিল না, এক বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছিল দুর্বলভাবে, নীরবে বয়ে বেড়াচ্ছিল অনেক কষ্ট আর শুধু অপেক্ষা করছিল একজন আক্রমণকারীর—যে তাদের প্রভুকে পর্যুদস্ত করতে পারবে। (নতুন শাসক গোষ্ঠী পরবর্তীকালে পূর্বের শাসক গোষ্ঠীর মতোই খারাপ ছিল, কিন্তু প্রথম প্রথম এই ব্যাপারটিকে কেউ গুরুত্বই দেয়নি)।

অস্ট্রোগথিক অভিজাত সম্প্রদায়গুলো সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায় যারা তাদের চেয়ে নিচু ছিল তাদের মতো সর্বসাধারণের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। এর

অর্থ এই যে এর ফলে তারা অন্য কোনো যোদ্ধা জাতিদের কাছে সহজেই পরাজিত এবং বিতাড়িত হতে পারতো। এভাবে একটি পুরো রাজ্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারতো এবং ইতিহাসের পাতা থেকে উধাও হয়ে যেতে পারতো।

যাই হোক, এটা কেবল এক ধরনের ইন্দ্রজাল। প্রকৃত জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ সেই লক্ষ লক্ষ দাস-চাষীরা বিভিন্ন যোদ্ধা দলের সম্মুখীন হয়েছিল, এবং সেইসব যোদ্ধাদলের অধীনও হয়েছিল এবং যোদ্ধাদলগুলো তাদের ছেড়ে যাবার পরেও তারা দাস-চাষীই থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ করে উদ্ধৃত হওয়া এবং হঠাৎ করেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এই রাজ্যগুলোতে যে ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার নাম আমরা বলে থাকি অভিজাততন্ত্র—যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সম্পৃক্ততাই ছিল না—অন্তত উপজাতিগুলোর দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ানোর ওই সময়কালে।

স্বভাবতই কিছু না কিছু জাতিগত সংমিশ্রণ সবসময়েই থাকে। অভিজাত শাসক শ্রেণী স্থানীয় নারীদের স্ত্রী হিসেবে কিংবা বিনোদনের সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতো। নিম্নশ্রেণীর কোনো মানুষ, যুদ্ধের চুক্তি অনুযায়ী, অভিজাতবর্গে কোনো নীচু পদবী গ্রহণ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত যদি একটি যুদ্ধাবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তাহলে ওই সংমিশ্রিত মানুষেরা পরস্পর কাছে আসতে থাকে শাসক এবং শোষিত উভয়ই তখন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একই উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেকে দেশের একজন মানুষ ভাবতে শুরু করে।

অস্ট্রোগথদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংমিশ্রণের সময় তখন ছিল না, হুনারা তখন তাদের দোরগোড়ায়, তখন দান্টিক জার্মান যোদ্ধাগণ নিজেদেরকে দেখতে পেলো শ্রেণীচ্যুত হিসাবে।

গ্রীক এবং রোমানদের সম্মিলিতভাবে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল এবং রোমানরা তাদের পদাতিক সৈন্যবাহিনীকে প্রাচীরে অত্যন্ত দক্ষ এবং বহুমুখী সৈনিক হিসেবে। রোমান লিজিয়ন যোদ্ধা হিসেবে ছয় শতাব্দীব্যাপী ছিল অতুলনীয়।

রোমান এবং গ্রীকদের অশ্বারোহী সৈন্যদল ছিল এবং সাধারণদের ধারণা ছিল যে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে থাকা একদল মানুষ খুব সহজেই দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন সৈনিককে পরাজিত করতে পারে। সে খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে, আক্রমণ করতে পারে আরো ভয়াবহভাবে, আর দ্রুত সরে পড়তে পারে প্রতি আক্রমণের পূর্বেই। এগুলো সবই সত্য কিন্তু ঘোড়ার উপর চড়ে থাকার সমস্যাও ছিল অনেক। তাদেরকে আকস্মিক আক্রমণ এড়িয়ে চলতে হতো কিংবা খুব হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াতে পারতো না কেননা তাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। অশ্বারোহী সৈন্যদল ব্যবহৃত হতো শুধু পদাতিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য এবং আক্রমণে প্রচণ্ডতা আনার জন্য।

জার্মানরাও রোমানদের কাছ থেকে এই সময় এই কৌশল যতটা পেরেছিল ততটা ধার করেছিল। তারাও পদাতিক বাহিনীকে প্রধান অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করতো কিন্তু তারা কখনই রোমানদের মতো অতটা সুশৃঙ্খল ছিল না এবং পরবর্তীকালে তারা যখন ভালো নেতৃত্ব দিতে পারতো তখন সাধারণত যুদ্ধে জিততে পারত।

কিন্তু এশিয়া থেকে যেসব হুনরা আসছে তারা খাট এবং বাঁকা পা বিশিষ্ট, জার্মানদের ওইসব লম্বা, পেশীবহুল মানুষদের সাথে এদের কোনো মিলই নেই। তারা ছিল সরল কৃষিজীবী এবং সাধারণ নিয়মে যুদ্ধবিগ্রহ করতো, ছিল যাযাবর এবং রাখাল, তারা পশ্চিমে আসছিল তাদের পরিবার, তাঁবু, তাদের পশুপাল এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে।

তারা আসছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে, প্রত্যেকেই চড়েছিল অবিশ্বাস্যরকমের গাড়াগোড়া টাট্টা ঘোড়ার উপর, যেগুলো দেখতে ছিল উগ্র, দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট এবং কুৎসিত, কিন্তু চাহিদামতো যে কোনো কাজ করতে সে সক্ষম ছিল, ওই সমস্ত টাট্টা ঘোড়ায় যে জিনিস বাঁধা ছিল তা ইউরোপীয়ানদের ঘোড়ায় ছিল না। তা হলো অশ্বারোহীর পা-দানি।

কয়েকশ বছর আগে, (স্টেপ অঞ্চলের যাযাবর ঘোড়সওয়াররা ধাতু দিয়ে এক কার্যকরী অশ্বারোহীর পা-দানি উদ্ভাবন করে যা ঘোড়ার জ্বিন থেকে নিচের দিকে ঝুলে থাকতো। ঘোড়ার পা-দানিতে দুটি পা-ই দৃঢ়ভাবে রাখা যেত, অশ্বারোহী এতে এমনভাবে বসতে পারতো যে তার পড়ে যাওয়ার কোনো ভয় থাকতো না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘোড়া নিজেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতো। অশ্বারোহীর পা যখন খুব নিরাপদভাবে পা-দানিতে আটকে থাকতো তখন সে শত শত তীর ছুঁড়তে পারতো নিখুঁতভাবে লক্ষ্য ভেদ ক'রে, সে খুব দ্রুত দিক পরিবর্তন করতে পারতো এবং ঘুরে দাঁড়াতে পারত, চট করে থেমে যেতে পারতো আবার বেগে ধাবমান হতে পারতো, অশ্বারোহী সৈন্য দলের এমন চমকপ্রদ কৌশল এর আগে কেউ কখনো দেখেনি।

এই কাজ হুনরা খুব নিখুঁতভাবে করতে পারতো। তাদের গমনাগমনের গতি, তাদের হঠাৎ আক্রমণ, হঠাৎ পশ্চাদপসরণ যা শেষ হলে আরেকটি আক্রমণের মধ্যে দিয়ে, আর ইউরোপীয়ানরা এই জিনিস আগে কখনো দেখেনি। এমনকি দক্ষ পারস্য অশ্বারোহীরাও হুনদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারেনি।

এইসব অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে অস্ট্রোগথরা তাদের বর্ষাধারী পদাতিক বাহিনী দাঁড় করিয়েছিল যারা কেবলমাত্র তীরের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। হুনরা খুব সহজেই তাদের পরাজিত করে ফেলল; আর অস্ট্রোগথ রাজ্য একদিনেই ধ্বংস হয়ে গেল। বৃদ্ধ রাজা এরমানারিখ্, যিনি তাঁর রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন চূড়ান্ত ক্ষমতাস্বত্ব রাজ্য হিসাবে, এখন তিনি দেখতে পেলেন চূড়ান্ত পরাজয়। আত্মহত্যা করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার ছিল না। হুনরা ওই অঞ্চলের দখল নিয়ে নিল এবং সামরিক দায়িত্ব নিয়ে নিল। কৃষক সম্প্রদায় কোনো উচ্চবাচ্য না করে যে যার জায়গায় থেকে গেল, আর ইউরোপের মানচিত্রে যেগুলো ছিল অস্ট্রোগথ রাজ্য, তা হঠাৎ করেই পরিণত হলো হুনিশ রাজ্যে।

যেসব অস্ট্রোগথ ওই যুদ্ধে বেঁচে ছিল এবং পশ্চিম দিকে পালাতে সক্ষম হয়নি তারা যোদ্ধা হিসেবে জীবন চালিয়ে যেতে লাগল—কেননা এই একমাত্র কাজটিই তারা জানতো—এবং হুন কর্মকর্তাদের অধীনে তারা কাজ করতে থাকলো। তারা হুনিশ সেনাবাহিনীর অংশ হয়ে গেল এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা শিখতে লাগল।

হুনরা মোটেও থেমে ছিল না। তারা দাঁইস্তার নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেল, ওই নদীটি ছিল অস্ট্রোগথ আর ভিসিগথদের সীমানা। তারা ভিসিগথদের রাজত্ব দুকে পড়েছিল এবং তাদের পরাজিত করেছিল ঠিক যেমন পরাজিত করেছিল তাদের পূর্বাঞ্চলীয় জেঠতুতো ভাইদের। তারা একটি সমতল ভূমির মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বর্তমানে যেটাকে বলা হয় হাঙ্গেরি, ৩৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তারা যে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতো তার সীমানা ছিল আল্পস থেকে শুরু করে কাম্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর পর্যন্ত। প্রায় অর্ধশতাব্দী জার্মান এবং স্লাভদের শাসন করে তারা স্থির ছিল।

একটা ক্ষেত্রে অস্ট্রোগথদের চেয়ে ভিসিগথদের সুবিধা ছিল বেশি। ভিসিগথ রাজ্য, যেটা একসময় ছিল ডাকিয়া, তার সীমান্ত ছিল শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে, এবং তার অবস্থান ছিল নিম্ন দানিযুবের ঠিক ওপারে। ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে, পেছনে হুনদের রেখে, প্রায় আশি হাজার ভিসিগথ রোমান সাম্রাজ্যে উদ্বাস্ত হিসেবে প্রবেশের জন্য কাতর অনুরোধ জানায়।

রোমান কর্তৃপক্ষের অনেকগুলো পথ খোলা ছিল। যেমন তারা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভিসিগথদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারতো কিংবা ভিসিগথদের নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারতো কিংবা তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারতো, আবার অন্যদিকে তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে নিজেদের সেনাবাহিনীতে তাদেরকে নিয়োগ দিতে পারতো, যেখানে তাদের একটু ভালো যত্ন নিলে তারা হতে পারতো সবচাইতে অনুগত সৈনিক।

রোমানরা সেগুলোর কিছুই করেনি। তারা খুব কোমল হৃদয় নিয়ে ভিসিগথদের প্রবেশের অনুমতি দিল অতঃপর কঠিন হৃদয় নিয়ে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল। রোমানরা তাদের নিরস্ত্র করল, তাদের শিশুদের বন্দি করল মুক্তিপণ হিসেবে, হুনদের কাছে হেরে যাওয়ায় তাদের কাপুরুষ বলে তাদের নিয়ে হাসাহাসি করল, এরপর উদ্যোগ নিল অতিরিক্ত মূল্যে তাদের কাছে খাদ্য বিক্রি করে তাদেরকে নিঃশ্ব করার।

রোমানরা যদি ভিসিগথদের আসলেই পুরোপুরি নিরস্ত্র করতে পারতো তাহলে ব্যাপারটা খুব একটা খারাপ হতো না, কিন্তু সেটাও করা হয়েছিল খুবই কদর্যভাবে। ক্ষিপ্ত ভিসিগথরা তাদের অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য যথেষ্ট অস্ত্র খুঁজে পেয়েছিল এবং পুরো প্রদেশ জুড়ে লুটপাট করে খাদ্য আর অস্ত্র পেয়েছিল। কি ঘটছে তা বুঝে ওঠার আগেই রোমানরা দেখতে পেল যে তারা আসলে পলাতক মানুষদের প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, অনুমতি দিয়েছে শত্রুভাবাপন্ন একদল সেনাবাহিনীকে।

ওই সময় পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ভ্যালেনস, তিনি খুব বেশি উগ্র স্বভাবের ছিলেন না। তিনি পশ্চিমের তরুণ সম্রাট থ্রেচিয়ানের কাছ থেকে আরো শক্তি সংগ্ৰহ করার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন; কিন্তু ভ্যালেনস নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর কোনো সমস্যা নেই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন সম্মুখে। সম্ভবত তিনি একজন নতুন 'গথিকাস' হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ছিলেন। যাই হোক, ভিসিগথরা আর সেই পুরনো গথ নেই। তারা তাদের হুনিশ শত্রুদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখেছে,

সেটা হলো মজবুত ধাতব পা-দানির ব্যবহার। তারা বলপূর্বক অনেক ঘোড়া সংগ্রহ করে এবং অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলে। আবার তাদের দলে হুনারাও ছিল যারা দানিয়ার অতিক্রম করে ভিসিগথদের দলে যোগদান করেছিল।

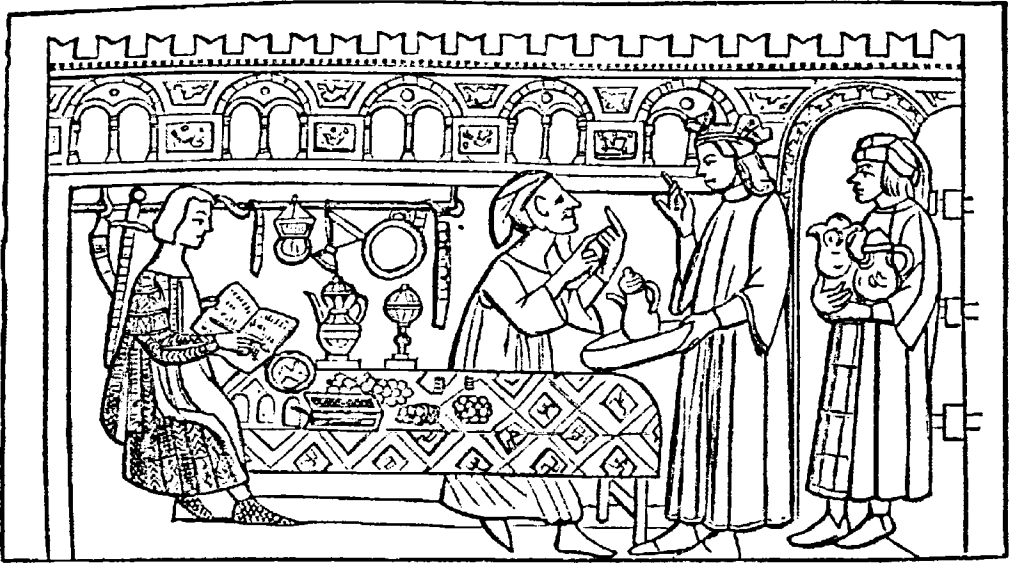
দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভিসিগথদের অশ্বারোহীরা খাদ্য অনুসন্ধানে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল যখন রোমান সেনাবাহিনী কনস্টান্টিনোপল থেকে মাত্র একশত মাইল পূর্বে এড্রিয়ানোপলে বিদ্রোহ দমনের জন্য অভিযানে বের হয়েছিল। ভিসিগথ নেতা ফ্রাইটিজার্ন রোমান লিজিওনগুলোর সঙ্গে শুধু পদাতিক বাহিনী নিয়ে মোটেও যুদ্ধ করতে পারতো না, সুতরাং যুদ্ধে বিলম্ব করা আবশ্যিক হয়ে পড়ল। এটা করার একমাত্র উপায় হলো তার অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে বাহিনীকে দ্রুত আসতে বলা আর এদিকে আপাতত আত্মসমর্পণ করা।

ভ্যালেন্স আসলে মনে মনে আত্মসমর্পণই চাচ্ছিলেন তাহলে তিনি তাদের ওপর কঠিন শর্ত আরোপ করতে পারতেন। ফ্রাইটিজার্ন তাদের সঙ্গে একমত হলেও কয়েকটি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে দ্বিমত পোষণ করলেন এবং তা নিয়ে ক্রান্তিহীনভাবে তর্ক জুড়ে দিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোমান সৈন্যরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে অস্থির হয়ে রোদ্রে পানিবিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল, নেতারা কথা বলেই চলছিল, আর ফ্রাইটিজার্ন উদ্বিগ্নভাবে তাকাচ্ছিলেন দিগন্তের দিকে যেখান থেকে ধর্মীয় মেঘ উড়িয়ে আসবে তার অশ্বারোহী বাহিনী।

শেষ পর্যন্ত কিছু ক্ষিপ্ত রোমান সৈনিক হুকুমের অপেক্ষা না করেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল, কিন্তু গথিক অশ্বারোহী বাহিনী যখন বেগে ধাবিত হয়ে চলে এলো মাঠে তখন যুদ্ধ প্রায় হয়নি বললেই চলে, আর রোমান লিজিওনরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ইতোমধ্যেই ক্রান্ত, ভঙ্গুর মনোবল নিয়ে রোমান সৈন্যরা খুব অল্প সময় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে যখন অস্ত্র ফিরে আসার উদ্যোগ নিচ্ছিল, তখন তাদের বিন্যাস ভেঙ্গেচুরে একেবারে বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল এবং দলে দলে গথিক কর্তৃক অসহায়ভাবে নিহত হওয়া ছাড়া তাদের কিছুই করার ছিল না। রোমান সেনাবাহিনী পুরোপুরি পরাজিত হলো আর ভ্যালেন্স নিহত হলেন, এড্রিয়ানোপলের এই যুদ্ধ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটি সর্বপ্রথম রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে ফাটল ধরিয়ে দেয়; আর ভিসিগথদের কখনোই বিতাড়িত করা যায়নি।

উপরন্তু রোমান লিজিওন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং আর কখনোই যুদ্ধের শক্তির জন্য কার্যকরী হয়ে ওঠেনি। ওইসব ঘোড়সওয়ার আর তাদের পা-দানি এবং যুদ্ধের ওই সমস্ত কৌশলের কারণে বর্বররা রোমানদের উপরে উঠে গেল।

সভ্যতার শক্তি ক্রমশ কমতে থাকলো।



২ ♦ গথিক রাজ্য

সাহসী অ্যালারিখ্

এ ড্রিয়ানোপলে ফ্রাইটিজার্নের বিজয় সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর সফলতা ছিল খুবই সীমিত। তিনি যেখানে সেখানে ইচ্ছামতো আক্রমণ করে বেড়াতে পারতেন, ফলে রোমানরা তাঁকে কখনোই সম্মুখযুদ্ধের জন্য খুঁজে পায়নি। রোমানরা নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখতো তাদের দুর্গময় শহরগুলোতে ফলে ফ্রাইটিজার্ন এগুলো দখল করতে পারতেন না, সে কারণে তাঁর দরকার হয়ে পড়ল একটি জটিল অবরোধ কৌশল যা ভিসিগথদের জানা ছিল না।

কার্যকরী যুদ্ধে সক্ষম না হওয়ায়, ভিসিগথরা কিছু পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করতে লাগল আর অন্যদিকে নতুন সম্রাট থিওডোসিয়াস ১ম তাঁদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি দানিযুবের দক্ষিণে যেসব রোমান ভূস্বামীরা নিহত হয়েছিল কিংবা পালিয়ে গিয়েছিল তাদের জমি রদবদল করে সেগুলো ভিসিগথদের প্রদানের উদ্যোগ নিলেন। ভিসিগথরা স্থায়ীভাবে জমির মালিক হয়ে বসবাস করার জন্য আগ্রহী ছিল এবং ব্যাপক হারে তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগল যতক্ষণ পর্যন্ত না প্যাগান ধর্ম তাদের মধ্যে থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

তারা যেমন নিয়েছিল তেমন দিতেও থাকলো। যখন তারা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলা শিখল এবং সভ্য আচারআচরণ আয়ত্ত করল তখন তারা এক নতুন ধাঁচের পোশাকের আবির্ভাব ঘটাল।

প্রাচীন সভ্যজগতে নারী ও পুরুষ উভয়েই লম্বা ঢিলেঢালা পোশাক পরতো, যেগুলোকে আমরা আজকের দিনে বলে থাকি রব্, স্কার্ট কিংবা ড্রেস, যখন এই

সমস্ত ড্রেপারি পরিধান করে কাজে যাওয়া হতো তখন এটা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো ফলে সেটা একটা বেল্ট অথবা ফিতা দিয়ে বাঁধা থাকতো । (কোমর বন্ধনী বলতে মূলত এটাকেই বোঝানো হতো ।)

উত্তরের শীত অঞ্চলে খালি পায়ে থাকা কম কথা নয় এবং পায়ের উষ্ণতার জন্য উপজাতি লোকজন ভারী, ভীষণ আটোসাটো রবস পরিধান করতো । মহিলাদের জন্য এটা ছিল খুবই চমৎকার, কিন্তু পুরুষেরা এ ধরনের পোশাক পরতো শুধু যুদ্ধে যাবার জন্য, বিশেষ করে ওই যুদ্ধা যদি হয়ে থাকে একজন ঘোড়সওয়ার, ফলে রবটিকে কেটে দু'ভাগে ভাগ করা হতো এবং প্রত্যেক পা আলাদা আলাদাভাবে পোশাকে আচ্ছাদিত হতো, ফলে উদ্ভব হতো এমন একটা পোশাকের যেটাকে আমরা আজকের দিনে বলে থাকি ট্রাউজার । বর্বররা তাদের উদ্ভাবিত এই পোশাকটিকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে সভ্য জগতে পরিচিত করে তুলেছিল এবং তা আজ পর্যন্ত আমাদের সাথেই আছে ।

ভিসিগথরা অ্যারিয়ানের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং যেহেতু তারা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল সেহেতু অ্যারিয়ানিজম রোমানদের ভেতর তুলনামূলক কম জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । রোমানদের চোখে এটা হয়ে ওঠে জার্মানদের ধর্ম, আর রোমানরা বর্বর সেনাবাহিনীর সাথে মোকাবেলার সাহস না করলেও তারা অন্তত এই জার্মান ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জাতীয় অনুভূতি প্রকাশ করতো । থিওডোসিয়াস ছিলেন একজন প্রথম রোমান যিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ছিলেন একজন ক্যাথলিক । তিনি জার্মান সাম্রাজ্যে শুধু প্যাগান ধর্মাবলম্বীদেরই নিপীড়ন করতেন না যেসব রোমান অ্যারিয়ানিজমে বিশ্বাস ছিল তাদেরকেও নিপীড়ন করতেন, কিন্তু একই কারণে তিনি জার্মানদের কিছু বলার সাহস পেতেন না । উপরন্তু, থিওডোসিয়াস ভিসিগথদের জন্য ক্ষমি বরাদ্দ দিয়ে তাদের প্রধানদের সঙ্গে খুব সতর্কভাবে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন । ফ্রাইটিজার্নের মৃত্যুর পর অ্যালারিখ নামক এক ব্যক্তি ভিসিগথদের প্রধান হলেন এবং থিওডোসিয়াস নিশ্চিত করলেন যে অ্যালারিখের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে ।

বাস্তবিক, ওই সময়ে জার্মানরা সেনাবাহিনীতে শুধু সাধারণ পদে কাজ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, তারা অফিসারও বনে গেল, এমনকি সেনাপতিও হয়ে গেল । যাই হোক না কেন, পুরোপুরি বর্বরদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর প্রধান যদি একজন বর্বর হন তবে সৈনিকরা তাকে মান্য করবে সবচাইতে বেশি ।

আরবোগাস্ট নামক এক ফ্রাঙ্ক, এ ধরনের একজন নেতা হয়েছিলেন, যিনি ভিসিগথদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে থিওডোসিয়াসের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন । থিওডোসিয়াস আরবোগাস্টকে গল অভিযানে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তিনি সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক পশ্চিম অংশের একজন অলিখিত প্রভু হয়ে উঠেছিলেন ।

পশ্চিম অংশের সম্রাট ছিলেন একজন টিনএজার, ভ্যালেণ্টিনিয়ান দ্বিতীয়, একজন সেনাপতি সরকার ব্যবস্থায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা সত্ত্বেও তার ক্ষমতা ছিল এক নম্বর ক্ষমতাধর ব্যক্তি হওয়ার, যদি তিনি তা চাইতেন । ভেলেণ্টিনিয়ান দ্বিতীয় যখন

প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তখন তিনি সরকারি কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি ৩৯২ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে মারা গেলেন, তখন অধিকাংশ মানুষই নিশ্চিত ছিল যে আরবোগাস্টের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এই ফ্রাঙ্কিস জেনারেল খুব দ্রুত একজন নিরাপদ পণ্ডিত ব্যক্তিকে সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং খ্রিস্টান ধর্ম পুরোপুরি বিলুপ্ত করে প্যাগান ধর্ম পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। থিওডোসিয়াস যদিও তাঁর সহকর্মীর মৃত্যুর বিষয়টি সহ্য করেছিলেন কিন্তু ধর্মের প্রতি এই আক্রমণ তিনি বরদাস্ত করেননি। ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, এবং ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিয়াসের বর্বর সৈন্যদল আরবোগাস্টকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছিল, আরবোগাস্ট আত্মহত্যা করেছিলেন।

পুনরায় (এবং এটাই শেষ) একজন একক সম্রাট সাম্রাজ্যের যতখানি তখনো টিকেছিল তার পুরোটাই শাসন করতে লাগলেন।

থিওডোসিয়াস জার্মানদের ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। তিনি প্রচণ্ডরূপে নির্ভর করেছিলেন ক্লডিয়াস স্টিলিকোর ওপরে, যাকে মনে করা হতো তিনি জার্মান উপজাতির একজন সদস্য, এই উপজাতির নাম হলো ভেন্ডাল। প্রথমবারের মতো প্রসিদ্ধি অর্জনের পর, হুনিশ অভিযানের পূর্বে এবং যখন হাজার হাজার ভিসিগথ রোমের দিকে যাত্রা করেছিল তার আগে ভেঙলরা ভিসিগথদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো, ধারণা করা হয় স্টিলিকো তাদেরই একজন অধিনায়ক তাদের মধ্যকার কারো পরবর্তী প্রজন্ম।

৩৯৫ খ্রিস্টাব্দে থিওডোসিয়াস ১ম মৃত্যুবরণ করলেন, মৃত্যুর সময় তিনি সাম্রাজ্যকে দুভাগে ভাগ করে তাঁর দুই অপদার্থ পুত্রকে দিয়েছিলেন, প্রজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আরকেডিয়াস, হলেন পূর্ব রোমের সম্রাট; কনিষ্ঠ ভ্রাতা হনোরিয়াস হলেন পশ্চিম রোমের সম্রাট। দু'জনকেই রাখা হলো জার্মান অভিভাবকত্বের অধীনে। পশ্চিম অংশটি স্টিলিকোর নিয়ন্ত্রণে ছিল, যখন পূর্ব অংশটি শাসন করতেন রুফিনাস নামক এক যোদ্ধা।

অ্যালারিক্স দ্য ভিসিগথ, যিনি থিওডোসিয়াসের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন প্রচুর পরিমাণ সম্পত্তি লাভের আশায়, কিন্তু তার কিছুই না পেয়ে তিনি ভয়ানক রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর ভিসিগথিক ক্র্যানদের একত্র করে কনস্টান্টিনোপলের দিকে অগ্রসর হলেন। কনস্টান্টিনোপল দখলে ব্যর্থ হয়ে তিনি চলে গেলেন গ্রীসে; মনে সেই ক্ষোভ পুষেই রাখলেন। রোমান প্রদেশগুলো এখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এমনকিছুর সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল যার প্রথম উদাহরণ হলো চিফটিন ওয়্যার ব্যান্ড। এই ব্যান্ডগুলো হলো আধুনিক কালের স্ট্রিট গ্যাংদের মতো, যারা সংখ্যায় হতো অনেক—তারা হতো ধ্বংসাত্মক, বেপরোয়া এবং নেতার প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে তারা একত্র থাকতো। নেতা যখন কর্তার শৃঙ্খলার জন্য চাপ প্রয়োগ করতো, পরিস্থিতি তখন খুব একটা খারাপ হতো না, কিন্তু তা না করলে ফলাফল হতো দুঃস্বপ্নের মতো ভয়াবহ।

এই ওয়্যার ব্যাণ্ডের সংখ্যা ছিল স্বল্প। রোমান সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ওই সময় ধারণা করা হতো প্রায় ৬০ মিলিয়ন এবং সমস্ত জার্মান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা রোম আক্রমণ করেছিল তাদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ১০ মিলিয়নের বেশি হওয়ার কথা নয়, যাই হোক ওয়্যারব্যান্ডগুলোতে থাকতো বন্য যোদ্ধারা যারা অস্ত্রচালনায় ছিল পারদর্শী এবং অস্ত্র প্রয়োগে তাদের কোনো দ্বিধাবোধ থাকতো না, তারা আক্রমণ করতো মূলত চাষী এবং ভদ্র নাগরিকদের ওপর যারা মোটেও সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে জানতো না। ঠিক বর্তমান কালের স্ট্রিট গ্যাংগদের মতো যারা ইচ্ছা করলেই শহরের একটা অংশে ভীতি উদ্বেক করতে পারে, তারা যাদের ভয় দেখাতো তাদের সংখ্যা হতো সাধারণত পঞ্চাশ থেকে একজন পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় গেল রোমান সেনাবাহিনী যাদের দায়িত্ব ছিল তাদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা? তারা কিছুই করেনি এবং দুর্ভাগ্যক্রমে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল।

হয় রুফিনাস নয়তো স্টিলিকো এই দু'জনের একজন অ্যালারিখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ওই দুই বর্বর শাসক সাম্রাজ্যে পরস্পরের প্রতি ষড়যন্ত্রে ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ব সাম্রাজ্য অ্যালারিখের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, পূর্বের সম্রাট তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেননি, তাঁকে ঘুষ প্রদান করেছিলেন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিম সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য।

৪০২ খ্রিস্টাব্দে এবং পুনরায় ৪০৩ খ্রিস্টাব্দে অ্যালারিখ উত্তর ইতালিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং দু'বারই স্টিলিকোর কাছে পরাজিত হন।

কিন্তু এটা এক প্রজন্ম আগের এড্রিয়ানোপল-এ রোমানদের ধ্বংসাত্মক পরাজয়কে মুছে ফেলতে পারেনি। প্রথম জায়গায়, ভিসিগথদের পুরো সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়নি, করা হয়েছিল শুধু ইটালি থেকে। দ্বিতীয় জায়গায় ভিসিগথদের ওপর বিজয় আগেরবার পরাজয়ের সঙ্গেই ধ্বংসাত্মক ছিল।

রোমানদের ছিল এক লম্বা সীমান্ত অঞ্চল যা গত তিনশতক ধরে তারা বেপরোয়াভাবে এটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে আসছে। জার্মানদের এখানে একটা ভয়ানক সুবিধা ছিল। রোমানদের এটাকে পাহারা দিতে হতো; আর জার্মানদের শুধু রোমানদের কিছু দুর্বল দিক কিংবা যে কোনো দুর্বল দিক খুঁজে বের করতে হতো এবং সেই দুর্বল জায়গাতেই তারা আক্রমণ করে বসতো। জার্মানরা সংখ্যায় কম হলেও, তারা তাদের ইচ্ছেমতো জায়গায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারতো।

ক্রমবর্ধমান সমস্যা নিয়ে, রোমানরা ক্রান্তভাবে প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণ করে যাচ্ছিল এবং তৈরি করছিল নতুন নতুন ছিদ্র। আর এখন, যখন স্টিলিকো অ্যালারিখকে পরাজিত করল, তখন সীমান্ত অঞ্চল ভেঙ্গে গেল চিরতরে। স্টিলিকো গল-এ অ্যালারিখের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সেনাবাহিনীকে নিতে বাধ্য ছিলেন, এবং তাদেরকে রেখে আসলেন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল রাইন নদীর তীর পাহারা দিতে, যা ছিল শুধু একটা কঙ্কালসার শক্তি।

৪০৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিনে, জার্মান উপজাতিরা তীব্রভাবে রাইন আক্রমণ করে বসলো। অ্যালামান্নির দক্ষিণাঞ্চলীয় কনফেডারেশন (কিংবা অন্তত তারা যাদেরকে ওই সময়কার লেখক সুয়েভ বলে ডাকতেন) উঁচু রাইন অঞ্চলের উপর দিয়ে গল্-এ আক্রমণ করলো। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ভেগালস্, আর অ্যালানি নামক এক অ-জার্মান উপজাতি (মূলত তারা পূর্ব ইউরোপের, যারা ছন আক্রমণের পূর্বে পশ্চিম দিকে পালিয়ে গিয়েছিল)।

রোমানদের একমাত্র সৈন্যদল যারা ব্রিটেন দ্বীপের লিজিওন ছিল, তাই কেবল পারত তাদের বিরোধিতা করতে। এই লিজিওনগুলো, যাই হোক, তাদের নিজেদের একজন বিদ্রোহী সম্রাট তৈরি করেছিলেন। ৪০৭ খ্রিস্টাব্দে, ভারী সম্রাট তাঁর সেনাদল নিয়ে গল্-এ পৌঁছান, জার্মানদের সাথে যুদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তার উদ্দেশ্য ছিল তাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসা যে তারা কিছু জমি পাবে বিনিময়ে সে পাবে তাদের সমর্থন। তিনি অন্যান্য রোমানদের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়, আর তাঁর সেনাদলকে বিতাড়িত করা হয়। ওই সমস্ত যা কিছু ঘটছিল তার ফলে তিন শতকব্যাপী রোমানদের দখলে থাকা ব্রিটেন পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে গেল—আর গল্ অসহায় অবস্থায় পড়ে রইল।

স্টিলিকো পরিস্থিতি হয়তো শান্ত রাখতে পারতেন, কিন্তু দুর্বল সম্রাট অনোরিয়াস বর্বর সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা তাঁর শক্তিশালী জেনারেলকেই বেশি ভয় পেতেন। সম্ভবত তিনি স্বরণ করে থাকবেন ভ্যালেস্তিনিয়ান দ্বিতীয়ের মৃত্যুর কথা, যিনি নিহত হয়েছিলেন দেড় দশক আগে আরবোগাস্ট দ্য ফ্রাঙ্ক এর হাতে, এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে প্রথমে আক্রমণ করার, ৪০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্টিলিকোকে আততায়ী দ্বারা হত্যা করালেন আর সেই সঙ্গে মুছে গেল পশ্চিম সাম্রাজ্যের মুক্তির শেষ আশা ভরসা।

সুয়েভ এবং ভেঙালরা সমস্ত গল জুড়ে তাণ্ডব চালালো এবং ৪০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশ করল স্পেনে। তাদের থামানোর মতো কোনো শক্তিই তখন ছিল না।

উপরন্তু স্টিলিকোর মৃত্যুর পর যে গোলমাল শুরু হয়েছিল সেই গোলমালে অ্যালারিখ্ তাঁর ভিসিগথ বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করলেন পুনরায় ইটালিতে। সেখানে এখন কোনো শক্তিশালী সেনাপতি নেই যে তাকে প্রতিরোধ করবে। বস্তুত রোমের নিজস্ব অনেক সৈন্যবাহিনী, যারা মূলত ছিল বর্বর, তাদের নেতাকে হত্যা করায় তারা রুষ্ট ও ঘৃণাপরবশ হয়ে পালিয়ে অ্যালারিখের দলে অংশ নিল।

অ্যালারিখ্ দক্ষিণে রোম বরাবর অগ্রসর হলেন, আর অনোরিয়াস তাঁর পারিষদবর্গ নিয়ে ১৮০ মাইল উত্তরে রেভান্না শহরে পালিয়ে গেলেন। অনোরিয়াস মনে হয় খুব দ্রুত পালিয়ে শত্রুদের নিকটেই যাচ্ছিলেন; কিন্তু রেভান্না ছিল দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত শহর, দুর্গম জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রায় অজ্ঞেয়, অ্যালারিখ্ চলে আসলেন একেবারে রোমে এবং নগরের নিরাপত্তার বিনিময়ে তিনি তাঁর নিজের সুবিধার জন্য সন্ধি করার উদ্যোগ নিলেন। রোমান নাগরিক নেতৃবৃন্দ এতই ভীত ছিলেন যে তাঁরা যে কোনো শর্ত মেনে

নিতে প্রস্তুত ছিলেন, এবং অ্যালারিখ দূরে থাকলেন। যাইহোক অনোরিয়াস আর তাঁর পারিষদবর্গ রেভান্নাতে নিরাপদেই ছিলেন এবং কোন শর্তই রক্ষা করলেন না। অবশেষে ৪১০ সালে অ্যালেরিখের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, তিনি তাঁর ওয়ারব্যান্ড পাঠিয়ে দিলেন নগরের রাস্তায় রাস্তায়।

তিনদিনে ভিসিগথরা রোম দখল করে নিল, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল খুব সামান্য। অ্যালেরিখ এবং তাঁর বাহিনী রোমে ভীতির সঞ্চার করলেন আর ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন রোমের চিত্তাকর্ষক এলাকাসমূহ যদিও মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল, তারপরও রোম অধিকৃত হয়েছিল বেশ ভদ্রভাবে। আটশত বছর আগে যখন রোম একটি গ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন গল্‌রা এটা দখল করেছিল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বিদেশী সেনাবাহিনী এর প্রাচীর অতিক্রম করতে পারেনি। এখন এই ভাবমূর্তি চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

রোম ত্যাগ করার পর, অ্যালেরিখ তার ব্যাণ্ড নিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হলেন, আপাতত আফ্রিকায় প্রবেশ করার একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, যেখানে তিনি একটি স্থায়ী রাজত্ব গড়ে তুলতে পারবেন, তিনি ইটালির টিপটো গিয়ে পৌঁছলেন এবং একটি নৌবহর প্রস্তুত করলেন যেটাতে তিনি সমুদ্র পাড়ি দেবেন কিন্তু তাঁর জাহাজগুলো ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় তিনি ওই চিন্তা থেকে বিরত থাকলেন।

তিনি পুনরায় উত্তরদিকে অভিযান চালালেন, কিন্তু যে বছর তিনি রোম দখল করলেন ঠিক সে বছরই তিনি মারা গেলেন। ভিসিগথরা বাধ্য হয়েছিল তাদের এই নেতাকে এক অদ্ভুত ভূমিতে সমাহিত করতে, তারা ইটালিয়ান টো-এ অবস্থিত কোসেনজা শহরের নিকটবর্তী একটি ছোট নদীর গতিমুখ পরিবর্তন করে। তারা তাকে ওই নদীর চরে সমাহিত করে, তার পর পুনরায় সেদিক দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে দেয় এবং তারা যেসব কৃষকদের ওই কাজে জোরপূর্বক বাধ্য করেছিল তাদের সবাইকে হত্যা করে। এই গোপন স্থানে এখন আর কেউ এসে তাঁকে বিরক্ত করবে না।

তুলুসু রাজ্য



ভিসিগথরা এখন অ্যাটাউলফ-এর নেতৃত্বাধীন, অ্যাটাউলফ অ্যালারিখের শ্যালক, তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নতুন অঞ্চলের সন্ধানে উত্তর দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন।

তারা এখন আর তাদের পিতৃদেবদের মতো রইল না, যারা এক প্রজন্ম পূর্বে হুনদের আক্রমণের আগে দানিযুব অতিক্রম করে পালিয়েছিল। রোমান সভ্যতায় চল্লিশ বছর ঘোরাঘুরি করার ফলে সংস্কৃতির কিছুটা ছোঁয়া তাদের গায়ে লেগেছিল। তারা চেয়েছিল

জমি আর ক্ষমতা, সামাজিক আদর্শ মেনে নিয়েই তারা সেগুলো পেয়েছিল এবং পেয়ে সমৃদ্ধ ছিল। ভিসিগথরা রোমান হওয়ার জন্য এতটাই উদগ্রীব ছিল যে, অ্যাটাউলফ, পশ্চিমের সম্রাট অনোরিয়াসের বোন গালা প্রাসিডিয়াকে অপহরণ করেছিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। সন্দেহাতীতভাবেই, এই বৈবাহিক ক্যু-এ ভিসিগথরা নিজেদের ভীষণ সম্মানিত বোধ করেছিল, এতে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রতীয়মান হয় যে সম্রাট তাঁর নিজের বোনকে একজন বর্বরের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না যে বর্বর তাকে জোর করে বিয়ে করতে পারে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় বিয়েকে রোমানদের একটি ভালো চাল বলে মনে হতে পারে। সাম্রাজ্যের সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভিসিগথরা রোমান সংস্কৃতির প্রতি দারুণ আকৃষ্ট এবং তারা এই ব্যাপারটিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, ভিসিগথ নেতাদের সাম্রাজ্যের সভায় ধরে রাখার জন্য বিয়ে বেশ উপকারে আসতে পারে।

রোমানরা বহুসংখ্যক বর্বরদের আসলে পরাজিত করতে পারতো না, যেসব বর্বররা এখন পশ্চিমের প্রদেশগুলোতে অধিক সংখ্যায় বসবাস করছে। কিন্তু রোমানরা কেন একদল বর্বরদের অন্য বর্বর দলের পেছনে লেলিয়ে দেয়নি? এতে তাদের একটি দল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যেতো এবং সম্ভবত এই দুই দল অন্তত পরস্পরের সঙ্গে ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো।

ভিসিগথদের সেজন্য উপাধি দেওয়া হলো ‘রোমান জোট’ এবং তাদেরকে গল্ অতিক্রম করে স্পেনে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হলো। সেখানে তারা রোমানদের শত্রু সুয়েভ এবং ভেভালের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে।

ভিসিগথরা এতই উৎফুল্ল ছিল যে তাদের পক্ষে অনুমোদিত থাকা সম্ভব ছিল না। ৪১৪ সালে তারা স্পেনে প্রবেশ করল এবং ৪১৫ সালে তারা আগের বিজিতদের সেখান থেকে বিতাড়িত করল। কিছুসংখ্যক ভেভাল স্পেনের সুদূর দক্ষিণে থেকে গেল। তাদেরও সেখান থেকে বিতাড়িত করা যেত, কিন্তু সতর্ক রোমানরা চাইতো না ভিসিগথরা শক্তিশালী হয়ে উঠুক। কোনো বিষয়ে তারা হস্তক্ষেপ করুক কিংবা স্পেনের বাইরে তাদেরকে কেউ তোষামোদ করুক।

রোমানদের অনুমোদন নিয়ে ভিসিগথরা গল্-এ ফিরে আসলো, অবশেষে তারা তাদের বাসভূমি পেয়ে গেল যা তারা এতদিন ধরে খুঁজছিল। ৪১৯ সালে গল্-এর দক্ষিণ পশ্চিমে তাদের বড় বড় জেলা প্রদান করা হলো এবং তারা তুলুসুতে তাদের রাজধানী স্থাপন করল।

ওই একই বছর অ্যালারিখের পুত্র, থিওডোরিখ ১ম ভিসিগথদের শাসন করতে লাগলেন। তিনিই একজন প্রথম ভিসিগথ সর্দার যিনি ছিলেন তাদের কাছে একজন যুদ্ধাধিনায়কের চাইতেও বেশি কিছু। তিনিই ছিলেন স্পষ্টভাবে একজন রাজা, রাজা বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ তিনি তুলুসু রাজ্য শাসন করতে লাগলেন এবং ওই অবস্থা তিনি বজায় রেখেছিলেন ৩০ বছরব্যাপী।

তুলুসু রাজ্যের পত্তন ছিল একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মূলত, এই প্রথমবারের মতো একটি জার্মান উপজাতি রোমান সাম্রাজ্যের সীমানায় প্রতিষ্ঠা করল একটি স্বাধীন রাজ্যের।

এটা সত্য যে, উভয়পক্ষই একটা আবেগহীন মিথ্যা ভান করতো। রোমান সাম্রাজ্য কখনোই স্বীকার করতো না যে তার নিজস্ব এলাকা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে কিংবা তুলুসু রাজ্য (কিংবা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অন্যান্য জার্মান রাজ্যগুলো) ছিল সত্যিকারভাবে স্বাধীন। সাম্রাজ্যিক ধারণায় বর্বররা রোমান অঞ্চলগুলো দখল করেছিল মাত্র এবং তাও তারা করেছিল বৈধভাবে কেননা তারা ছিল মূলত রোমান কর্তৃপক্ষ। রোমান সম্রাট বর্বর রাজাদের 'রোমান সেনাপতিতে' পরিণত করলেন এবং তিনি তাদের ভিন্ন উপাধি দিলেন। তারা এমন একটি ভান করতো যে ওই সমস্ত রাজারা যাই করুক না কেন তারা তা করছে সাম্রাজ্যের আদেশ অনুসারেই।

আর জার্মান নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে খেলতে ভালোবাসতো, থিওডরিক নিজেকে বলতেন ভিসিগথদের রাজা এবং তাত্ত্বিকভাবে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে শাসন করতেন। তাত্ত্বিকভাবে ঐ অঞ্চলগুলো ছিল রোমানদের আর রোমান জনগণ বাস করতো রোমান আইনের অধীনেই এবং তাদের প্রশাসনিক কাজ চলতো রোমান সিভিল সার্ভিসের অধীনে। থিওডরিক এবং অন্যান্য জার্মান রাজারা সবসময়ই রোমান উপাধি নিতে পছন্দ করতেন, তা যতই ফাঁপা হোক না কেন। (অনেক শতাব্দী আগে ইউরোপের লোকজন স্বীকার করেছিল যে রোমান সাম্রাজ্যের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এর প্রেতাত্মা বিশ্বের সর্বত্র জরিপে যাতায়াত অব্যাহত রেখেছে সেই তখন থেকে আজকের এই আধুনিক সময় পর্যন্ত)।

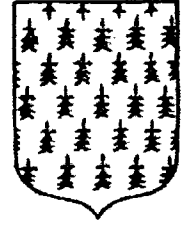
একটি ক্ষেত্রে ভিসিগথিক প্রভুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ভিসিগথরা পুরো রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ জমি তাদের নিজেদের জন্য নিয়েছিল এবং বাকি একটি অংশ রেখেছিল পুরনো রোমান শাসক শ্রেণীর জন্য। স্বাভাবিকভাবেই, চাষীদের কাছে কে তাদের ভূ-স্বামী এতে তাদের কোনো যায় আসে না। প্রকৃতপক্ষে ভিসিগথরা যদি একটি স্থির সরকার গঠন করতে পারতো এবং যদি কার্যকরী একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারতো (তারা তাই করেছিল) তাহলে চাষীরা রোমানদের চেয়ে ভিসিগথদের অধীনেই বেশি ভালো থাকতো, কেননা রোমানরা ছিল দুর্বল এবং তাদের ক্ষমতা ছিল না বর্বরদের আক্রমণের হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করে। তুলুসুর উদাহরণ অন্যান্য উপজাতিদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। যেসব সুয়েভরা স্পেনের উত্তর-পশ্চিমে থেকে গিয়েছিল এবং যারা পূর্বের ভিসিগথিক আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছিল, তারা এখন নিজেদের জন্য ঠিক তুলুসুদের মতোই একটি রাজ্য স্থাপন করল।

দক্ষিণ স্পেনের ভেভালরা, পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন, দ্বন্দ্বরত দুই রোমান জেনারেল কর্তৃক যে প্রস্তাব পেয়েছিল তা লুফে নিল। তারা তাদেরকে ভাড়া করেছিল তাদের একজন জেনারেলকে বিতাড়িত করার জন্য এবং ৪২৯ খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে রোমান

জাহাজে করে উত্তর আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারা তাদের এক যোগ্য নেতা গাইসারিখ-এর অধীনে সেখানে তাদের জন্য ভূমি দখল করে। ভেভালরাজ্যটি গড়ে ওঠে মহান নগর কারথেজকে কেন্দ্র করে, ঐ শহরটি তাদের অধীনে এসেছিল ৪৩৯ খ্রিস্টাব্দে। ভেভাল এবং সুয়েভরা সাম্রাজ্যিক অঞ্চলে প্রবেশ করার পরপরই তারা অ্যারিয়ান খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বের এইসব সাম্রাজ্য আক্রমণকারীদের খুব সহজেই ত্যাগ করায়। ওই সময়ে রোমান লেখকগণ যেভাবে তাদেরকে চিত্রিত করেছেন তারা আসলে ততটা খারাপ নয়, ওই সমস্ত লেখকরা ওগুলোকে রঞ্জিত করেছেন তাদের জাতীয় এবং ধর্মীয় শত্রুতা বোধ থেকে। তারা প্রত্যেকেই রোমানদের আচার-আচরণ রপ্ত করতে চেয়েছিল এবং চেপ্টা করেছিল সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গাইসারিখ-এর কথা, গাইসারিখ কার্থেজে অশ্লীল কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং গড়ে তুলেছিলেন আরো নীতিনিষ্ঠপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থা।

হুনদের পুনঃআগমন



তখনো কিছুটা আশা ছিল যে, রোমানরা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে, আক্রমণকারীদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেবে এবং তাঁদেরকে রোমান হিসেবে গড়ে তুলবে, আর সম্রাটগণ পূর্বের মতোই শাসন করবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধা হলো ধর্মীয় বাধা। জার্মানরা ছিল অ্যারিয়ান, আর রোমানরা ক্যাথলিক। আচ্ছন্ন তাদের জার্মান হওয়াটা তাদের জন্য যতটা না খারাপ ছিল তার চেয়ে বেশি খারাপ ছিল তাদের অ্যারিয়ান হওয়া।

এমনকি এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সেগুলো মঙ্গলভাবে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারতো। যদি ইতিহাসকে থামিয়ে দেয়া যেত বিশেষ কোনো বিন্দুতে, তাহলে যে কোনোপ্রকার পরিবর্তনকেই গ্রহণ করা যেতে পারতো।

কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকে না। রোম পতিত হচ্ছিল দ্রুতগতিতে, একদল আক্রমণকারীদের রোমানীকরণ এবং তাদের একীভূতকরণ করার আগেই, নতুন নতুন বন্য এবং বর্বর আক্রমণকারীরা দ্রুতগতিতে প্রবেশ করছিল। এই সমস্ত নতুন ঢেউগুলো আসতে পারতো তাদের নিজেদের মধ্য থেকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হয়েছিল বিতাড়িত, আর এখন শোনা যাচ্ছে হুনদের পদধ্বনি।

অস্ট্রোগথিক এবং ভিসিগথিকদের অঞ্চল দখলের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী হুনরা চূপচাপ ছিল। ৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে আত্তিলা নামক একজন শাসক সিংহাসন আরোহণ

করলেন। ধূর্ত উচ্চাভিলাষী এবং পুরোপুরি একজন অসভ্য বর্বর এই শাসক এক আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করে হুনদের আবার সংগঠিত করলেন, তাঁর রাজত্বের অধিকাংশ সময় ধরেই, তিনি তাঁর আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন দানিয়ুব অতিক্রম করে দক্ষিণ অভিমুখে এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলোতে চালিয়েছিলেন ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর লুণ্ঠন, আর এভাবে বলপূর্বক তিনি খাজনা আদায় করতেন এবং লুণ্ঠন করতেন।

এরপর তিনি গমন করলেন পশ্চিম অভিমুখে। পূর্ব সাম্রাজ্য মুখিয়ে ছিল তাঁকে ঘুষ প্রদান করে তাঁকে সামনের দিকে পাঠিয়ে দিতে, ঠিক এক প্রজন্ম আগে তারা অ্যালরিখকে যে কারণে ঘুষ দিয়েছিল। এ ছাড়াও পূর্ব সাম্রাজ্য একটি বেপরোয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এবং আন্তিলা সঠিকভাবেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিম সাম্রাজ্য তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং বিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে তারা বেশ অগ্রগামী, সুতরাং এই রাজ্যকে সহজেই হস্তগত করা যাবে।

তিনি জার্মানীর ভিতর দিয়ে তাঁর সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে পশ্চিম দিকে ধাবিত হলেন, তাঁর সামনে যেসব উপজাতিরা পড়েছিল তাদেরকে তিনি রাইন নদীর ওপারে পালাতে বাধ্য করলেন। বুরগাণ্ডিয়ানরা ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম, যারা মধ্য রাইনে বসতি গড়ে তুলেছিল আর এখন তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো দক্ষিণ-পশ্চিম গল্-এ, সেখানে তারা জেনেভা হ্রদের চারপাশের ভূমি দখল করে নিল। আরো উত্তরের দিকে, ফ্রাঙ্করা রাইনের নিম্ন অঞ্চল অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেল।

৪৫১ খ্রিস্টাব্দে, হুনরা নিজেরাই রাইন নদী অতিক্রম করল এবং ইতিহাসে এই প্রথম এবং একমাত্র। ওই নদীর পশ্চিম প্রান্তে ছিল অলিভিয়া যোদ্ধারা। (ইউরোপ-এর আগেও এশিয়ান যোদ্ধাদের আক্রমণের ভয়ে কঁপেছে, যেমন মোঙ্গল এবং তুর্কি, কিন্তু কেউই এযাবৎ এতদূর পশ্চিমে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা করেনি) এই মুহূর্তে হুনিশ রাজ্য সবচাইতে উঁচুতে রয়েছে, মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপ পার হয়ে প্রায় আড়াই হাজার মাইল চওড়া বিশাল এক রাজ্য এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। এটা আয়তনে প্রায় পুরোপুরি রোমান সাম্রাজ্যের সমান, যদিও এ রাজ্য ছিল জনবহুল, কম সভ্য এবং স্বল্প উন্নত।

এ সময়ে পশ্চিমের সম্রাট ছিলেন ভেলেন্টিনিয়ান ৩য় এবং তাঁর প্রধান সেনাপতি যিনি অনেক সময় কাটিয়েছেন ভিসিগথদের সঙ্গে এবং ওই কারণে হুনদের সঙ্গেও তাঁর সময় কেটেছে।

অ্যাটিয়াস বছরের পর বছর গল্-এ সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করছিলেন, একদল বর্বরকে আরেক দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, যেন কোনো দলই খুব বেশি শক্তিশালী না হয়ে উঠতে পারে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য জেনারেলদের সঙ্গেও তিনি ভয়ানক শত্রুতায় লিপ্ত ছিলেন সুতরাং এটা বলা খুবই মুশকিল যে তিনি রোমের জন্য অদূর ভবিষ্যতে ভালো করবেন না কি

খারাপ করবেন। তাছাড়াও তিনি সরকারের স্বার্থের চাইতে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে কোনো দ্বিধা করবেন না।

উদাহরণস্বরূপ জেনারেলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকায় ভেভাল রাজত্ব স্থাপনে সহায়তা করেন এবং এতে ক্ষতি হলো রোমের, রোম শস্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হারালো। তাঁর সময়ে অ্যাটিয়াস ভিসিগথদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন এবং হুনিশরা যখনই তার দলের হয়ে যুদ্ধ করতে চাইতো তখনই তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে তাদের ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন এই হুনিরাই হলো তাঁর প্রধান শত্রু, অ্যাটিয়াস খুব দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন। তিনি তাঁর শত্রুদের সাথে জোট গঠন করলেন, ভিসিগথের বয়স্ক রাজা থিওডরিখ্ এবং ফ্রাঙ্কস এবং বুরগুন্ডিয়ানদেরসহ জার্মান জোটের সঙ্গে যৌথভাবে জোট গঠন করে হুনিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

আভিলা সৈন্যবাহিনী পুরোপুরিভাবে হুনিশ ছিল না। তাঁর ছিল প্রচুর জার্মান জোটের সৈন্য এবং শক্তিশালী অস্ট্রোগথিক সৈন্যদল, এই অস্ট্রোগথরা আশি বছর ধরে হুনিদের অধীনে কর্মরত।

আভিলা চেষ্টা করেছিলেন ওই শক্তির মধ্যে ভাগ্নন ধরিয়ে দিতে, তিনি ঘোষণা দিলেন যে তিনি সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেননি, তিনি এসেছেন ভিসিগথদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। তিনি ভেবেছিলেন এতে হয়তো অ্যাটিয়াস ভিসিগথ এবং হুনিদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে সরে পড়বেন। এই একবারের জন্য অ্যাটিয়াস কোনো নোংরা পথ অবলম্বন করলেন না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সাম্রাজ্যের বাহিনী তাঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই, আভিলা থেকে গেলেন একেবারে অউরেলিয়ানাম-এ (বর্তমানে অরলিয়াস) এবং এই শহরের ভেতর একটি নিরাপদ স্থান পেয়ে গেলেন। যদিও সাম্রাজ্যের বাহিনী এসে তাকে সেখান থেকে অপসারিত করেছিল।

দুই দলের সৈন্যবাহিনী উত্তর-পূর্ব অরলিয়ানের প্রায় ১২০ মাইল দূরে ক্যাটালডিয়ান সমতলভূমিতে (ওই অঞ্চলের প্রধান শহর হলো খ্যালন্স) এসে মুখোমুখি হলো। এই যুদ্ধটাকে পুরোপুরি রোমান বনাম হুনিদের যুদ্ধ বলা যায় না, এটাকে বলা যায় গথ বনাম গথদের যুদ্ধ।

অ্যাটিয়াস তাঁর নিজস্ব বাহিনীকে রাখলেন বাম সারিতে আর ভিসিগথদের রাখলেন ডান সারিতে। দুর্বল জোট বাহিনীকে রাখলেন মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রে, অ্যাটিয়াস ভেবেছিলেন, আভিলা (যিনি সবসময় নিজের সারিকে রাখতেন একেবারে কেন্দ্রে) হয়তো তাঁর প্রধান আক্রমণটা চালাবেন কেন্দ্রে। এবং তাই হয়েছিল, হুনিরা সর্বশক্তি দিয়ে কেন্দ্রে আক্রমণ করল এবং তারা সামনে অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকল, সেখানে শেষ প্রান্তে অ্যাটেয়াসের সারি, যারা তাদের খুব কাছাকাছি ছিল তারা তাদের ঘেরাও করল। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল সাম্রাজ্যেরই বিজয় হলো।

ওই বিজয়কে কি পুরোপুরি কাজে লাগানো গিয়েছিল? ছনদের খুব ভালোভাবেই নির্মূল করা যেতে পারতো এবং আন্তিলাকে হত্যা করা যেতো। কিন্তু চক্রান্তকারী অ্যাটিয়াস, উপলব্ধি করলেন যে, তার প্রথম কাজ হলো এই জোটকে শক্তিশালী না হতে দেয়া। ভিসিগথের বৃদ্ধ রাজা থিওডরিখ্ যুদ্ধে নিহত হলেন, তখন অ্যাটিয়াস তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী টরিসমণ্ড খুব দ্রুত তুলসুতে প্রত্যাবর্তন করে তার উত্তরাধিকারীত্বকে নিশ্চিত করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। ভিসিগথরা খুব দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসলো এবং যুদ্ধে বিজয়ের ওপর ভিত্তি করে তাদের রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধির যে সুযোগ এসেছিল তা তিরোহিত হয়ে গেল।

ভিসিগথদের রাজ্য সম্প্রসারণের ব্যর্থতায় অ্যাটিয়াস অবশ্যই খুশি হয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ওইসময় ভিসিগথদের ওপর গৃহযুদ্ধের বোঝা চাপিয়ে দিলে ভিসিগথদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন। টরিসমণ্ড সিংহাসনে বসলেন ঠিকই কিন্তু এক বছরের মাথায় তিনি তাঁর ছোট ভাই কর্তৃক নিহত হলেন এবং হয়ে উঠলেন থিওডরিখ্ দ্বিতীয়।

অ্যাটিয়াস যদিও অনেক সুবিধা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি স্বল্প সময়ের জন্য মূল্যবোধ হারিয়েছিলেন, তাঁর ভিসিগথিক জোট ভেঙ্গে যাওয়ায় ছনদের চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না, ক্যাটালানিয়ার সমতলের যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে আন্তিলাকে গল্ থেকে বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু অ্যাটেয়াসের ষড়যন্ত্রের কারণে, ছনিশদেরকে পুরোপুরি নির্মূল করা যায়নি, যা খুব সহজেই করা যেতে পারতো।

আন্তিলা তাঁর সেনাবাহিনীকে চিনতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার শক্তি অনুভব করতে পেরেছিলেন। ৪৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইতালি আক্রমণ করলেন। তিনি অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর টিপে (tip) একটি শহর অ্যাকুইলিয়া অবরোধ করলেন এবং প্রায় তিনমাস অবরোধের পর তিনি এটি ধ্বংস করে ফেলেন। সেখানকার কিছু অধিবাসী, লণ্ডও শহর থেকে পালিয়ে উদ্ধাস্ত হিসেবে চলে গেলো পশ্চিমদিকে জলাভূমিপূর্ণ উপহ্রদের অঞ্চলে। এভাবে যে শহরের গল্প শুরু হয়েছিল একটি প্রাণকেন্দ্র নগরী হিসেবে পরবর্তীকালে তা বিখ্যাত হয়েছিল ভেনিস নগর হিসেবে।

আন্তিলার পূর্বে ইতালি ছিল পরাভূত একটি রাজ্য ঠিক যেমন পরাভূত ছিল চল্লিশ বছর আগে অ্যালারিখ্ দখল করে নেওয়ার আগে। ভিসিগথদের মতো ছনরাও রোম নিয়ে নিতে পারতো, কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি সৈন্য অপসারণ করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন এর কারণ হলো, রোম এবং পোপ লিও ১ম-এর অদৃশ্য প্রভাব তাঁর অন্তরে একধরনের কুসংস্কারমূলক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের উদ্বেক হয়েছিল, পোপ লিও তাঁর কাছে এসেছিলেন পুরোপুরি পোপের বেশে রাজচিহ্নিত মুকুট পরিধান করে এবং তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন যে কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না করে রোম ত্যাগ করতে হবে। যারা আরো কম রোমান্টিক, তারা বলেন যে, পোপ আন্তিলার জন্য বিশাল আকৃতির একটি স্বর্ণের উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক না কেন, আন্ড্রিয়া ইতালি ত্যাগ করলেন। ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরে আসলেন তার নিজস্ব বর্বর ক্যাম্পে, পুনরায় বিয়ে করলেন, তাঁর হেরেমের অসংখ্য স্ত্রীর সঙ্গে আরেকজন স্ত্রী যোগ করলেন, তিনি বিশাল এক ভোজ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন, তারপর তাঁর তাঁবুতে গেলেন যেখানে রাত্রে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আপাতত মনে হয় তিনি স্ট্রোক করেছিলেন, যার কারণ সম্ভবত অতিরিক্ত সংবর্ধনা।

তাঁর রাজ্য তাঁর অনেকগুলো পুত্রদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানরা বিদ্রোহ করে বসলো এবং এতে মুহূর্তের মধ্যে রাজ্যটি ভেঙ্গে গেল। হুনিশ রাজ্যের পতন ঘটল আর হুনিরা চির বিদায় নিল ইতিহাসের পাতা থেকে।

আইন ও ভাষা



ইতোমধ্যে অ্যাটিয়াস, যিনি ইতালিতে থাকাকালীন আন্ড্রিয়ার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছিলেন না এবং দেখলেন যে তার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা খুব দুর্বলকমে যাচ্ছে। সম্রাট ভেলেন্টিনিয়ান ওয় তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, সম্ভবত তিনি ঠিকই দেখতেন) এবং তাঁকে ৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে হত্যা করলেন, ঠিক যেমন অর্ধশতাব্দী আগে; অনোরিয়াস হত্যা করেছিলেন স্টিলিকোকে।

এর ফলাফল ছিল ভয়ানক। অ্যাটিয়াস-এর জৈন্যরা ভয়ানক ক্ষেপে গেল এবং তাদের দুজন গিয়ে ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করল ভেলেন্টিনিয়ানকে। রোম আবার বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল এবং পুনরায় আরেক প্রাথমিককারীর পথ পরিষ্কার করে দিল।

এসময়ে আসলেন গাইসারিখ, যিনি এখন প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ উত্তর আফ্রিকার ভেণ্ডাল রাজ্য শাসন করছেন।

তিনিই একমাত্র খণ্ডিত সাম্রাজ্যের বর্বর শাসক যিনি নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং তিনি অনেক সংখ্যক মেডিটেরিয়ান দ্বীপ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

শহরের অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের সুযোগে তিনি ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁর নৌবহর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাইবারের মোহনায়। সেখানে কোনো বিরোধী ছিল না। ভেণ্ডালরা সেখানে দু'সপ্তাহ ছিল, সেখান থেকে তারা কৌশলে সমস্ত বহনযোগ্য এবং দামী দামী জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছিল তাদের কার্থেজ শহরকে সাজাবার জন্য। সেখানে ছিল না কোনো অযথা ধ্বংসযজ্ঞ, ছিল না কোনো পীড়নমূলক হত্যাকাণ্ড। রোমকে লুণ্ঠন করে দরিদ্র করা হয়েছিল, ঠিক যেমন লুণ্ঠন করেছিল অ্যালারিখ। কিন্তু রোম ছিল অক্ষত। খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার হলো, ভেণ্ডালদের এরকম

লুটপাটের ফলে রোমানরা তাদের নিন্দাসূচক যে পরিভাষা ব্যবহার করে তা হলো ‘ভেগাল’ যা বলতে বর্তমানে আমরা বুঝে থাকি যারা নির্বিচারে ধ্বংস করে—কিন্তু ঠিক এরকম কোনো কিছু ভেন্ডালরা ওই সময় করেনি।

এখন পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের সরকারের কোনো শক্তিই নেই। সম্রাট প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিদের হাতের পুতুল মাত্র। ভিসিগথের থিওডরিখ ২য় চক্রান্তের মধ্যে তাঁর পাঁচ আঙ্গুল ডুবিয়ে দিলেন। ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের এটা একটা নাটকীয় উদাহরণ। আশি বছর আগে ভিসিগথরা দানিয়ুবের উদ্বাস্তু ছিল। তারা এখন সাম্রাজ্যের অন্য প্রান্তের রাজত্বের প্রভু, এখন তারাই রাজ্যের হর্তাকর্তা।

থিওডরিখের চক্রান্ত সবসময় সফল হতো না, কিন্তু গোপনে তার একটা প্রভাব পড়তো, রোমকে অস্থিতিশীল রাখতে তিনি সহযোগিতা করতেন এবং অস্থিতিশীলতার সুযোগে তিনি তাঁর রাজ্য বিস্তার করতেন।

ক্যাটালাউনিয়ান সমতল ভূমিতে তিনি তাঁর অর্জিত বিজয় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভিসিগথিক সম্প্রসারণ প্রতিহত করার জন্য এবং মাত্র এক দশক পরেই কিংবা ওরকম একটা সময় পরেই রোম ভিসিগথিক সম্প্রসারণের আয়ত্তের ভেতর এসে গিয়েছিল।

এখন ভিসিগথিক রাজ্য বিস্তার লাভ করেছে পূর্বদিকে রোন্ নদী পর্যন্ত আর উত্তরে লোর নদী পর্যন্ত। গল-এর পুরোপুরি তিনভাগ অঞ্চলই এখন ভিসিগথদের হাতে, উপরন্তু, থিওডরিখ দক্ষিণে স্পেনের দিকে তাঁর রাজ্য বিস্তার করছেন। ৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদে পতিত হলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ইউরিখ-এর হাতে নিহত হলেন, ইউরিখ রাজা হয়েছিলেন সবচাইতে অক্ষম শাসিত একটি অধিকার নিয়ে, তা হলো হত্যার অধিকার।

ইউরিখ-এর অধীনে ভিসিগথিক রাজ্য তার শক্তির শীর্ষে চলে যায়। মূলত পুরো স্পেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সুয়েভরা পেনিনসুয়েলার উত্তর-পশ্চিমে একটি অনিশ্চিত স্বাধীন রাজ্য বজায় রেখেছিল কিন্তু ইউরিখের অতিপ্রভুত্বের ব্যাপারটি তারা মাথায় রেখেছিলো।

স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তুলুস রাজ্যের মর্যাদা ব্যাপারটিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ইউরিখ রাজ্য শাসনে দ্বৈত আইন প্রয়োগে খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন—একটা আইন ভিসিগথিক-অভিজাত-সম্প্রদায়ের জন্য, আরেকটা আইন রোমান অধীনস্থদের জন্য, প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আয়োজন ছিল খুবই অকার্যকর। প্রত্যেকের জন্য থাকা উচিত একটি আইন।

কিন্তু এক্ষেত্রে আইন বলতে কী বোঝায় তা জানা খুবই জরুরি ইউরিখ প্রথম লিখিত ভিসিগথিক আইন প্রকাশ করলেন এবং সবার জন্য সমানভাবে ওই আইনের প্রয়োগ করলেন।

যেহেতু আইন হয়েছে একটা সুতরাং ভাষাও একটাই হচ্ছিল। ভিসিগথরা কথা বলতো জার্মান ভাষায়, কিন্তু যে রোমান প্রদেশে তারা শাসন করতো তারা সেখানে

ছিল সংখ্যালঘু ফলে তারা তাদের ভাষা তাদের অধীন রোমানদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। তার চেয়ে বরং তারা ল্যাটিন রপ্ত করার জন্য ভয়ানক চেষ্টা করে যেতে লাগল; তখন থেকেই ল্যাটিন হয়ে গেল রোমান সভ্যতার বাহন।

যাইহোক, সময়ের চাপে, ল্যাটিন ইতোমধ্যেই ভেঙ্গে বিভিন্ন কথ্য ভাষায় পরিণত হতে লাগল। শিক্ষার মান তখন কমে যাচ্ছিল, ল্যাটিন হারাতে লাগল তার ধ্রুপদী অভিজাত্য আর সূক্ষ্মতা। স্বাভাবিকভাবেই, অবক্ষয় একে একে প্রদেশে একে একে রূপ নিতে লাগল। উপরন্তু জার্মান অধিস্বামীরা ধ্রুপদী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল, ফলে তারা ‘পিজিন-ল্যাটিন’-এ কথা বলতে বাধ্য হলো যেটা একে একে অঞ্চলে একে একে রূপ ধারণ করেছিল। এই সমস্ত কথ্য ভাষাগুলো ধীরে ধীরে বিভিন্ন রোমান্স ভাষায় উন্নীত হয়েছিল; ফরাসী, ইতালিয়ান, স্পেনীয়, পর্তুগাল ইত্যাদি ইত্যাদি।

মূল লাতিন ভাষা কখনোই বিস্মৃত হয়নি। ক্যাথলিক চার্চের ভাষা হিসাবে তখনো তো থেকে গিয়েছিল (এবং এখনো আছে)। অনেক শতাব্দীব্যাপী একটি ধারণা বিদ্যমান ছিল যে ‘অশ্লীল ভাষা’ (এই বাগধারাটির প্রতিশব্দ হলো ‘অশিক্ষিতদের ভাষা’) শিক্ষিত মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী।

তাহলে সেটার কি ব্যবহার হতো? সমস্ত চাষী, নারী-পুরুষ উভয়েই, এবং উঁচু শ্রেণীর নারীরা কখনোই শিক্ষিত ছিলো না এমনকি নিষ্পাপ পাদ্রীগণ এবং স্ববচন ইতে পরিস্রুত পণ্ডিতরাও শুধু লাতিন দ্বারা কিছুই করতে পারতেন না। তাদেরকেও ইতরদের ভাষা লিখতে হতো, আর কে আছে এমন যে, সারাজীবন নারীর সঙ্গে কথা না বলে কাটিয়েছেন?

অবশেষে লাতিন পরিণত হলো ‘মৃত’ ভাষায়, আর ইতরদের ভাষা পরিণত হলো ‘জীবন্ত’ ভাষায়, আর হয়ে উঠল সমৃদ্ধ সাহিত্যের প্রধান সাধন।

তখনো ধর্মের সেই পুরনো প্রশ্নটি থেকেই গেল। যদিও আইন এবং ভাষা গলে গলে এক হয়ে যাচ্ছিল, তবুও রোমান অধস্তন কর্মচারীরা এবং নীচ শ্রেণীর লোকেরা কি এক উদ্দীপনায় ক্যাথলিক থেকে গেল আর ভিসিগথিক অধিস্বামীরা থেকে গেল অ্যারিয়ান হয়ে। বস্তুত, ইউরিখ ছিলেন অস্বাভাবিকভাবে একজন ব্যাঘ্র অ্যারিয়ান, ফলে তাঁর অধীনরা তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার যে অভিযোগ করতো তার অবশ্যই কারণ ছিল।

৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরিখ মারা গেলে তাঁর পুত্র অ্যালারিখ ২য় ক্ষমতায় আসলেন। যে ভাবেই হোক, পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলো। ৫০৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যালারিখ, ভিসিগথিক প্রথার চেয়ে বেশিরভাগ রোমান প্রথার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন বিধান প্রবর্তন করলেন। সুতরাং এটা তাঁর অধীনদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে অনেক সহনশীল ছিলেন এবং ক্যাথলিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ হলো।

বস্তুত, অ্যালারিখ ২য় চাইতেন যে, তিনি যাদের শাসন করেন তাদের প্রত্যেককেই একটি সাধারণ ঐক্যের মধ্যে নিয়ে আসতে। তিনি যদি এতে সফল হতেন তাহলে ব্যাপারটি খুবই সুখকর হতো, কিন্তু ততদিনে খুব বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল, তুলসুর

বাইরের ঘটনাগুলো যা আমরা দেখে থাকবো, ভিসিগথিক উত্থানকে রোধ করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত, আর ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে অন্য কোথাও ।

গথদের মধ্যে মহত্তম



ইউরিখের শাসনামলে, তাঁর অধিরাজ্যে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সরকারের প্রকৃত যে ক্ষমতা ছিল তা স্বয়ং ইতালিতে চলে এসেছিল । তাঁর সেনাবাহিনী গঠিত ছিল পুরোপুরি জার্মান মার্সেনারিজদের দ্বারা, কিন্তু সম্রাট, সরকার কর্তৃপক্ষ এবং ইতালিয়ান জমিদার শ্রেণীর প্রত্যেকে তখনো ছিলেন রোমান ।

জার্মান মার্সেনারিজরা এরকম ব্যবস্থার প্রতি ক্রমশ নাখোশ হয়ে উঠছিল । গল্, স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় তাদের স্বদেশবাসীরা শাসন করতো, তাদের ভূমি এবং ক্ষমতা উভয়ই ছিল । তাহলে ইতালিতে কেন তারা ক্ষয়ে যাওয়া রোমানদের দ্বারা শাসিত হবে? তারা যা চাইতো তা হলো ভূমি এবং তাদের নেতা ওডোকার এই দাবিকে আরো জোরালো করে তোলেন ।

রোমানরা তাদের দাবি মানলো না এবং ওডোকার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে যা দেওয়া হয়নি তা তিনি আদায় করে নেবেন । ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তিনি সম্রাট রোমুলাস অগাস্টুলাস (পুরোপুরি ক্ষমতাহীন একজন টিনএজার) কে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বল প্রয়োগ করেন । ওডোকার সাম্রাজ্যের জন্য নতুন একটি পুতুল খোঁজার চিন্তা ভাবনা করেননি; তিনি সোজাসাপটা ইতালির নিয়ন্ত্রণ দিতে চেয়েছিলেন ।

এ কারণেই ৪৭৬ সালকে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে ‘রোমান সাম্রাজ্যের পতনের’ বছর । ওই তারিখটি আসলে ভুল । ওই সময় রোমান সাম্রাজ্যকে ‘পতিত’ হিসেবে কেউই বিবেচনা করবে না । রোমান সাম্রাজ্য তখনও ইউরোপের সবচাইতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে টিকে ছিল । এর রাজধানী ছিল কন্সটানটিনোপল এবং এর সম্রাট ছিলেন জেনো ।

যখন থেকে ইতালি শাসন করার জন্য কোনো সম্রাট ছিলেন না, জেনো ইতালি সহ (একই কারণে গল্, স্পেন এবং আফ্রিকা) পুরো সাম্রাজ্য শাসন করার সিদ্ধান্ত নিলেন । প্রকৃতপক্ষে জেনো ওডোকারকে প্যাট্রিশ্ন্ উপাধি দিয়েছিলেন, যিনি জেনোর ডেপুটি হিসেবে ইতালি (তাত্ত্বিকভাবে) শাসন করতেন । ওডোকার জেনোর অধিস্বামিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন এবং তিনি নিজেকে কখনো ইতালির রাজা বলে গণ্য করেননি ।

ওডোকার যতই শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন, জেনো ততই অস্বস্তি বোধ করছিলেন । তিনি এমন কিছু উপায় খুঁজছিলেন যেটা দ্বারা তিনি ইতালিতে জার্মান শাসকদের নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারবেন এবং তিনি তা খুঁজে পেলেন অস্ট্রোগথদের ভেতর ।

আশি বছর যাবৎ অস্ট্রোগথরা ছনদের অধীনে ছিল এবং তাদের হয়ে যুদ্ধ করেছে, বিশেষ করে ক্যাটালাউনিয়ান সমতল ভূমিতে। আন্ডিলার মৃত্যুর পর ছনিশ রাজ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায় এবং তারা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। তারা অ্যারিয়ানের খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বসতি গড়ে তুলেছিল দানিয়ুবের দক্ষিণে যেখানে এক শতাব্দী পূর্বে তাদের জেষ্ঠ্যুতো ভাই ভিসিগথরা বসতি গড়ে তুলেছিল। এখন তারা যেখানে সেখানে ভিসিগথদের মুখোমুখি অবস্থানে রইল যা পূর্ব সাম্রাজ্যের জন্য একটা স্থায়ী হুমকি হয়ে রইল।

৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে থিওডরিখ নামের এক তরুণ অস্ট্রোগথ উপজাতিদের সর্দার হলেন। যিনি বাল্যকালে রোমানদের জামিন হিসেবে কনস্টান্টিনোপল-এ ছিলেন, তিনি রোমান সংস্কৃতি রপ্ত করেছিলেন এবং তার প্রশংসা করতেও শিখেছিলেন। এখন একজন উপজাতীয় নেতা হিসেবে রোমানদের বিরুদ্ধে তাঁর লোকজনদের ওপর নেতৃত্ব দিতে তার কোনো আপত্তি নেই, এবং তিনি তাই করেছিলেন, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে সফল হয়েছিলেন।

জেনোর কাছে মনে হয়েছিল যে, তিনি এক টিলে দুই পাখি মারতে পারবেন। তিনি থিওডরিখ দ্য অস্ট্রোগথকে প্রতিনিধি বানাতে পারতেন এবং তাঁকে পাঠাতে পারতেন ইতালিতে ওডোকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এভাবে, তিনি নিশ্চিতভাবেই সমস্যাসম্মুল অস্ট্রোগাথদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতেন। অগ্ন্যুৎসাহ হলে, এই দুই বর্বর গ্রুপ ইতালিতে অচল অবস্থা সৃষ্টির জন্য পরস্পর মূর্খে জড়িয়ে পড়তে পারতো এবং তিনি নিজে এই উপদ্বীপ পুনর্দখল করতে পারতেন।

থিওডরিখ কোনোক্রমেই সেখানে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এবং ৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পশ্চিম অভিযানে অগ্রসর হলেন। পুরো অস্ট্রোগাথিক জাতি তার সঙ্গে গেল; শুধু যোদ্ধারাই নয়, সমস্ত নারী ও শিশুরাও তাঁর সঙ্গে গেল।

থিওডরিখ উত্তর ইতালিতে দুটো যুদ্ধ করলেন এবং দুটোই জিতলেন। ওডোকারকে বাধ্য করলেন পিছু হঠতে, এবং ওডোকার চলে গেলেন তাঁর বাদবাকি শক্তি নিয়ে অজেয় শহর রেভান্নাতে। বাদবাকি ইতালি অস্ট্রোগাথিকদের অধীনে চলে আসলো; এমনকি ভেণ্ডালদের কাছ থেকে তারা সিসিলিও নিয়ে নিল। (গাইসারিখ তখন মৃত এবং ভেণ্ডালরা তখন পতনের মুখে)

শুধু বাকি রইল রেভান্না, কিন্তু তা শুধু চার বছরের জন্য। অবশেষে ৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে থিওডরিখ ওডোকারকে একটি ভদ্রসম্মত প্রস্তাব দিয়ে রাজি করাতে পেরেছিলেন। তারা যৌথভাবে এবং সমমর্যাদার উপ-রাজা হিসাবে শাসন পরিচালনা করবেন। থিওডরিখ শাসন করবেন পুরো উপদ্বীপ এবং ওডোকার করবেন শুধু একটা শহর এবং এটাই ছিল ভদ্রসম্মত প্রস্তাব। ওডোকার রাজি হলেন। এই দুই শাসক পরস্পর হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলেন, পুরো একদিন ধরে চলল ভোজসভা, এবং পরে যখন ওডোকার পূর্ণ বিশ্রামে ছিলেন, থিওডরিখ তাঁকে ছোরা মারলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, এই অস্ট্রোগথ এটা নিজের হাতেই করেছিলেন।

তখন থেকেই ঐতিহাসিকগণ তাঁকে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোষারোপ করে আসছেন; কিন্তু থিওডরিখ্ খুব ভালো পাল্টা জবাব দিতে পারতেন যে, তিনি কাজটি ঠিকই করেছিলেন। হৈত শাসন নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ হতো এবং তা রাজ্যকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিত। থিওডরিখ্ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটান এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে ভবিষ্যৎকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি ইতালিকে খুব দ্রুত একটি শান্তিপূর্ণ এবং স্থিতিশীল রাজ্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

থিওডরিখ্ জানতেন, তিনি এ ধরনের একটি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে পারবেন এবং করেছিলেন, বস্তুত তিনি তা সৃষ্টি করেছিলেন, ফলে তিনি পরিণত হলেন মহত্তম গথ্-এ। তাঁর তেত্রিশ বছর রাজত্বকালে ইতালি ছিল শান্তি এবং সমৃদ্ধির দেশ। অন্য কোনো শতকেই ইতালি 'এত ভালো অবস্থায়' ছিল না।

থিওডরিখ্ নিজেকে রোমান সংস্কৃতির অভিভাবক বলে বিবেচনা করতেন। তিনি দেখতেন যে অস্ট্রোগথ্ এবং রোমানরা পরস্পর মিত্রভাব বজায় রেখে বাস করছে এবং রোমানরা অস্ট্রোগথ্ যোদ্ধাদের কাছ থেকে কোনোরকম দুর্ব্যবহার পেত না। অস্ট্রোগথ্‌রা তিন ভাগের এক ভাগ জমি অধিকার করে নিয়েছিল, কিন্তু যতদূর সম্ভব এই জমি তারা নিয়েছিল সরকারের কাছ থেকে ফলে রোমান ভূ-স্বামীরা খুব বেশি বিরক্ত ছিলো না। অস্ট্রোগথ্‌রা সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল কিন্তু সিন্টিস সার্ভিস দেখাশোনা করতো রোমানরা, থিওডরিখ্ কনসালদের নামকরণ করেছিলেন, যারা তাত্ত্বিকভাবে রোম শহর শাসন করবেন, কিন্তু তিনি রোমান নামকরণের ব্যাপারে সবসময় সতর্ক থাকতেন। ইতালি রোমান আইনের অধীনেই থেকে গেল এবং রোমান প্রথার সঙ্গে তার সম্পর্ক অব্যাহত থাকল। উদাহরণস্বরূপ, পোপ তার ডকুমেন্টের তারিখগুলো বসিয়েছিলেন কনসটান্টিনোপল-এর সম্রাটের রাজত্বকালের বছর থেকে যেন তিনি এবং থিওডরিখ্ কেই ইতালির অধিস্বামী নন এবং থিওডরিখ্ এটা অনুমোদন করেছিলেন, তিনি এটাকে দেখেছিলেন ছায়াতে শাসন করার সারবস্তু হিসাবে।

থিওডরিখ্ ইতালির উন্নতির দিকেও নজর রেখেছিলেন, যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ থামিয়ে, শক্ত হাতে দুর্নীতি যতটা পেরেছিলেন কমিয়ে এবং একই সাথে খাজনা হ্রাস করে ও প্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি করে তিনি শান্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন, তিনি পোতাশ্রয়গুলো ড্রেজিং করেছিলেন, জলাভূমিগুলোতে খাল খনন করেছিলেন, কৃত্রিম নালা নির্মাণ করেছিলেন, অনেক চার্চ স্থাপন করেছিলেন এবং সার্কাসে খেলাধুলার আয়োজন করেছিলেন।

এসময়টা ছিল ঠিক পুরনো দিনের মতো।

যেহেতু পশ্চিমের সম্রাট জেনো, থিওডরিখ্ ইতালিতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করার আগেই মারা যান, সেহেতু তিনি তাঁর আপাতত ধূর্ত নীতির ব্যর্থ হয়ে যাওয়া দেখে যেতে পারেননি, অথবা শক্তিশালী ওডোকরকে সরিয়ে আরো বেশি শক্তিশালী থিওডরিখের উত্থানের সাক্ষী হতে পারেননি। জেনোর উত্তরাধিকারী,

অ্যানাস্টাসিয়াস, এগুলো দেখেছিলেন এবং তাঁর কিছুই করার ছিল না শুধু ৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে থিওডরিখের শাসন উপলব্ধি করা ছাড়া।

বিনিময়ে থিওডরিখ কন্সটানটিনোপলের সম্রাটের একজন ভালো প্রতিবেশী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন আল্লাস অতিক্রম করে দানিয়ুব পর্যন্ত; এবং দক্ষিণ পশ্চিম গল্-এর ভেতর আল্লাসের পশ্চিম পর্যন্ত এবং বারগুন্ডিয়ানস্-এর কাছ থেকে দখল করা অঞ্চল পর্যন্ত। পূর্ব সাম্রাজ্যের এক ইঞ্চি জমিও তিনি দখল করেননি কিংবা দখল করার হুমকিও দেননি।

থিওডরিখ ছিলেন একজন অ্যারিয়ান খ্রিস্টান, কিন্তু তিনি সহনশীলতার একটি কঠিন নীতি মেনে চলতেন। তার অধীনস্থ রোমান ক্যাথলিকদের প্রার্থনায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ তিনি করতেন না। এমনকি তিনি ধর্মান্তরিতকরণকেও প্রশ্রয় দিতেন না। পোপ নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিবাদে উভয় পক্ষই থিওডরিখের মধ্যস্থতা মেনে নিত, তিনি অ্যারিয়ান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিচারে তাদের আস্থা ছিল। তাঁর সহনশীলতা খ্রিস্টান ধর্মকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তাঁর রাজ্যে ইহুদিদের রক্ষা করেছিলেন।

থিওডরিখের অধীনে ইতালি জন্ম দেয় অল্পসংখ্যক কতিপয় পণ্ডিত ব্যক্তির।

থিওডরিখের সময়ে ইতালির প্রধান পণ্ডিত ছিলেন অ্যানিকিয়াস সের্ভাসিয়াস সেভারিনাস বোয়েথিয়াস। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে বোয়েথিয়াস ছিলেন শেষ দার্শনিক। তিনি ৫১০ খ্রিস্টাব্দে কন্সাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর দুই পুত্র ৫২২ সালে কন্সাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বোয়েথাস অনুভব করেছিলেন যে রোম এখনো আগের মতোই শক্তিশালী রয়েছে, এবং তিনি পৌছিয়েছিলেন সুখের সর্বোচ্চ চূড়ায় কেননা তাঁর দুই পুত্র অর্জন করেছে উঁচু পদের উপাধি, যদিও সত্যি বলতে কি, এর কোনো মূল্যই ছিল না, শুধু সম্মানটুকু ছাড়া।

বোয়েথাস এরিস্টোটলের কাজগুলো ল্যাটিনে অনুবাদ করেছিলেন এবং সিসেরো, ইউক্লিড এবং অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিকদের ওপরে ভাষ্য লিখেছিলেন। তাঁর মূল কাজের চাইতে এরিস্টোটলের লজিকের অনুবাদটিই পরবর্তী ছয়শত বছর পর্যন্ত টিকে ছিল।

আরেকজন রোমান, ফ্লভিয়াস ম্যাগনাস অউরেলিয়াস ক্যাসিওডোরাস, যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৯০ খ্রিস্টাব্দে এবং বেঁচেছিলেন ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত; কাজ করেছেন ট্রেজারার হিসেবে থিওডরিখের অধীনে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর অধীনে। তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন জ্ঞান অর্জনে এবং চেয়েছিলেন রোমে একটি খ্রিস্টান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার ক্রমশ অবক্ষয় থেকে রোমকে রক্ষা করা। ওই সময়টা তাঁর অনুকূলে ছিল না, এবং এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সমর্থন করা তখনকার পার্থিব সমাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁকে বাধ্য হয়ে ধর্মের দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। তিনি দুটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এবং তাদের সমর্থন

জানিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তারা সেখানে সব ধরনের বই নিয়ে আসবে এবং সেগুলোর নকল করবে।

ক্যাসিওডোরাস সন্ন্যাসী এবং পাণ্ডুলিপি নকল করার কাজের ভেতর একটি যোগাযোগ স্থাপন করলেন, এটাকে চালু রাখাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ, যত ক্ষীণভাবেই হোকনা কেন, শিক্ষার প্রদীপ, ওইসব বীভৎস শতকগুলোতে নিজেদের মতো করে জ্বলছিল।

ক্যাসিওডোরাস বিস্তর লিখেছিলেন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং ব্যাকরণ নিয়ে। থিওডরিখ্ তাঁকে দিয়ে ইতিহাস লিখিয়ে নিয়েছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল গথিকদের সমর্থনে প্রপাগান্ডা চালানো এবং সেগুলোকে রোমান জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বইটি হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু পরবর্তী রেফারেন্স থেকে আমরা জানতে পারি যে ক্যাসিওডোরাস গথদের চিহ্নিত করেছিলেন আদিম সাইথিয়ানদের সঙ্গে এবং দাবি করেন যে বহু পূর্বে সাইথিয়ানরা গ্রেকো-রোমান সংস্কৃতি রপ্ত করেছিল, সুতরাং গথরা বর্বর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

এটা অবশ্যই ভুল ছিল। সাইথিয়ানরা বাস করতো খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দে কৃষ্ণসাগরের উত্তরে এবং তারা সেখানে ছিল ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না। অস্ট্রোগথদের রঙ্গমঞ্চ আবির্ভাবের পাঁচশত বছর আগেই তারা চলে গিয়েছিল।

আমরা যদি একটু বিরতি দেই, তাহলে, ৫০০ সালের দিকে দেখা যাবে যে আদিম বিশ্ব তখনও হারিয়ে যায়নি। পূর্ব সাম্রাজ্য ছিল অক্ষত এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের কিছু ভালো অংশে দুটি আলোকিত গথিক রাজ্য গড়ে ওঠেছিল। প্রায় সমস্ত স্পেন এবং গল্-এর অর্ধেক ছিল অ্যালারিখ দ্বিতীয় দ্য ভিসিগথ্-এর অধীনে। ইতালি এবং উঁচু দানিয়ুব ছিল থিওডরিখ্ ১ম দ্য অস্ট্রোগথ্-এর অধীন। উভয়েই ছিলেন আলোকিত এবং সভ্য রাজা এবং দুজনেই তাঁদের রোমান এবং গথিক প্রজাদের নিয়ে আন্তরিকভাবে উৎসাহী ছিলেন, উভয়েই ধর্ম বিষয়ে ছিলেন সহনশীল। তাহলে ভুলটা কোথায়?

আসলে ইতিহাসকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারে না, জার্মান আক্রমণ তখনও শেষ হয়ে যায়নি।



৩ ♦ অন্ধকারের আগমন

ক্লডিস

পশ্চিম দিকে উপচেপড়া হুনদের কারণে যতসব সমস্যা শুরু হয়েছিল, তার ভিড়ে ফ্রাঙ্কদের নাম প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। ৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়ানের সময় গল্-আক্রমণকারী হিসেবে তারা ছিল প্রধানতম কিন্তু তাঁরপর প্রায় এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তারা বেশ চুপচাপ ছিল, যদিও জুলিয়ানদের হাতে তাদের পরাজয় তাদের জন্য বরং ছিল হিতকর এবং অনেকদিন মনে রাখার মতো একটা শিক্ষা।

বস্তুত শতাব্দীব্যাপী অধিকাংশ সময় ধরেই তারা রোমের অনুগত জোট হিসেবে এবং অন্যান্য জার্মানদের হাত থেকে রোমকে রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল। আরবোগাস্ট নামক এই সেই ফ্রাঙ্ক যাঁকে পশ্চিম সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বিশ্বাস করেছিলেন থিওডোরিয়াস (যদিও ওই বিশ্বাসের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল)। অ্যালারিখ-এর হাতে স্টিলিকো পরাজিত হওয়ার পর যখন সুয়েভ এবং ভেভালরা গল্-এ প্রবেশ করে তখন ফ্রাঙ্করা রোমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল।

এটা নিশ্চিত যে, আত্তিলা দ্য হুনের অভিযান ঠেকাতে ফ্রাঙ্কদের শেষ পর্যন্ত বাধ্য করা হয়েছিলো গল্ আক্রমণের জন্য, কিন্তু তারা ক্যাটালাউনিয়ান সমতলভূমিতে অ্যাটেয়াসের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এবং তাঁর পক্ষ নিয়ে হুনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

হুনরা চলে যাওয়ার পর, কতিপয় ফ্রাঙ্ক গল্-এর উত্তর-পূর্ব সেকশনের ভূমি অধিকার করে নেয়। তারা ছিল একটি দল এবং এই দলটি সালিয়ান ফ্রাঙ্ক নামেই পরিচিত কারণ রোমানদের সময়ে তারা সালা নদী বরাবর বসবাস করতো, এটাই

একমাত্র নদী যেটা তৈরি করেছে রাইন ব-দ্বীপকে । (এটা এখন ইজেল নদী নামে পরিচিত এবং মধ্য নেদারল্যান্ডের ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত) । তাদের শাসক সিলডারিখ্ ১ম সবসময় রোমানদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করতেন, তিনি রোমানদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি নিয়ে, কিন্তু তাদের কোনো সাহায্য ছাড়াই, এখন যেটাকে তুরানী বলে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন । এটা আধুনিক বেলজিয়ামের ভেতরে, ফ্রান্স সীমান্তের কাছাকাছি রাইনের ১২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ।

সিলডারিখ্ ছিলেন মারোভেখ্-এর পুত্র (কিংবা লাভিনে মারোভেইয়াস) এবং সে কারণেই তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ‘মারোভিসিয়ান রাজত্ব’র প্রতিনিধিত্ব করেন । তাদের প্রত্যেকের ছিল লম্বা চুল যা ছিল একটি রাজকীয় চিহ্ন । যদি কোনো রাজা সিংহাসনচ্যুত হতেন তবে তাঁর চুল কেটে নেওয়া হতো পদচ্যুতির চিহ্ন হিসেবে ।

৪৮১ খ্রিস্টাব্দে ওডোকার যখন ইতালি শাসন করছিলেন এবং ইউরিখ্ শাসন করছিলেন ভিসিগথদের, সিলডারিখ্ তখন মারা গেলেন এবং তাঁর ১৫ বছর বয়েসী পুত্র সিংহাসনে বসলেন । তাঁর পুত্রের নাম ছিল ক্লোদোভেখ্, কিন্তু তিনি আমাদের কাছে পরিচিত তাঁর নামের সংক্ষিপ্ত ভার্সন, ক্লডিস নামে (মূলত তাঁকে বলা উচিত ক্লডিস্ ১ম) ।

ক্লডিস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন, যারা সিংহাসনে আরোহণের জন্য যুদ্ধ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির বাইরে অন্য কোনো চিন্তাই করতে পারতেন না । তাঁর শিকারের বাতিকেব কারণে তিনি একের পর এক নতুন নতুন শিকারক্ষেত্র বাড়িয়ে যেতেন এবং তিনি সবচাইতে ভালো একটি ক্ষেত্রের আধিকার শুরু করে দিলেন ।

যে কারোর কাছেই, ক্লডিসের মতো পিঁপড়ার ধরার ক্ষেত্রের অপরিপূর্ণতা হতাশাব্যঞ্জক হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল । কেননা ক্লডিসের রাজ্যটি ছিল সরু এবং ওই রাজ্যে তাঁর নিজের পূর্বসূরিদের থাকার কোনো প্রমাণ ছিল না ।

সেখানে ছিল আরেক ফ্রাঙ্কিস উপজাতীয়রা, তারা পরিচিত রিপুয়ারিয়ান নামে, তারা বাস করতো রাইন নদী বরাবর, ক্লডিসের রাজ্যের পূর্বদিকে, ক্লডিস বেশি বাড়াবাড়ি করলে এরা সহজেই ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে পারে ।

ক্লডিসের কাছে এর একটি উপায় ছিল । উত্তর গল্-এর একটি সেকশন্ ছিল সাগরিয়াস্ নামক এক রোমানের নিয়ন্ত্রণে । তিনি ইতালির অস্তিত্বহীন সাম্রাজ্যের পারিষদের নামে রাজ্য শাসন করতেন না, তিনি শাসন করতেন পুরোপুরি তাঁর নিজের নামে । তাঁর রাজধানী ছিল সোস্ন নামক শহরে, তুরানী থেকে ৮৫ মাইল দক্ষিণে এবং সে কারণে তাঁর অধিরাজ্যগুলোকে সোস্ন রাজ্য বলা হয়ে থাকে ।

সোস্ন রাজ্যই একমাত্র ভূমি যা এক সময় পশ্চিম সাম্রাজ্যের অংশ ছিল কিন্তু কখনোই জার্মান ওয়ারিয়র ব্যান্ড দ্বারা শাসিত হয়নি । অন্যান্য ফ্রাঙ্কিস উপজাতিদের কাছে ক্লডিস তাদের জাতীয় অহঙ্কার তুলে ধরে সাগরিয়াসের বিরুদ্ধে তাদের উস্কে

দিতে পারতেন। তিনি জোটের প্রধান হয়ে সাগরিয়াসের বিরুদ্ধে অভিযান করতে পারতেন, কিংবা অন্তত অন্যান্য উপজাতিদের তিনি নিরপেক্ষ রাখতে পারতেন অথবা তারা তাঁর কাজে কোনো রকম বাধা দেবে না এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন। ৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে ক্লডিস সাগরিয়াসকে একটি যুদ্ধে খুব দ্রুত পরাজিত করেন এবং ইটালির সর্বশেষ রাজ্যটিও চলে যায় জার্মানদের হাতে। ক্লডিস এই রাজ্যটি সংযুক্ত করলেন এবং তার রাজ্য হঠাৎ করেই আয়তনে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে গেল এবং তিনি হয়ে উঠলেন ‘বিশাল ক্ষমতাবান,’ উপরন্তু, তাঁর সম্মান এত বৃদ্ধি পেল যে অন্যান্য ফ্রাঙ্কিস উপজাতিরা যারা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা দেখলেন যে তাঁরা আসলে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রভুকে।

সাগরিয়াস পালিয়ে চলে গেলেন অ্যালারিখ দ্বিতীয় দ্য ভিসিগথের কাছে এবং ক্লডিস তাঁর যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে খুব সাহসের সঙ্গে শক্তিশালী ভিসিগথের কাছে তাঁর পরাজিত শত্রুকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানানলেন এবং অ্যালারিখকেও আক্রমণ করে বসলেন। অ্যালারিখ ছিলেন বয়সে তরুণ এবং তখন রাজা হিসেবে কেবলমাত্র অভিষিক্ত হয়েছিলেন, ক্লডিসের ঔদ্ধত্যকে বাধা দেওয়ার মতো যথেষ্ট বীরপুরুষ তিনি ছিলেন না। তিনি পালিয়ে যাননি, এবং ক্লডিস খুব দ্রুত তাঁকে হত্যা করেছিলেন। ক্লডিস তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন স্পেনে এবং সেখানে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করেছিলেন, তিনি তাঁর বিজয়ের ফলাফলকে নিরাপদ করেছিলেন এবং সমস্ত ফ্রাঙ্কদের তাঁর নেতৃত্বাধীন করেছিলেন।

তিনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন এবং পরবর্তীকালে স্পেনে আক্রমণ করবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর দক্ষিণে রয়েছে তিনটি জার্মান রাজ্য। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ছিল যথাক্রমে ভিসিগথ, বারগুণ্ডিয়ান এবং সুয়েভরা এক শতাব্দী আগে রাইন নদী পার হয়ে স্পেনে চলে গেলে সেখানে কিছু অ্যালামান্নিরা থেকে গিয়েছিল। অ্যালামান্নিদের ছাড়িয়ে সেখানে আরেকটি রাজ্য ছিল যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিল অস্ট্রোগথরা।

ক্লডিসের বিচারে অ্যালামান্নিরা ছিল ওই তিন জনের মধ্যে সবচাইতে দুর্বল ফলে যৌক্তিকভাবে তাঁর পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হলো অ্যালামান্নি।

একই সঙ্গে অনেকগুলো শত্রুকে আক্রমণ করার উত্তম পন্থা হলো যারা খাদ্য তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে তাদের সঙ্গে জোট গঠন করা এবং এতে যারা এক নম্বর অবস্থানে রয়েছে, চেষ্টা করলে তাদেরকে প্রতারিত করা যায়।

সে কারণে ক্লডিস চেষ্টা করলেন বারগুণ্ডিয়ানরা যেন নিরপেক্ষতা বজায় রাখে (যদি তারা সাহায্য না করে), এই উদ্দেশ্যে তিনি ওই জাতির রাজকুমারী ক্লুতিলদাকে বিয়ে করলেন ৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে। ক্লডিসের কাছে এটা ছিল শুধু একটা ক্ষমতার রাজনীতি, কিন্তু পরবর্তীকালে এর প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বে। ক্লডিস ছিলেন একজন প্যাগান আর ক্লুতিল্দা ছিলেন একজন খ্রিস্টান। ক্লুতিল্দা তার চাইতেও বেশি কিছু ছিলেন। বারগুণ্ডিয়ানরা, একদা পশ্চিম সাম্রাজ্যে বসবাসকারী অন্যান্য সমস্ত জার্মান

উপজাতিদের মতো ছিল অ্যারিয়ান, কিন্তু ক্রুতিল্দা ('কিন্তু' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ) ছিলেন একজন ক্যাথলিক।

ক্রুতিল্দা তাঁর বদরাগী স্বামীকে প্যাগান ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান—একেবারে ক্যাথলিক খ্রিস্টান হওয়ার জন্য নাছোড়বান্দার মতো তাঁর সঙ্গে লেগে রইলেন। ক্রুভিস কোনোমতেই প্যাগানিজম ছাড়লে না কিন্তু তিনি কিছুটা রাজি হয়েছিলেন তাঁর প্রথম পুত্রকে ক্যাথলিকে দীক্ষিত করা জন্য। তাঁর প্রথম পুত্র তিনি রাজি হওয়ায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়, তখন তিনি জু কুঁচকে এবং সামান্য তর্কবিতর্কের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে ক্যাথলিকে দীক্ষিত করার অনুমতি দিলেন। তখন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে ক্রুভিস ক্ষিপ্ত হয়ে বাপ্টিজমের পাপাচার নিয়ে বিদ্রোহ করলেন, তখন ক্রুতিল্দা কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করলে শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এটা দেখে ক্রুভিস মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না।

বাহ্যিকভাবে সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই চলছিল। তিনি অ্যালামান্নিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তারাই তাঁকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করে। তারা সম্প্রসারণশীল রাজ্য অস্ট্রোগথদের দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বিতাড়িত হয়। তারপর তারা নিজ গরজেই ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিকে ক্রুভিসকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হয়। ফলে ক্রুভিস আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অধিকার পেলেন যা তাঁর জন্য সুবিধেই হলো।

খুব হুটচিটে ক্রুভিস যুদ্ধে নামলেন, কিন্তু যুদ্ধটা বেশ কঠিন ছিল, অ্যালামান্নিরা ফ্রাঙ্কদের মতোই দুর্ধর্ষ। এরকম একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে যে, যুদ্ধের সবচাইতে বিপজ্জনক মুহূর্তে, যখন মনে হচ্ছিল অ্যালামান্নিরা জিততে যাচ্ছে, তখন ক্রুভিসের মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর একঘেয়ে প্যানপ্যানানির কথা এবং স্বর্গের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহের কথা। তখন তিনি বললেন, যদি তাঁর স্ত্রীর ঈশ্বর তাঁকে যুদ্ধে জিতিয়ে দিতে পারেন তাহলে শুধু তিনিই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হবেন না, তিনি এটাকে বিবেচনা করবেন তাঁর সমস্ত বাহিনীর ওপর খ্রিস্টীয় দয়া হিসেবে এবং তাঁর সমস্ত বাহিনী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হবেন। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং ক্রুভিস তাঁর প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন। তিনি এবং তাঁর তিন হাজার অনুসারী, ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি মনোমুগ্ধকর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সোস্ন থেকে ২৫ মাইল দূরে রেইমস-এ খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন।

এই রূপান্তর গুরুত্বের দিক থেকে ছিল একটি প্রধান ঘটনা। এই প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্মান দল শুধু খ্রিস্টানই হলেন না, হয়ে গেলেন একেবারে ক্যাথলিক খ্রিস্টান, এর মানে এই দাঁড়াল যে, ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে অন্য যে কোনো জার্মান দলের যুদ্ধে (যারা সবাই ছিল অ্যারিয়ান) যাজক সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত রোমান প্রজাদের সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবেই ফ্রাঙ্কদের দিকে যাবে। এটা অনেক পার্থক্যের সূচনা করতে পারে এবং ধারাবাহিক ঘটনাগুলোতে এটা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক যেখানে ফ্রাঙ্করা সহজেই জয় লাভ করছিল আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে

এই ফ্রাঙ্করা হলো ক্যাথলিক ফ্রাঙ্ক, অ্যারিয়ান গথ্ নয়, যারা ছিল পশ্চিম সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ।

অন্যরা সন্দেহ করতেন যে, ক্লডিস তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে আগেই ব্যাপারটি আঁচ করেছিলেন এবং ক্যাথলিকে রূপান্তর তাঁর আরেক ধরনের ধূর্ত রাজনৈতিক চর্চা হতে পারে, তাঁর এই রূপান্তর যুদ্ধের কোনো আকস্মিক অনুপ্রেরণা থেকে নয় । আসলে মূল ব্যাপার যে কি তা বলা ভীষণ মুশকিল ।



ক্যাথলিক বিজেতা

ক্লডিসের তালিকায় পরবর্তী লক্ষ্য হলো বারগুন্ডিয়ানরা, মনে হতে পারে যে ক্লডিসের স্ত্রী বারগুন্ডিয়ান রাজকুমারী, ফলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা ফ্রাঙ্কদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে । কিন্তু কথা হলো; রাজপরিবারদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক কখনই যুদ্ধ থামিয়ে রাখতে পারেনি । বরং প্রায় সময়ই যুদ্ধকে আরো উস্কিয়ে দিয়েছে । জার্মানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল না, বিশেষ করে যারা ক্ষয়ে যাওয়া রোমান সাম্রাজ্যের টুকরো অংশগুলো নিয়ে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত ছিল । বস্তুতঃ বারগুন্ডিয়ানদের সাথে যুদ্ধে ক্লডিসের বিবেকের দংশন থাকার কোনো প্রয়োজন মৌরগা করা হয় তার তা আদৌ ছিল না) ছিলো না, আর এরকম কোনো পরিস্থিতি যদি থাকতো যে, ক্লডিস নিজে একজন অনুগত স্বামী হিসেবে নিজেই উপস্থাপন করতে পেরেছেন এবং তিনি ক্লডিল্ডার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছেন ।

বারগুন্ডির বৃদ্ধ রাজা ক্লডিল্ডার পিতামহ ৪৭৩ সালে মারা যান, ক্লডিস তখনো একজন শিশু, রাজা তাঁর রাজ্যকে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন, এমনভাবে ভাগ করে দেন যে প্রত্যেকেই রাজ্যের একটি করে অংশ পায় ।

ওই যুগে জার্মান রাজারা সাধারণত এটাই করতেন, যারা তাঁদের রাজ্যকে নিজস্ব সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতেন এবং তা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে হস্তান্তর করতেন । যখন একের অধিক যোগ্য পুত্র থাকতো, তখন তাদের প্রত্যেককে রাজ্যের অংশ ভাগ করে দেওয়া ছিল ওই সময়কার একটা প্রথা, ধারণা করা হতো যে তারা প্রত্যেকে ভাইয়ের মতো সম্ভাব বজায় রেখে রাজ্য শাসন করবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তারা একতাবদ্ধ থাকবে । ঘটনা হচ্ছে, ঐ প্রথা থামানো কখনোই সম্ভব হতো না । প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, গৃহযুদ্ধে ভাই ভাই পরস্পর যে ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়ে দিত যা বহিরাগত কোনো আগন্তুক এলেও অমন ভয়ানক হতো না ।

প্রকৃতপক্ষে বারগুন্ডিয়ান ভ্রাতাদের মধ্যে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলছিল । বয়োজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গানদোবাদ, যার রাজধানী ছিল লিওন, তৃতীয় ভাই সিলপারিথকে বন্দি করে হত্যা

করতে সক্ষম হন। ক্রুতিল্দা ছিলেন সিলপারিথের কন্যা এবং ওই সময় ছিলেন একজন ছোট্ট শিশু, কিন্তু তিনিও ওই সময় নিহত হতে পারতেন যদি ধরা পড়তেন। তিনি এবং তাঁর বোন দ্বিতীয় ভাই গদেজেজিল-এর কাছে রিফিউজি হিসেবে চলে যেতে পেরেছিলেন, গদেজেজিল-এর রাজধানী ছিল জেনেভায়।

সে কারণে বারগুণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার এটাই ক্রুভিসের জন্য একটা সময়, জেনেভার ভালো ভাই-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার একটা গোপন চুক্তি করাটা ছিল যৌক্তিক, কেননা তিনি একসময় ক্রুভিসের রানীকে রক্ষা করেছিলেন এবং লিয়নের পাপিষ্ঠ ভাইদের সঙ্গে একটি নির্মম যুদ্ধ করেছিলেন, যে তার রানীকে হত্যা করতে পারতো।

৫০০ খ্রিস্টাব্দে সোস্ন থেকে ১৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দিজন-এ ফ্রাঙ্ক এবং বারগুণ্ডিয়ানরা যুদ্ধে পরস্পর মুখোমুখি হলো। গান্দোবাদ, ক্রুভিসের এবং তাঁর ভাইয়ের গোপন চুক্তির কথা জানতেন না, তিনি পুরোপুরি আশা করেছিলেন যে তার জেনেভার ভাই তাঁকে শক্তি যোগাবেন। কিন্তু তারা কখনোই আসেনি। গান্দোবাদ যুদ্ধে হেরে গেলেন এবং পালিয়ে গেলেন। তাঁকে ধাওয়া করা হলো এবং গ্রেফতার করা হলো এবং অবশেষে তাঁকে বাধ্য করানো হলো প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব দিতে। বারগুণ্ডিয়ানের অনেক রাজ্য ফ্রাঙ্কিসদের পুতুল রাজ্যে পরিণত হলো এবং তারা আর কখনোই পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারেনি। তখনো কিছু সময়ের জন্য তারা তাদের রাজপরিবার এবং জাতীয় পরিচিতি টিকিয়ে রেখেছিল।

লরে নদীর উত্তরের সমস্ত ভূমি, রাইনের ওপার থেকে অটলান্টিক পর্যন্ত এখন ক্রুভিসের দখলে। তাঁর বারগুণ্ডিয়ান পুতুলদের দিয়ে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব গল্-এর নিয়ন্ত্রণ করতেন।

কিন্তু গথরা এখনো রয়ে গেছে। লরের দক্ষিণে অ্যালারিখ দ্বিতীয়র অধীনে ভিসিগথ রাজ্য। থিওডরিখ ১ম-এর অধীনে আল্পসের পূর্বে রয়েছে অস্ট্রোগথদের রাজ্য।

সিদ্ধান্ত নিতে ক্রুভিসের কোনো সমস্যাই হয়নি। ভিসিগথরা ছিল তাঁর একেবারে হাতের কাছে এবং তাদের সীমান্ত ছিল ক্রুভিসের রাজধানী সোস্ন থেকে মাত্র ১৪০ মাইলের মধ্যে। তিনি ভিসিগথদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেললেন।

ক্রুভিসের সমস্ত বিজয়কে ভাবা যেতে পারে যে তিনি এবার বেশি বাড়াবাড়ি রকমের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন। কেননা, ভিসিগথরা গত এক শতাব্দীব্যাপী সমস্ত যুদ্ধে বিজয়ী। তাদের বর্তমান রাজা, অ্যালারিখ ২য় ছিলেন নরম প্রকৃতির এবং হয়তো আশা করে থাকবেন যে তাঁর জনগণ তাঁকে যে কোনো আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাঁকে সমর্থন জানাবেন বিশেষ করে যে আক্রমণকারী বারংবার বর্বর নিষ্ঠুর এবং বিবেকহীন আচরণ দেখিয়েছে।

কিন্তু ধর্মীয় ফ্যাক্টর এখানে বিবেচ্য। এখানে ক্রুভিস শেষ পর্যন্ত তার ক্যাথলিসিজম-এর প্রয়োগ করবেন পূর্ণাঙ্গভাবে। তিনি ক্যাথলিক বিশ্বাসের পক্ষে

ঘোষণা করলেন যে তিনি অ্যালারিখের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে যাচ্ছেন তাঁর সে যুদ্ধ মূলত হেরিসি-এর [প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মত] বিরুদ্ধে ।

এর মানে এটা দাঁড়ায় যে, ফ্রাঙ্কিস সেনাবাহিনী যখন ভিসিগথিক অঞ্চল দিয়ে মার্চ করবে, তারা ওই অঞ্চলের লোকদের ওপর নির্ভর করতে পারবে, কেননা ভিসিগথরা তাদের নিজেদের মধ্যে নিজেদের দেশেই শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে । গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো অ্যারিয়ান ভিসিগথরা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করলেও তারা সংখ্যায় ক্যাথলিকদের চার ভাগের এক ভাগ ।

৫০৭ সালে ওই দুই বাহিনী লরে নদী থেকে আশি মাইল দূরে ভল্লিতে পরস্পর মুখোমুখি হয় । ক্লডিস তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বিজয় অর্জন করলেন এখানে, ভিসিগথদের পুরো ধসিয়ে দিয়ে তিনি তাদের ধাওয়া করলেন সুদূর দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত । পালিয়ে যাওয়ার সময় অ্যালেরিখ নিহত হলেন এবং গল্প ছড়িয়ে পড়ল যে অ্যালেরিখ ক্লডিসের তরবারির সামনে পড়েছিলেন ।

ওই একটা যুদ্ধই ভিসিগথদের গল্ থেকে বিতাড়িত করার জন্য যথেষ্ট ছিল, অল্পসংখ্যক ভিসিগথ মেডেটেরিয়ান তীরে তখনো থেকে গিয়েছিল, ভিসিগথরা তাদের রাজ্য স্পেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলল ।

ক্লডিস খুব দ্রুত তাঁর রাজধানী দক্ষিণে প্যারিসে স্থানান্তর করলেন, যেটা, ধন্যবাদ তাঁকে তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য, এখন সোসনের চাইজো বেশ কেন্দ্রের দিকে অবস্থিত । প্যারিস ফ্রাঙ্কিদের রাজ্যের রাজধানী হিসেবে সবসময় যে থাকতো তা নয়, কিন্তু ক্লডিসের সেখানে অবস্থান এটাকে রাজধানী হিসাবে তার ভূমিকা পালনের প্রথম সুযোগ দিয়েছিল, যে ভূমিকায় একদিন ওই রাজধানী হয়ে উঠল বিশ্বের অন্যতম মহান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ।

এখন বাকি রইল থিওডরিখ্ দ্য অস্ট্রোগথ্

থিওডরিখ্ ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং তিনি চেষ্টা করেছিলেন মধ্যস্থতা করার । সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তিনি অ্যালেরিখ্ এবং ক্লডিসের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি এ ব্যাপারে আশাবাদী হয়েও থাকতে পারেন, কেননা বৈবাহিকসূত্রে তিনি দুজনের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত ছিলেন । অ্যালেরিখ্ বিয়ে করেছিলেন থিওডরিখের কন্যাকে আর থিওডরিখ্ বিয়ে করেছিলেন ক্লডিসের বোনকে । মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়ে গেল, কেননা ক্লডিস্ ছিলেন যুদ্ধের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।

ভুলবশত থিওডরিখ্ তাঁর ফ্রাঙ্কিস শ্যালকের বিরুদ্ধে তাঁর ভিসিগথিক জামাতার পক্ষ হয়ে ওই বিপজ্জনক যুদ্ধে যোগদান করা থেকে বিরত ছিলেন । সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন ওই যুদ্ধে অ্যালারিখ্ জিতবেন অথবা যুদ্ধটি অমীমাংসিত থেকে যাবে এবং তখন তিনি মধ্যস্থতা করার সুযোগ আবার পাবেন । যদি তাই হতো তাহলে প্রকৃত ঘটনা তাকে নিষ্ঠুরভাবে হতাশ করতো । এখন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন যে, ক্লডিস খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁকে থামাতে হবে যুদ্ধের মাধ্যমে । এছাড়া অন্য কোনো কিছু করেই কোনো লাভ নেই ।

তিনি গেসালরিখের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জোট বাঁধলেন, গেসালরিখ অ্যালারিখ দ্বিতীয়-র জারজ সন্তান, যিনি এখন ভিসিগথদের শাসনকর্তা। এটা করার পরে তিনি একটি যৌথ গথিক সৈন্যবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ গল্-এর দিকে রওয়ানা হলেন।

সেখানে তিনি দেখতে পেলেন ফ্রাঙ্ক আর বারগুণ্ডিয়ানদের একটি যৌথ সেনাবাহিনী উত্তর-পশ্চিম মারসেলিঙ্গ-এর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে দক্ষিণ গল্-এর ভিসিগথিক একটি শহর আরলেস অবরোধ করে আছে। ৫০৮ সালে একটি যুদ্ধ হয়েছিল এবং এতে ফ্রাঙ্করা পরাজিত হয়েছিল। তাঁর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু আমাদের কাছে নেই। আমরা ক্লভিসের ইতিহাস যে ফ্রাঙ্কিস-ঘটনাপঞ্জি লেখকের মাধ্যমে জানি, তিনি ফ্রাঙ্কিসদের পরাজয় সম্পর্কে খুব বেশি কথা না বলাই পছন্দ করেছিলেন।

ক্লভিস শেষ পর্যন্ত থেমেছিলেন, তাঁর মিত্রদের কাছে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। রিপুয়ান ফ্রাঙ্করা দখলের বিশ বছর ধরে অমায়িক আনুগত্য নিয়ে তাঁর পাশে তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তারা তখনও তাদের নিজেদের সর্দার সিগাবার্ট-এর অধীনে তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল।

গল্ল অনুসারে ক্লভিস এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন খুব ধূর্ততার সঙ্গে যা পৈশাচিকতায় তার নিজের মানকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। তিনি সিগাবার্টের নিজ পুত্রকে প্ররোচিত করতে পেরেছিলেন, তার পিতা যখন শিকারে বের হয়েছিলেন তাকে হত্যা করতে, তারপর খুনিকে দোষারোপ করে তাকে হত্যার আয়োজন করেন। এভাবে পিতাপুত্র দুজনকেই সরিয়ে দিলেন, এবং ওই শূন্য পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ৫০৯ খ্রিস্টাব্দে খুবই সহজ ছিল। ফ্রাঙ্কিস রাজ্য, সমস্ত গল্‌বাপী বিস্তারিত লাভ করেছিল এবং রাইন উপত্যকার অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে এখন পুরোপুরি একত্রিত।

ক্লভিসের রাজত্বের অধিকাংশ সময় জুড়ে তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহ এবং ষড়যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বিদ্রোহীদের সরিয়ে এবং সৈন্যবাহিনীকে ধসে দেওয়ার পরেও তিনি অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যত্ন নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পেয়েছিলেন। ফ্রাঙ্কিস আইন তিনি সংস্কার করে তা লাতিনে লিপিবদ্ধ করেছিলেন এবং এটার নামকরণ তিনি তাঁর উপজাতি অনুসারে করেন, সালিক আইন। সালিক আইন প্রথম জার্মানি লিখিত আইন নয়। বারগুণ্ডিয়ান এবং ভিসিগথরা এই ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করেছিল। পূর্বের ল' কোডে খ্রিস্টান এবং রোমানদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। সালিক ল' খাঁটিভাবে জার্মান এবং সে কারণেই ঐতিহাসিকরা এই ল' সম্পর্কে বেশ আগ্রহী। নারীরা উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানা পাবে না এ প্রসঙ্গে এর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে একটি অপ্রকাশিত মন্তব্য রয়েছে, যা পরবর্তীকালে রাজবাড়ির কোন্ সদস্য রাজা হতে পারবে এবং কে পারবে না এবং শেষ পর্যন্ত কে শক্তিশালী যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে পারবে, এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতো, যাই হোক এগুলো হলো ওই বইয়ের বিষয়বস্তুর অংশবিশেষ। ৫১১ সালে ক্লভিস অরলিয়ঙ্গের একটি চার্চ কাউন্সিলে সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, এবং এটাই প্রথম একটি কাউন্সিল যেখানে এক সময়কার গল্-এর সমস্ত বিশপদের নিয়ে এসে

একত্র করা হয়েছিল। ‘এক সময়কার গল্’ বলতে বোঝায়, রোমান ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই এই গল্ বংশ বিখ্যাত, কিন্তু এই ভৌগোলিক নামটি বর্তমানে তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। ফ্রাঙ্ক বিজেতারা অন্যান্য জার্মান উপজাতীয়দের মতো ছিল না, তারা তাদের মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি থাকতো। কেননা, এতে তাদের জনগণের উৎস তাদের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকতো, পুরো জার্মানদের মধ্যে কেবল তারা একাই তাদের বিজিত অঞ্চলগুলোতে সবচাইতে বেশি উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারতো। ক্যাথলিক ফ্রাঙ্করা যদি আগের ক্যাথলিক রোমানদের সঙ্গে মিশে যেতে পারতো তাহলে ঔপনিবেশ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে আরো সহজ হতো যা অ্যারিয়ান গণ্ড এবং ভেঙালরা অতটা সহজে পারতো না।

ক্লভিসের প্রথম বিজিত রাজ্য স্যোসন-এর জনগোষ্ঠী পুরোপুরি ফ্রাঙ্কিয় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। ফ্রাঙ্করা তাদের ভূমিকে বলতো নুস্ত্রিয়া (‘নতুন ভূখণ্ড’) এবং তারা তাদের নুস্ত্রিয়ার পূর্বে অবস্থিত মূল ভূখণ্ডকে বলতো অস্ট্রেশিয়া (‘পূর্ব ভূখণ্ড’)।

গলের যে পূর্ব অংশ ক্লভিস ভিসিগথদের কাছ থেকে দখল করেছিলেন, সেখানকার জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই ছিল রোমান। এটাকে বলা যায় আবুইতাইন, এই নামের অর্থ হলো রোমান প্রদেশ। উত্তরের ফ্রাঙ্কিস নুস্ত্রিয়া এবং দক্ষিণের রোমান একুইতাইনের সাংস্কৃতিক পার্থক্য রাজনৈতিক বিভক্তিকরণকে আরো তীব্র করেছিল। এমনকি ভাষাগত পার্থক্যও ছিল প্রবল (এমনকি ফ্রাঙ্কিস অংশেও) যদিও উভয় ভাষারই উৎপত্তি হয়েছিল ল্যাটিন থেকে। ফলে ‘গল্’ পরিভাষাটি তখনকার ব্যবহৃত হলো না এবং ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক একক হিসেবে গলের আলাদা কোনো অস্তিত্বও থাকল না।

অ্যারিয়ান রাজা



থিওডরিখ্ দ্য অস্ট্রোগথ্, ৫০৮ সালে ক্লভিসের ওপর যে বিজয় অর্জন করেছিলেন তাতে সামান্য হলেও তিনি তৃপ্তি লাভ করেছিলেন। ফ্রাঙ্কের কাছে মার খাওয়ার চেয়ে তাঁকে পরাজিত করাই ভালো ছিল, কিন্তু ঘটনা এমনভাবে ঘটে যাচ্ছিল যে তাঁর সেনাবাহিনীর কিছুই করার ছিল না।

ফ্রাঙ্করা ক্যাথলিক হওয়ায় তিনি এক বিশাল সমস্যায় নিমজ্জিত হলেন। এটা এমন এক সমস্যা যা বল্লম দ্বারা মীমাংসা করা যায় না। এই একটি কারণে পূর্ব সাম্রাজ্য সুযোগ পেয়ে যায় তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার।

প্রায় বিশ বছর যাবৎ থিওডরিখ্ কন্সটানটিনোপল-এর ওপর বিশ্বাস ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। ক্লভিস ভিসিগথদের পরাজিত করলে, পূর্ব সাম্রাজ্যের সম্রাট অ্যানাস্টাসিয়াস প্রফুল্ল মনে উপলব্ধি করলেন যে, একজন

ক্যাথলিক বীর পুরুষই পারবেন থিওডরিখের বিরোধিতা করতে, তিনি অনুগত হতেও পারেন কিন্তু তিনিই আবার সম্রাট হওয়ার মতো ভীষণ শক্তিশালী এবং এছাড়াও তিনি একজন প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী।

অ্যানাস্টাসিয়াস ক্লভিসের কাছে সংবাদ পাঠালেন যে তিনি তার উপাধি প্যাট্রিশন এবং কনসাল অনুমোদন করছেন; ফ্রাঙ্কিস রাজতন্ত্র এই সংবাদে উল্লসিত হয়ে পড়লো।

কেউ মনে করতে পারে যে, ক্লভিস শিশুসুলভ আচরণ করছেন, যে তিনি ওই ফাঁকা একটি উপাধি পেয়ে খুব হাততালি মারছেন—কিন্তু মোটেও তা নয়। রাজকীয় উপাধি তাকে একটি বৈধতা দান করেছে, যার ফলে রোমান প্রজাদের সঙ্গে তাদের একটা বৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠবে। উপরন্তু থিওডরিখ কোনো দোষারোপ করতে পারবে না যে, ক্লভিস তাঁর বিজিত অঞ্চলসমূহের জমিগুলো অবৈধ দখল নিয়ে আছেন; সবাই স্বীকার করেছে যে, ওই জমিগুলোর প্রকৃত মালিক সাম্রাজ্য—এবং সাম্রাজ্যই, ক্লভিসকে রাজকীয় উপাধি প্রদান করেছে এবং তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে।

থিওডরিখ এসব খুব ভালোই বুঝতেন। তাঁর সাম্রাজ্যিক জোট যে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে সে বিষয়ে তিনি মোটেও অন্ধ নন। বারগুন্ডির দক্ষিণ অংশকে যুক্ত করে তিনি সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে যতটা পেরেছেন ততটা পরিস্থিতির উন্নতি করেছেন। এভাবে তিনি মেডেটারিয়ান তীরবর্তী অঞ্চলের পশ্চিম দিক থেকে শুরু করে ভিসিগথরা এখনো যে অঞ্চল নিজেদের দখলে রেখেছে তার সীমানা পর্যন্ত তিনি দখল করে নিলেন।

৫১১ খ্রিস্টাব্দে ক্লভিসের মৃত্যু সংবাদে থিওডরিখ অবশ্যই খিঁচুটি হাসির উল্লাসে মেতে উঠেছিলেন। ফ্রাঙ্করা যাই হোক আরো অনেক দিন পর্যন্ত হয়তো টিকে থাকতে পারতো, ক্লভিস মারা গেলেন মাত্র ৪৫ বছর বয়সে, তিনি থিওডরিখের চেয়ে প্রায় ১২ বছরের ছোট।

ক্লভিসের মৃত্যুতে সবকিছু খুব দ্রুত উলট-পালট হয়ে গেল, উপরন্তু, ক্লভিস তাঁর জীবনে প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিলেন ফ্রাঙ্কদের একতাবদ্ধ করতে এবং চেয়েছিলেন তাঁদের জন্য ও তাঁর নিজের জন্য একটি যত বড় পারা যায় তত বড় একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তারপর তাঁর নিজের ইচ্ছায়, তিনি ফ্রাঙ্কিসদের গতানুগতিক প্রথা অনুসরণ করলেন, তিনি তাঁর রাজ্য ভাগ করে দিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে, যদিও তারা ছিল সংখ্যায় একপাল গরুর সমান।

তাঁর ছিল চারটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং প্রত্যেকেই রাজ্যের একটি করে অংশ পেয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ বারগুন্ডির চার ভাই যেমন শুরু করেছিল, তারাও পরস্পর শুরু করে দিল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের (তাঁদের মা, ক্লভিলদা, যার ক্যাথলিক আবেগ ইউরোপের চেহারা বদলে দিয়েছিল, তিনি আশ্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন, আত্মনিয়োগ করলেন ধর্মকর্মে এবং অবশেষে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন)।

যখন ফ্রাঙ্কিস রাজ্য চারটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন তারা নিজেদের ছাড়া (অন্তত ক্ষণিকের জন্য) অন্য কারো জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠল না, থিওডরিখ গথদের একতাবদ্ধ করার আশ্রয় চেষ্টা করলেন।

ওই একই বছরে অর্থাৎ যে বছর ক্রুভিস মারা গেলেন, সে বছরেই ভিসিগথিক রাজাও মারা গেলেন, রেখে গেলেন তাঁর তরুণ ছোট ভাই, অ্যামালারিখকে, যিনি সিংহাসনে বসলেন। অ্যামালারিখ ছিলেন খুবই অল্প বয়সী ফলে তিনি এই দুঃসময়ে রাজ্য পরিচালনা করতে পারছিলেন না। তিনি ছিলেন থিওডরিখের নাতি, যার কারণে থিওডরিখ তাঁর অবিভাবকত্ব শুরু করে দিলেন এবং দুই বৃহৎ ভিসিগথ জাতির শাসনভার তিনি নিয়ে নিলেন।

এতৎসত্ত্বেও থিওডরিখ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারলেন না। তিনি ছিলেন একজন সচেতন অ্যারিয়ান, যদিও তিনি গোঁড়া ছিলেন না, কিন্তু তিনি এটা বোঝার মতো অবশ্যই যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন যে অ্যারিয়ানিজমের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। প্রায় এক শতকব্যাপী ক্যাথলিকদের ভয়াবহ কোনো আক্রমণ না করে, অ্যারিয়ান গথ এবং ভেঙালরা পশ্চিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ শাসন করতে থাকল। তাদের অর্জন ছিল যৎসামান্য, বলতে গেলে কেউই ধর্মাস্তরিত হয়নি।

উপরন্তু অ্যারিয়ান সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করতে হতো জার্মান রাজাদের উপর। অ্যারিয়ানরা শাসিত ছিল ওই সমস্ত রাজাদের দ্বারা। স্পেন, ইতালি এবং আফ্রিকার যে সমস্ত অ্যারিয়ানরা ছিল তাদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা 'ন্যাশনাল চার্চ' ছিল; এবং তারা তেমন একটা পারস্পরিক বন্ধন অনুভব করতো না। কিন্তু ক্যাথলিকরা ছিল রোমান, তারা সবসময় মনে করতো যে তারা একটি সর্বজনীন দেহের প্রতিনিধিত্ব করছেন যা পেরিয়ে গেছে তার আঞ্চলিক সীমানা। ক্যাথলিকদের একতা এটাকে দিয়েছে একটা বাড়তি শক্তি।

তখন প্রত্যেক দশকেই ক্যাথলিকরা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল আর অ্যারিয়ানরা হচ্ছিল দুর্বল, এবং এখন এই ফ্রাঙ্করাও পরিণত হলো ক্যাথলিকে, অ্যারিয়ান গথ এবং ভেঙালরা আবদ্ধ হয়ে পড়ল। পূর্বে রয়েছে পূর্ব সাম্রাজ্যের ক্যাথলিক, উত্তরে রয়েছে ক্যাথলিক ফ্রাঙ্ক আর নিচে থাকল ক্যাথলিক প্রজারা। থিওডরিখ তাঁর সমস্ত শাসনকার্যের জন্য, অবশ্যই অনুভব করে থাকবেন যে তাঁর পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। তার প্রজাদের মধ্যে বেশিরভাগই ক্যাথলিক, তারা একজন ক্যাথলিক শত্রুর ওপর থিওডরিখের বিজয়ে খুব বেশি উল্লসিত নয়। রোম পশ্চিম ক্যাথলিজমের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পর থেকে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টান ধর্মের পূর্বের শতকগুলোতে, রোমের বিশপের দারুণ প্রতিপত্তি ছিল কারণ তিনি সাম্রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রে এবং রাজধানীতে বসে খ্রিস্টান কম্যুনিটির ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। এটার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল আরও কয়েকটি কারণে, ঐতিহ্য অনুসারে অ্যাপস্টল পিটার রোমের প্রথম বিশপ হয়েছিলেন এবং ওই শহরেই শহীদ হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে জেসাস তাঁকে চার্চের প্রধান হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, এবং রোমের পরবর্তী বিশপ দাবি করেন যে তিনি এই নেতৃত্বের জন্য পরবর্তী উত্তরাধিকার।

রোমান সাম্রাজ্য যখন টিকে গেল তখন এই দাবি খুব গুরুত্বসহকারে নেওয়া হয়নি। কেননা খ্রিস্টান জনগণের অধিকাংশই ছিল পূর্বদিকে, ফলে ডায়োক্লেটিয়ান-এর পরবর্তী সময়ে, পূর্বদিক সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অ্যালারিখের ইতালি আক্রমণের পরে যখন পশ্চিমে সাম্রাজ্যের কর্তৃপক্ষের পতন শুরু হলো তখন রোমের বিশপ শহরে একক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই ঘটনা নাটকীয়ভাবে আরো স্পষ্ট হতে থাকে যখন আন্ড্রিয়া দ্য হুন্ রোমে লুটপাট শুরু করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমের সম্রাট তখন ছিলেন ছায়া মাত্র, কিন্তু রোমের বিশপ লিও ১ম ছিলেন শক্তিশালী, তিনি চার্চের দায়িত্বে ছিলেন ৪৪০ থেকে ৪৬১ সাল পর্যন্ত, তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী একক আধিপত্যশীল, যিনি বিরুদ্ধ মতবাদীদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন এবং অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন পাদ্রিদের শিক্ষা এবং নৈতিক মান উন্নয়ন করার জন্য।

ইতালিতে পাদ্রিদের সম্ভাষণের একটি সাধারণ প্রথা ছিল, তাদেরকে 'পাপা' (পিতা) বলে ডাকা এবং লিও-এর সময়ে তাঁকে the priest, the Papa এবং Papa ইংরেজি বড় অক্ষর P দিয়ে শুরু করতে হতো, ফলে তাঁকে সম্ভাষণ করা প্রথায় পরিণত হয়েছিল এবং ইংরেজিতে এটা পরিণত হয় 'the Pope'-এ। লিও ১মকে মাঝেমধ্যে বলা হতো দ্য ফাদার অব দ্য পাপাসি, এই অর্থে যে তিনিই ছিলেন কার্যকরী চার্চের প্রথম নেতৃত্বের দাবিদার, অন্যান্য পশ্চিম প্রদেশগুলোতে যেগুলো বিদেশি অ্যারিয়ানদের শাসনাধীন ছিল, তারা পোপের দিকে দৃষ্টি দেয় শুধু উদাসীন হিসেবে। মূল ক্ষমতা অবশ্য কেবল ইতালির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। লিওর প্রভাব এভাবে সমস্ত পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

লিও হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যখন আন্ড্রিয়ার কাছে কেউ যেতে সাহস করছিল না, তিনি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, এবং লিও হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি গারসিয়াক দ্য ভেগাল-এর হাত থেকে রোমকে বাঁচিয়েছিলেন রোমের কার্যকারিতা ধরে রাখার জন্য।

৪৭৬ সালে পশ্চিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার পর কোনো সম্রাটই ইতালি শাসন করতেন না, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পোপ তাঁদের চার্চে তাঁদের একমাত্র বিদ্রোহী হিসেবে দেখতে পেলেন কনস্টান্টিনোপলের বিশপদের (এই বিশপকে সবাই বলতো প্যাট্রিয়ার্ক যার অর্থ হলো 'প্রধান পিতা', এবং এই পদটি পরবর্তীকালে পোপ শব্দের সমার্থক হয়ে যায়)। এবং ওই কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কের পেছনে ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাট। ৪৯২ সালে পোপ হলেন গ্যালাসিয়াস ১ম। তিনি খুব সাহসের সঙ্গে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হলেন, এবং তিনি জোর দিলেন চার্চ এবং রাষ্ট্র আলাদাভাবে স্বাধীন থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, সম্রাট চার্চের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাবে না, চার্চগুলো পরিচালিত হতো শক্তিশালী বিশপ কর্তৃক। গ্যালাসিয়াস, তাঁর বিশ্বাসকে উপস্থাপন করলেন বেশ নাটকীয় কায়দায়। তখন কনস্টান্টিনোপলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা ছিলো, গ্যালাসিয়াস এদের সহ্য করতে না পেয়ে শাস্তি হিসেবে প্যাট্রিয়ার্কদের গির্জার সংস্রব থেকে বঞ্চিত করলেন; তিনি ঘোষণা করলেন যে তারা এই গির্জার আর সদস্য

নয় এবং সে কারণে তারা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই গির্জার সংস্রব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আদেশকে কনস্টান্টিনোপল মেনে নেয়নি, গ্যালাসিয়াস নিজেকে একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পোপ হিসাবে প্যাট্রিআর্কদের কাছে নিজেকে তুলে ধরেননি এবং তাদের কোনো শাস্তিও হয়নি।

পোপদের মুক্তি এসেছিল, কারণ ঠিক এসময় থিওডরিখ ইতালির ওপর তাঁর শাসন জারী করেছিলেন। যদিও থিওডরিখ ছিলেন একজন অ্যারিয়ান এবং তিনি পোপকে চার্চের প্রধান হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি, যাইহোক, পোপকে তাঁর ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য ছিলেন এবং থিওডরিখ চাননি গ্যালাসিয়াস যা করেছেন তার চাইতে বেশি সাম্রাজ্যের ব্যাপারে পোপরা কোনো হস্তক্ষেপ করুক।

ফলে থিওডরিখ-এর শাসনামলের প্রথম অর্ধেক সময় পর্যন্ত সমস্যা থেকেই গেল এবং একটি অস্বস্তিকর মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হলো অ্যারিয়ান রাজা এবং ক্যাথলিক পোপের ভেতর যা নির্ভর করতো সাবেক সহনশীল নীতির ওপর এবং পরবর্তী বাস্তবভিত্তিক রাজনীতির ওপর। ক্যাথলিক ফ্রাঙ্কদের আগমন ব্যাপারটাকে ঘোলাটে করেছিল কিন্তু জোট ভেঙ্গে ফেলতে পারেনি।

৫১৮ সালে, যাই হোক, পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাট অ্যানাস্টাসিয়াস মারা গেলেন এবং জাস্টিন ১ম কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে বসলেন। জাস্টিন ছিলেন একজন রক্ষ এবং অশিক্ষিত সৈনিক যাকে সাহায্য করতেন তাঁর বুদ্ধিমান ছাত্র ভাজি জাস্টিনিয়ান। জাস্টিন বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের পীড়ন করতেন, যেটা শুরু হয়েছিল অ্যানাস্টাসিয়াসের আমলে এবং সবাইকে বাধ্য করতেন যে কতগুলো বিতর্কিত বিষয়ে রোমান চিন্তা গ্রহণ করতে। ফলে পোপ এবং সম্রাটের মধ্যকার সম্পর্ক ধীরে ধীরে উষ্ণ হচ্ছিল এবং থিওডরিখ দেখলেন যে তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন।

জাস্টিন অ্যারিয়ান বিরোধী নীতি বাধ্যতামূলক করলেন যা থিওডরিখের জন্য ছিল খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার। ৫২৫ সালে থিওডরিখ পোপ জন ১ম কে পাঠালেন কনস্টান্টিনোপলে সাম্রাজ্যিক গোড়ামি বন্ধে আপস করার লক্ষ্যে। তার পরিবর্তে এবং এর শক্ত প্রমাণও রয়েছে (থিওডরিখের জন্য যা প্রতারণামূলক) যে পোপ এবং সম্রাট মিলে এই বৃদ্ধ রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

জন ১ম খালি হাতে ফিরে আসলে থিওডরিখ তাঁকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন। থিওডরিখ বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি প্রায় সত্তর বছর বয়েসের কাছাকাছি এবং মৃত্যু সন্নিহিতে। তাঁর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও ছিল না যে সিংহাসনে বসবে এবং তখন ক্যাথলিজমের জয়জয়কার ছিল প্রত্যেকটা দিকেই।

তিনি সবকিছুর ভেতরেই ষড়যন্ত্র খুঁজে পেতে লাগলেন এমনকি সঠিকভাবে বিচার করে দেখা হয়েছে এমন ব্যাপারেও। ফলে তাঁর রাজত্বের শেষ বছরগুলোর সমাপ্তি ঘটে রক্তের ভিতর দিয়ে এবং যাকে বলা হতো থিওডরিখ দ্য গ্রেট তাঁর সমস্ত রেকর্ড ধ্বংস হয়ে গেল।

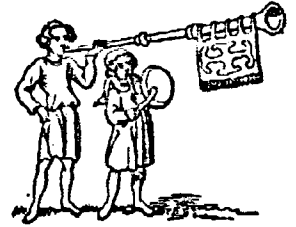
খিওডরিখের অপসারণে সবচাইতে নির্মমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন বোয়েথিয়াস, যিনি অল্প কিছুদিন আগেও স্বপ্ন দেখতেন তাঁর দুই পুত্র একসময়ে কনসাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

বোয়েথাস সম্রাটের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন এই সন্দেহে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, তাঁকে নির্যাতন করে ৫২৪ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করা হয়। যখন তিনি নির্যাতন এবং মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করতেন ওই সময় তিনি লিখে ফেলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে মহৎ কর্মটি, *অন দ্য কনসোলেশান অব ফিলোসফি*। তাঁর ওই লেখায় তাঁর ওই সময়ের যন্ত্রণার কোনো কথা সেখানে নেই। এমনকি খ্রিস্টান ধর্মের কোনো চিহ্নও সেখানে নেই, তিনি লিখেছিলেন প্যাগান দার্শনিকদের কায়দায়।

খিওডরিখ মারা যান ৫২৬ খ্রিস্টাব্দে, ৩৭ বছর শাস্তি এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছিলেন কিন্তু তাঁর সমাপ্তি ঘটেছিল নিদারুণ ব্যর্থতায়। তিনি বেঁচেছিলেন লৌকিক উপাখ্যানে, একটু বিকৃতরূপে। জার্মানির বিভিন্ন মহাকাব্যে, তেরো শতকের একটি ভার্সনে (খিওডরিখ মারা যাওয়ার ৭০০ বছর পরে) তাঁকে দিয়েত্রিচ ভন বার্ন হিসেবে চিত্রিত করা হয়। এই কবিতায়, দিয়েত্রিচ ভন বার্নকে চিত্রিত করা হয় এভাবে যে উত্তর ইতালির বার্ন (ভেরোনা)-এর রাজা এরমানারিখ তাঁকে বিতাড়িত করেছেন। এবং দিয়েত্রিচ উদ্বাস্তু হিসেবে আশ্রয় চাচ্ছেন হুনদের কাছে এবং শেষ পর্যন্ত হুনিশ সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে ফিরে আসেন এবং এরমানারিখকে হত্যা করেন।

এই মহাকাব্যের ভিতর দিয়ে অস্ট্রোগথদের ইতিহাস জানা যায় খুব অস্পষ্টভাবে। একটি হুনিশ সৈন্যবাহিনী প্রকৃতপক্ষে এরমানারিখকে পরাজিত করেছিল এবং এরমানারিখকে হত্যাও করেছিল, কিন্তু সেটা ঘটেছিল সুদূর কৃষ্ণসাগরের উত্তরে। অস্ট্রোগথরা (দিয়েত্রিস ভন বার্ন এর মত) পরবর্তীকালে হুনদের সঙ্গে প্রজা হিসেবে ছিল এবং তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে যুদ্ধ করতো, এবং শেষ পর্যন্ত অস্ট্রোগথরা পুনরায় দিয়েত্রিচ ভন বার্নের মতো খিওডরিখের নেতৃত্বে (মূল দিয়েত্রিস) ইতালিতে এসেছিল।

সাম্রাজ্যিক সেনাপতি



একটা ব্যাপার খিওডরিখ হয়তো পূর্ব-ধারণা করতে পারেননি তা হলো, ফ্রাঙ্কদের চাইতে পূর্ব সাম্রাজ্যই অস্ট্রোগথদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

পূর্ব সাম্রাজ্য প্রতিটি ভয়ানক শতকেই দাঁড়িয়েছিল অবিচলভাবে এমনকি খিওডসিয়াসের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর পর্যন্ত, কিন্তু তারা এর বেশি কিছু করতে পারেনি। তারা শক্তি, কূটনীতি, ষড়যন্ত্র, ঘুষ প্রদান এবং সৌভাগ্যের কারণে তাদের

রাজ্য অক্ষত রাখতে পেরেছিল। ভিসিগথ্, অস্ট্রোগথ্ এবং হুন প্রত্যেকেই দানুবিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করেছিল যখন পারস্যিয়ানরা পূর্বদিক থেকে তাদেরকে একটি স্থায়ী চাপের মধ্যে রেখেছিল। যাই হোক না কেন, ওই সাম্রাজ্য প্রতিটি ঝড়কে উপেক্ষা করে একটি বৃহৎ রাজ্য ধরে রাখতে পেরেছিল যে সময় থিওডরিখ্ দ্য অস্ট্রোগথ্ মারা গেলেন আর অ্যালারিখ্ দ্য ভিসিগথ্ শুরু করলেন তাঁর সামরিক অভিযান।

এই সাম্রাজ্য কখনোই পশ্চিম সাম্রাজ্যকে পুনর্দখল করতে পারেনি কিংবা শত্রুর অঞ্চলে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারেনি। এ অবস্থা বজায় ছিল ৫ম শতক পর্যন্ত এবং যেসব সম্রাটগণ শাসন করতেন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন দ্বিতীয় সারির সম্রাট—যাদের কারোরই প্রথম শ্রেণীর একটি সেনাপতিও ছিল না।

এরপর ৫২৭ খ্রিস্টাব্দে থিওডরিখের মৃত্যুর পর সবকিছু পাল্টে গেল। জাস্টিন ১ম মৃত্যুবরণ করলেন এবং তাঁর ভতিজা জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে বসলেন, তিনি তাঁর চাচার দরবারে কাজ করতেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং তাঁর চাচার রাজত্বের শেষের দিকে মূলত তিনিই ছিলেন আসল শাসক। তিনি যখন সিংহাসনে বসলেন তখন ইতিমধ্যেই তিনি সম্রাট হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন।

জাস্টিনিয়ান ইতোমধ্যেই তাঁর মাঝবয়সে উপনীত হয়েছেন (তিনি ছিলেন ৪৪ বছর বয়স্ক) এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অতি উচ্চাভিলাষী এবং প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হতেন। তিনি খুব দৃঢ় হস্তে গীর্জা পরিচালনা করেছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন একটি দর্শনীয় ক্যাথেড্রাল, একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন যা শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিখ্যাত হয়ে টিকেছিল, সরকার ব্যবস্থাকে করেছিলেন সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী, আর তাঁর রাজ্য পার্থিব এবং সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল। তাঁর স্বপ্নে অন্তর্ভুক্ত ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে বাস্তবে রূপান্তর করা। তিনি চেয়েছিলেন পশ্চিমের হারানো সমস্ত রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করতে।

পশ্চিম অঞ্চল দখল করার জন্য একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। তাঁর ছিল দারুণ বুদ্ধিমত্তা, এবং ছিলেন পরিশ্রমী এবং যোগ্যতায় ছিলেন অসাধারণ, কিন্তু তাঁর সামরিক প্রতিভা এক ছটাকও ছিল না। তিনি যদি একজন বিজেতা হতে চান, তাহলে তাঁকে খুঁজতে হবে একজন প্রথম শ্রেণীর জেনারেল যা তাঁর রাজ্যে দীর্ঘ সময় ধরে অনুপস্থিত, উপরন্তু তাঁকে খুঁজতে হবে এমন একজনকে যিনি হবেন একজন অতিকায় বিশ্বাসী এবং তিনি সফল হলে অবশ্যই সামরিক ক্যু করে ক্ষমতা দখল করবেন না (জাস্টিনিয়ান-এর আপন চাচা এভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন)।

জাস্টিনিয়ানের বিশাল সৌভাগ্য যে তিনি ঠিক এ ধরনের একজন জেনারেল খুঁজে পেয়েছিলেন। কয়েক শতকব্যাপী পারস্যের সঙ্গে একটি এলোমেলো যুদ্ধ চলছিল তাদের, ৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বেলিসারিয়াস নামক এক পঁচিশ-বছর-বয়েসী যোদ্ধা শত্রুদের ওপর এক আশ্চর্যজনক জয় লাভ করেন।

তারপর ৫৩২ সালে বেলিসারিয়াস আরো সরাসরিভাবে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করলেন। কনস্টান্টিনোপলে এক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল যা জাস্টিনিয়ানকে প্রায়

সিংহাসনচ্যুত করে ফেলেছিল। বেলিসারিয়াস অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে পুরো শহরকে ঠাণ্ডা করে ফেলেন।

জাস্টিনিয়ান তাঁর প্রতি দারুণ কৃতজ্ঞ এবং মুগ্ধ হলেন। তিনি তাঁর লোক পেয়ে গেছেন।

এখন পশ্চিম অঞ্চল দখল করার জন্য তাঁর প্রয়োজন একটি অজুহাত। এটা একটি অদ্ভুত ব্যাপার যে, যে-ই যুদ্ধ শুরু করতে যায় সবসময় এমন একটা ভান করে যে, সে আসলে কোনো একটি ন্যায়সংগত কারণবশত যুদ্ধটি করতে যাচ্ছে, যদিও তার আসল উদ্দেশ্য থাকে একটি নগ্ন আত্মসনের। সৌভাগ্যবশত এইসব আত্মসীরা 'ন্যায়সংগত কারণ' খুব সহজেই পেয়ে যায়।

জাস্টিনিয়ানের প্রথম লক্ষ্য ছিল আফ্রিকার ভেণ্ডাল রাজ্য। এই পছন্দটি ছিল যৌক্তিক। গথিক্ এবং ফ্রাঙ্কিসদের রাজ্যের মতো এই রাজ্যটি অত বিশাল ছিল না। এই রাজ্যটি আফ্রিকার তীরবর্তী অঞ্চল কার্থেজের কিনারা দিয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম মেডিটেরিয়ান দ্বীপের সঙ্গে এই রাজ্যের একটি ভঙ্গুর সংযোগ ছিল। সমুদ্র এটাকে এমনভাবে আলাদা করে রেখেছে যে গথদের সম্ভাব্য সহায়তা থেকে তারা ঝামেলামুক্ত এবং সমুদ্র এটাকে গত ৫০ বছর যাবৎ এমন নিরাপদে রেখেছিল যে এই রাজ্য কোনো চাপের মধ্যে থাকতো না। ৪৭৭ সালে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গাইসারিখ মারা যান। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যার ধীশক্তি ছিল প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু তাঁকে যারা অনুসরণ করতো তারা তাঁর মতো যোগ্য ছিল না।

গাইসারিখ-এর মতো তাঁর উত্তরাধিকারীও ছিলেন একজন অ্যারিয়ান। ৫২৩ খ্রিস্টাব্দে গাইসারিখের দৌহিত্র হিলডারিখ সিংহাসনে বসলেন; এবং ক্যাথলিকদের প্রতি স্পষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

ভেণ্ডাল অভিজাতদের ভেতরের অ্যারিয়ান পাদ্রিরা এতে ভীষণ ক্ষেপে গেল। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হতে থাকল এবং অবশেষে ৫৩১ সালে, একটি সামরিক অভ্যুত্থান হিলডারিখকে সরিয়ে দিল। সিংহাসনচ্যুত এই রাজাকে তারা বন্দি করল এবং তাঁর এক অ্যারিয়ান চাচাতো ভাই, গালিমার, রাজা হলেন।

জাস্টিনিয়ান এখানেই একটি অজুহাত খুঁজে পেলেন। একজন রাজা যিনি ক্যাথলিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল আর তাঁকে কিনা বিরুদ্ধমতাবলম্বীরা অন্যায়ভাবে সিংহাসনচ্যুত করেছে এবং বন্দি করেছে। ভেণ্ডালদের আক্রমণ করা এখন হয়ে দাঁড়াল ধর্ম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আক্রমণ। জাস্টিনিয়ান ছিলেন একজন ধার্মিক ক্যাথলিক এবং নিজেকে সে রকম কিছু ভাবার জন্য অবশ্যই খুব সতর্ক ছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের সকল মানুষ ছিল তাঁর পেছনে।

৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে বেলিসারিয়াসকে একটি নৌবহরের নেতৃত্ব প্রদান করা হলো, পাঁচশত জাহাজ, পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং নাবিক, পাঁচ হাজার ঘোড়া এবং

প্রয়োজনীয় সবকিছুই ছিল ওই নৌ-বাহিনীতে। পশ্চিমে কার্থেজের দিকে নৌবাহিনী অগ্রসর হলো।

সাধারণভাবে এরকম শক্তিশালী নৌবহর কেউ আশা করতো না, কিন্তু পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত শক্তিশালী কোনো শত্রুর নিজ ভূমিতে গিয়ে যুদ্ধ করে জেতার জন্য এই বাহিনী বৃহৎ হলেও অবশ্যই অভিভূত হয়ে যাওয়ার মতো নয়। কিন্তু রাজকীয় বাহিনীর এই ক্ষুদ্রতা এবং অনেকদূর থেকে গিয়ে, সমুদ্র পার হয়ে একজন শত্রুর পেছনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার যে সমস্যা তা পুষ্টিয়ে নেওয়ার জন্য বেলিসারিয়াস একটি বিষয়ের উপর নির্ভর করলেন। তা হলো ক্যাথলিক জনগণ অবশ্যই এই বাহিনীকে বিরুদ্ধবাদী অভিজাতদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানাবে। মনে মনে এরকম চিন্তা তাঁর ছিল এবং বেলিসারিয়াস যথেষ্ট দূরদর্শিও ছিলেন যে, যত্রতত্র লুণ্ঠপাট করা যাবে না, তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে সাধারণ মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে চলে যায়। তিনিই নিজেই পুরোপুরি যোগ্য ছিলেন, কিন্তু জনগণের সমর্থন তিনি নিতেই থাকলেন, বেলিসারিয়াস উত্তর আফ্রিকার তীরে পৌঁছে কার্থেজের দিকে অগ্রসর হলেন।

গালিমার ছিলেন বেশ অসুবিধাজনক অবস্থায়। একশত বছর আগে ভেঙার যখন এই শহর দখল করেছিল তখন তারা কার্থেজের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলেছিল, এবং এরপরে এই প্রাচীর নির্মাণের আর কোনো প্রয়োজন পড়েনি। ফলে তাঁর দ্বারা বেলিসারিয়াসকে বিলম্বিত অবরোধে বাধ্য করে তাকে দূর করা সম্ভব ছিলো না, সুতরাং এখন সম্মুখ সমরে যেতেই হবে, কিন্তু ওই মুহূর্তে সেটাও কঠিন ছিলো কেননা ভেঙালদের সবচাইতে শক্তিশালী দলকে দুর্ভাগ্যবশত সারডানিয়া দ্বীপে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তারা সেখানে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত যা ওই মুহূর্তে গালিমারের জন্য সবচাইতে অপ্রয়োজনীয়। অবশেষে এই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধটি কার্থেজ থেকে দশ মাইল দূরে সংগঠিত হয়েছিল। বেলিসারিয়াস তাঁর নিজ দক্ষতায় এবং ভেঙালদের অদক্ষতায় বিভিন্ন অংশের সৈনিকদের একতাবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি প্রথমে সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে পরাজিত করেন, এবং পরে অন্যগুলোকে পরাজিত করেন।

এটা করে বেলিসারিয়াস কার্থেজের দিকে অগ্রসর হলেন, তখনো তাঁর বাহিনী কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে ছিলো। কার্থেজের ক্যাথলিক জনগণ তাদের হর্ষধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানালো।

সারডানিয়ার ভেঙাল বাহিনী খুব দ্রুত ফিরে আসলো। তারা তাদের সেনাবাহিনী জমায়েত করলো এবং দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধের আয়োজন করতে থাকল কিন্তু তারা আবার পরাজিত হলো। গালিমার পালিয়ে গেলেন এবং বন্দী হলেন।

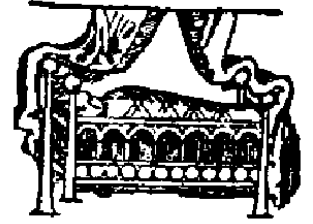
পশ্চিম মেডিটোরিয়ানের দ্বীপ সারডানিয়া, করসিকা এবং বেলেরিক্সসহ সমস্ত ভেঙাল রাজ্য পশ্চিম সাম্রাজ্যের হস্তগত হলো। অ্যারিয়ানিজম দমিত হলো এবং

আফ্রিকা থেকে চিরবিদায় নিল। সাম্রাজ্য এবং গীর্জার বিজয় অর্জনের ফলে, ভেঙলরা হুনের মতো তাদের জাতীয় পরিচয় হারিয়ে ফেলল এবং ইতিহাস থেকে উধাও হয়ে গেল, তাদের যা থাকল তা হলো ভেঙল শব্দটি যা তাদের প্রতি একটা অবিচার মাত্র, দক্ষিণ স্পেনের একটি অংশ যেটাকে বলা হয় আন্দালুসিয়া (এর শুরুতে 'ভি' অক্ষরটি বিলুপ্ত), তারা ভেঙলরা যে অংশটা ২০ বছর আগেও ৪০৯ থেকে ৪২৯ সাল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল সেটাকে উৎসব পালন করে স্মরণ করে।

বেলিসারিয়াস কনস্টান্টিনোপলে ফিরলেন, সিংহাসনচ্যুত ভেঙল রাজাকে বন্দি হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জাস্টিনিয়ান দারুণ খুশি না হয়ে পারলেন না কেননা যা আশা করা হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি সফলতা এসেছিল, তারপরেও একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ হওয়ার কারণে তিনি সচেতন না হয়ে পারলেন না, কারণ বেলিসারিয়াস ইতোমধ্যেই এক ভয়ংকর জনপ্রিয়তা লাভ করে ফেলেছেন। তিনি তাঁকে কনস্টান্টিনোপলে না রেখে আরেকটি অভিযানে পাঠিয়ে দিলেন।

খুবই সহজ ছিল এটা করা। যৌক্তিকভাবেই ধ্বংস করার জন্য পরবর্তী প্রার্থী হলো অস্ট্রোগথ রাজ্য। এটা ছিল জার্মান রাজ্যের নিকটবর্তী; এর অভ্যন্তরে তখন চলছিল রাজনৈতিক গোলমাল; এবং এই রাজ্য আক্রমণের জন্য চমৎকার একটি অজুহাত পেয়েছিলেন জাস্টিনিয়ান।

ইতালির সর্বনাশ



খিওডরিখ মৃত্যুর সময় রেখে গিয়েছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত এবং যোগ্য সন্তানকে কিন্তু অস্ট্রোগথদের জন্য দুর্ভাগ্য যে সেই সন্তান ছিলেন ভুল লিঙ্গের। তিনি ছিলেন কন্যা, অ্যামালাসান্থা। তাঁর নয় বছর বয়সী পুত্র অ্যাথালারিখ সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তিনি রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন।

অ্যামালাসান্থা বুঝতে পারলেন যে তাঁর অবস্থান এই সমস্যাসঙ্কুল গথিক অভিজাতদের মধ্যে মোটেও নিরাপদ নয় এবং তারা একজন নারীর আদেশ পালন করতে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। তিনি রোমান জনগণের সমর্থন আদায় করার জন্য এবং নিজেকে আরো শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য একটি উপায় খুঁজতে লাগলেন। যা অভিজাতদের ক্ষোভ নিঃসরণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অ্যামালাসান্থা সে কারণে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি তিনি গোপনে জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে একটি চুক্তি করে রেখেছিলেন যে কনস্টান্টিনোপলে যদি তাঁর অবস্থান গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হয় তাহলে তিনি সেখানে পালিয়ে চলে যাবেন।

তঁার পুত্র যতদিন রাজা ছিলেন তিনি ততদিন নিরাপদ ছিলেন, কিন্তু ওই যুগে মানুষের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত এবং অনিশ্চিত, আথালারিখ্ ৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে রোগে ভুগে মারা গেলেন, তখন তঁার বয়স ছিল মাত্র ১৬

অ্যামালাসান্থার পক্ষে তখন রাজ্য শাসন করা সম্ভব হচ্ছিল না ফলে তিনি তঁার আপন চাচাতো ভাই থিওডাহাডকে ক্ষমতায় বসানোর আয়োজন করলেন এবং তঁার সঙ্গে তিনি যৌথ ক্ষমতার অংশীদারিত্ব হলেন, থিওডাহাডের একমাত্র যোগ্যতা ছিল যে তিনি ওই রাজপরিবারের একমাত্র পুরুষ সদস্য। উপ-শাসকের পদবি পেতে না পেতেই তিনি নির্বোধের মতো একটি বিস্ময়কর কাজ করে ফেললেন। তিনি অ্যামালাসান্থাকে বন্দি করলেন এবং পরে হত্যা করলেন।

বেলিসারিয়াস যখন ভেঙালদের ওপর বিজয় উদ্‌যাপন করছিলেন তখন জাস্টিনিয়ানের কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে গেল ঠিক যখন সম্রাট তঁার অভিপ্রায় পূরণের জন্য যুতসই কারণ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। পুনরায় তিনি আরেকজন দুষ্ট প্রকৃতির অন্যায় দখলকারীকে হাতে পেয়ে গেলেন, একজন আততায়ী এবং অ্যারিয়ান ভিন্নমতাবলম্বী—থিওডোহাড। জাস্টিনিয়ান এখন অভিযান চালাতে পারেন এই বেচারি নিহত রানীর পক্ষ হয়ে, কেননা তঁার সঙ্গে তিনি ছিলেন মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ এবং ক্যাথলিকদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল, এবং তিনি এখন পারবেন বেলিসারিয়াসকে নগরের বাইরে বের করতে।

৫৩৫ সালে বেলিসারিয়াস তঁার রণতরী নিয়ে চলে গেলেন সিসিলি, যেখানে গথিকরা দুর্বলভাবে শাসন করছিল, বেলিসারিয়াস কোনো যুদ্ধ ছাড়াই ওই বিশাল দ্বীপ দখল করে নিলেন। আবারও ক্যাথলিক জনগণের বিরুদ্ধে উৎসাহে তাদের নিজেদের শাসকের বিরুদ্ধে তাকে স্বাগত জানালে, এরপর তিনি চলে গেলেন ইতালিতে এবং পৌঁছলেন নেপল্‌স্-এ এবং তেমন কোনো গুরুতর বাধার সম্মুখীন তিনি হননি। তিনি ওই শহর দখল করলেন মাত্র একমাসের একটি অবরোধ আরোপ করে।

অস্ট্রোগথিক রাজা থিওডাহাড এই দক্ষ, দৃঢ় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো যোগ্য ছিলেন না। নেপল্‌স হাতছাড়া হয়ে গেলে তিনি যুদ্ধ ত্যাগ করলেন এবং আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তঁার যেসব উগ্র যোদ্ধারা ছিল তারা তঁার কথা মানলো না। তারা তাকে হত্যা করল, এবং ৫৩৬ সালে উইটিগেস নামক এক জেনারেলকে তারা রাজা নির্বাচিত করলো। আর এভাবেই থিওডোরিখ দ্য গ্রেট-এর মৃত্যুর দশ বছর পরই তঁার বংশের স্তান সমাপ্তি ঘটে।

বেলিসারিয়াস রোমে প্রবেশ করার যথেষ্ট সময় পেলেন এবং তেমন কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন না, এবং উইটিগেস্ প্রতিআক্রমণের জন্য তঁার দলকে সংগঠিত করতে লাগলেন। উইটিগেস তার অস্ট্রোগথিক সমস্ত শক্তি নিয়ে চলে গেলেন রোমের উপকণ্ঠে এবং সেখানে বেলিসারিয়াসকে অবরোধ করলেন; তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সেখানে আঁকড়ে থাকলেন।

জাস্টিনিয়ান তাঁর বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করার জন্য লোকবল মাঝে মাঝে পাঠাতে পারতেন—কিন্তু তা কখনোই পর্যাপ্ত হতো না। জাস্টিনিয়ানের অনেকগুলো প্রকল্পের কারণে সাম্রাজ্যের সম্পদ ভয়ানক কমে গিয়েছিল এবং ইতালিতে পাঠানোর মতো সম্পদ তাঁর কাছে ততটা ছিল না। আবার এও হতে পারে যে তিনি বেলিসারিয়াসকে সাহায্য করতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। কেননা একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বেলিসারিয়াস অস্ট্রোগথদের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

যে শক্তিই বেলিসারিয়াসের কাছে পাঠানো হয়েছে তিনি তাঁর সর্বোত্তম ব্যবহার করেছেন এবং তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রচুর রক্তপাত ঘটিয়ে যে শহর অবরোধ করা হয়েছে সেখানে ব্যাপক লুটতরাজ চালাতেন। অবশেষে পুরো একবছর পর, উইটিগেস্ এবং তাঁর অস্ট্রোগথিক সৈন্যরা অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয় এবং তারা পশ্চাদপসরণ করে সেই অজেয় দুর্গ রেভান্নাতে চলে আসে।

হুনরাও এই রেভান্নাকে কোনো প্রকার হুমকি দেয়নি এবং চল্লিশ বছর আগে থিওডরিখ্ এটা দখল করতে পেরেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা করে। সন্দেহ নেই যে অস্ট্রোগথরা ভেবেছিল যে তারা রেভান্না থেকে বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে এবং ইম্পেরিয়ালদের বিতাড়িত করতে পারবে। জাস্টিনিয়ানও অবশ্যই তাই ভেবে থাকবেন; তিনি তাঁর জেনারেলের পরামর্শ না নিয়েই তাদের সাথে শান্তিচুক্তি করলেন এই শর্তে যে ইতালিকে দুই ভাগ করে এক ভাগ দেওয়া হবে অস্ট্রোগথদের আর বাকি উত্তরের অধিকাংশ পাবে তারা।

বেলিসারিয়াস এই শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন, রেভান্না অবরোধ আরো জোরদার করলেন, তিনি প্রত্যেকটা অ্যাভিনিউ-এর সংরক্ষণ বন্ধ করে দিলেন, তাঁর নিজের অফিসারদের পরামর্শের বিরুদ্ধে, তা সত্ত্বেও কেবল দুর্ভিক্ষই তাদের ধ্বংস করে ফেলতে পারতো।

তিনি সফল হয়েছিলেন। অস্ট্রোগথরা ছিল ক্ষুধার্ত (কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিল মনঃকষ্টে), তারা আত্মসমর্পণ করল। একটি গল্প প্রচলিত ছিল এরকম যে, তারা আত্মসমর্পণ করেছিল এই শর্তে যে, বেলিসারিয়াস রাজা হিসাবে তাদের শাসন করবে কিন্তু ইতালিকে সাম্রাজ্যের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। বলা হয়ে থাকে বেলিসারিয়াস ওই শর্তে রাজি হয়েছিলেন কিন্তু শর্ত ধরে রাখার কোনো উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। মনে হয় এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে রেভান্না আবার আরেক বিশ্বাসঘাতক দ্বারা দখল হলো।

বেলিসারিয়াস হয়তো আশা করে থাকবেন যে এসবের জন্য জাস্টিনিয়ান অবশ্যই তার উপর সম্ভুষ্ট। যদি তাই মনে করে থাকতেন তাহলে তিনি মানুষের প্রকৃতি চিনতে পারেননি। জেনারেল এখানে অতিমাত্রায় সফল, তার চেয়েও খারাপ কথা হলো, জাস্টিনিয়ান যেখানে এই যুদ্ধ ত্যাগ করেছিলেন সেখানে তিনি এই যুদ্ধে জয় লাভ করলেন। ফলে জাস্টিনিয়ান হয়ে উঠলেন একজন অবিশ্বাসী এবং

দূততাহীন মানুষ। জাস্টিনিয়ান তৎক্ষণাৎ বেলিসারিয়াসকে ইতালি থেকে ডেকে পাঠালেন; বেলিসারিয়াস যদিও দ্বিতীয় জার্মান রাজাকে (উইটিগেস) বন্দি করে নিয়ে আসলেন তারপরেও জাস্টিনিয়ান তাঁকে খুব সাদামাটাভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। অস্ট্রোগথরা তাঁকে তাদের রাজা বানাতে চেয়েছিল বলে যে গল্প চালু ছিল তা প্রকাশ হয়ে গেল (অথবা এই গল্পটা জেনারেলের শত্রুদের বানানো) ফলে জাস্টিনিয়ান তাঁকে আর বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ওই ইম্পেরিয়াল জেনারেলকে ইতালি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত করা হলো এবং তিনি ইতালিকে তখনই করে ফেললেন। বেলিসারিয়াসের যোগ্যতায় এবং মানবতায় সন্দেহ দেখা দিল। ইম্পেরিয়াল সৈনিকেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়ল যে ক্যাথলিকরা অ্যারিয়ানদের চাইতে কোনো অংশেই কম বিপজ্জনক নয়, ফলে রোমানদের সবচাইতে বড় যে অস্ত্র ছিল, সুনাম, তা চিরতরে হারিয়ে গেল।

ধীরে ধীরে অস্ট্রোগথরা পরাজয়ের ধাক্কা সামলিয়ে আবার জেগে উঠছিল, ধীরে ধীরে তারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল এবং দেখল যে তারা এখনো সংখ্যায় অনেক। অবশেষে ৫৪১ সালে একজন যোগ্য জেনারেল, তোতীলা, রাজা নির্বাচিত হলেন। তোতীলার প্রতাপশালী নেতৃত্বে অস্ট্রোগথরা একটার পর একটা শহর দখল করতে থাকল, এবং ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে তারা স্বয়ং রোম অবরোধ করল।

জাস্টিনিয়ান ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হলেন, তিনি রাগে এবং হুমসায় দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন, এবং ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিলেন বেলিসারিয়াসকে ইতালি পাঠাবেন সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য, কিংবা সম্ভবত তিনি ভেবেছিলেন ইতালি হারিয়ে যে অবমাননাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার দায় বেলিসারিয়াসকে সেখানে পাঠিয়ে বেলিসারিয়াসের ঘাড়ে চাপানো যাবে। সম্ভবত এটিই মূল কারণ হতে পারে কেননা তিনি এই সেনাপতিকে হাস্যকররকম স্বল্পসংখ্যক সৈন্যবাহিনী দিয়ে ইতালি পাঠিয়েছিলেন এবং কখনোই তাঁর কাছে অতিরিক্ত সৈন্যবল পাঠাননি।

বেলিসারিয়াসের যথেষ্ট সৈন্যবাহিনী ছিল না যার দ্বারা তোতীলাকে রোম থেকে বের করে দেওয়া যাবে এবং ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রোগথিক সেনাবাহিনী পুনরায় এই শহর দখল করে।

রোম প্রায় একশত পঁচিশ বছর ধরে সমস্যায় নিমজ্জিত ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত দৈবক্রমে রোমের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। অ্যালারিখ দ্য ভিসিগথ রোম আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি এর কোনো ক্ষতি করেননি। গাহসারিখ দ্য ভেগাল এখানে লুণ্ঠপাট করেছিলেন কিন্তু গুরুতর কোনো ক্ষতি করেননি, ওডোকার এবং থিওডরিখ প্রত্যেকেই ইতালিতে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু কেউই রোমের ক্ষতি করেননি।

কিন্তু এখন দুটো অস্ট্রোগথিক অবরোধের পর, প্রথম সফলতার পর এবং দ্বিতীয় সফলতার পর এই শহর শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করল। শহরের

দেয়ালগুলো ধুলোয় মিশে ফেলা হলো এবং এর কৃত্রিম জলপ্রণালীগুলো ভেঙ্গে ফেলা হলো ।

ওই শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা যা ওই শহরের গর্ব ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, উঁচু অঞ্চল ছিল পানিবিহীন এবং নিচের অংশ হয়ে উঠল ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জলাশয়ে ।

তোতিলা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, রোম দখল করার পর পুরো শহর ভূমিসাৎ করতে লাগলেন । বেলিসারিয়াসের সনির্বন্ধ অনুরোধে অস্ট্রোগথদের মনে পড়ল এই শহরের উজ্জ্বল ইতিহাসের কথা, এরপর এই শহর কোনো মতে রক্ষা পেল ।

কিন্তু রোম তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারল না । ৫৪৬ সালকে ধরা হয় এই পুরনো শহরের সত্যিকারের বিলুপ্তির বছর ।

বেলিসারিয়াস যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন, পরবর্তী বছর পুনরায় রোমে অভিযান করলেন এবং পুনরায় বিতাড়িত হলেন । ৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁকে পুনরায় ডেকে পাঠালেন, জেনারেল নিজেকে প্রমাণ করলেন অনুগত এবং যোগ্য হিসেবে, কিন্তু তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট বিজয় অর্জন করতে পারেননি (সুনির্দিষ্ট বিজয় যেন তিনি অর্জন করতে না পারেন সে বিষয়টি সম্রাট নিশ্চিত করেছিলেন তাঁকে সুনির্দিষ্ট কোনো কারো সাথে যুদ্ধ করতে না দিয়ে) এবং তাঁর নামের যাদু ফর্মশ স্নান হয়ে গেল ।

সুতরাং অন্ধকারের আগমন ঘটল । সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধির দিক থেকে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সবচাইতে উন্নত প্রদেশ ইতালি, থিওডরিখের অলৌকিক শাসন ব্যবস্থার ভোগকারী ইতালি শেষ পর্যন্ত ধ্বংসস্থাপে পরিণত হলো । সাম্রাজ্যবাদীরা এবং অস্ট্রোগথরা এই উপদ্বীপকে সামনে এবং পেছন থেকে বারবার আক্রমণ করেছে কিন্তু তারা এর ধ্বংসস্থাপ ছাড়া আর কিছুই পায়নি ।

এবং ইতালিতে কি থাকল? আফ্রিকা, সাম্রাজ্য থেকে সরে গেল এবং আর কখনোই পশ্চিম সাম্রাজ্যে ফিরে আসেনি । ভিসিগথিক স্পেন নিঃসঙ্গ হয়ে গেল এবং ক্ষয় হতে থাকল—অ্যারিয়ানিজমের শেষ ধ্বংসাবশেষ থেকে গেল পুরোপুরি ক্যাথলিক নিয়ন্ত্রিত মেডিটারিয়ান অঞ্চলে ।

শুধু ফ্রাঙ্করা শক্তিমান থেকে গেল এবং ওই সময়ের সমস্ত জার্মান উপজাতিগুলোর মধ্যে তারা ছিল সবচাইতে বেশি বর্বর । পশ্চিম সভ্যতা যদি পেশীবহুল ঘাড়ের উপর নির্ভর করে চলতে চায় তাহলে ওই আশা এখন তিরোহিত ।



চার ♦ মেরোভিঙ্গিয়ান

সর্বোচ্চ চূড়ায় জাস্টিনিয়ান

এখন বেলিসারিয়াসকে বেশ খাতির যত্ন করা হচ্ছে, জাস্টিনিয়ান আসলে ইতালি হাতছাড়া করতে নারাজ। তাঁর দৃষ্টিতে, এখন যা করতে হবে তা হলো একজন দ্বিতীয় যোগ্য জেনারেলকে পাঠাতে হবে, একটি কারণে কিংবা অন্যান্য কারণবশতই হোক এই জেনারেল যেন সম্রাটের জন্য কোনো পরিস্থিতিতেই হুমকি না হয়ে দাঁড়ায়।

যদি সেরকমই হয়, তাহলে তিনি তাঁর যোগ্য স্থান পেয়ে গেছেন (ঘটনা জাস্টিনিয়ানের জন্য সবসময় সঠিকভাবেই ঘটে থাকে)। নার্সেস নামক এক আর্মেনিয়ান, যিনি ছিলেন জাস্টিনিয়ান পরিষদের একজন অন্যতম সদস্য এবং তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন সবচাইতে যোগ্য, বুদ্ধিমান হিসেবে, যার ওপর সম্রাট নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন, সামরিক বিদ্যায় তাঁর যে জ্ঞান বেশ ভালো ছিল তাও তিনি দেখিয়েছিলেন।

৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ইতালি পাঠানো হলো, আপাতত বেলিসারিয়াসকে সাহায্য করতে, কিন্তু মূলত তাঁর উপর জাস্টিনিয়ানের হয়ে নজরদারি করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুই ব্যক্তি একসঙ্গে চলতে পারলেন না এবং জাস্টিনিয়ান নার্সেসকে ডেকে পাঠাতে বাধ্য হলেন। বেলিসারিয়াস এখন স্থায়ীভাবে ইতালির বাইরে, জাস্টিনিয়ান নার্সেসকে আবার পাঠালেন ৫৫১ সালে এবং এই সময় তিনি সেখানে গেলেন ইম্পেরিয়াল ফোর্সের প্রধান অধিনায়ক হিসেবে।

তিনি ছিলেন জাস্টিনিয়ানের প্রাণের প্রধান অধিনায়ক, শুধু বদনের ক্ষুদ্র একজন মানুষ যার বয়স সত্তর-এর ওপরে এবং যাকে কেউ গণ্যই করেনি যে তিনি তাঁর

অভিভূত উৎসাহী বাহিনীর ওপর জয়লাভ করবেন। তার শারীরিক আকৃতি-প্রকৃতি এবং বয়স ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন নপুংসক এবং একজন নপুংসক রাজ-সিংহাসন দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবেন তা দূরতম চিন্তারও বাইরে।

জাস্টিনিয়ান যতটা আশা করেছিলেন তিনি তার চাইতেও ভালো করছেন, দেখা গেল যে এই যুদ্ধে নপুংসক শুধু একজন ভালো সেনাপতিই নন, বেলিসারিয়াসের মতো একজন যোগ্য সেনাপতিও বটে।

নার্সেস ইতালিতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন যে, তাঁকে খুব দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যে কোনো ধরনের বিলম্ব তাঁর বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলতে পারে এবং তাঁকে তখন অবশ্যই অতিরিক্ত সৈন্যদলের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সে কারণে তিনি তোতিলাকে যুদ্ধের জন্য চাপ দিতে থাকলেন, আর অস্ট্রোগথরাও এটাই চাচ্ছিল, তোতিলা বছরের পর বছর ধরে একজন বিজয়ী সেনানায়ক এমনকি তিনি বেলিসারিয়াসকেও পরাজিত করেছিলেন আর তিনি এখন মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন একজন বয়স্ক নপুংসকের।

৫৫২ সালে তাগিনায়তে তাঁরা পরস্পর মুখোমুখি হলেন, তাগিনায় রোমের প্রায় একশত মাইল উত্তরে। তোতিলা খুব তাড়াহুড়া করে আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্য হলো ইম্পেরিয়াল বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলতে। তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই নার্সেস বাহিনীকে আক্রমণ করল কিন্তু তোতিলা দেখলেন যে নার্সেস যুদ্ধের জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছেন। অস্ট্রোগথিক বাহিনী ফাঁদে পড়ে গেল এবং বিপর্যস্ত হলো এবং যুদ্ধ পুরোপুরি ইম্পেরিয়াল বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। তোতিলা আত্মহত্যা করলেন।

এখানেই ইতি ঘটল অস্ট্রোগথদের। তারা একদিকে পুরো সৈন্যবাহিনীকে আর কখনোই মাঠে নামাতে সক্ষম হয়নি। তারা গেরিলা যুদ্ধ না চালিয়ে ক্রমশ সংখ্যায় হ্রাস পেতে থাকল; এই শহর দখল করার পর থেকেই নার্সেসকে গেরিলা আক্রমণ মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন ওয়ারব্যাণ্ডকে পরাজিত করতে হয়েছে।

৫৫৩ সালে থিওডরিখ নিজেকে রেভাল্লায় প্রতিষ্ঠিত করার মাত্র ষাট বছরের মাথায় অস্ট্রোগথরা ইতিহাস থেকে বিদায় নিল। তারা এক সময় যেমন ইউক্রেন রাজ্য হারিয়েছিল তেমনি তারা ইতালিয়ান রাজ্যও হারালো এবং তারা মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য তৃতীয় কোনো সুযোগ পায়নি। নার্সেস যখন ইতালি হস্তগত করলেন, জাস্টিনিয়ান তখন আরেকটি হারানো প্রদেশ পুনরুদ্ধারের কথা ভাবছিলেন। ভিসিগথদের অধীনে স্পেন খুব স্পষ্টভাবেই এখন রয়েছে অবক্ষয়ের দিকে।

থিওডরিখ দ্য অস্ট্রোগথ সত্যিকার অর্থেই স্পেনের একজন ভালো শাসক ছিলেন, যেমন ছিলেন ইতালির, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, এই দুই জাতি পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়।

খিওডরিখের দৌহিত্র অ্যামালারিখ্ এখন বৃদ্ধ, ফলে তিনি নিজে নিজে রাজ্য শাসন করার সামর্থ্য হারিয়েছেন এবং তিনি তার রাজধানী সেভিলিতে স্থাপন করলেন—স্পেনের ভেতর এটাই প্রথম ভিসিগথিক রাজধানী।

খিওডরিখের শক্তিশালী হাত এখন বিলুপ্ত, ফলে ফ্রাঙ্করা তখনও প্রধান শত্রু হয়ে রইল। ক্লভিসের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই এবং তাঁর পুত্ররা নিজেদের ভেতরে কোন্দল নিয়ে ব্যস্ত; কিন্তু অ্যামালারিখ্ ভাবলেন যে ক্লভিসের এক কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াটা হবে খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁর অনুরোধ অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু তাঁর আইডিয়াটা যে ভুল ছিল পরবর্তীকালে তা প্রমাণিত হয়েছিল।

অ্যামালারিখ্ ছিলেন একজন অ্যারিয়ান এবং তাঁর নতুন রানী ছিলেন একজন ক্যাথলিক, দু'জনেই চেষ্টা করেছিলেন দু'জনকে নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার এবং দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। ফলাফল দাঁড়ালো, ক্লভিসের এক পুত্র সিল্ভাবার্ট উপলব্ধি করলেন যে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে একটি পবিত্র যুদ্ধে যাওয়ার এটাই প্রকৃষ্ট সময়। স্পেনের অভ্যন্তরে এক যুদ্ধে ভিসিগথরা দ্বিতীয়বারে মতো পরাজিত হয়েছিল এবং অ্যামালারিখ্ নিহত হয়েছিলেন। ফ্রাঙ্করা উদ্ধারকৃত রানীকে নিয়ে এবং অজস্র লুণ্ঠন সামগ্রী নিয়ে স্পেনের বাইরে চলে গেল।

অ্যামালারিখের মৃত্যুর পর অ্যামালারিখ্ রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে, প্রায় একশত পঁচিশ বছর পর পুরনো ভিসিগথরা রোম দখল করলো। একজন অখ্যাত রাজা অ্যামালারিখের পরিণতি বরণ করলেন, তারা নিজেদের ক্ষেত্রেরকম বিভক্ত ফ্রাঙ্কদের হাত থেকে নিরাপদ রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যেতে থাকলো।

জাস্টিনিয়ান এই গৃহযুদ্ধগুলোর একটিকে তাঁর আগ্রাসনের জন্য অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করলেন। ভবিষ্যৎ রাজা হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত অন্যতম এক প্রতিদ্বন্দ্বী আথানাগিল্ড জাস্টিনিয়ানকে সাহায্যের জন্য বললেন। উৎসাহী জাস্টিনিয়ান তাঁকে সহযোগিতা করার আগেই, আথানাগিল্ড নিজের প্রচেষ্টাতেই রাজা হয়ে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। জাস্টিনিয়ান যেভাবেই হোক তাঁর বাহিনী প্রেরণ করবেনই। স্পেনের দক্ষিণ তৃতীয়াংশের খুব দ্রুত পতন ঘটছিল এবং স্পেনের কেন্দ্রে দক্ষিণে ইম্পেরিয়াল বাহিনী উত্তরে সুয়েভ বাহিনীর দ্বন্দ্বে ভিসিগথিক অধিরাজ্যগুলো সংকীর্ণ হতে হতে বারান্দার মতো সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করেছিল।

৫৫৫ সালে জাস্টিনিয়ান ক্ষমতার শীর্ষে চলে যান। তাঁর রাজত্ব ত্রিশ বছর স্থায়িত্ব লাভ করেছিল; তাঁর রাজত্বকালীন সময়ে তিনি সমস্ত আফ্রিকা এবং ইতালি সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন এবং বিতাড়িত করেছিলেন ভেঙাল আর

অস্ট্রোগথদের। তিনি স্পেনের অধিকাংশই তাঁর দখলে এনেছিলেন এবং ভিসিগথদের তিনি নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। শুধু ফ্রাঙ্করা (এবং সুদূর বৃটেনে স্যাক্সনরা) অক্ষত থেকে গিয়েছিল।

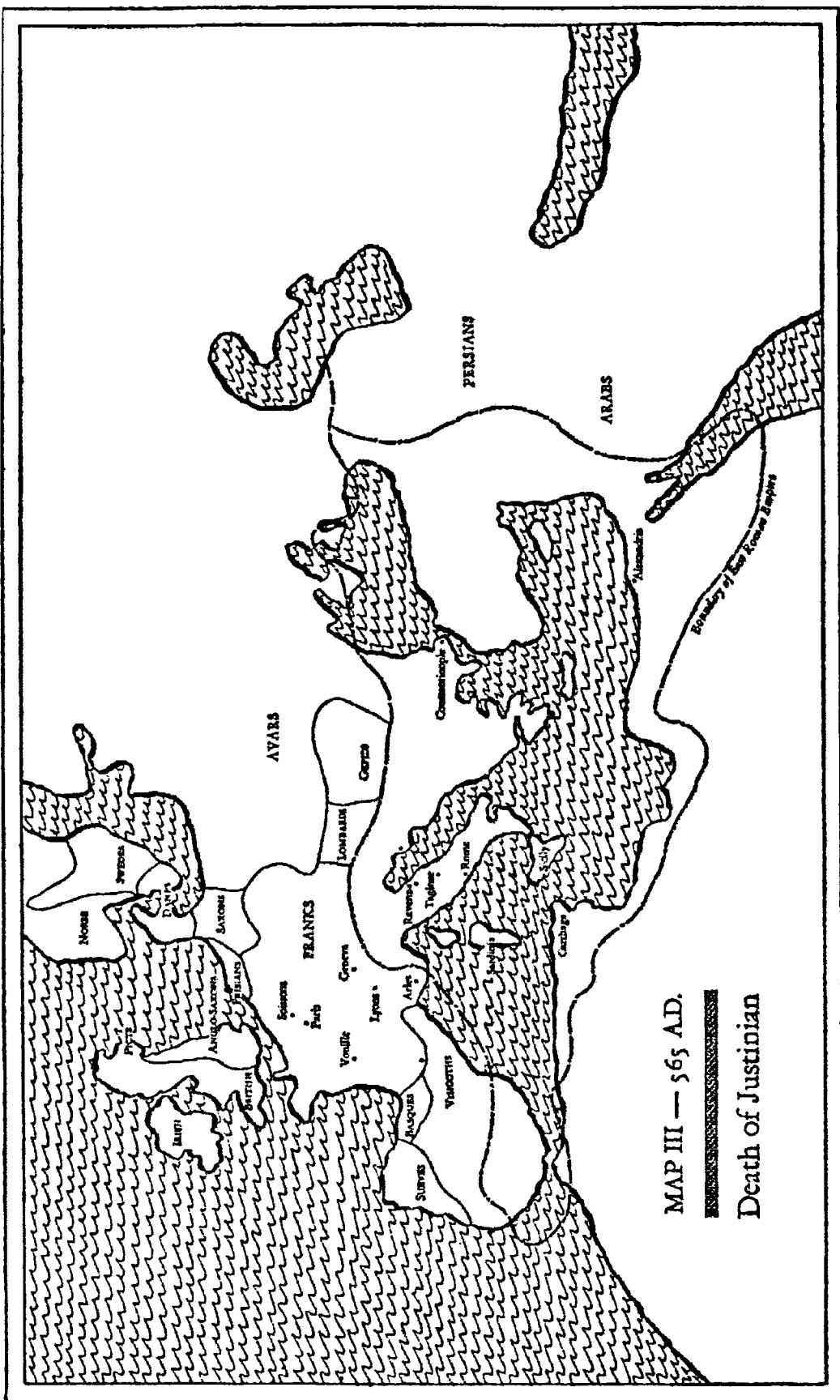
জাস্টিনিয়ান এর বেশি কিছু করতে পারেননি। শীর্ষে আরোহণ করার পর নিচে নামা ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। পশ্চিমের যুদ্ধ যদিও সফল ছিল, কিন্তু তা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ, সাম্রাজ্যের অজস্র সম্পদ ব্যয় হয়েছিল ওইসব যুদ্ধ-কিংহে। পশ্চিমের সঙ্গে সমাপ্তিহীন যুদ্ধে এবং পূর্বে পারস্যের সঙ্গে সমাপ্তিহীন যুদ্ধে কনস্টান্টিনোপল চূড়ান্তভাবে সফল হলো ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেউলিয়া প্রাপ্তও হলো।

বাস্তবিক জাস্টিনিয়ানের অধীনে পরিচালিত সাম্রাজ্যের এইসব অভিযানে লাভবান হলেন মূলত ফ্রাঙ্কের মেরোভিসিয়ান শাসকেরা অর্থাৎ ক্লভিসের পুত্রগণ। তাঁর পুত্ররা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ শত্রু এবং পরস্পরকে হননের জন্য শক্তি প্রয়োগে যারা কখনোই থেমে থাকেনি, তারাও চিন্তা করল যে বাইরের শক্তি মোকাবেলা করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রয়োজন। তারা মধ্য জার্মানির খারিস্জান উপজাতীদের অঞ্চল দখল করে নিলো এবং ধীরে ধীরে বারগুণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা কেড়ে নিলো যে স্বাধীনতা ক্লভিস তাদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

যখন ইতালির সাম্রাজ্যিক আক্রমণ শুরু হয়েছিল, ফ্রাঙ্করা দক্ষিণে অভিযানের সুযোগটি লুফে নিল। জাস্টিনিয়ান তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যার ফলাফল হলো ফ্রাঙ্কসরা তাদের সীমান্ত ঠেলে নিয়ে চলে গেল আকসেস পর্যন্ত। ইতালিতে যুদ্ধ-কিংহের সমাপ্তি ঘটলে, ক্লভিসের দুই পুত্র মারা গেলেন। এবং ৫৫৮ সালে তাঁর তৃতীয় পুত্র মারা গেলেন। চতুর্থ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ক্রুতেয়ার ১ম, তাঁর ভতিজাদের দোষারোপ উপেক্ষা করে একের পর এক অঞ্চল সংযোগ করতে থাকলেন এবং পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজ্য এখন তাঁর একক নিয়ন্ত্রণে। উপরন্তু তাঁর এই রাজ্য ক্লভিসের রাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল।

যদি পশ্চিম সাম্রাজ্যের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়ে যায় (অন্তত মানচিত্রের বিচারে), এবং যদি একইরকম শক্তিশালী হয়ে ওঠে জার্মান রাজা, অর্থাৎ ফ্রাঙ্ক এবং ফ্রাঙ্কিস রাজ্য যদি সাম্রাজ্যের মতো উন্নত সংস্কৃতি ধারণ না করে কিংবা সম্পদে সমৃদ্ধিশালী না হয় তাহলে এর ভূমিতে চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে এবং এর সৈন্যরা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে।

সুতরাং পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, একটি অবধারিত দ্বন্দ্ব হতে চলেছে ফ্রাঙ্ক এবং ইম্পেরিয়ালদের ভেতরে, কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল। ৫৬১ সালে, ক্রুতেয়ার ১ম ৫০ বছর রাজত্বের পর মারা গেলেন। তিনিও তাঁর পিতার মতো রেখে গেলেন ৪টি পুত্র সন্তান। এই পুত্ররা ক্লভিসের পুত্রের মতোই লটারির মাধ্যমে রাজ্যটি চার ভাগে ভাগ করে নিলেন।



ফ্রাঙ্কিস রাজ্য মাত্র তিন বছর একত্র থাকার পর পুনরায় বিভক্ত হয়ে গেল এবং ইতালি সাম্রাজ্য নিরাপদ হয়ে গেল—অন্তত ফ্রাঙ্কদের হাত থেকে ।

অ্যারিয়ানদের শেষ জন



নার্সেস চৌদ্দবছর ধরে রেভেন্নায় থেকে ইতালি শাসন করতে থাকলেন, আরো বৃদ্ধ হতে থাকলেন কিন্তু শক্তি হারালেন না । ৫৬৫ সালের দিকে, তিনি ছিলেন ৮৭ বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধ কিন্তু তখনো ছিলেন বেশ শক্তিশালী । তাঁর শাসন ছিল কৰ্কশ এবং খাজনা আদায় করতেন অত্যন্ত বেশি । ইতালিয়ান দূতরা কনস্টান্টিনোপলে কঠোর অভিযোগ করেছিলেন তাঁকে অপসারণের জন্য । জাস্টিনিয়ান যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি বেশ আরামেই ছিলেন, কিন্তু জাস্টিনিয়ান ৫৬৫ সালে মারা গেলেন এবং তাঁর ভাতিজা জাস্টিন ২য় ক্ষমতায় বসলেন ।

কোনো শক্তিশালী শাসক যখন দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন তখন তিনি স্বাধীনতা অসম্ভব এবং অজনপ্রিয়তা অর্জন করেন । ফলে পরবর্তী শাসকদের প্রথম কাজ হয় সমস্ত পুরনো নীতিগুলোকে উন্টিয়ে দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করা । জাস্টিন ২য় এই নীতিই অনুসরণ করেন এবং নার্সেসকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে নেন, নার্সেসকে মনে হচ্ছিল তিনি বোধহয় অমরণশীল । খুব বিখ্যাত একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে যে, কিভাবে ভয়ানক নিষ্ঠুরতায় নার্সেসকে পদচ্যুত করা হয়েছিল । বলা হয়ে থাকে নতুন সম্রাজ্ঞী এই বয়স্ক জেনারেলকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, একজন নপুংসক হিসেবে তিনি যেন যুদ্ধ বাদ দিয়ে প্রাসাদের কুমারী মেয়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে সুতাকাটায় নিয়োজিত রাখেন ।

কথিত আছে যে, নার্সেস-এর উত্তরে বলেছেন ‘আমি তাঁকে এমন সুতো দিয়ে জড়াবো যে তিনি তাঁর জট খুলতে পারবেন না ।’ ইতালি ত্যাগ করার পূর্বে তিনি কতগুলো নতুন জার্মান উপজাতিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন ইতালি আক্রমণ করার জন্য ।

এই গল্পটি প্রথম বলা হয়েছিল এই ঘটনার দু’শো বছর পর, যদিও গল্পটি বেশ নাটকীয়, কিন্তু সম্ভবত গল্পটি সত্য নয় । জার্মান আক্রমণকারীদের যে নতুন টেউ আসছিল তাদেরকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়নি । তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে—ঠিক যেমন দু’শো বছর আগে আক্রমণকারীরা পূর্বে এবং পশ্চিমে এসেছিল ঠিক একইভাবে এরাও এসেছিল ।

এবার যে আক্রমণকারীরা আসছে তারা পুনরায় এশিয়ান ।

অ্যাভার, একদল নতুন ঘোড়সওয়ার, জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে পূর্ব সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে বজ্রনিদায়ে এগিয়ে আসছে, আর খুব দ্রুত আধিপত্য

বিস্তার করে চলেছে পূর্ব ইউরোপের স্লাভিক চাষীদের ওপরে। (বেচারার স্লাভ, একের পর এক ওয়ারব্যাণ্ড গথিক, হুনিশ এবং অ্যাভারিক তাদের শাসন করেছে, তাদের ওপর প্রভুত্ব করেছে এবং তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। তারা এমন করুণভাবে পদদলিত ছিল যে 'slave' অর্থাৎ দাস শব্দটি এসেছে ধারণা করা হয় 'slav' থেকে)

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর পর, অ্যাভার রাজত্ব ছিল এক শতাব্দী আগে আন্তিলার রাজ্যের একটি ছোট সংস্করণ, অ্যাভাররা ডন নদী থেকে শুরু করে এল্বে নদী পর্যন্ত শাসন করতো, তাদের সীমান্ত কঠিন বাঁধার মুখে পড়ে পূর্ব সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্তে এবং ফ্রাঙ্কিস্ রাজত্বের পূর্ব প্রান্তে।

অ্যাভাররা যখন পূর্ণশক্তি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ইতালির উত্তরে দুটি জার্মান উপজাতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা হলো লম্বার্ড এবং গেপিড ('Lombard' শব্দটি জার্মান 'Langobards' শব্দটির বিকৃতি, যার অর্থ হলো 'Long beards' অর্থাৎ লম্বা দাঁড়ি অথবা 'Long axes' লম্বা কুঠার)।

অ্যাভাররা যখন দিগন্তে উপনীত তখন লম্বার্ড এবং গেপিডদের মধ্যে চলছিল এক সুদীর্ঘ এবং চিরস্থায়ী শত্রুতা। দুটি উপজাতিই অ্যাভারদের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল পরস্পরকে দমন করার জন্য এবং শেষপর্যন্ত লম্বার্ডরাই এতে সফল হয়েছিল।

৫৬৫ সালে, যে বছর জাস্টিনিয়ান মারা যান এবং নার্সেসকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, ঠিক ওই বছরেই আলবোন লম্বার্ডের রাজা হয়েছিলেন। ৫৬৭ সালে অ্যাভারদের সহায়তায় তারা একটি চূড়ান্ত যুদ্ধে গেপিডদের পরাজিত করে, তিনি গ্যাপিড রাজা কুনিমাণ্ডকে হত্যা করেন এবং দুই উপজাতিই একত্রিকরণ করেন তাঁর মৃত শত্রুর কন্যা রোজামাণ্ডকে বিয়ে করে, (তাদের দুই পুত্রই হোক না কেন, সে ওই দুই রাজবাড়িরই পুত্র হবে) পুরনো ধারাপঞ্জি লেখকের বক্তব্য অনুসারে, আলবোন কুনিমাণ্ডের মাথার খুলি রেখে দিয়েছিলেন এবং সেটাকে বানিয়েছিলেন একটি পানপাত্র।

গেপিডরা পরাজিত হওয়ার পর, লম্বার্ডরা তাদের নতুন প্রতিবেশী অ্যাভারদের ব্যাপারে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। সকল সম্ভাবনা বিচার করে লম্বার্ডরা আবিষ্কার করল যে তাদের মিত্র অ্যাভাররা তাদেরকে সুবিধা প্রদান করেছে শুধু তাদেরকে সর্বশেষ শিকার হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য। দু'দশক আগে, বেলিসারিয়াসের সহায়তার জন্য তারা মার্সেনারি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিল, ফলে তারা ইতালির স্তান ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।

৫১৮ সালে, পুরো জাতি নারী পুরুষ ও শিশুসহ অন্যান্য উপজাতিরা সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, ওরা ভেবেছিল যে ওরা তাদের সঙ্গে যোগদান করে অভিযানে বের হবে, প্রত্যেকেই আল্লস পার হয়ে উত্তর ইতালিতে জড়ো হতে লাগল। লম্বার্ডরা ছিল অ্যারিয়ান। সুতরাং আরো একবার—এবং শেষবারের মতো—অ্যারিয়ান ওয়ারব্যাণ্ড ক্যাথলিক ভূমিতে গিয়ে জড়ো হলো।

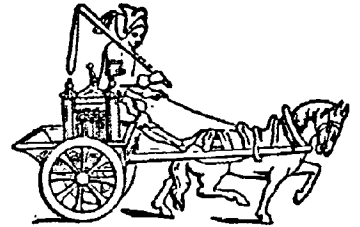
এই হচ্ছে সেই লম্বার্ড যাদের কথিত আছে যে, নার্সেস ইতালিতে আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু সে রকম কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা মোটেও ছিল না। নার্সেস ইতালি ত্যাগ করেছিলেন লম্বার্ডরা আসার তিন বছর আগে এবং কোনো আমন্ত্রণ ছাড়াই লম্বার্ডদের ইতালি প্রবেশের ক্ষেত্রে অ্যাভারদের চাপ ছিল যথেষ্ট।

এই সর্বশেষ অ্যারিয়ানদের আক্রমণ ছিল সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে খুব সহজ একটি আক্রমণ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ইতালি আক্রমণ এবং প্রতি-আক্রমণে ব্যস্ত থেকেছে। দেশ হিসেবে এরা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল এবং এর জনসাধারণ তাদের শাসকদের প্রতি এক ধরনের মৌনতা অবলম্বন করেছিল। তারা যা বলতো তা হলো তাদেরকে একা থাকতে দাও, যদি তা আদৌ সম্ভব হয়।

লম্বার্ডরা খুব বেশি ভূমি দখল করতে পারেনি এর বাস্তব কারণ হলো তারা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। এই কারণে, তারা ইতালির উত্তরের এক তৃতীয়াংশ দখল করেছিল, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পাভিয়া শহর (এটা ছিল উচ্চ পো-তে, মিলান থেকে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে), যা তাদের হস্তগত হয় ৫২৭ সালে এবং শেষ পর্যন্ত তারা এই শহরকে তাদের রাজ্যের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তারা উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশের অভ্যন্তর ভাগ বেনেভেন্তো দখল করে নেয় যা নাপল্‌স থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে।

আলবোন তাঁর সহজ বিজয় খুব বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি, পাভিয়া দখল করার কিছুদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। লৌকিক উপাখ্যানে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে একটি ভয়ানক গল্প প্রচলিত রয়েছে। পাভিয়া বিজয় উদ্‌যাপনে একটি মদ উৎসবে আলবোন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর পিতার মাথার খুলি খেটাকে পানপাত্রে পরিণত করা হয়েছিল সেটাতে করে মদ পান করছে দেখা করেছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী সেখানেই তাঁর মৃত্যুর আয়োজন করে রেখেছিলেন।

মধ্যযুগের শুরু



ইতালি উপদ্বীপ খ্রিস্টপূর্ব ২২০ অব্দে একজন একক শাসকের অধীনে একত্র হয়েছিল। পরবর্তী সাতশত বছর তারা সেভাবেই ছিল। লম্বার্ডরা আসার পর এবং তাদের অসম্পূর্ণ বিজয়, ইতালিকে বিভক্ত করেছিল, এই বিভক্তি তেরো শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

এই আক্রমণ উৎপন্ন করেছিল দুটি ইতালির, একটি লম্বার্ড অপরটি ইম্পেরিয়াল, প্রত্যেকেরই একটি করে অংশ ছিল। পূর্ব সাম্রাজ্য ধরে ছিল এই উপদ্বীপের সুদূর

দক্ষিণ অঞ্চলগুলো, যার ভেতর অন্তর্ভুক্ত ছিল 'toe' এবং 'heel', এছাড়াও ছিল সিসিলি, সারডানিয়া এবং ফরসিকা। উপরন্তু ইম্পেরিয়াল এই ভূমির একটা মোটা অংশ, উত্তরে এবং দক্ষিণে এই উপদ্বীপের কেন্দ্র অতিক্রম করে রোম থেকে ভেনিস পর্যন্ত রাজধানী রেভান্নাসহ নিয়ন্ত্রণ করতো। লম্বার্ডদের মোকাবেলা করার মতো যথেষ্ট শক্তি ইম্পেরিয়ালদের ছিল না কিন্তু তাঁরা যেখানে পেরেছিল সেখানেই মাটি কামড়ে পড়ে ছিল। ইতালি সাম্রাজ্য পরিচিতি লাভ করেছে ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে রেভান্নার Exarchate হিসেবে (exarchate হলো বহিঃরক্ষিত প্রদেশ)

লম্বার্ডরা যখন ইতালিতে তখন ঘড়ির কাঁটা সম্ভবত উল্টোদিকে ঘুরে এক প্রজন্ম পেছনে গিয়ে অস্ট্রোগথদের সময়ে প্রবেশ করেছিল। আবার সেই জার্মানিক অ্যারিয়ান অভিজাততন্ত্র এবং রোমান ক্যাথলিক চাষারা। পুনরায় সেই আইন এবং ধর্মের দ্বৈত নিয়ম।

পোপের ক্ষমতার আশীর্বাদে ইতালি ছিল বিভক্ত, সে কারণে এই বিভক্তকরণ আরো ভালোভাবে বৃদ্ধি পেল যখন এই উপদ্বীপে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ছিল দুর্বল এবং বিভক্ত। যখন ইম্পেরিয়াল বাহিনী নার্সেসের অধীনে সমস্ত ইতালি শাসন করতো, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পোপের ক্ষমতাহ্রাস করে তাঁকে একটি পুতুল বানিয়ে রাখা হয়েছিল। ৫৫২ সালে পোপ ভাগিলিয়াস ১ম জাস্টিনিয়ানের আদেশে বন্দি ছিলেন, কারণটি খুবই তুচ্ছ। পোপ জন ১ম কে যেমন বন্দি করেছিলেন ঠিক ওডরিখ। এখন, যাই হোক, ধর্ম নিরপেক্ষতার এই নতুন যুগে, পোপের আরেকটি সুযোগ ছিল, কিন্তু এই সুযোগ নষ্ট করে দিয়ে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটল আরেকজন মানুষের।

তিনি হলেন থেগরি, তিনি ছিলেন প্যাট্রিশন রোমান পরিবারের একজন। ত্রিশ বছরের তরুণ অবস্থায় তিনি ছিলেন রোমের একজন প্রিফেক্ট (মেয়র)। এটা ছিল ৫৭৩ সাল, যখন লম্বার্ডরা দক্ষিণে অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময়ের অন্তর্ভুক্ত চরিত্র এবং তাঁর নিজের ধ্যানপরায়ণ জীবনযাপনের তীব্র ইচ্ছা তাঁকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করেছিল। তিনি তার সম্পদ গীর্জার ব্যবহারের জন্য দান করেছিলেন। সিসিলিতে ছয়টি মঠ স্থাপন করেছিলেন এবং একটি করেছিলেন রোমে, এবং তিনি রোমের মঠে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর মঠগুলো চল্লিশ বছর আগে নারসিয়ার (রোম থেকে প্রায় ৯০ মাইল উত্তরে) বেনেডিক্ট কর্তৃক স্থাপিত নিয়মকানুনগুলো অনুসরণ করছিল। মাঝ অর্থাৎ সন্ন্যাসীগণ, একা একা বাস করতেন কিংবা কম্যুনিটিতে নিজেদের নিযুক্ত রাখতেন প্রার্থনায় কিংবা আত্মশৃঙ্খলায়, আর এটাই ছিল পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্ট ধর্মের একটি সু-প্রতিষ্ঠিত অংশ। বেনেডিক্ট-ই ছিলেন একজন প্রথম ব্যক্তি, যিনি পশ্চিম অঞ্চলে একটি মঠ পরিচালনার জন্য, একটি সফল, যৌক্তিক এবং কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

তিনি রোম থেকে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মন্টে ক্যাসিনোতে একটি বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত করেন, থিওডরিখের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরেই প্রায় এক প্রজন্ম ধরে সমস্যা চলতে থাকে, এবং সেখানকার মঠ পুরো পশ্চিমের জন্য একটি আদর্শ মডেলে পরিণত হয়। তিনি তাঁর সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের ওপর কিছু

বাধ্যবাধকতা আরোপ করেন, যেমন দারিদ্র্য এবং যৌন সংযম পালন করা কিন্তু অবস্থা কঠোর সংযমকে তিনি অনুৎসাহিত করেন। তিনি চাননি তাঁর সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনীরা কেউ ভিক্ষুক, ভবঘুরে কিংবা মাসোসিষ্ট* হয়ে পড়ুক। তিনি বরং জোর দিয়েছিলেন যে তাঁরা মাঠে কায়িক শ্রম করবে অথবা পড়ার টেবিলে বসে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা করবে, তাদের কর্মকাণ্ড একটি বৈচিত্র্যহীন রুটিন মেনে চলবে। শৃঙ্খলা ছিল দৃঢ় এবং মঠের কর্মকর্তা নির্বাচিত হতেন সারাজীবনের জন্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল তাঁর, প্রতিটি মঠই তার নিজের ভার নিজেই বহন করবে এবং এই সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে পরিশ্রম এবং শিক্ষার জন্য মঠগুলো ছিল স্বর্গের মতো।

বেনেডিক্ট মারা যান ৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু তাঁর দেয়া ব্যবস্থাগুলো তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, বেনেডিক্টিয়ান মঠগুলো মূলত একক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পশ্চিমে ৫৫০ থেকে ১১৫০ সাল পর্যন্ত কাজ করতে থাকে, ('বেনেডিক্টিয়ান শতক')। পুরোপুরি শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত পাশ্চাত্যবাসী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, শিক্ষার যে আলো ওই কঠিন সময়গুলো ছড়িয়েছিল তা হলো বেনেডিক্টিয়ান শিক্ষা।

বেনেডিক্টের পরে, প্রথম মহান বেনেডিক্টিয়ান ছিলেন গ্রেগরি। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন এবং চার্চের আদেশগুলোকে ইতালির বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। উপরন্তু সন্ন্যাসী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি কনস্টান্টিনোপলে পোপের একজন দূত হিসেবে কাজ করেন, তাঁর এই কাজের ওপর তিনি একটি ভাষ্য লিখেছিলেন এছাড়া অন্যান্য লেখালেখি তিনি করেছিলেন যা তাঁকে পাশ্চাত্য গির্জার শেষ চার ফাদারের একজন ফাদারের মর্যাদা এনে দেয়। বাস্তবিক, জার্মানরা আসার পর থেকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে ধর্মচিন্তার এক মহান ব্যাখ্যাকার, তিনি যতটা না সাহসী উদ্ভাবক ছিলেন ততটা চাইতে বেশি ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক।

৫৯০ সালে পোপ পেলাগিয়াস ২য় (অস্ট্রোগথ বংশোদ্ভূত) মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই সঙ্গে গ্রেগরির শান্তিশিষ্ট জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তিনি পোপের সিংহাসনে বসেন। কথিত আছে, গ্রেগরি অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেখানে তিনি তাঁকে কাতর অনুরোধ করেছিলেন যে, সম্রাট যেন এই নির্বাচনকে অনুমোদন না করেন, কিন্তু তাঁর চিঠিটা ছিলো বাধাস্বরূপ, তিনি যেখানে আত্মগোপন করেছিলেন সেখান থেকে তাঁকে জোরপূর্বক টেনে এনে এবং একপ্রকার জোরপূর্বক তাঁকে পোপের মর্যাদাকর পদে আসীন করা হয়।

পোপ হওয়ার পরে তিনি খুব শক্তিশালীভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং এক শতাব্দী আগের পোপ গ্যালাসিয়াস ১ম-এর পর তিনি নিজেকে প্রথম শক্তিশালী

* masochists মর্ষকামী। এক ধরনের যৌনবিকৃতি, প্রণয়ী কিংবা প্রণয়িনী কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে যৌন আনন্দলাভের অনুভূতি।

পোপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি চার্চের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এমনকি চার্চের সঙ্গীতেরও পরিচালনা তিনি করতেন (এখনো একটি সঙ্গীতকে বলা হয় ‘গ্রেগোরিয়ান চান্ট’)।

তিনি নৈতিক সংস্কার সাধন করেছিলেন, তিনি পাদ্রীদের কৌমার্য ধারণে উৎসাহিত করেছিলেন, (কারণ এতে দুর্নীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কম, কেননা পাদ্রীরা তাদের সম্ভ্রান্তকে অফিসের দায়িত্ব অর্পণ করতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারেন) এবং কড়াকড়িভাবে নির্বাচন তদারকি করতেন।

বেনেডিক্টিয়ানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকায় তিনি তাঁর পাদ্রীদের বিশপ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। গ্রেগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতেন কিন্তু তা হলো খ্রিস্টীয় শিক্ষা। কথিত আছে যে (সম্ভবত অতিরঞ্জিত করে বলা) তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাগান বইপত্র নির্মূল করে ফেলেন এবং ইতালিতে প্যাগান সম্পর্কে জানার যে শেষ সম্বল ছিল তাও তিনি ধ্বংস করে ফেলেছিলেন।

যাই হোক না কেন, বেলিসারিয়াস এবং নার্সেসকে যদি ইতালির প্রাচীন যুগের শেষ হ্রদস্পন্দন ধরা হয়, তাহলে গ্রেগরি হলেন ইতালির মধ্যযুগের প্রথম হ্রদস্পন্দন। ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রেগরির নিজস্ব লেখাগুলো মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় বহনকারী—এখানে রয়েছে স্বর্গীয় দূত, শয়তান, মৃত্যুপরবর্তী জীবন, প্রায়শ্চিত্ত, আলৌকিক ঘটনা, দেহাবশেষ ইত্যাদি মধ্যযুগীয় সবকিছু।

‘মধ্যযুগ’ পদটি অবশ্যই মধ্যযুগে ব্যবহৃত হতো না। ওই সময়ের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের যুগকে ‘আধুনিক যুগ’ বলে ভাবত। গ্রেগরির কয়েক শতাব্দী পরে, গ্রিক ও রোমের ক্লাসিক্স (ধ্রুপদী)গুলোর পুনঃআবিষ্কার হয় এবং পণ্ডিতরা অনুভব করতে থাকলেন যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেসাঁর বিপ্লবী অবজাগরণের উদ্ভব হয়েছে। ওই সমস্ত পণ্ডিতরা প্রাচীন জ্ঞান এবং প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী এই হাজার বছরের শূন্যতাকে নিয়ে নাক সিঁটকাতে লাগলেন এবং তারা এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়টাকে অভিহিত করলেন মধ্যযুগ বলে, ওই যুগের প্রারম্ভের শতকগুলো অর্থাৎ যে শতকগুলো নিয়ে এই বইটি লেখা হয়েছে, সেই শতকগুলোকে বলা হয়ে থাকে অন্ধকার যুগ, কারণ জ্ঞান তাদের মধ্যে একেবারে নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল)।

গ্রেগরি প্যাগানদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত, তাঁর সম্পর্কে একটি সু-পরিচিত গল্প প্রচলিত রয়েছে (বিশেষ করে, ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের নিকট)। গল্পটি এই যে, তিনি দেখলেন যে, সোনালী-চুলের একদল তরুণ যুবককে দাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। তাদের চেহারায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন তারা কোন জাতির। “তারা ছিল এস্কেলস্”, তাঁকে বলা হলো (এই মানবেরা ছিল একটি উপজাতি, এরা দেড় শতক আগে বৃটেন আক্রমণ করে এবং বৃটেনের নতুন নামকরণ করে ইংল্যান্ড) তিনি তাঁদের লাতিন উচ্চারণে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন তা ইংরেজি অনুবাদে এখনো জীবিত রয়েছে ‘Not

Angles, but angles' (অ্যাঙ্গেলস্ নয় অ্যাঞ্জেলস্ [দেবদুত])। এর পর তিনি অ্যাঙ্গেলদের দেশে মিশনারী পাঠিয়ে দেন যেন এই চমৎকার জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে হারিয়ে না যায়।

কিন্তু গ্রেগরির সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবভিত্তিক কাজ ছিল লম্বার্ডদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং চার্চের নিরাপত্তার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা। তিনি ইম্পেরিয়াল শক্তির উপর নির্ভর করতে পারতেন না। রেভান্নার এক্সারকেটে সবসময় তহবিলের ঘাটতি থাকতো এবং সৈন্যদের নিয়মিত ভাতা পরিশোধ করতে পারতো না। এতে তারা নিশ্চিতভাবেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে এমনকি তারা লম্বার্ডদের পক্ষেও যোগ দিতে পারে।

কিন্তু যদিও এক্সারকেট দরিদ্র ছিলো, চার্চ ছিল ধনী। ধর্মিক লোকজন বহু বছর ধরে তাদের ভূ-সম্পত্তি চার্চের নামে দান করতে থাকলো ফলে এক সময় চার্চ ইতালির সবচাইতে বড় ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল। গ্রেগরি এই বিশাল সম্পত্তিগুলো সংগঠিত করেছিলেন এবং সেগুলো তিনি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন, রাজস্ব আদায়ে তিনি একটি নতুন কৌশলও আবিষ্কার করেছিলেন। তখন তিনি ইম্পেরিয়াল সৈন্যদের বেতন-ভাতা দিতে সমর্থ হলেন, চার্চের জমিতে উৎপন্ন প্রচুর শস্য তিনি রোমান জনগণকে খাওয়াতেন।

স্বাভাবিকভাবেই যে সৈনিকের বেতন-ভাতা পরিশোধ করে এবং জনগণের আহার যোগায় সে-ই এই দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে গ্রেগরি ঈশ্বরের এবং এর আশপাশের প্রকৃত শাসকে পরিণত হলেন, শুধু রেভান্নার সম্রাটের প্রতিনিধির কাছে মৌলিক শ্রদ্ধাটুকু রাখলেন।

তখন পর্যন্ত গ্রেগরি লম্বার্ডদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য সৈন্যবাহিনীর ব্যবহার শুরু করেননি। বরং তিনি চেষ্টা করলেন তাদের অ্যারিয়ানিজম থেকে খ্রিস্টানে ধর্মান্তরিত করার। ওই সময় লম্বার্ডদের সবচাইতে শক্তিশালী নেতা হলেন আগিলুফ। গ্রেগরি তাঁর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বললেন যদিও রেভান্নার এক্সারকেট যুদ্ধের জন্য চাপ দিচ্ছিল।

আগিলুফ মুগ্ধ হয়েছিলেন (এবং নরমও হয়েছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর টাকা ঘুষ খেয়ে) এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুললেন প্রথমে পোপের সঙ্গে পরে ক্যাথলিজমের সঙ্গে। পোপ এবং তাঁর ক্যাথলিক রানীর চাপাচাপিতে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন তাঁর সিংহাসনে উত্তরাধিকারীদের তিনি ক্যাথলিকে ধর্মান্তরিত করবেন এবং এভাবে তিনিও যোগ্য হয়ে উঠবেন। তাঁর এই ধর্মান্তর খুব দ্রুত লম্বার্ডদের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেল। ধর্মান্তর তাদেরকে নরম করে ফেলল এবং তারা তাদের প্রজাদের ভাষা এবং আইন গ্রহণ করল।

৬০০ সালের মধ্যে অ্যারিয়ানিজমের এক সংক্ষিপ্ত প্রজন্ম যারা উত্তর ইতালিতে ফিরে এসেছিল তারা চলে গেল—চিরতরে। বাস্তবিক স্পেনের ভিসিগথরাও ক্যাথলিজমে রূপান্তরিত হয়েছিল প্রায় এ সময়েই, আর এভাবেই তিন শতক ধরে ভীষণ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা অ্যারিয়ানদের চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটল।

গ্রেগরি একটি বিষয়ে অবশ্যই অন্ধ ছিলেন না যে, লম্বার্ডরা ক্যাথলিক হওয়া সত্ত্বেও তারা বিপজ্জনক হতে পারে, পোপের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ হলেও সংঘর্ষ লাগাটা ছিল অনিবার্য। কেননা লম্বার্ডদেরও একটি সেনাবাহিনী রয়েছে এবং স্পষ্টভাবে পোপেরও একটি সেনাবাহিনী রয়েছে।

গ্রেগরি ছিলেন প্রথম পোপ, যাকে আল্লসের ওপারের ফ্রাঙ্কদের দিকে চিন্তামগ্ন হয়ে দৃষ্টি রাখতে হতো। তিনি মিত্রভাব নিয়ে এমনকি বিনয়ভাব নিয়ে অস্ট্রেশিয়ার সিন্ডাবার্ট ২য়-এর কাছে চিঠি লিখেছিলেন (ফ্রাঙ্কিস্ রাজত্বের পূর্ব অংশ)। এতে তেমন কোনো লাভ না হলেও, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছিল।

যাই হোক, গ্রেগরি ইতালিতে একটি ওয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। তাঁর সফলতার কারণে তিনি গ্রেগরি দ্য গ্রেট নামে চারিদিকে পরিচিত ছিলেন, ৬০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সিদ্ধ পুরুষ বলে ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে তাকে সেইন্ট গ্রেগরি বলা হয়।

গ্রেগরি যে স্বাধীন শক্তিশালী চার্চের প্রতিষ্ঠা করলেন তাতে বিশপদের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, যদিও গ্রেগরি চেয়েছিলেন যে প্রত্যেক বিশপেরই স্বাধীন পার্থক্য ক্ষমতা থাকা দরকার যেমন রয়েছে পাপাসির। প্রত্যেক বড় শহরেই একজন করে বিশপ ছিলেন, এর অর্থ এই যে প্রতিটি শহরই আলাদা আলাদাভাবে স্বাধীন ছিল এবং শুধু গ্রামাঞ্চলগুলো ছিল লম্বার্ড আইনের অধীন।

উত্তর ইতালিতে, বিশেষ করে শহর অঞ্চলগুলোর শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছিল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল কেননা লম্বার্ডদের কর্কশ অস্ত্রের মুখে তারা গ্রাম ছেড়ে তুলনামূলক নিরাপদ স্বাধীন শহর অঞ্চলগুলোতে পালিয়ে আসছিল।

জার্মান শাসকদের অধীনে শহুরে জীবনের সমগ্র যখন অবক্ষয় আর অবনতি দেখা দিল, তখন এই শহরগুলো তাদের কিছুটা গুরুত্ব ধরে রেখেছিল উত্তর ইতালির দিকে যার ফলে কয়েক শতক পরে পশ্চিমা সংস্কৃতির একটা প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে উঠেছিল।

ক্লভিসের দৌহিত্ররা



ইতালিতে লম্বার্ডদের অনধিকার প্রবেশ এবং সেখানে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল, তাতে ফ্রাঙ্করা খুব সহজেই উত্তর দিক হতে এখানে আক্রমণের জন্য চলে আসতে পারতো—কিন্তু ফ্রাঙ্করা অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে নিজেরাই জর্জরিত।

ক্লডিয়াস ১ম-এর চার পুত্রের মধ্যে (ক্লডিয়াসের শেষ বেঁচে থাকা পুত্র) সবচেয়ে বড়টি খুব শিঘ্র মারা গেলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, শিল্লারিখ ওই শূন্য রাজ্য দখল করে নিলেন। ফলে ফ্রাঙ্কিস রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত হয়ে থাকল।

ক্লডিয়াসের তৃতীয় পুত্র সিগাবার্ড ১ম তাঁর রাজধানী মেৎজ যা প্যারিস থেকে ১৮০ মাইল পূর্বে সেখান থেকে তিনি অস্ট্রেশিয়া শাসন করতেন, যা ছিল ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের পূর্ব অংশ, এর অধিকাংশ অঞ্চলই রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকতো না কিংবা রোমানদের প্রভাব থাকলেও তা ছিল দুর্বলভাবে।

শিল্লারিখ, ক্লডিয়াসের ৪র্থ এবং কনিষ্ঠ পুত্র সোসনে বসে নুস্ত্রিয়া শাসন করতেন, যখন দ্বিতীয় পুত্র গনত্রাম তাঁর রাজধানী অরলিয়সে বসে শাসন করতেন বারগুন্ডি। নুস্ত্রিয়া এক সময় যা গল্ নামে পরিচিত ছিল তার উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত, এবং বারগুন্ডি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে গঠিত, সেখানে তখনও রোমান ঐতিহ্য বজায় ছিল এবং অস্ট্রেশিয়া থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা, এমনকি ভাষারও স্পষ্ট পার্থক্য ছিল।

অস্ট্রেশিয়া এবং নুস্ত্রিয়া, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিবেশী রাষ্ট্র, এবং এই বিবেচনায় পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ করাটা ছিল সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত, (তাদের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন আরো স্পষ্ট হচ্ছিল) এবং তাদের রাজারা ছিলেন পারস্পরের আপন ভাই যারা ভাবতেন যে অপর রাজ্যটি তিনি নিজের মতো করে শাসন করতে পারবেন। সিগাবার্ডের একটি বিশেষ সুবিধা ছিল যা সিগাবার্ড সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি একজন সন্ন্যাসী তৈরি করেছিলেন যার নাম ছিল থ্রেগরি দ্য বিশপ অব তুরস্, এবং এই থ্রেগরিই ফ্রাঙ্কিসদের ইতিহাসবিদ হয়ে গেলেন, তাঁর ইতিহাস আজ পর্যন্ত টিকে আছে, এবং ক্লডিয়াস ও তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে জানের প্রধান উৎস হলো তাঁর ইতিহাস। কারণ থ্রেগরি ছিলেন অস্ট্রেশিয়ান শাসকের অধীনে এবং তাঁর কাছ থেকে আমরা যেসব চিত্র পাই তা স্পষ্টতই নুস্ত্রিয়ান বিরোধী চিত্র।

সিগাবার্ড তাঁর পূর্ব সীমান্তে অ্যাভারদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, এবং শিল্পারিখের হঠাৎ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সামান্য উদ্ভিগ্ন ছিলেন, এবং সিদ্ধান্ত নিলেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মিত্রতা স্থাপন করবেন। যে বছর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মারা গেলেন এবং শিল্লারিখ ক্ষমতাবান হয়ে উঠেন, সে বছরই, সিগাবার্ড এক ভিসিগথিক্ রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন। তাঁর নাম ছিল ক্রুনিহিল্ডে এবং তিনি ছিলেন আথানাগিন্ডের কন্যা, এই সেই আথানাগিন্ড যিনি, তেরো বছর আগে, জাস্টিনিয়ানের সঙ্গে জোট গঠন করার কারণে যার প্রতি অবিচার করা হয়েছিল এবং ফলে ইম্পেরিয়াল বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করেছিল।

বিয়েটা ছিল খুব সতর্কভাবে হিসেবনিকেশ করে করা, ভিসিগথিক্ রাজ্যের একটা বড় অংশ যখন ইম্পেরিয়ালদের হাতে চলে গেল, তখন ভিসিগথরা আথানাগিন্ডের অধীনে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক সময়

পেয়েছিলেন। অবস্থা তখন এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যদি ভিসিগথিকদের বন্ধু বলে বিবেচনা করা হয়, এবং যদি সিগাবার্তের সঙ্গে শিল্লারিখের কোনো কারণবশত যুদ্ধ হয়, তাহলে ভিসিগথিকরা যে সৈন্য পাঠাবে তাতে নুস্টিয়ানের পশ্চাদবর্তী হওয়া যাবে। ঘটনা তা-ই ঘটেছিল এবং বিয়েটাও ছিল সুখের, ব্রুনিহিল্‌দে শুরুতে ছিলেন একজন অ্যারিয়ান, কিন্তু কোনো ঝামেলা ছাড়াই ক্যাথলিজমে রূপান্তরিত হলেন।

নুস্টিয়ার শিল্লারিখ তাঁর ভাইয়ের ভিসিগথিক নতুন সম্পর্কে অবশ্যই অস্বস্তিতে রয়েছেন তাঁর নিজেরও একজন স্ত্রী ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মোটেও সুখী ছিলেন না। তিনি তাঁকে তালাক দেওয়ার জন্য চার্চের অনুমোদন নিতে সমর্থ হন এবং এর পর বিয়ে করলেন গালসুইন্থাকে। গালসুইন্থা আথানাগিল্ডের আরেক কন্যা। এই দুই রাজারই শ্বশুর হলেন একজন ভিসিগথিক এবং সিগাবার্তের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে প্রতিহত হলো।

বস্তুত, এই দুই ভাই পরস্পরের প্রতি যেভাবে চালাকি চাতুরি করেছে, এবং তাদের সতর্ক চাল ও বিরুদ্ধচাল সবকিছুই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল যখন ওই বিয়ের বছরেই আথানাগিল্ড মারা গেলেন। যে ভিসিগথিক রাজা সিংহাসনে বসলেন, খুব দ্রুত, তিনি অভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থানে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বিগ্রহে কোনোরকম প্রভাব ফেলা তাদের জন্য এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। যদি ওই দুই ফ্রাঙ্কিস রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তা অবশ্যই করতে হবে ভিসিগথিকদের সাহায্য ছাড়াই।

দুই ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত ছিলেন শিল্লারিখ, গালসুইন্থাকে তিনি খুব বেশি আপন করে নিতে পারেননি। ফ্রিঙ্গাগাও নামের এক রমণী ছিলেন তাঁর মূল প্রেমিকা, ফ্রিঙ্গাগাও দুর্গের একজন সামন্ত পরিচারিকা ছিলেন আর তখনই তিনি শিল্লারিখের নজরে পড়েন (পুরনো ঐতিহাসিকগণ তাঁর নীচু বংশে জন্ম নেওয়ার অপরাধে অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের চাইতেও বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন হয়তো)।

শিল্লারিখ তাঁর প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিলে ফ্রিঙ্গাগাও অবশ্যই উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তিনি আশা করেছিলেন (এমনকি সম্ভবত নিশ্চিত ছিলেন) যে, শিল্লারিখ তাঁকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে শিল্লারিখ যখন ভিসিগথিক রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন তখন তিনি ভয়ানক রুষ্ট হলেন। কিন্তু যে পরিস্থিতির কারণে তিনি বিয়ে করেছিলেন আথানাগিল্ডের মৃত্যুর পর সেই পরিস্থিতি তখন তিরোহিত, ফ্রিঙ্গাগাও নতুন রানীকে হত্যা করার জন্য সব আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। শিল্লারিখ তাঁর এই আয়োজনে খুব বেশি অসন্তুষ্ট হননি; তিনি ফ্রিঙ্গাগাওকে বিয়ে করলেন এবং তাঁকে তার তৃতীয় রানী বানালেন।

এটা পরিষ্কার যে, শিল্পারিখ্ আর ফ্রিদাগাও কারো চরিত্রই প্রশংসার যোগ্য নয়, ঐতিহাসিক গ্রেগরি অব্ তুরস্ প্রবল ঘৃণা নিয়ে তাঁদের তুলনা করেছেন “তাঁরা তাদের সময়ের নিরো এবং হেরোদ”। সম্ভবত এখন পর্যন্ত শিল্পারিখ্ মেরোভিসিয়ান রাজাদের অন্যতম একটি উদাহরণ যার মতো শয়তান ওই সময় আর কেউ ছিলেন না।



পারিবারিক শত্রুতা

ফ্রিদাগাও নুস্ত্রিয়ার রানী হয়ে তিনি তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করেছেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক ভয়ংকর শত্রুতা। গালসুইন্থাকে হত্যা করে তিনি মূলত সরিয়ে দিলেন এবং হত্যা করলেন অস্ট্রেসিয়ান রানী ব্রুনিহিল্ডের বোনকে, আর ব্রুনিহিল্ডে তুচ্ছ কারণেও কাউকে ক্ষমা করার মতো মহিলা নন। এদিকে বুনো অসভ্য ফ্রিদাগাওও তাঁর কৃতকর্মের ফলাফল মোকাবেলা করার জন্য মোটেও দ্বিধাগ্রস্ত নন। ফলে একটি ভয়ংকর পারিবারিক বিবাদ শুরু হয়ে গেল!

অ্যাভারদের বিরুদ্ধে সিগাবার্তের যুদ্ধ খুব বাজেভাবে চলছিল, এমনকি ওই যুদ্ধে তিনি কিছু সময়ের জন্য বন্দিও ছিলেন। এরপর তিনি আর পুরোপুরি অনিচ্ছুক ছিলেন না বিশেষ করে ব্রুনিহিল্ডে ভীষণ চাপাচাপি করছিলেন তাঁকে পশ্চিমে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার জন্য।

৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিগাবার্ত দাবি করলেন যে, শিল্পারিখ্কে তাঁর নিহত রানীর সমস্ত যৌতুক ফিরিয়ে দিতে হবে (অবশ্যই একটি যুক্তিসঙ্গত দাবি)। শিল্পারিখ্ দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন আর এই দুই ফ্রাঙ্কিস শক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এক ভয়ানক যুদ্ধ।

সিগাবার্ত তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন, তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন প্যারিসের ওপারে। ৫৭৫ সালে, শিল্পারিখ্ প্রায় পুরোপুরি পরাজিত হলেন, সিগাবার্ত এই বিজয়কে নিজের বলে ঘোষণা করলেন এবং তাঁর যোদ্ধারা বর্ম উঁচু করে তুলে ধরলেন বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে আর এখন তিনি হয়ে গেলেন অস্ট্রেসিয়া এবং নুস্ত্রিয়ার রাজা, আর তখনই এতে হস্তক্ষেপ করলেন ফ্রিদাগাও। তাঁর বিশেষ কিছু অস্ত্র ছিল যেগুলো তিনি এসময় ব্যবহার করলেন, দু’জন ভাড়াটে খুনির ছোরা ঝলসে উঠল; তারা ছোরা বিদ্ধ করল সিগাবার্তের শরীরে, সিগাবার্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আর তৎক্ষণাৎ মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া অস্ট্রেসিয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করল।

ব্রুনিহিল্ডে বন্দি হলেন কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ফ্রিদাগাওের হাতে নিহত হলেন না। আপাতত তিনি শিল্পারিখের প্রথম স্ত্রীর পুত্র মেরোভেখের আনুকূল্য লাভ

করলেন। তিনি তাঁকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলেন; তাঁরা দু'জন বিয়ে করলেন এবং তুরে পালিয়ে গেলেন, সেখানে ঐতিহাসিক-বিশপ গ্রেগরির অভিভাবকত্বে কিছুদিন অবস্থান করলেন।

মেরোভেখ, শিল্লারিখের প্রথম স্ত্রীর পুত্র হওয়ায় এবং ফ্রিডাগাও যখন নিজের পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চাচ্ছেন তখন মেরোভেখ নিজেকে আর নিরাপদ ভাবতে পারছিলেন না।

এই নতুন বিয়ে ক্রুনিহিল্ডেকে রক্ষা করেছিল, যদিও শিল্লারিখ এই বিয়েকে নাকচ করে দিয়েছিলেন, তিনি রানীকে অস্ট্রেসিয়ায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সিগাবার্তের ঔরসে জন্ম তাঁর অল্পবয়সী পুত্র সিড্ভাবার্ত ২য় কে রাজা ঘোষণা করলেন, এবং তিনি তাঁর পুত্র ও রাজ্য দুটোই শাসন করতেন, তিনি যথেষ্ট শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে অস্ট্রেসিয়ার কলহপ্রিয় সম্রাটদের উপর আধিপত্য বিস্তার করলেন।

মেরোভেখের জন্য এই বিয়েটা ছিল খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ফ্রিডাগাও অবশ্যই তাঁকে তার হত্যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সৎ মায়ের ভয়ানক শত্রুর সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে পড়ায় ব্যাপারটি আরো দ্রুততর হলো। তিনি মেরোভেখকে হত্যা করলেন এবং শিল্লারিখের অন্যান্য দু'পুত্রকেও হত্যা করলেন। শুধু বাকি ছিলেন শিল্লারিখ এবং তিনিও ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে রহস্যময়ভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের ধারাপঞ্জি লেখকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ফ্রিডাগাওই তাঁকে হত্যা করেছেন এবং সম্ভবত সেটা সত্যি ছিল।

ফ্রিডাগাও খুব দ্রুত তাঁর শিশুপুত্র ক্লুতেয়ার ২য় কে নুস্ট্রিয়ার রাজা ঘোষণা করলেন। কিন্তু জনসাধারণের কাছে এটা খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, নুস্ট্রিয়ার সম্রাটরা এই নিচু-বংশজাত রানীর পুত্রকে শাসক হিসেবে মেনে নিতে নারাজ ছিলেন।

ক্লুতেয়ার ১ম-এর একমাত্র বেঁচে থাকা পুত্র, বারগুণ্ডির গণত্রাম, শিশুর বৈধতা নিয়ে প্রকাশ্যে সন্দেহ পোষণ করলেন। ওই সন্দেহ অবসানের লক্ষ্যে ফ্রিডাগাও সন্দেহপ্রবণ বিশপ এবং সম্রাটদের সামনে অবনত হয়ে দিব্য করে বললেন যে এটা শিল্লারিখের পুত্র। এতে যেন পুনরায় কোনো ঝামেলা না থাকে সেজন্য তিনি তাঁর প্রধান নুস্ট্রিয়ান বিরোধী রউয়েন-এর বিশপকে ওই একই কায়দায় হত্যা করলেন!

গণত্রামের সন্দেহকে অসুবিধাজনক ভেবে তিনি তাঁকেও হত্যার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গণত্রাম তাঁর ভাড়াটে খুনিদের হাত থেকে পালাতে পেরেছিলেন এবং তিনি অনেকদিন বেঁচে থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে, তিনি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাননি, কিন্তু তাঁর ইচ্ছাপত্রে তিনি তাঁর রাজ্য অস্ট্রেসিয়ার কাছে হস্তান্তর করেন।

এখন প্রশ্ন হলো বারগুণ্ডির পতন কার কাছে হলো? অস্ট্রিসিয়ার সিদ্ধাবর্ত ২য়-এর কাছে, নাকি ব্রুনিহিল্ডের কাছে, নাকি ফ্রিদাগাও-এর পুত্র কুতেয়ার ২য়-এর কাছে? এই প্রশ্নের কোনো মধুর উত্তর নেই যেখানে রয়েছেন ফ্রিদাগাও।

ঘটনার শুরু তখনই হয়ে গেল, যখন অস্ট্রিসিয়ার সিদ্ধাবর্ত খুব দ্রুত বারগুণ্ডি অধিকার করলেন। যদিও তিনিই ছিলেন এর বৈধ উত্তরাধিকার সূতরাং এমন হওয়াই ছিল যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু ৫৯৬ সালে সিদ্ধাবর্ত মারা গেলেন। অনেকেই বলে থাকেন, তাঁকে বিষপানে হত্যা করা হয়েছে এবং আপনি জানেন কে এই কাজ করতে পারে, কিন্তু জেনে অবাক হবেন যে, ওই সময় বিষপানে ঘটানো হত্যাকাণ্ডগুলো আসলেই বিষপানে ঘটানো হত্যাকাণ্ড কি না তা নিশ্চিত নয়, কেননা, রোগ ওই যুগে এত আকস্মিক এবং এত ভয়াবহ ছিল যে, বিষপান ছাড়াও তরুণ যুবকেরা হঠাৎ করে মারা যেতো।

সিদ্ধাবর্তের দশ বছর বয়েসী পুত্র থিওডাবার্ড ২য় অস্ট্রিসিয়ার উত্তরাধিকারী হলেন; অপর জনের বয়স নয়, তিনি বারগুণ্ডির উত্তরাধিকারী হলেন। ব্রুনিহিল্ডে, তাঁদের মাতামহী, উভয় রাজ্যে শাসন করার উদ্যোগ নিলেন। ফ্রিদাগাও আরেক বয়স্ক রমণী, এখনো তাঁর ভীষণ শত্রু। যুদ্ধ চলতে থাকল ৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, ফ্রিদাগাও মারা গেলেন ওই বছরই তাঁর পারসিয়ান প্রাসাদে।

নুস্ট্রিয়ার কুতেয়ার ২য় তাঁর আধিপত্যশীল মায়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ক্ষমতা জাহির করলেন, উনুনে আগুন তখনও জ্বলছে। তিনি এমন দয়ামাহীন নিষ্ঠুর একটা যুদ্ধ করলেন যে আসলেই সন্দেহ হয় যে তিনি তাদো শিল্লারিখের পুত্র কিনা নাকি ফ্রিদাগাওর। অবশেষে তিনি পুরোপুরি বিজয় লাভ করলেন, ৬১৩ সালে তিনি ব্রুনিহিল্ডে এবং তাঁর পৌ-পুত্রদের আটক করলেন, তিনি ওই শিশুদের হত্যা করলেন (যদিও তিনি তাদের একজনকে ক্রীতদাস্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন যা মারোভিসিয়ানদের ভেতর খুবই বিরল)।

ব্রুনিহিল্ডে এখন আশি বছর বয়স্ক এক রমণী। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে গেছে তাঁর বোন নিহত হওয়ার এবং ফ্রিদাগাওর সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ শুরু হওয়ার। তিনি এখন ফ্রিদাগাওর পুত্রের শক্তির অধীন আর ফ্রিদাগাওর পুত্র তাঁর মায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যর্থ হতে দেননি। এই বয়স্ক রমণী নিষ্ঠুরভাবে অবমানিত এবং নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং অবশেষে (গল্প অনুসারে) একটি বুনো ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

এই পারিবারিক দ্বন্দ্ব মধ্যযুগের জার্মান মহাকাব্যে বিকৃতভাবে এখনো বেঁচে রয়েছে, ওই মহাকাব্য লেখা হয়েছিল ১২০০ খ্রিস্টাব্দে, এটাকে বলা হয় Nibelungenlied ('নিবেলাংদের সংগীত'), যেখানে বারগুণ্ডিয়ানদের অপর নাম রাখা হয়েছে নিবেলাং।

বারগুণ্ডির রাজা গানখারের মেয়ে, রাজকন্যা ফ্রেইমহিল্ডকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন একজন জার্মান বীর, সিগফ্রেইড, তার পর রাইন নদীর তীরে বেশ সুখে শাসন

পরিচালনা করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে গানথার, সিগফ্রেইডের সহায়তায় ব্রুনহিল্ড নামক এক যোদ্ধা রাজকন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং বিয়ে করেন। এই দুই রানীর মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়, এবং সিগফ্রেইডকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়। ব্রুনহিল্ড তখন বিয়ে করেন ইত্জেল-কে, ইত্জেল হুনের রাজা, তিনি তাঁকে বিয়ে করলেন তাঁর স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এভাবে বারগুণ্ডিয়ান রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

ওই গল্পটি কোনো সন্দেহ নেই যে ৪৩৭ সালে হুনের কাছে বারগুণ্ডিয়ান রাজ্যের পতনের কাহিনী থেকে নেওয়া, এখানে ইত্জেল হচ্ছেন স্পষ্টভাবেই আত্তিলা। এই গল্পের রানীদের দ্বন্দ্বটি নেওয়া হয়েছে পরবর্তীকালের রাইন নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম বারগুণ্ডিয়ান রাজ্যের ওই ঘটনা থেকে। এমনকি তাদের নামেরও মিল রয়েছে। ব্রুনহিল্ড হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক ব্রুনহিল্ডে, গানথার হলেন বারগুণ্ডির রাজা গনত্রাম, এবং এই কিংবদন্তী সিগফ্রেইড এবং ঐতিহাসিক সিগাবার্ত দুজনেই ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আততায়ীর ছুরির আঘাতে নিহত হন।

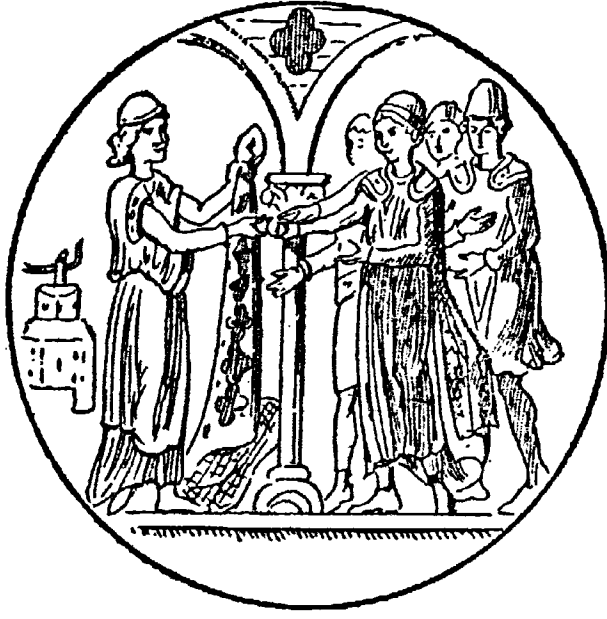
দীর্ঘকাল ধরে চলা এই বিবাদের অবসান ঘটলে ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে শান্তি এসেছিল। ক্লুতয়ার ২য়, তাঁর পিতামহ ক্লুতয়ার ১ম-এর মতো একটি যৌথ রাজ্যের সম্রাট। তিনি ৬১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ৬২৩ সাল পর্যন্ত শাসন করেছেন এবং তাঁর পুত্র দাগোবার্ত ১ম তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত পুরো রাজ্য শাসন করেছিলেন।

কিন্তু ব্রুনহিল্ডে এবং ফ্রিডাগাওঁর দ্বন্দ্ব এবং দীর্ঘকালব্যাপী চলা ভয়ানক গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ধ্বংস হয়েছিল ইতালি জাস্টিনিয়ানের যুদ্ধে।

বিবদমান সৈন্যরা চাষীদের ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করে, ওইসব চাষীরা নিজেরাই পেট পূরে খেতে পেতো না। শহরে খাদ্যশস্যের ভয়ানক স্বল্পতা দেখা দিল এবং খাদ্যশস্য বহন করে শহরেও নেওয়া যেত না কেননা শহরের সব রাস্তা অমেরামতযোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

ওই অঞ্চলের অর্থনীতি এক ধরনের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিণত হলো, ওই অঞ্চলের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলোকে বাধ্য করা হলো নিজের খাদ্য নিজেকে জোগাড় করার জন্য। শহরের লোকসংখ্যা এত কমে গেল যে মাত্র শতকরা ৩ জন লোক শহরে থাকল। পানি প্রবাহের নালাগুলোও বিধ্বস্ত, ফলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং জীবনযাপন আরো কষ্টকর হয়ে উঠেছিল, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সুতরাং অন্ধকার আরও ঘনীভূত হলো।



পাঁচ ♦ প্রাসাদ-মেয়র

স্পেনের একত্রিকরণ

যখন ফ্রান্সিসরা নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে নাকানিচুবানি খাচ্ছিল এবং যখন তাদের ভূমি দখল হয়ে যাচ্ছিল অসভ্য বর্বরদের হাতে, তখন ভিসিগথরা—আপাতত এবং অন্ততঃপক্ষে—তাদের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করেছিল, এবং এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল কেননা তাদের ফ্রান্সিস শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কোন্দলে এতই মগ্ন ছিল যে, ভিসিগথদের বিরক্ত করার সময় তাদের ছিল না।

৫৬৮ সালে আথানাগিল্ডের (ওই দুই বিখ্যাত বোন গালসুইনথা এবং ব্রুনেহিল্ডের পিতা) মৃত্যু হলে, ভিসিগথদের রাজা হন লিওভিগিল্ড।

প্রায় ২০ বছর যুদ্ধ করে তিনি সফলভাবে তাঁর রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। ৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুয়েভদের পুরোপুরি অধিকার করে নেন। প্রায় ২০০ বছর আগে জার্মান আক্রমণের শুরুর বছরগুলোতে ইতালিতে তারা নিজেদের মতো করে চলতো। তারা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিল (যদিও ওই সময় তা নামে মাত্র)। তারা এখন বিলুপ্ত, ভিসিগথদের আক্রমণের মুখে পড়ে তারা এখন ইতিহাস থেকে উধাও।

ভিসিগথরা দক্ষিণ অঞ্চলের দিকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যিক শক্তির পতন হতে থাকল যদিও অল্প কিছু সংখ্যক ছড়িয়ে থাকল উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। ভিসিগথরা এখন সমস্ত উপদ্বীপ জুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছে শুধু উপকূলীয় অঞ্চল এবং উত্তরে কিছু পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া।

অভ্যন্তরীণভাবে ধর্মীয় প্রশ্ন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। অ্যারিয়ানিজম যখন এই গ্রহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল ঠিক তখন লিওভিগিল্ড ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ অ্যারিয়ান। ভিসিগথ আর লম্বার্ডরাই তখন একমাত্র অ্যারিয়ানিজমে বিশ্বাসী, তাও আবার লম্বার্ডরা তখন টালমাটাল অবস্থায় এবং খুব শীঘ্রই পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছে লম্বার্ডরা।

স্পেনে শেষ পর্বের শুরুর মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছল অ্যারিয়ানিজম যখন লিওভিগিল্ড ফ্রাঙ্কিস দ্বন্দ্বের সেই বিখ্যাত রমণী ব্রুনেহিলদের কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্রের বিয়ের আয়োজন করছিলেন। ব্রুনেহিলদে, যিনি আগে ছিলেন একজন ভিসিগথিক এবং অ্যারিয়ান, কিন্তু ফ্রাঙ্কিসকে বিবাহের কারণে ক্যাথলিকে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা, যিনি ছিলেন ক্যাথলিক, ভিসিগথিক বিবাহের কারণে তিনি আর অ্যারিয়ান হলেন না (এটাই ছিল ক্যাথলিক বিজয়ের সারবস্তু, অ্যারিয়ানরা দলে দলে ক্যাথলিক ধর্মাস্তরিত হচ্ছিল কিন্তু ক্যাথলিকরা কেউই অ্যারিয়ান হচ্ছিল না)।

লিওভিগিল্ডের নতুন পুত্রবধূ প্রাসাদে ক্যাথলিজমের প্রসার ঘটাতে লাগলেন এবং তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত ক্যাথলিক বানিয়ে ছাড়লেন। এখন পিতা পুত্রের মধ্যে একটি ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এতে পিতা জয়লাভ করলেন, তিনি পুত্রকে বন্দি করে হত্যা করলেন।

এতেই যে অ্যারিয়ানিজমের জয় হয়ে গেল তা নয়, লিওভিগিল্ড মারা গেলেন ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর আরেক পুত্র রিচার্ড ১ম সিংহাসনে বসলেন, এবং হলেন একজন ক্যাথলিক। শুধু তাই নয়, ভিসিগথরাও তাঁর দেখাদেখি ক্যাথলিক হয়ে গেলো, তারপর তারা অ্যারিয়ানিজমের সমস্ত প্রমাণ স্পেন থেকে মুছে ফেললো।

তিনি এই কাজ এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করলেন যে ভিসিগথিক কোনো বই এমনকি কোনো লেখা কোনো কিছুই অস্তিত্বে রাখলেন না—যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই পরিতাপের বিষয়, রিচার্ড ধর্মীয় বিচারে যাই বিবেচনা করে থাকুন না কেন।

স্পেন থেকে অ্যারিয়ানিজম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অন্যান্য এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য ছিল। এই নিশ্চিহ্নকরণের ফলে স্পেনের শাসকদের মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল। ভেঙাল, অস্ট্রোগথ এবং জার্মান শাসকগোষ্ঠীরা এতে তাদের পরিচয়ের সাথে সাথে জাতীয় পরিচয়ও হারিয়েছিল, কিন্তু কারও ভেতরই অপরাধবোধের গ্লানি ছিল না। লম্বার্ডদের ক্ষেত্রে, তাদের অ্যারিয়ানিজমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাদেরকে পরিচয়হীন করে রাখে।

ভিসিগথরা যাই হোক, দু'শো বছর ধরে অ্যারিয়ান ছিল আর এখন তারা ক্যাথলিক হলেও তারা মূলত ভিসিগথ। এই বর্তমান ক্যাথলিক ভিসিগথরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ক্যাথলিকদের চেয়েও বেশি ক্যাথলিক হয়ে উঠল। তারা যেরকম চরমপন্থিবাদ হয়ে উঠেছিল, তা এই আধুনিক সময়েও স্পেনীয় ঐতিহ্য হিসেবে টিকে রয়েছে।

একটি নতুন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতায় স্পেন নিমজ্জিত হয়ে গেল। ততদিন পর্যন্ত ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে পশ্চিমের একটি সাধারণ নীতি ছিল। জার্মান রাজ্যগুলোর অধিকাংশ অ্যারিয়ান রাজাই এই নীতি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ এই নয় যে, অ্যারিয়ান রাজারা ক্যাথলিক রাজাদের চেয়ে বেশি মহৎ এবং দয়ালু ছিলেন, মূল কারণ হলো, সর্বত্র অ্যারিয়ানরা ছিল সংখ্যালঘু। যদি কোনো অ্যারিয়ান রাজা ক্যাথলিকদের দমন পীড়ন শুরু করেন তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিক প্রজারা এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে যে তিনি তাঁর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবেন না, তার উপর এ কারণে ফ্রাঙ্কিসদের আক্রমণের একটা হুমকি তো রয়েছেই।

একদা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন তা ইহুদি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এই স্বল্পসংখ্যক এবং নিঃসঙ্গ ধর্মীয় সম্প্রদায় কারো জন্য সত্যিকার অর্থে বিপজ্জনক ছিল না।

ভিসিগথিক রাজ্য যখন ক্যাথলিক হয়ে গেল, তখন রাজাদের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণের জন্য অ-ক্যাথলিকদের ওপর ভয়ানক পদক্ষেপ নিতে হতো। অ-ক্যাথলিক বলতে অ্যারিয়ান মনে হতে পারে, কিন্তু রূপান্তরকরণের ঝড়ে সব অ্যারিয়ান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রইল শুধু ইহুদিরা। পরবর্তী ভিসিগথিক রাজারা সেমিটিজম বিরোধী যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা আজ পর্যন্ত ইউরোপের খ্রিস্টানদের জন্য ঝুঁকি হয়ে আছে।

আবার, ওই অপরাধবোধের ফলস্বরূপ, রাজা এবং অভিজাতরা (ভিসিগথদের মধ্যে এই অপরাধবোধ টিকে ছিল রূপান্তরিত হওয়ার প্রায় একশত পঁচিশ বছর পর্যন্ত) ক্যাথলিক পাদ্রিদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে অনুরক্ত হলেন, ওই পাদ্রিরা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক বংশোদ্ভূত।

স্পেনের ধর্মযাজকরা ভিসিগথিক রাজাকে মুকুট পরিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছিলেন এবং ওই মুকুটটি হবে রাজার প্রতি চার্চের একটি উপহার, যে উপহারটি যখন তখন প্রত্যাহার করা যাবে। তাঁরা রাজতন্ত্রের পুত্রদের ক্ষমতায় আসাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন এবং নির্বাচন পদ্ধতির কাছাকাছি একটি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছিলেন, এতে রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অভিজাতদের ভেতরে ভাঙ্গন ধরে, এবং তারা একটি টালমাটাল অবস্থায় পড়ে যায় এর ফলে অবশেষে ভিসিগথিক স্পেন ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য, যদিও আসন্ন ধ্বংস তখনো দৃশ্যমান নয়। রিকার্ড ১ম-এর অনুসরণে ভিসিগথিক রাজারা দক্ষিণ দিকে পশ্চিম সাম্রাজ্যের বিনিময়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার অব্যাহত রাখলেন। একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের সঙ্গী হলো, যা খুব শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে, সেগুলো ঘটল একেবারে তাদের নিজ সাম্রাজ্যেই। ভিসিগথিক রাজা সুনতিলার অধীনে, স্পেনে কনস্টান্টিনোপলের শেষ সম্পদের পতন হলো ৬২৫ সালে। এভাবে জাস্টিনিয়ানের স্পেন পুনর্দখলের পর স্পেনে সাম্রাজ্যের উপস্থিতি প্রায় পঁচাত্তর বছর টিকে ছিল।

এই সুনতিলাই একেবারে উত্তরের শেষ পাহাড়ী অঞ্চলের সুরক্ষিত স্থানগুলোকে দখলে আনতে পেরেছিলেন। এখানকার অধিবাসীরা বাস্ক নামে পরিচিত। এরা ছিল অদ্ভুত ধরনের এবং এদের ভাষার সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার কোনো সম্পর্কই ছিল না। তাদের রক্তের ধরন থেকে বোঝা যায় তারা ইউরোপীয়ান জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, তারা ছিল ওই উপজাতিদের পূর্ববর্তী যারা এই মহাদেশে ঐতিহাসিক সময়ে তাদের বসতি গড়ে তুলেছিল।

রোম যখন ছোট ছিল, যখন ইতালির গ্রামগুলোর সঙ্গে রোম তেমনভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল না ওই সময় সারা পশ্চিম ইউরোপ জুড়ে অজস্র কেল্টদের আগমন ঘটেছিল, তারা গল্ এবং স্পেনের অধিবাসীদের ভূমি দখল করে তাদের সরিয়ে দিয়েছিল এবং সম্ভবত তাদের ধ্বংসও করেছিল। এরা পশ্চিম পাইরেনির গোপন উপত্যকাগুলোতে বেঁচেছিল এবং আমরা তাদের বাস্ক বলে চিনে থাকি।

তখন থেকে বাস্করা স্পেনে কেল্টিক এবং রোমান আধিপত্যের ভেতর দিয়ে তাদের আত্মপরিচয় বজায় রাখতে পেরেছিল। পশ্চিম সাম্রাজ্যের পতনের পর, তারা সুয়েভ, ভেগাল এবং ভিসিগথিকদের সাথে একটা অক্লান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, এমনকি ভিসিগথিক আধিপত্যের কাছে যখন তারা শেষ পর্যন্ত হেরে গেল তখনও তারা একগুঁয়েভাবে অপেক্ষা করছিল ভিসিগথদের বিশৃঙ্খল করে দেওয়ার জন্য।

সুনতিলার রাজত্বের সময় ভিসিগথিক রাজত্ব নতুনভাবে স্থায়ীতার শিখরে আরোহণ করেছিল, বিশেষ করে ভৌগোলিক পরিমাপের ক্ষেত্রে। তারা পুরো স্পেনীয় উপদ্বীপ এবং গলের মেডিটেরিয়ান তীরবর্তী অঞ্চলের কিয়দংশ নিয়ন্ত্রণ করতো।

এ সময় স্পেনের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি মধ্যযুগের সূচনাকালে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তিনি হলেন ইজিডোর। উত্তর আফ্রিকান বংশোদ্ভূত পুরনো রোমান পরিবারের একজন পণ্ডিত। ৬০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিভিলির বিশপ হয়েছিলেন ফলে তিনি ইজিডোর অব সিভিলি নামে সর্বজনীনভাবে সুপরিচিত।

তাঁর আয়ত্তের ভেতরে যত জ্ঞান ছিল সবগুলোকে তিনি সারাজীবনব্যাপী একত্র করার ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি যা সংগ্রহ করেছিলেন তার অধিকাংশই নেওয়া অন্যের লেখা বই থেকে এবং অন্যেরা তা নিয়েছিল অন্য আরো কজনের লেখা বই থেকে। তাঁর পদ্ধতির প্রতিটি পর্যায়েই এই জ্ঞানগুলো প্রবেশ করেছিল বেশ বিকৃতভাবে, লৌকিক উপাখ্যান প্রবেশ করেছিল বাস্তবরূপে, কুসংস্কার এসেছিল সত্য হয়ে। ফলে, পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ইজিডোরের সমস্ত কাজ একেবারেই মূল্যহীন, যাই হোক না কেন, মধ্যযুগে এগুলো ভীষণ জনপ্রিয় ছিল, এমনকি এটা জ্ঞান অর্জনেও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে এবং (মিথ্যা হোক আর বিকৃত হোক) জ্ঞানকে খুব মজাদার হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

সুনতিলা রাজত্বের সমাপ্তি ঘটেছিল ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। তিনি প্রবল চেষ্টা করেছিলেন যেন তাঁর পুত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে পারে এবং এতে দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে ধর্মযাজকগণ আর অভিজাতবর্গ আরেকজন রাজা নির্বাচন করেছিলেন এবং ধর্মযাজকেরা তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে তোলেডুতে একটি বিতর্ক সভা বসেছিল স্বয়ং ইজিডোর অব সিভিলির অধীনে, ওই সভায় তাঁকে চার্চের ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাঁকে পদচ্যুত করা হয়।

সুনতিলার পরে প্রত্যেক রাজাই পাদ্রিদের প্রতি বশ্যতা স্বীকারে ছিলেন সতর্ক, ছিলেন নিখুঁত ক্যাথলিক এবং ইহুদির প্রতি নির্দয়। তাদের মধ্যে একজন হলেন ওয়াম্বা, অন্য যে কারও চাইতে তিনি ছিলেন বেশি প্রাণবন্ত, যিনি সিংহাসনে বসলেন ৬৭২ সালে, তিনি শক্ত হাতে বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন এবং যে সমস্ত ইহুদিরা ব্যাপটিজম নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো তিনি তাঁদের সবাইকে নির্বাসনে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের সমাপ্তি হয়েছিল অদ্ভুতভাবে।

৬৮০ সালের দিকে, সম্ভবত তিনি মূর্ছা রোগে আক্রান্ত হতেন এবং যখন তিনি প্যারলাইজড কিংবা প্রায় মরতে বসেছেন, তখন তাঁর এক ভৃত্য তাঁর মাথা কামিয়ে দেন এবং তাঁকে সন্ধ্যাসীর একটি পোশাক পরিয়ে দেন। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, স্বর্গে ঠাঁই পাওয়ার জন্য পাদ্রী হলেন। এর পর যখন তাঁর মূর্ছা সোজা হয়ে উঠল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। তিনি সন্ধ্যাসীই থেকে গেলেন এবং আর কখনই রাজা হতে পারলেন না।

এর পরেও গল্প রয়েছে যে ওয়াম্বার আসলে মূর্ছা বোধ ছিল না, ষড়যন্ত্র করে তাঁকে চৈতন্যবিলোপকারী একধরনের ঔষধ খাইয়ে দেয়া হয়েছিল, আর এই কাজটি যার ষড়যন্ত্রে হয়েছিল তিনি ওয়াম্বার পরিবর্তে রাজা হয়েছিলেন, যেসব ভৃত্যরা রাজার মাথা কামিয়ে দিয়েছিলেন তারা খুব ভালো করেই জানতো যে কোনটা কে। সম্ভবত এ কারণেই পশ্চিম ইউরোপীয় রাজাদের এই অন্ধকার যুগে এক ধরনের উত্তেজনা জীবন ছিল, এবং খুব কম রাজাই ছিলেন যারা কোনো ষড়যন্ত্রের স্বীকার হননি।

লণ্ডন সাম্রাজ্য



সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভিসিগথরা খুব বেদনাদায়কভাবে উপরে ওঠার চেষ্টা করছিল যখন ফ্রাঙ্করা নিজেদের ভরাডুবি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, যে পূর্ব সাম্রাজ্য এক শতাব্দী আগেও জাস্টিনিয়ানের সময় উজ্জ্বল ভাবমূর্তি

নিয়েছিল তা এখন দুর্যোগে আক্রান্ত, যদিও ওই সময়ের সম্রাট শক্তিশালী উদ্যোগ নিয়েছিলেন তথাপি সাম্রাজ্য সেই ভরাডুবিতেই থেকে গেল।

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর বিশ বছরও পার হয়নি, তাঁর অযোগ্য উত্তরসূরি দেখলেন যে শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে চারপাশ থেকে। ইউরোপে দানিয়ুবের ওপার থেকে বজ্রনির্নাদে এগিয়ে আসছে অ্যাভার এবং শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোল একেবারে কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায়। স্ল্যাভিক উপজাতিরা বলকান উপদ্বীপে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে এবং খুব দ্রুতগতিতে সেখানে গড়ে তুলছে তাদের স্থায়ী বসতি।

পূর্বে খসরু ২য়-এর অধীনে রয়েছে পারস্য, খসরু ২য় একজন উচ্চাভিলাষী রাজা, তিনি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। পারস্য খুব সহজেই সিরিয়া, মিশর এবং এশিয়া মাইনর দখল করে নেয়।

৬২৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রিডাগাণ্ডের পুত্র কুতেয়ার ২য় যখন ফ্রাঙ্কিস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং সুনতিলা যখন ভিসিগথিক্ রাজা, তখন পূর্ব রোমান রাজ্যগুলো হ্রাস পেতে পেতে শুধু কনস্টান্টিনোপল শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং পশ্চিমে জাস্টিনিয়ান যেগুলো দখল করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

যেভাবেই হোক, কনস্টান্টিনোপল ওই সময়ের জন্য একজন মানুষ পেয়ে গেছে। কার্থেজ প্রদেশের হেরাক্লিয়াস, সাম্রাজ্যের ভার বহনের ভাবনায় কনস্টান্টিনোপলের উদ্দেশে পাড়ি জমালেন। অনেক সময় ধরে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন এবং তাঁর বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করলেন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে। তিনি তাড়িয়ে দিলেন অ্যাভারদের এবং পারস্যিানদের আর হারানো রাজ্যগুলো উদ্ধার করলেন পুরোপুরিভাবে। কিন্তু সাম্রাজ্য, এই গোলমালে পরিস্থিতির কারণে স্পেনকে হারালো এবং এই স্পেনকে পরবর্তীকালে আর কখনই উদ্ধার করা যায়নি।

পূর্ব সাম্রাজ্যে হারানো রাজ্যগুলো পুনরুদ্ধার হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তা হয়েছিল ক্ষণিকের জন্য, তখন পূর্বদিকে উত্থান ঘটছে এক নতুন শত্রুর, এক ভয়ানক শত্রুর যে শত্রুর মুখোমুখি কনস্টান্টিনোপল এ যাবৎ কখনো হয়নি, এমনকি এরা পশ্চিমের বেপারোয়া শত্রুর চাইতেও ভয়ংকর।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, যখন ভিসিগথের শাসক লিওভিগিল্ড অ্যারিয়ানিজম রক্ষার জন্য আশ্রয় লড়াই করে যাচ্ছেন; যখন লম্বার্ডরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে ইতালিতে, ব্রুনেহিলদে আর ফ্রিডাগাণ্ড যখন শুরু করেছেন তাঁদের ভয়ানক যুদ্ধ, তখন মধ্য আরবে জন্ম নিল এক শিশু। তাঁর নাম ছিল মোহাম্মদ, মোহাম্মদ তাঁর মাঝবয়সে জুডাইজম এবং খ্রিস্টধর্মের উপর ভিত্তি করে এবং এর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব পরিস্রুত আরবীয় চিন্তার মিশ্রণ ঘটিয়ে পৃথিবীতে এক নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটালেন। এই ধর্মের নাম হলো ইসলাম (ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে

‘আত্মসমর্পণ’)। যারা এই ধর্মের চর্চা করে তাদেরকে বলা হয় মোসলেম (“যারা আত্মসমর্পণ করেছে”)।

পূর্ব সাম্রাজ্য যখন পারস্যিানদের বিতাড়িত করে দিল, ওই সময় মোহাম্মদ সকল আরববাসীর ওপর তাঁর বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং আরবজাতিকে গড়ে তুললেন এক অনুপ্রাণিত সৈনিক জাতি হিসেবে। তারা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এমনকি মরতেও প্রস্তুত, কেননা তারা বিশ্বাস করতো যে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করার অর্থ হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে স্বর্গে গমন করা।

মোহাম্মদ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং এই ঐক্যবদ্ধ আরব বহির্বিশ্বে বিস্তারিত হওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তাঁর মৃত্যুর ছ’বছর পার না হতেই সাম্রাজ্য এবং পারস্য তার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেছিল। ওই দুই শক্তি আর কখনোই এই শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠেনি। উভয় শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

ঘটনাক্রমে, আরবসৈন্যরা যখন উত্তর দিকে প্রবল বিক্রমে এগিয়ে যাচ্ছিল, কোনো বাধাই তাদেরকে থামিয়ে রাখতে পারছিল না, খুব সহজেই তারা পারস্যের বিশাল অংশ এবং পশ্চিম সাম্রাজ্যের কাছ থেকে সিরিয়া ও মিশর দখল করে নিল।

হেরাক্লিয়াস পারস্যিানদের বিতাড়িত করার জন্য প্রচুর শক্তিক্ষয় করেছিলেন, আর এখন দেখলেন সিরিয়া ও মিশর দ্বিতীয়বারের মতো চুরমার হয়ে গেল, এবং তা উদ্ধারের জন্য শক্তি ও ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিল না। এই প্রদেশগুলো চিরতরে হারিয়ে গেল, শুধু সাম্রাজ্যের কাছ থেকেই প্রদেশগুলো হাতছাড়া হয়ে গেল না, হাত ছাড়া হয়ে গেল খ্রিস্টানদের কাছ থেকেও।

ওই সময়েরও সাম্রাজ্য বেপরোয়াভাবে এশিয়া মাইনর দখলে রেখেছিল। এই অঞ্চল ইউরোপের বলকান উপদ্বীপের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র বলে বিবেচিত হয়েছে পরবর্তী আট শতক পর্যন্ত। এই স্থানান্তরিত সাম্রাজ্য ঐতিহাসিকদের কাছে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বলে পরিচিত, যদিও ওই রাজ্যের মানুষেরা ওই সাম্রাজ্যের একেবারে শেষদিন পর্যন্ত একে ভাবতো রোমান সাম্রাজ্য বলে।

ভয়ানক সমস্যা সত্ত্বেও খুব দৃঢ়তা নিয়ে বাইজেন্টাইন শক্তি এশিয়া মাইনরের সীমান্ত অঞ্চল ধরে রেখেছিল। তাদের পাশ্চাত্যে সম্পদের এক ইঞ্চিও তারা বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেয়নি।

পশ্চিমের জার্মান রাজ্যগুলোও শেষ পর্যন্ত আরবের প্রবল উত্থানে ভীত হয়ে পড়ল, কিন্তু তা শুধু কয়েক দশকের জন্য নয়। অনেক দীর্ঘ সময়ব্যাপী আরবের প্রথম বিস্তারণকে হজম করতে হয়েছিল। মোহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতকেরও বেশি সময় পরে, পশ্চিমেরা আরবের অভিযান সম্পর্কে দূর থেকে অবশ্যই শুনে থাকবে। তারা ভাবছিল এইসব যুদ্ধ হচ্ছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে, তাদের দিগন্ত থেকে

অনেক অনেক দূরে । কিন্তু আরবরা পশ্চিমে আক্রমণ চালিয়েছিল মিশর থেকে, এবং প্রায় এক প্রজন্মেরও বেশি সময়ব্যাপী বাইজেন্টাইন শক্তি কার্থেজকে বেশ শক্তভাবে ধরে রেখেছিল, এবং যতদিন কার্থেজ দাঁড়িয়ে ছিল, ততদিন পশ্চিম ছিল সুরক্ষিত ।



মেরোভিঙ্গিয়ানদের অবনতি

মোহাম্মদের মৃত্যুর সময়, ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন ডাগোবার্ট ১ম । ক্লভিসের সিংহাসন আরোহণের পর দেড় শতকের বেশি সময় চলে গিয়েছে যখন ফ্রাঙ্কদের উত্থান শুরু হয়েছিল এবং তখনো তাদের রাজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছিল । অ্যাভাররা পূর্ব সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়ে হঠাৎ করেই তাদের ক্ষমতাহ্রাস পেয়ে গেল, ফলে অর্ধশতাব্দী আগেও যারা ছিল ভয়াবহ হুমকি তারা এখন শক্তিহীন, আর ঠিক ওই সময়েই শুরু হয়েছিল ব্রুনিহিল্ডে আর ফ্রিডাগাওর পারিবারিক যুদ্ধ । তাদের দুর্বলতার সুযোগে, ডাগোবার্ট উঁচু-দানিযুবে একটি সফল যুদ্ধাভিযান চালিয়েছিলেন ।

কিন্তু ঘটনা ছিল ভ্রান্তিময় । মেরোভিঙ্গিয়ান রাজারা একের পর এক বড় বড় সমস্যার কবলে পড়ছিলেন—এমন সব সমস্যা যার কোনো উদ্বেগ নেই পৃথিবীর মানচিত্রে । যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে কোনো জিনিস বহনে খুব দ্রুত যাওয়াটা ছিল ভীষণ কঠিন এমনকি অসম্ভবও হয়ে পড়েছিল, তারপরেও মেরোভিঙ্গিয়ান রাজা খুব শক্তহাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন ।

রাজাকে একের পর এক প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে হয়েছিল; তিনি বিভিন্ন অঞ্চল দেখভাল করার জন্য অনেক গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন । এইসব গভর্নররা ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পেয়েছিলেন । যদিও কাগজেকলমে তারা রাজার নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন কিন্তু মূলত তারা ক্রমশ স্বাধীনভাবে কার্য পরিচালনা করতে লাগলেন ।

এরকম হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ হলো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রাজার হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল । কিছু সময়ের জন্য মেরোভিঙ্গিয়ানরা উদ্যোগ নিয়েছিল তাদের প্রশাসনিক কাঠামো পুরনো রোমের নিয়মেই পরিচালনা করতে, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল এক ঝাঁক সরকারি কর্মচারীর এবং ওই কর্মচারী ওই সময় যোগান দেওয়া অসম্ভব ছিল, কেননা রাজ্যের শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞানচর্চা তখন প্রায় মৃত । ৬০০ সালের দিকে, সমগ্র ব্যবস্থা একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছিল, এবং স্বল্প পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যেতো কেবলমাত্র রাজার নিজস্ব প্রতিনিধি মারফত । রাজার গভর্নররা যতদিন রাজার হয়ে কাজ করতো ততদিন তারা লোকজনদের সম্পদ লুটপাট করতো, ধীরে ধীরে তারাই ওইসব অঞ্চলের

পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। 'ডিউক' এবং 'কাউন্ট' এই উপাধিগুলো আগে দেওয়া হতো সামরিক প্রতিনিধিদের এবং প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের আর এখন দেওয়া হচ্ছে সম্রাটদের।

ক্রনিহিল্ডে—ফ্রিডাগাও যুগে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজারা নির্ভর করতেন তাঁদের প্রতিনিধিদের ওপর। প্রতিনিধিরা সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তার বিনিময়ে রাজাদের বাধ্য করতেন তাদের আরো বেশি বেশি স্বাধীনতা অনুমোদনের জন্য—এবং এই স্বাধীনতা জরুরি অবস্থা অবসানের পরও প্রত্যাহার করা যাবে না। প্রতিনিধিরা ক্রমশ প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হতে থাকল।

তারা যেসব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন তা রাজার জন্য নয় বরং তাদের নিজেদের জন্য—তাদের “কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো তাদের মতো করে”—বলতে গেলে তাদের নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা হয়েছিল তুলনামূলকভাবে কোমল এবং অধিক কার্যকরী। ফলে সাধারণ মানুষ, এই নতুন পরিস্থিতিতে বেশি পছন্দ করল এবং বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রক্রিয়াকে সম্মুখত রাখল।

কিন্তু দৃশ্যপটে একটি নতুন ফ্যাক্টরের আগমন ঘটল... রাজা যখন শ্রীমন্তে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তখন তিনি অভ্যন্তরীণ বাগদারগুলোয় ঠিকমতো হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। ফলে এই দায়িত্ব অর্পণের জন্য নতুন একজন প্রতিনিধি ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছিল।

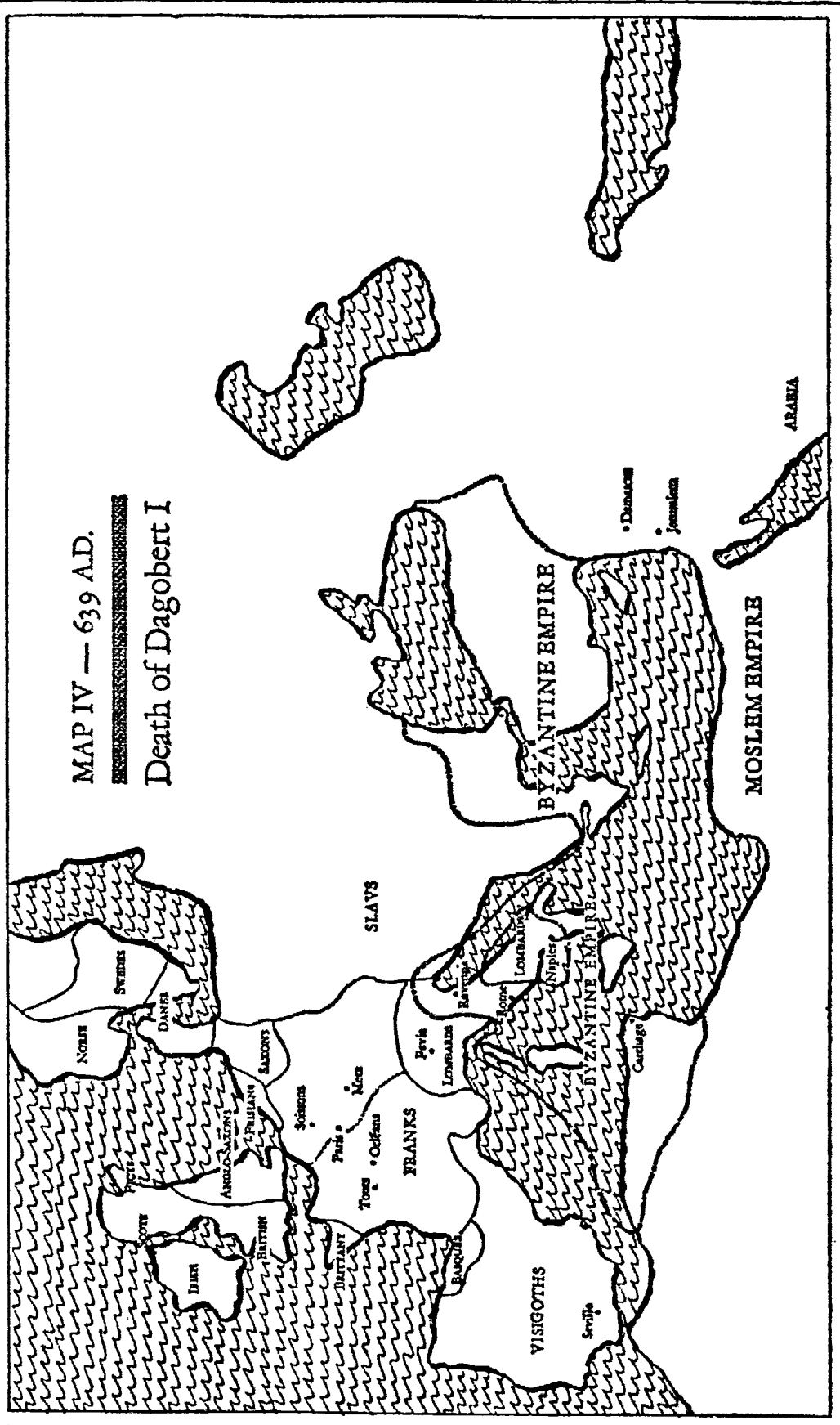
রাজা যখন অভিযানে থাকতেন তখন এই কর্তৃপক্ষ প্রাসাদের অভ্যন্তরে থাকত, এবং এখানকার বিষয়বস্তুর তদারকি করতেন। তিনি ছিলেন 'major domus' অর্থাৎ প্রাসাদের অন্যতম ব্যক্তি (আমরা এখনো 'major domus' পদটি ব্যবহার করি, এই বাগধারাটি স্পেনিশ থেকে উদ্ভূত, গৃহপরিচালনার জন্য প্রধান ভৃত্য বোঝাতো) ইংরেজিতে এই বাগধারা কিছু অংশ অনুবাদে হয়েছে 'mayor of the palace' অর্থাৎ 'প্রাসাদ-মেয়র'। মূলত, প্রাসাদ-মেয়র ছিলেন রাজার একজন ভৃত্য, এক ধরনের কেরানি যাঁর কাজ ছিল পেপারওয়ার্ক করা এবং বার্তাবহন করা। ক্রমশ যেহেতু রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছিল, ফলে তাকে আরো অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হতো, আজকের দিনে আমরা প্রধান মন্ত্রী বলতে যা বুঝে থাকি তিনি ছিলেন সেরকম একজন।

এই প্রাসাদ মেয়রের এমন ক্ষমতা ছিল যে বড় বড় ভূ-স্বামীরা অর্থাৎ লর্ডরা এই পদের জন্য প্রতিযোগিতা করতেন এবং প্রতিযোগিতা করেই একজন এই পদটি পেতেন। বাস্তবিক প্রাসাদ-মেয়রকে বিবেচনা করা হতো—লর্ডদের ভেতর সর্বোত্তম।

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ-মেয়র হয়েছিলেন ক্রুতেয়ার ২য়-র অধীনে ফ্রিডাগাওর পুত্র। তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রেশিয়ান এবং তাঁর নাম ছিল পেপিন ওয়ান অব ল্যাণ্ডেন (ল্যাণ্ডেন তাঁর একটি রাজ্যের নাম ছিল। এটি ছিল অস্ট্রেশিয়ান রাজধানী, মেটজ থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে)

MAP IV — 639 A.D.

Death of Dagobert I



ডাগোবার্ত যখন সিংহাসনে বসলেন, তিনি তখনো রাজকীয় শক্তির প্রয়োগ করতেন (তিনি সর্বশেষ মেরোভিসিয়ান যিনি রাজকীয় শক্তির প্রয়োগ করতেন) পেপিনের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে খুব দ্রুত তাঁকে অপসারণ করেন, এবং তাঁর রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে দরবারের বাইরে রাখেন। ৬৩৮ সালে ডাগোবার্ত মারা গেলে পেপিন অব লেওন ফিরে আসেন এবং পুনরায় এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ক্ষমতা নিলেন। পেপিন ৬৪০ সালে মারা গেলেন।

ডাগোবার্তের মৃত্যুর পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। ফ্রাঙ্কিস রাজা আবারো দুভাগে বিভক্ত হলো তাঁর দুই অল্পবয়সী পুত্রের মধ্যে। একজন হলেন সিগাবার্ত ৩য়, যিনি শাসন করতেন অস্ট্রেশিয়া এবং আরেকজন হলেন ক্লভিস ২য়, যিনি নুস্টিয়া শাসন করতেন। তারা দু'জন এতই অল্পবয়সী ছিলেন যে শাসন পারিচালনা তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম সম্ভব হচ্ছিল না ফলে তারা প্রাসাদ মেয়রের ওপর পুরোপুরি নির্ভর হতে বাধ্য ছিলেন। যখন তারা শাসনভার নেওয়ার যোগ্য হলেন পরিস্থিতি ততদিনে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে তারা আর রাজার মূল ক্ষমতা পেলেন না। তাঁরা এবং তাদের উত্তরাধিকারীরা মহান লর্ডদের বন্দি হয়ে রইলেন, ওইসব লর্ডেরা একাই যে অর্থ এবং সৈন্য ধারণ করতেন যা দিয়ে অনায়াসে যুদ্ধ করা যেতো।

সুতরাং মেরোভিসিয়ান রাজারা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন এবং প্রাসাদ মেয়র হয়ে উঠলেন রাজা শুধু নামটি বাদে, ফলে কোনো কোনো মেয়র মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতেন তিনি কেন রাজা নামটি ধারণ করছেন না।

এটা নিশ্চিত যে, দীর্ঘদিনের প্রথা অনুযায়ী রাজপদ মেরোভিসিয়ানদের হাতেই থেকে গেল, যারা ক্লভিসের উত্তরসূরী, ফ্রাঙ্কদের মধ্যে একটা রহস্যময় বিশ্বাস ছিল যে শুধু উত্তরসূরীরাই ভবিষ্যৎ রাজা হতে পারবেন শুধু ওই উত্তরসূরীরাই এক্ষেত্রে 'বৈধ'। (বৈধতার এই অনুভব সব সু-প্রতিষ্ঠিত রাজত্বেরই ছিল এবং এটা ছিল দুর্বল কিংবা অত্যাচারী সব রাজাদেরই একটা মোক্ষম অস্ত্র। ফলে 'অবৈধ অধিকারীদের' জন্য সিংহাসন দখল করা বেশ কঠিন হয়ে যেতো)।

এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ 'অবৈধ অধিকারী' ছিলেন গ্রিমওয়াল্ড ১ম, পেপিন অব লেনডেনের পুত্র। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ওই মেয়রের পদ তাঁর পিতার কাছ থেকে পাননি, কেননা তখনও ওই পদের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার প্রথা চালু হয়নি। তিনি ওই পদে আসীন হয়েছিলেন অন্যান্য প্রার্থীদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সংঘর্ষ করে। এই পদে আসীন হয়ে তিনি নিজের কঠোর উদ্যম আর প্রচুর ক্ষমতা বিবেচনায় এনে নিজেকে তুলনা করতে লাগলেন দুর্বল এবং তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুতুল রাজা সিগাবার্ত ৩য়-এর সঙ্গে।

সিগাবার্ত মারা গেলেন ৬৫৬ সালে, তখন গ্রিমওয়াল্ড প্রচার করলেন যে তাঁর পুত্রকে রাজা দত্তক নিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর পুত্র সিদ্দাবার্ত ৩য়-এর সিংহাসনের উত্তরাধিকার দাবি করলেন। তিনি খুব দ্রুত এই উপায় বের করলেন যদিও বৈধতার যাদুকে তিনি সহজে পরাজিত করতে পারলেন না। ফ্রাঙ্কিস সম্রাটরা মহান ক্লভিসের উত্তরসূরীদের অধীনেই (কম বেশি) কাজ করাকে পছন্দ করলেন, কিন্তু এমন কোনো

রাজার অধীনে তারা থাকবেন না যারা মূলত তাদের মতোই একজন। গ্রিমওয়াল্ড আর তাঁর পুত্রকে খুব দ্রুত হত্যা করা হলো এবং কিছু সময়ের জন্য এবং আরো একবারের জন্য রাজ্য ক্লভিস সেকেণ্ড অব নুস্ট্রিয়া অধীনে একত্র হলো।

এই একতাবদ্ধতা অবশ্য কোনো তাৎপর্য বহন করতে পারেনি, অস্ট্রিসিয়া এবং নুস্ট্রিয়া এমনভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, সাংস্কৃতিকভাবে প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদাভাবে নিজস্ব জাতীয়তাবোধের জন্ম নিল এবং তারা একটি আলাদা রাজতন্ত্রের দাবি করল শুধু যখন খুব শক্তিশালী রাজা একত্রীকরণ চাইতো তখন ব্যতীত।

ক্লভিস ২য় নিশ্চিতভাবেই এদের একজন ছিলেন না এবং অস্ট্রিসিয়া খুব দ্রুত ডাগোবার্ট ২য়-এর অধীনে চলে এলো, ডাগোবার্ট সিগাবার্ট ৩য়-এর পুত্র, যদিও গ্রিমওয়াল্ডের মতো অবৈধ দখলের সংক্ষিপ্ত এবং শোচনীয় উদ্যোগ আর কখনোই নেওয়া হয়নি। নুস্ট্রিয়াতে প্রাসাদ-মেয়র অন্যভাবে চেষ্টা করলেন। তাঁর নাম ছিল ইবরন। তিনি ক্ষমতায় আসলেন ৬৬৪ সালে, যখন ক্লভিস ২য়-এর পুত্র ক্লুতেয়ার ৩য় রাজত্ব করছিলেন। নুস্ট্রিয়াতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পুরনো ঐতিহ্য অস্ট্রিসিয়ার চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল, আর ইবরন মুখের ভাব এমন করলেন যে তিনি ঐতিহ্যের পক্ষে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে রাজ্যে এক প্রকার স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে হলে এই কোলাহলরত লর্ডদের বশে আনতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তিনি এই শত্রুভাবাপন্ন (খুব স্বাভাবিক) লর্ডদের বিরুদ্ধে তাঁকে বৈধতার প্রশ্নে কাজ করতে হয়েছে এবং তিনি যা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন তা হলো সবকিছু করা হবে ক্লুতেয়ার ৩য়-এর নামে।

৬৭০ সালে, একটি বিপদ দেখা দিল যখন ক্লুতেয়ার মারা গেলেন। এখন নতুন রাজাকে কে নিয়ন্ত্রণ করবেন? ইবরন নিজেকে নিরাপত্তার চেষ্টা করলেন, কিন্তু গ্রিমওয়াল্ডের মতো মেরোভিঙ্গিয়ান লাইন ভেঙে নষ্ট, বরং উত্তরাধিকারীকে হাতের মুঠোয় এনে। তিনি বেছে নিলেন প্রয়াত রাজার অল্পবয়সী বঁচে থাকা ছোট ভাইকে এবং তাঁকে সিংহাসনে বসালেন থিওডেরিখ ৩য় হিসাবে। তিনি খুব সতর্কতার সাথে সম্ভ্রান্ত এবং পাদ্রীদের সাথে পরামর্শ এড়িয়ে তাদেরকে ভেটো প্রদানের কোনো সুযোগ দিলেন না।

এটা ভীষণ বাড়াবাড়ি। নুস্ট্রিয়ানরা বিদ্রোহ করলেন এবং বড় ভাই শিল্ডারিখ ২য় কে সিংহাসনে বসালেন। যদিও বড় ভাই ৬৭২ সালে মারা গেলেন, তখন ছোট ভাই পুনরায় রাজা হলেন—কিন্তু ইবরন ছাড়া, নুস্ট্রিয়ান লর্ডরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁকে তাঁরা সহ্য করবেন না।

ধূর্ত ইবরন পালিয়ে চলে গেলেন অস্ট্রিসিয়ায় এবং আরেকটি মেরোভিঙ্গিয়ান পুতুল জোগাড় করে ফেললেন, তিনি হলেন থিওডেরিখের পুত্র ক্লভিস ৩য়। এই নতুন পুতুলের পেছনে থেকে তিনি ক্ষিপ্ত লর্ডদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। বাস্তবিক, অস্ট্রিসিয়ার রাজা ডাগোবার্টো ২য় ৬৭৮ সালে মারা গেলে, ইবরন তাঁর ক্ষমতা রাজ্যের অন্য অংশে বিস্তার করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

অস্ট্রিসিয়ায় তখন আরেক প্রাসাদ-মেয়রের উদ্ভব ঘটেছিলো। পেপিন অব লেনডেন-এর পুরনো পরিবার থেকে। নিহত গ্রিমওয়াল্ডের একটি বড় বোন ছিল; যার পুত্র ওই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, তিনি হলেন আরেক পেপিন, পেপিন সেকেণ্ড অব হেরিস্টাল, যে শহরে তিনি জন্মেছিলেন সেই শহরের নামে তাঁর নাম। এই শহরকে এখন বলা হয় বেলজিয়াম।

পেপিন অব হেরিস্টাল লর্ডদের আগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করলেন, তিনি ইবরনের কেন্দ্রীকরণ প্রবণতার বিরোধিতা করলেন। দুই মেয়রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো যদিও দুজনই ছিলেন সার্বভৌম। তাঁদের কেউই মেরোভিসিয়ানদের দিকে নজর দিলেন না যে কে হতে যাচ্ছে মনোনীত রাজা। দুর্বোধ্য বৈধতার খাতিরেই তাঁরা ছিলেন নামে মাত্র রাজা।

যুদ্ধের শুরুর দিকে, পেপিন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে তিনি হেরে গেছেন এবং তিনি পালিয়ে গেলেন। পেপিনের প্রধান সহযোগী মার্টিন পালিয়ে উঠলেন একটি পবিত্র স্থানে এবং তাঁকে প্রলোভিত করে সেখান থেকে বের করে আনা হয়েছিল, ওই সময়ে ওটা খুব স্বাভাবিক ছিল।

মার্টিন যে গির্জায় লুকিয়ে ছিলেন, ইবরণ সেখানে দু'জন বিশপকে পাঠালেন (সেখান থেকে তাঁকে জোর করে ধরে আনা যেতো না, তাহলে রক্তপাত হয়তো)। বিশপরা তাঁকে বললেন তাঁদের সাথে আসতে। তাঁরা তাকে আশঙ্কিত করলেন যে তাঁকে কোনো আঘাত করা হবে না, এমনকি বুকের ওপর পবিত্র দেহভস্ম নিয়েও দিব্যি কাটলেন। অস্তুত মার্টিন ভেবেছিলেন, এটার ভেতরে কোনো সাধুর হাড়গোড় হয়তো আছে। আসলে এটা ফাঁকা ছিল, আর মার্টিন যখন পৌঁছলেন ইবরন-এর কাছে, ইবরন তৎক্ষণাৎ তাঁকে হত্যা করলেন। এ ধরনের চালাকি যে অন্যায় সে কথা কারোরই মনে হলো না।

পেপিন নিরাপদে পালিয়েছিলেন, ৬৮১ সালে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ইবরনকে হত্যা করা হলো, আর এভাবেই শেষ হয়ে গেল একটি কার্যকরী মেরোভিসিয়ান রাজতন্ত্রের শেষ সুযোগ।

পেপিন খুব দীর্ঘে আরেকটি সেনাবাহিনী জমায়েত করলেন এবং নুস্ট্রিয়ার আরেক নতুন মেয়রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। ৬৮৭ সালে পেপিন সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করলেন এবং পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের মেয়র হলেন, যদিও থিওডরিখ্ ওয় এবং পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরাধিকারীরা রাজা হিসেবে থেকে গিয়েছিলেন।

যেসব মেরোভিসিয়ানরা ডাগোবার্ট ১ম কে অনুসরণ করেছেন তাঁরা ছিলেন অবলা প্রাণীর মতো, তাঁরা মদ ও নারীতে আকর্ষণ ডুবে মারা যেতেন তরুণ বয়সেই। তাঁরা তাঁদের প্রাসাদেই থাকতেন এবং লম্বা চুল নিয়ে প্রাসাদের শোভা বাড়াতেন। রাজ্যের নানারকম অনুষ্ঠানে তারা যা বলতেন এবং করতেন তা তাঁদের শিখিয়ে দেয়া হতো।

ওই যুগে যেসব মেরোভিসিয়ান রাজারা সিংহাসনে বসতেন, সেইসব রাজাদের rois faineants বা 'অকর্মা রাজা' বলে সবাই নাক সিটকাতেন। কিন্তু এরকম

পরিস্থিতিতে তাদের কি-ইবা করার ছিল। তাদের পরিস্থিতি ছিল ঠিক ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল ৩য়-এর মতো, তিনি ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রাজা ছিলেন, ওই সময় তিনি নামেমাত্র রাজা ছিলেন আর মূল ক্ষমতা উপভোগ করতেন স্বৈরশাসক মুসোলিনি।



গণদের অন্তিম সময়

ফ্রান্সিস রাজ্য যখন লণ্ডও, বহু দূরে, দক্ষিণে তাদের জন্য হুমকি আরো জোরদার হচ্ছিল। তুমুল গতিতে অগ্রসরমান আরবরা একের পর এক বিজিত প্রদেশগুলোর মানুষদের ইসলাম ধর্মে রূপান্তর করছিল, আর তাদের ধর্ম তাদের সৈন্যবাহিনীর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল দিগ্বিদিগ।

প্রায় বিলীয়মান বাইজেন্টাইন সৈন্যদল যখন উত্তর আফ্রিকায় কোনো এক শক্তিশালী কারণবশত সেখানেই আটকে ছিল, তখন সমস্ত মানুষ ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হচ্ছিল। মূলত এটা ছিল বাইজেন্টাইনদের একটি জাতীয় প্রতিক্রিয়া। স্থানীয় অধিবাসীরা প্রচণ্ড বিরক্ত ছিল তাদের ইম্পেরিয়াল শাসকদের ওপরে, যার কারণে আরবদের এবং তাদের নতুন ধর্মকে স্বাগত জানিয়েছিল।

বাইজেন্টাইনদের শুধু, আরবদের একের পর এক হামলাই প্রতিহত করতে হয়নি, তাদের প্রতিহত করতে হয়েছে তার নিজ ভূমির শত্রুভিষ্মক জনগোষ্ঠীকেও। ৬৯৮ সালে, তাদের ক্রান্ত রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। মোরোক্কো বেলিসারিয়াস প্রায় দেড়শতক আগে পুনর্দখল করেছিলেন তা এখন চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেল সাম্রাজ্য এবং খ্রিস্টান উভয়ের কাছ থেকেই। (ধ্বংসপ্রাপ্ত সাম্রাজ্যের সে সমস্ত রাজ্যগুলো জাস্টিনিয়ান দখল করেছিলেন, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল ইতালির অংশ)

বিজিত আরবরা উত্তর আফ্রিকার সমস্ত অঞ্চল দখল করে নিয়ে মেডিটেরিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলীয় সমস্ত অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চলে পরিণত করল—যা এখনো রয়েছে।

আজকে আমাদের কাছে যা মনে হয় তার চেয়েও অনেক বড় ধরনের লোকসান ছিল এটা, কেননা আমরা উত্তর আফ্রিকাকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অভ্যস্ত। সেই প্রাচীনকাল থেকেই, মেডিটেরিয়ান সাগর অঞ্চলগুলো ছিল একটি সংঘবদ্ধ শক্তি, সমুদ্রের কারণে এই সমস্ত দ্বীপগুলোতে যাতায়াত করার জন্য স্থলপথের চেয়ে জলপথেই যাতায়াত সহজ ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে, মেডিটেরিয়ান তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চল একটি একক সংস্কৃতিসম্পন্ন অঞ্চল ছিল এবং উত্তর আফ্রিকার প্রদেশ কার্থেজ ছিল যেমন রোমান তেমনি গল্-এর লাতিন ভাষাভাষীদের মতো।

উত্তর আফ্রিকা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের পশ্চিম শাখার একটি অংশ এবং এর অবদান হলো, এটা আগের চার্চগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক লেখকের জন্ম দিয়েছিল, যেমন তারতুল্লিয়ান এবং সেইন্ট অগাস্টিন। পরবর্তীজন ছিলেন অ্যাপোস্টল পল-এর পরেই সবচাইতে প্রভাবশালী ধর্মতত্ত্ববিদ।

সেই উত্তর আফ্রিকা এখন নেই, চিরতরে নেই হয়ে গিয়েছে খ্রিস্টান দিগন্ত থেকে। মেডিটেরিয়ান সাগর ফিরে গিয়েছে তার পূর্বের অবস্থায়, দুই সংস্কৃতির ভেতর বিভাজনের ফলে তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতো ওই দুই অঞ্চলের মানুষদের ভেতর। বাণিজ্য ধ্বংস হলো, আর অবনতি ঘটল পশ্চিম ইউরোপের দক্ষিণ উপকূলীয় শহরগুলোর, যারা অনেক দিন পর্যন্ত নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ইউরোপ এবং পশ্চিমের খ্রিস্টানদের জন্য ভয়াবহ সংকট তখনো অপেক্ষা করছে।

বিজয়ী মুসলমানরা তখনও কোনো গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়নি এবং তাদের থেমে যাওয়ারও কোনো লক্ষণ নেই। মেডিটেরিয়ান-এর পশ্চিম প্রান্ত কয়েক মাইল সরু হয়ে সাগরের দিকে গিয়েছে এবং সাগরের ওপারেই ভিসিগথিক স্পেন—এবং ইউরোপ। স্পেনের ভিত্তা খুবই আকর্ষণীয় একটি জায়গা এবং এর জনগণের জন্য এটাই দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছিল।

ওয়াস্কা, ভিসিগথদের সর্বশেষ কার্যকরী রাজা, তিনি পূর্বে একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কার্থেজের ওপার থেকে মুসলিম বাহিনী তখনও বাইজেটাইনের জন্য হুমকি হয়ে ওঠেনি। তাঁর উত্তরাধিকারীরা এই উদ্যোগকে ধরে রাখতে পারেননি এবং বর্তমানে এই ঝুঁকিপূর্ণ উপকূল রক্ষা করার মতো কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই।

৭০৯ সালে ভিসিগথিক রাজা উইটিজা মৃত্যুবরণ করেছিলেন, প্রণালীর ওপারে এক মহান বিজয়ী বাহিনীর হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে সম্রাট সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়ে তাদের সেই চিরায়ত ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিল। এ সময়ের সবকিছুই ছিল খুব অস্পষ্ট কেননা ওই সময়ের ধারাপঞ্জি লেখক ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত এবং অনিশ্চিত। তবে আপাতত একজন ভিসিগথিক সম্রাট রোডেরিখ সিংহাসন দখল করেন এবং রাজা হওয়ার জন্য সমস্ত করনিক্ অনুমোদন নিয়েছিলেন।

উইটিজারের বধিওত এবং ক্ষিপ্ত পুত্র এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তিনি সম্রাটদের ভেতর বিভাজন তৈরি করলেন এবং একটি গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন, ক্রোধে এবং হতাশায় উভয়পক্ষই প্রণালীর ওপারের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকল।

এই গুরুতর সময়ের একটি নাটকীয় গল্প প্রচলিত রয়েছে। গল্প অনুযায়ী, রোডেরিখ ফ্লোরিন্দা নামক এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। ফ্লোরিন্দা ছিলেন কাউন্ট জুলিয়ান-এর মেয়ে। জুলিয়ান ছিলেন কিউটার গভর্নর। কিউটা স্পেন প্রণালীর ঠিক ওপারেই অবস্থিত। ফ্লোরিন্দা রোডেরিখকে প্রত্যাখ্যান করলে রোডেরিখ তাঁকে বাধ্য করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত জুলিয়ান মুসলিম বাহিনীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে।

এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। পরিস্থিতি বিবেচনায় এই গল্পটি খুবই হাস্যকর। ওই ঘটনা ঘটার চারশত বছর পর্যন্ত এই গল্প কোনো ধারাপঞ্জি লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায়নি। কিউটাতে তখন কিংবা অন্য কোনো আমলেই ভিসিগথরা শাসন করত না। বরং মুসলমানরা আসার আগে কিউটা ছিলো বাইজেন্টাইন অঞ্চলভুক্ত, আফ্রিকার শেষ ক্ষুদ্র অঞ্চল।

এরকম হতে পারে যে কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন কিউটার বাইজেন্টাইন গভর্নর। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের থামিয়ে রাখা যাবে না, অন্তত এই মুহূর্তে, সুতরাং তিনি তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এরকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মুসলমানদের স্পেনে প্রবেশের তৎপরতা তাঁর কাছ থেকে আসেনি বরং তা এসেছে ভিসিগথ সম্রাট রোডেরিখের কাছ থেকে। প্রণালীর দক্ষিণে এখন যে শত্রুরা জমায়েত হচ্ছে তারা আরব সৈন্যবাহিনী নয়। মুসলমান সাম্রাজ্য এ সময়ে প্রায় পাঁচ হাজার মাইল পূর্বে ও পশ্চিমে প্রসারিত হয়েছে এবং তা তাদের একার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব নয়। আফ্রিকার মুসলিম সেনাবাহিনীতে অধিকাংশ সৈন্যই বর্বর, অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার স্থানীয় জনগণ। স্পেনের নিকটবর্তী উত্তর আফ্রিকার একটি অংশ, যা রোমানদের সময়ে মৌরিতানিয়া নামে পরিচিত ছিল এবং ওই অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় মুরুস (Maurus) স্পেনের উচ্চারণে এটা হয়ে যায় মোরোস (Moros) আর আমরা এটাকে বলি মুর।

উত্তর আফ্রিকায় মুরিস বাহিনীর অধিনায়ক মুসা দ্য নসেয়ারা তিনি স্পেন অভিযানের দায়িত্ব নেন খুব সতর্কতার সাথে। প্রথমে তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে একটি প্রাথমিক আক্রমণ পরিচালনা করেন, সন্তোষজনক ফল পেয়ে তিনি প্রায় সাত হাজার মুরের একটি বাহিনী তারিক-ইবনে-জাইদ-এর অধীনে প্রেরণ করলেন। ওই বাহিনী স্পেনের দক্ষিণ উপকূলের শৈলান্তরীণে গিয়ে উপনীত হলো। মুররা এই শৈলান্তরীণের নাম দিলো জেবেল-আল-তারিক (এর মানে হলো তারিকের পাহাড়)। পরবর্তীকালে এটা উচ্চারণ বিকৃতির কারণে হয়ে যায় জিব্রাল্টার এবং এই নাম এখনো রয়েছে। যে জল সীমা স্পেনকে আফ্রিকা থেকে পৃথক করেছে তার নাম হয়ে যায় জিব্রাল্টার প্রণালী।

মুরিস সেনাবাহিনী, পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়ে বার হাজার-এ পৌঁছাল, ৭১১ সালের ১৯ জুলাই কাডিজ-এ ভিসিগথের এক বিশাল সেনাবাহিনী মুখোমুখি হয়। ভিসিগথরা হয়তো ভেবেছিল তারা জয়লাভ করবে কিন্তু তারা এক প্রহেলিকাময় বিবাদ ও বিশ্বাসঘাতকতায় জর্জরিত ছিল। যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, গথিক সৈন্যদলের একটি বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের অপসারণ করে নেয়, তার নেতারা ভেবেছিলেন এই পরাজয়ের ভার রডারিখের কাঁধে চাপানো যাবে এবং তাদের নিজেদের দলের একজনকে রাজা বানানো যাবে। কিন্তু তারা ভয়ানক ভুল হিসেব করেছিলেন, পুরো বাহিনীই তছনছ হয়ে যায় এবং পরাজয়ের গ্লানি পুরো বাহিনীর ওপর পড়েছিল।

রডারিখকে শেষ দেখা গিয়েছিল যখন তিনি প্রাণপণে পালাচ্ছিলেন এবং ধারণা করা হয় কাছাকাছি কোনো নদী পার হতে গিয়ে তিনি ডুবে মারা যান। অস্ট্রোগথদের মতো

ভিসিগথরাও ইতিহাসের পাতা থেকে উধাও হয়ে গেল, আর রডরিখকে বলা হয়ে থাকে ‘সর্বশেষ গথ’। প্রায় ২৬০ জন গথ এসে পৌঁছেছিল কৃষ্ণসাগরের তীরে এরপর ধীরে ধীরে রোমান সাম্রাজ্যে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। ৭১১ সালে এসে তাদের সমাপ্তি ঘটে। সাড়ে চারশতকের ঝঞ্ঝাময় ইতিহাসে তারা পথ চলতে থাকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর পেছনে ফেলে যায় এক মহৎ নাম, থিওডরিখ দ্য অস্ট্রোগথ।

তারিকের কাছে খুব দ্রুত পতন ঘটতে থাকে স্পেনের। এই মহান বিজয় ভিসিগথদের মনোবল পুরোপুরি ভেঙ্গে দেয়, কৃষক সম্প্রদায় তখন পুরোপুরি অসহায়। উপরন্তু মুররা যেখানেই যাচ্ছিল, ইহুদিরা তাদের সাহায্য করছিল, যে ইহুদিদের এই উপদ্বীপে প্রায় একশতকব্যাপী ভয়ানক নিপীড়ন এবং হত্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে হতভাগ্যদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন নেই।

তারিকের অধিকর্তা মুসা, আরো অধিকসংখ্যক সেনা নিয়ে খুব দ্রুত জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করলেন, কেননা ওই বিজয়ের গৌরবের কৃতিত্ব শুধুমাত্র তারিকের একার হতে পারে না। দৃশ্যপটে দু’জনের আবির্ভাবের ফলে ভিসিগথিক রাজ্য পুরোপুরি দখলে চলে আসলো ৭১৪ সালে। শুধু উত্তর পাহাড় অঞ্চলে, বিশেষ করে বান্সদের ভেতর, পুরোপুরি বিজয় লাভ তখনো হয়নি।

খ্রিস্টান গেরিলারা সেখানে থেকেছিল ছোট খ্রিস্টান রাজ্যের কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য এবং প্রায় সাত শতাব্দীরও বেশি সময় লেগেছিল এই উপদ্বীপে পুনরায় খ্রিস্টান রাজত্ব গড়ে তুলতে। কিন্তু সেটা ছিল ভবিষ্যতের কথা, আর বর্তমানে কিছু সময়ের জন্য, স্পেন পাশ্চাত্য ইতিহাসের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

চার্লস মারটেল



স্পেনে মুর অভিযানের প্রাক্কালে ফ্রাঙ্করা ভয়ানক শত্রুভাব নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ালো। হেরিস্টালের পেপিন মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তিনি প্রাসাদের একজন শক্তিশালী মেয়র ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে হয়তো অনেক ক্ষতি হতে পারতো, এবং হয়েছিলও তাই, উত্তরাধিকারী নিয়ে ভয়ানক সংঘর্ষ আগে থেকেই চলছিল যখন এই শত্রুরা চলে এসেছে একেবারে কাছাকাছি।

পেপিন তাঁর পুত্র গ্রিমওয়াল্ড ২য় কে তাঁর জায়গায় অধিষ্ঠিত করে শান্তি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উইল বা ইচ্ছাপত্র বাতিল করার মতো প্রচুর সহজ উপায় ছিল। পেপিন-বিরোধী সম্রাটরা গ্রিমওয়াল্ডকে হত্যার আয়োজন করলেন। যদিও পেপিনের নিজেরই এক পা তখন কবরে, তারপরেও এই কৃতকর্মকে বিবেচনা করা যেতে পারে এক ধরনের মুক্তি হিসাবে।

পেপিন নিজেকে জাগিয়ে তুললেন, মনে হয় কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুকে স্বগিত রাখলেন, শেষ যুদ্ধে তিনি বিরোধীদের পরাজিত করলেন এবং মারা গেলেন ৭১৪ সালের ডিসেম্বরে।

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। গ্রিমওয়াল্ডের মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ চলতে থাকলো, আর অন্যদিকে মুররা পাইরেনিস থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে থাকলো।

পেপিনের সকল বৈধ পুত্রই মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রানী চেষ্টা করেছিলেন তাঁর দৌহিত্রের নামে রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে, তাঁর দৌহিত্র ছিলেন নিহত গ্রিমওয়াল্ডের পুত্র। একজন রানীর শাসন এবং একজন শিশুর শাসন আর যাইহোক মোটেও আকর্ষণীয় নয়, আবার নুসট্রিশিয়ানরা যে কোনো কারণবশতই হোক অস্ট্রেশিয়ানদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। তারা বিদ্রোহে মেতে উঠল (অবশ্যই তখন একজন মেরোভিসিয়ান রাজা ছিলেন, ডেগোবার্তো ওয়, যিনি অস্ট্রেশিয়া এবং নুস্ট্রিয়া উভয় রাজ্যই শাসন করতেন, কিন্তু তাতে কারো কোনো জক্ষেপ ছিল না)।

ওই সময় মাঠে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন। পেপিন অব হেরিসটালের আরও একজন বাড়তি পুত্র ছিল, অবৈধ পুত্র, যিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর সময় ২৬ বছর বয়স্ক ছিলেন। এই তরুণ যুবকের নাম ছিল কার্ল (Karl) এবং ওই নামের একটি মাজার ইতিহাস রয়েছে। এই নামটির উৎপত্তি হয়েছে একটি পুরনো টিউটনিক শব্দ থেকে, এই শব্দটি নীচু শ্রেণীর মুক্ত মানুষ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো এবং পরবর্তীকালে এর আরো অবনতি হয় এবং এই শব্দ সার্বফদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। ইংরেজি শব্দ 'Churl' ওই একই উৎস থেকে উৎপত্তি।

সম্ভবত তাঁর পিতা আদর করে তাঁর এই নাম দিয়েছিলেন এটা নির্দেশ করতে যে ঐ ছেলের জন্য একটি নীচু জাতিতে। যাইহোক কার্ল কালক্রমে নিজেকে এমন এক মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন যে (এবং এ কারণেই, তাঁর নাতিও এই নাম নিয়েছিলেন) ওই নাম, যে নামের জন্য একটি আস্তাবলে, সে নাম ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম ইউরোপের রাজপরিবারগুলোয়, এ-নাম ধারণ করলেন অস্ট্রিয়ার রাজা, গ্রেট বৃটেনের রাজা, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, ইতালি স্পেন এমনকি সুইডেনের রাজাও। তাদের সবার মধ্যে পেপিনের পুত্র কার্লই হচ্ছেন এই নামে প্রথম ব্যক্তি। এই নামের লাতিন রূপ হলো ক্যারোলাস (Carolus), ফলে কার্লের বংশধররা 'ক্যারোলিঙ্গিয়ান' নামে পরিচিত হলো। নিশ্চিত করে বললে, জার্মানীক নাম কার্ল আমাদের কাছে ফরাসী রূপে চার্লস (Charles) নামে পরিচিত। আর যেহেতু কার্ল তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি হাতুড়ি পেটার মতো করে সামরিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন, সে কারণে, ইংরেজি ভাষাভাষীর ঐতিহাসিকদের কাছে তিনি চার্লস মারটেল (Charles Martel) নামে (Karl the Hammer) পরিচিত।

পেপিনের রানী পেপিনের মৃত্যুর পরই চার্লস মার্টেলকে বন্দি করে কয়েদখানায় রেখেছিলেন, কেননা তিনি খুব ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন যে মার্টেল তাঁর দৌহিত্রের জন্য ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠবেন। নুস্ট্রিয়ানরা তাঁকে একটি যুদ্ধে

পরাজিত করলে রানীর শক্তি ভেঙ্গে গেল। চার্লস কয়েদখানা থেকে পালালেন, এরপর তিনি মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া অস্ট্রেশিয়ান শক্তিকে নিজের আয়ত্তে আনলেন এবং নুস্ট্রিয়ানদের পরপর দু'বার পরাজিত করলেন। তিনি পেপিনের রানীকে বাধ্য করলেন তাঁকে অস্ট্রেশিয়ার প্রভু হিসেবে মেনে নিতে, এরপর নুস্ট্রিয়ানদের পুনরায় পরাজিত করতে অভিযান চালালেন।

দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি ফ্রাঙ্কিস রাজ্যকে একতাবদ্ধ করে তাঁর পিতার মতো তিনিও পুরো রাজ্যকে তাঁর শাসনাধীনে আনার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকলেন, আর অন্যদিকে মুররা ক্রমেই তাঁর জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে উঠতে থাকলো।

আকুইতাইন, দক্ষিণ নুস্ট্রিয়ার লরে এবং পাইরেনিস্-এর মাঝামাঝি অবস্থিত, এই ভূমিতে এক সময় তুলুস রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর এটাই ছিল রোমান মাটিতে প্রথম জার্মান রাজ্য। দুই শতাব্দী আগে ক্লডিস ১ম ভিসিগথ অ্যালারিখ ২য়র কাছে থেকে আকুইতান দখল করেছিলেন, কিন্তু এই রাজ্য ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের চিরস্থায়ী অংশ কখনও হয়ে উঠতে পারেনি। রাজ্যটি তাঁর নিজেদের একটি ডিউক বংশের অধীনে আধা-স্বাধীন অবস্থায় থেকে গিয়েছিলো, আর ওর সংস্কৃতি ছিলো ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি রোমান ও সভ্য। (খাঁটি জার্মান অস্ট্রেশিয়ার কথা নাই-বা ধরা গেল)

মুররা যখন স্পেন অধিকার করল আকুইতাইন তখন ডিউক ইউড-এর অধীনে ছিলো। ইউড তাঁর নিজের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পেপিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠা গৃহযুদ্ধকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, এবং হয়তো তিনি সফলও হতে পারতেন, যদি না মুররা তাঁর জন্য ভয়ানক হুমকি হয়ে উঠতো।

যুদ্ধরত চার্লস মার্টেলের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের পরেই ইউডকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল মুরিশ সৈন্যবাহিনীর সাথে এবং তিনি একটি মুরিশ আক্রমণকারী দলের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। ইউড ৭২১ সালে তাঁর রাজধানী তুলুসুর তোরণে মুরিশদের একটি বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এর বিনিময়ে তিনি কয়েক বছরের জন্য শান্তি আদায় করেছিলেন। তারপর তিনি ওই শান্তির সময়কে আরো দীর্ঘায়িত করার জন্য মুরিশ জেনারেলদের ভেতরে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন। (কথিত আছে যে, ওৎমান (Othman) নামক এক মুরিশ জেনারেল ইউডের কন্যার প্রেমে পড়ে যান, এবং তাঁকে বিয়ে করেন। এরপর ওৎমান তাঁর নিজের অধিকর্তা আবদুর-রহমানের বিরুদ্ধে গিয়ে ইউডকে অনুগ্রহ করেছিলেন। এই গল্প কতটা সত্য তা বলা মুশকিল, কেননা ধারাপঞ্জি লেখকেরা প্রেম এবং রোমান্সের গল্প বলা শুরু করলে আর দম্ ফেলতেন না)।

আবদুর রহমান অবশ্যই ইউডের ষড়যন্ত্রে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তিনি তাঁকে শান্তি দানের জন্য একটি কঠোর উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ৭৩২ সালে মুররা একটি নৌবাহিনী গড়ে তুললো এবং আকুইতানের দিকে অগ্রসর হলো। ইউড দেখলেন যে তাদের থামানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তিনি বাধ্য হয়ে চার্লস মার্টেলকে ডাকলেন।

চার্লস মার্টেল অবশ্যই তাঁর এই আশু বিপদের ব্যাপারে অন্ধ ছিলেন না। তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে, ডিউক অধিকৃত উত্তর আকুইতিয়ানের উত্তরে, তুর নগরীর

কাছাকাছি, লরে নদীর তীরে উপনীত হলেন। মুরদের সঙ্গে লড়াইতে হলে মার্টেলকে অবশ্যই নিজস্ব অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, কেননা আরবদের রয়েছে চমৎকার অশ্বারোহী দল, আর রয়েছে ক্ষিপ্ত গতিসম্পন্ন আরবীয় ঘোড়া। ফ্রাঙ্কিস স্টাইলে যুদ্ধ করতে হলে তাঁর প্রয়োজন বিশালাকৃতির অশ্ব এবং গড়ে তুলতে হবে বিশাল আকৃতির অশ্বারোহীবাহিনী। এই ধরনের যোদ্ধা দলের উদ্ভব ইউরোপের মাটিতে এই প্রথম এবং এই যোদ্ধা বাহিনী থেকেই উদ্ভব হয় মধ্যযুগীয় নাইটের যারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা নিয়ে কৃত্রিম যুদ্ধে অংশ নিত।*

ক্যাভারলি (অশ্বারোহী বাহিনী) গঠন করার জন্য চার্লসের প্রয়োজন পড়ল প্রচুর অর্থের, আর এই অর্থ পাওয়ার জন্য তিনি চার্চ ছাড়া আর অন্য উৎস খুঁজে পেলেন না। কয়েক শতক ধরে চার্চ যে সম্পদ অর্জন করেছে তাতে ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের এক তৃতীয়াংশই চার্চের মালিকানাধীনে চলে গিয়েছিল। এর কিছু অংশ ছিল বিশপদের অধীনে, যে বিশপরা চার্লসের বিপক্ষে নুস্টিয়ানদের হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং তাদের এই অপরাধের জন্য তাঁদের অধিকার বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

যেভাবেই হোক, চার্লস খুব মূল্যবান সম্পত্তিগুলো যোদ্ধাদের ব্যবহারের জন্য নিলেন, ওইসব সম্পত্তিগুলো যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় ঘোড়া এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যা ক্যাভারলি গঠনে দরকারি তা যোগাতে পারবে। এইসব কিছুই মুরিশ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছিল, ফলে চার্চ এতটো দুর্ভাগ্য হবে তা সবাই জানতো, এবং বাস্তবিক এই বিষয়টি নিয়ে ওই সময় কোনো প্রকাশ্য সমালোচনা হয়নি। পরবর্তী শতকগুলোতে, পাদ্রীসুলভ ধারাপঞ্জি লেখকেরা চার্লসের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যে গল্প চালু হয় তা হলো, তাঁর মৃত্যুর পর শয়তান তাঁকে ধরে নরকে নিয়ে গেছে।

ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বছর ৭৩২ সাল। ওই বছর চার্লস তাঁর ভারী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ইউড-এর আমন্ত্রণে লরে নদী অতিক্রম করলেন, এবং অগ্রসর হতে থাকলেন দক্ষিণ দিকে ৬০ মাইল দূরে পইতিয়ার অভিমুখে। দুই বাহিনী ঠিক কোন স্থানে মুখোমুখি হয়েছিল তার সঠিক উল্লেখ ইতিহাসে নেই, ফলে ওই যুদ্ধকে একেকজন একেকভাবে বর্ণনা করেন, কেউ বলেন তুরের যুদ্ধ, কেউ বলেন পইতিয়ারের যুদ্ধ।

মুরিশ ক্যাভারলি ফ্রাঙ্কিসদের কাছে বার বার পর্যুদস্ত হচ্ছে, এবং আক্রমণ চালানো মুরিশদের কাছে ক্রমশ ভয়ানক কঠিন হয়ে উঠছিল। ময়দানে যখন রাত নেমে এলো, মুরিশ সেনানায়ক বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এইসব ভয়ানক ফ্রাঙ্কিস ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে পরের দিন নতুনভাবে যুদ্ধ করার। তারা সাহস দেখানোর জন্য ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু পরের দিন ভোর না হতেই তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে

* আমরা এই ঘটনাকে কিং আর্থার এবং তার নাইটদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করি, কিন্তু কিং আর্থার কিংবা ওই উপাখ্যান যে কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা অন্তত আরও দুশত বছর আগের, সুতরাং রাউণ্ড টেবিলের বর্ম আচ্ছাদিত যেসব নাইটের চিত্র দেয়া আছে তা পুরোপুরি ভুলভাবে কাল নির্দেশ করা হয়েছে।

চলে গিয়েছিল। মুরিশরা রাতে পশ্চাদপসরণ করলে চার্লস মার্টেলের অশ্বারোহী বাহিনী এক মহান যুদ্ধ জয় করল।

রীতিসম্মতভাবে এই যুদ্ধকে মনে করা যেতে পারে ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বাঁক হিসেবে। মোহাম্মদের মৃত্যুর ঠিক একশত বছর পর এই প্রথম ইসলামের অদম্য গতি বাধাপ্রাপ্ত হলো। ফ্রাঙ্করা যদি এই যুদ্ধে না জয়লাভ করতো তাহলে সমস্ত ইউরোপ মোসলেমদের অধীনে চলে যেতো।

যাই হোক, এখন সহজেই সন্দেহ করা যায়। পাইরেনিস-এর উত্তরে মুররা, সম্ভবত যতটা ভয়ানক শত্রু মনে করা হয়েছিল ততটা ভয়ানক নয়। স্পেনে মুরদের সমস্যা চলছিল। সেখানে উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতে গেরিলা শক্তি ছিল, এবং তাদের নিজেদের নেতাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা চলছিল। এমনকি চার্লস মার্টেল যদি হেরেও যেতো, তারপরেও মুরিশ বাহিনী আরো অগ্রসর হতে পারতো কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা, মুসলিম সাম্রাজ্যের বিশালত্বে ইতিমধ্যেই চিড় ধরেছে।

বস্তুত, কেউ যদি সুনির্দিষ্ট একটি যুদ্ধের কথা বলে, যে যুদ্ধ মুসলমানদের অদম্য অগ্রগতি থামিয়ে দিয়েছিল, তাহলে অবশ্যই তাকানো উচিত ৭১৭ এবং ৭১৮ সালের কনস্টান্টিনোপলের দিকে (যখন স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল) সেখানে মহান আরবীয় অবরোধকে প্রতিরোধ করা হয়েছিল এবং শত্রুদের ওপর দৃঢ়পায়ে দেয়া হয়েছিল এক ভয়ানক পরাজয়। খ্রিস্টান শক্তির একেবারে কেন্দ্রস্থলে মূল ইসলামিক শক্তিকে পরাজিত করা, আর ওই দূর বিজন দেশে ফ্রাঙ্কিস রাজত্বে খণ্ড একটি যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যাই হোক, ঐতিহাসিকরা স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক। আমরা আমাদের সংস্কৃতি নিয়েছি পশ্চিম ফ্রাঙ্কদের পথ ধরে পুরনো পৃথিবী থেকে, পূর্ব বাইজেন্টাইনের পথ ধরে নয়, আর এই যুদ্ধটা ছিল ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে নয়, এবং এটাই হলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

ওই বিজয়ের গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে যাই হয়ে থাকুক না কেন, কোনো সন্দেহ নেই যে, এতে চার্লসের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং ফ্রাঙ্কিস রাজ্যকে একতাবদ্ধ করার জন্য এই বিজয় প্রভূত সাহায্য করেছিল। তখনও তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে শুধু এবং সব সময়ের জন্য প্রাসাদের একজন মেয়র হিসেবেই থেকে গেলেন, আর মেরোভিঙ্গিয়ান রাজা হিসেবে থাকলেন ডাগোবার্ট ৩য়, চার্ল মার্টেল যখন তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করেন তখন তিনিই সিংহাসনে ছিলেন, এরপর আসলেন তাঁর চাচাতো ভাই শিল্লারিখ্ ২য়, তারপর তাঁর পুত্র থিওডরিখ্ ৪র্থ। ৭৩৭ সালে থিওডরিখ্ মারা গেলে চার্লস সিংহাসন ফাঁকা রাখলেন। মেরোভিঙ্গিয়ানদের অবস্থা আঁচ করার জন্য এটাই যথেষ্ট যে শূন্য সিংহাসনের ফলে কোথাও কোনো ছন্দপতন ঘটেনি। সম্ভবত কেউ খেয়ালও করেননি যে এটা ফাঁকা।

তারপরেও চার্লস নিজেকে রাজা বানানোর কোনো চেষ্টা করেননি কিংবা তাঁর পুত্রের জন্য রাজপদও নির্ধারণ করে যাননি। বৈধতার যাদু তখনও সক্রিয় আর তাছাড়া তাঁর অবশ্যই মনে আছে তাঁর মাতামহের ভাই গ্রিমওয়াল্ডের কথা।



৬ ♦. মেয়র থেকে রাজা

রোমের সন্ধিক্ষণ

৬ ০৪ সালে মহান পোপ গ্রেগরির মৃত্যুর পর, পাপাসি (পোপের পদ ও মর্যাদা) ইতালির দু'টি পার্থিব শক্তির ভেলকিবাজির বিষয় হয়ে দাঁড়াল, একটা শক্তি হলো রেভান্নার ইম্পেরিয়াল এক্সারখ্ আরেকটি হলো পাভিয়ার শক্তিশালী শাসকসহ লম্বার্ডের ডিউকবৃন্দ।

উভয় পক্ষই ছিল ভয়ানক, কারণ উভয় পক্ষের হাতেই ছিল সামরিক শক্তি, এরকম পরিস্থিতিতে তারা রোমে আধিপত্য করে এবং পোপকে আরো একবার পুতুলে পরিণত করার হুমকি হয়ে উঠে। এই পরিস্থিতি থেকে পাপাসিকে কোন জিনিসটি রক্ষা করতে পারে, অন্ততপক্ষে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও আবার লম্বার্ড সম্রাটরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত আর সাম্রাজ্য আক্রান্ত হলো প্রথমে পারস্য দ্বারা, এর পর একের পর এক ভয়ানক এবং ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করতে থাকলো মুসলমানরা।

যখন বিপদ আসলো, তখন তা কোনো অস্ত্রধারী সৈনিকের বর্শার ফলক ধরে আসেনি, এসেছে চিত্তার পাখায় ভর করে। হেরাক্লিয়াস যখন সম্রাট ছিলেন, তিনি খুব ভালো করেই বুঝতে পারলেন যে পারস্যিয়ানরা কেন খুব সহজেই সিরিয়া আর মিশর দখল করে নিতে পারল, তারা পারল কারণ তাদের ধর্মীয় মতবাদের সাথে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মীয় মতবাদের ব্যাপক বিসাদৃশ্যতা ছিল। এছাড়া পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ততায় ভরা, যার কারণে সিরিয়া আর মিশর বলতে গেলে পারস্যিয়ানদের স্বাগত জানিয়েছিল তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে।

এসব কারণে হেরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলের অর্থডক্স এবং মিশর ও সিরিয়ার ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে একটি আপসরফার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই আপসরফা monothelism নামে খ্যাত। এবং এটা ছিল এক বিরাট ব্যর্থতা। সিরিয়া ও মিশরবাসীরা এটা মেনে নেয়নি এবং তারা খুব সহজেই ইসলামিক বাহিনীর কাছে শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ করলো যেমন করেছিল পারস্যানদের কাছে। অন্যদিকে অর্থোডক্সরা ছিল চরম অসন্তুষ্ট, বিশেষ করে পোপ খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

ধর্মীয় বিতর্ক চরমে ওঠে ৬৪৯ সালের ঠিক পরেই, যখন মার্টিন ১ম পোপ নির্বাচিত হন, তিনি একটি পারিষদকে আহ্বান করলেন monothelism কে সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য এবং এর পর চেষ্টা করলেন পশ্চিম চার্চকে একটি যৌথ প্রতিরোধ শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। বাইজেন্টাইন সম্রাট, যদিও মুসলমানদের কাছে ভয়ানকভাবে বিধবস্ত হয়েছিলেন, তার পরেও তিনি ইতালিতে খুবই শক্তিশালী ছিলেন। ৬৫৩ সালে এক্সারখ্ মার্টিনকে গ্রেফতার করলো। তাঁকে কনস্টান্টিনোপলে পাঠানো হলো, যে কনস্টান্টিনোপলে তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছিল, এবং অবশেষে তাঁকে ক্রিমিয়ায় (বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের 'সাইবেরিয়া') নির্বাসন দেওয়া হলো। সেখানে ৬৫৫ সালে তিনি মারা যান।

কনস্টান্টিনোপলই তাঁকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করে। সিরিয়া এবং মিশর পুনরুদ্ধারের সকল সম্ভাবনা আপাতত তিরোহিত, সেখানকার ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বীদের শান্ত করার আর কোনো উপায় নেই। উপরন্তু কনস্টান্টিনোপলের নিরাপত্তা আরো দুর্বল হয়ে গিয়েছে। মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের রাজধানী অবরোধ করে, যদিও তারা বিতাড়িত হয়েছিল, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে তারা আরার দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে আসবে। সাম্রাজ্য, বিষয়গুলো কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ফলে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন তাদের এখন নতুন বন্ধু খুঁজে বের করতে হবে।

৬৮০ সালে বিশপদের একটি পারিষদ কনস্টান্টিনোপলে একত্র হলেন এবং monothelism আপসরফার বিষয়টি পুরোপুরি বাতিল করলেন। ৬৯২ সালে প্যাট্রিয়াক্ অব কনস্টান্টিনোপল পোপদের সমমর্যাদা দিতেও স্বীকার হয়েছিল।

ধর্মীয় বিপদ কেটে যাওয়ার পর পাপাসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও শীঘ্রই আরেকটি বিপদ এবং ভয়াবহ জাগতিক বিপদের হঠাৎ করেই উদ্ভব ঘটল। ৭১২ সালে একজন নতুন এবং প্রতাপশালী রাজা লিউতপ্রান্দ পাভিয়ায় লম্বার্ড সিংহাসনে বসলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করলেন সমস্ত বিবাদরত অভিজাতদের তাঁর ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। এখানে বিপদের কথা হলো এই যে, যদি তিনি লম্বার্ডদের একতাবদ্ধ করে ফেলেন তাহলে পোপ তাদের সামনে একেবারে অসহায় হয়ে পড়বেন। এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, যোগ্য রাজা লিউতপ্রান্দ ৭১২ সাল এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে তাঁর লম্বার্ড বিষয়ক সমস্ত কর্মকাণ্ডে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। কেননা ওই সময়ে ইউরোপে যে কোনো যোগ্য রাজারই থাকতো দ্বি-পক্ষীয় ভয়ানক হুমকি। পশ্চিমে স্পেন পদদলিত এবং মুসলমানরা আক্রমণের জন্য উত্তরে পাইরেনিসের দিকে ধাবমান।

পুবে, মুসলমানরা এশিয়া মাইনরে প্রবেশরত এবং কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা ততদিনে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।

তাহলে খ্রিস্টান ইউরোপে কি এসময় তাঁদের অভ্যন্তরীণ ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসলমান হুমকি প্রতিরোধ করা কি উচিত নয়?

দুর্ভাগ্যবশত ৭১২ সালের ইউরোপের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। অভ্যন্তরীণ বিবাদ অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিধ্বস্ত, যানবাহন ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব, একতাবদ্ধ হওয়ার সমস্ত সম্ভাবনা উধাও, সুতরাং পাইরেনিসের গায়ে চিমটি কাটলে আল্লসের কাছে এর অনুভূতি পৌঁছানোর কোনো উপায় ছিল না, আল্লস ছিল ৩০০ মাইল দূরে।

খ্রিস্টান-ইউরোপ যদি টিকে থাকতে চায়, তাহলে তাকে নিজস্ব সেনাবাহিনী দিয়েই টিকে থাকতে হবে, কোনো সমন্বয় ছাড়াই আলাদাভাবে নিজে নিজে কাজ করতে হবে। সৌভাগ্যবশত অনেকটা সেরকমই হয়েছিল।

৭১৭ সালে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কনস্টান্টিনোপলের বিশাল এলাকা এবং সমুদ্র আরবরা অবরোধ করলো, এসময় বাইজেন্টাইন, এক নতুন প্রতাপশালী সম্রাট পেল, তিনি হলেন লিও ৩য়, খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বাইজেন্টাইনকে রক্ষা করলেন এবং এর পর আক্রমণে গেলেন, তিনি ‘গ্রিক ফায়ার’ (একটি রাসায়নিক মিশ্রণ, সংস্কৃত এতে পেট্রোলিয়াম জাতীয় কিছু থাকতো যা পানির সংস্পর্শে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলজ্বাল করে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, এবং আরবের অনেক জাহাজ পুড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন এবং তাদের নৌবহরকে বিতাড়িত করতে পেরেছিলেন।

মুসলমানদের পরাজিত করে কনস্টান্টিনোপল অনেক ধর্মীয় এবং অস্ত্রের যোগান পেতে পারতো, এবং মুসলমানরা পুনরায় তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে পারতো না। এশিয়া মাইনরে মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া মুসলমানদের ওপর তিনি প্রতিআক্রমণ চালালেন এবং তিনি এতে সফল হয়েছিলেন, আর ৭১৮ সালে বিশাল নৌবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে, অবমানিত হয়ে দ্রুত পলায়ন করল।

এই সেই বিজয় যার কথা আমি আগে বলেছিলাম, যা প্রবল বিক্রমে ধৈর্যে আসা আরবদের থামিয়ে দিয়েছিল। ১৫ বছর পরে চার্লস মার্টেলের বিজয় এই তুলনায় ছিল খুবই ক্ষুদ্র একটি ঘটনা।

রোমের কাছে বাইজেন্টাইনের বিজয়, ক্রমবর্ধমান লম্বার্ড হুমকির বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। পোপের জন্য খুব ভালো বিবেচনামূলক কাজ হবে এক্সারখ্ এর সঙ্গে লিউতপ্রান্ডের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে জোট বাধা।

দুর্ভাগ্যক্রমে, বাইজেন্টাইনের পুনরুজ্জীবনে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে লাগল। এবং পোপের মৃত্যু তাদেরকে সম্ভ্রষ্ট করল, লিও ৩য় নিজেই ধর্মীয় সংস্কারক হওয়ার জন্য উৎসাহী হলেন। তাঁর মতে, খ্রিস্টীয় চার্চগুলো নানাবিধ কুসংস্কারমূলক চর্চায় নিমজ্জিত। বিশেষ করে মূর্তি এবং ছবি পূজার বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের মধ্যে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

চার্চের অফিসিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি এমন ছিল যে, ওই সমস্ত ছবি কিংবা ‘আইকন,’ প্রার্থনাকারীদের মনে শুধু ওই সমস্ত ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কথা মনে করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। লিও এবং তাঁর দল, মনে করতেন যে চিত্রের এবং আইকনের ওইসব ব্যক্তিদের মূল বিষয় অবহেলিত হয়ে তাঁরা পূজিত হতে লাগলেন যার ফলে খ্রিস্টান ধর্ম ভয়াবহ বিপদের মধ্যে রয়েছে কেননা তারা অচিরেই মূর্তিপূজারী হয়ে যেতে পারে।

লিও সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিলেন এবং এভাবেই সূচনা হয়েছিল। প্রতিমাবিনাশ আন্দোলনের (মূর্তিভাঙ্গা) যুগ। লিও এবং তার উত্তরাধিকারীরা প্রতিমাবিনাশ আন্দোলনেরকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সমর্থন করেছিলেন, ওই পুরো সময় ধরে পশ্চিম চার্চ-এর বিরুদ্ধে ছিল, এবং পোপ নিজেই প্রতিমাবিনাশ-বিরোধী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের কার্যক্রমে পেপাল এতই ভীত হয়ে পড়ে যে, গ্রেগরি ২য় (ওই সময়ের পোপ) বুদ্ধিতে পারলেন যে, লিউতপ্রান্ডের সঙ্গে গাঁট বাঁধাই ভালো। সাম্রাজ্যের বিরোধী মতবাদের চেয়ে লম্বার্ডের বর্ষার ফলক উত্তম।

লিউতপ্রান্ড পোপের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনকে স্বাগত জানালেন। ওই মুহূর্তে, তিনি এক্সারখকে তাঁর পরবর্তী শত্রু বলে মনে করলেন। ইম্পেরিয়াল অধিরাজাগুলো যখন নিরপেক্ষ এবং একীভূত হয়ে গেল, তখন পোপ হাতে অনেক সময় পেলে। সে কারণে, তিনি ইম্পেরিয়াল শক্তিকে আক্রমণ করলেন এবং তাদের একে একে তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। ৭২৮ সালে তিনি রেভান্নাকে সাময়িক সময়ের জন্য দখল করে নেন।

এখন, গ্রেগরি ২য়-এর দ্বিতীয় ভাবনা শুরু হল, তিনি দিব্যচক্ষু দেখতে পেলেন যে, ইম্পেরিয়ালের সমস্ত শক্তিকে যদি ইতালি থেকে বিতাড়িত করা হয়, তাহলে তিনি লম্বার্ডদের সামনে পুরোপুরি অসহায় হয়ে পড়বেন। ৭২৭ খ্রিঃ গ্রেগরি ইতোমধ্যেই ফ্রাঙ্কদের সহায়তা নিয়েছিলেন, ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে সুবিশেষভাবে একটা দূরত্ব ছিল এবং ঐতিহ্যগতভাবে ফ্রাঙ্করা হলো খ্রিস্টান, গ্রেগরি দ্য গ্রেট একজন মেরোভিসিয়ান রাজাকে একটি পত্র দিয়েছিলেন কিন্তু তা দিয়ে অবশ্যই কোনো লাভ হয়নি।

নতুন গ্রেগরি, গ্রেগরি ২য়, প্রাসাদ-মেয়র চার্লস মার্টেলের শরণাপন্ন হলেন। চার্লস মার্টেল খুব মৃদুভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা তিনি নিজেই জড়িয়ে আছেন নানান ঝামেলায়, তাঁর নিজের সম্রাটদের সঙ্গে যুদ্ধ, তাছাড়া তুরের যুদ্ধ এখনো শুরুই হয়নি। (যাই হোক না কেন, পোপের সাহায্যে এগিয়ে আসা নিয়ে চার্লসের যে দ্বিধাবদ্ধতা ছিল পাদ্রিসুলভ ঘটনাপঞ্জির লেখক কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত আরেকটি অভিযোগ যিনি পরবর্তীকালে তাঁর আত্মা জমা রেখেছিলেন শয়তানের কাছে।)

৭৩১ সালে গ্রেগরি ২য় মারা গেলেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন গ্রেগরি ৩য়। এই নতুন গ্রেগরি প্রতিমাবিনাশ আন্দোলনের চরম বিরোধী, তাঁর পূর্বসূরীর চেয়েও তিনি এ ব্যাপারে আরো বেশি ভয়ংকর, এবং সম্রাট লিও ৩য় কে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করলেন। লিওকে বঞ্চিতকরণ সত্ত্বেও লম্বার্ডদের হুমকি বিন্দুমাত্র কমেনি, আর ৭৩৯ সালে ওই নতুন পোপ পুনরায় চার্লস মার্টেলকে আবেদন করলেন।

পরিস্থিতি এখন অনেক পরিবর্তিত। তুরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেছে এবং এই যুদ্ধে চার্লস আকাশছোঁয়া মর্যাদা লাভ করলেন। তিনি আরো বড় বড় ঝুঁকি নিতে পারতেন। উপরন্তু, যেদিন থেকে সম্রাটকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, পোপ (তাঁর নিজের দৃষ্টিতে) নিজেকে ইম্পেরিয়াল ক্ষমতা পেয়ে গেছেন বলে মনে করলেন এবং ভাবলেন ইম্পেরিয়াল উপাধি অনুমোদন করার সামর্থ্য তাঁর রয়েছে। তিনি চার্লসকে রোমের কনসাল হওয়ার জন্য প্রস্তাব করলেন যদি চার্লস তাঁর কোনো কাজে লাগে।

চার্লস যদি আরো তরুণ হতেন তাহলে হয়তো তিনি পোপের এই টোপ গিলতেন, কিন্তু চার্লসের বয়স ৫০ বছর এবং তিনি একজন যুদ্ধজয়ী। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করতে থাকলেন যখন দূত দু'জনের কাছে তার যাওয়া-আসা অব্যাহত রাখল। তিনি যখন দ্বিধাগ্রস্ত ওই মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চ থেকে পুরনো নট-নটী বিদায় নিল। সম্রাট লিও ৩য় মারা গেলেন ৭৪০ সালে, চার্লস মার্টেল এবং গ্রেগরি ৩য় মৃত্যুবরণ করলেন ৭৪১ সালে।

নতুন নট-নটীরা এখন রঙ্গমঞ্চে। লিও'র উত্তরাধিকারী তাঁর পুত্র কনস্টানটাইন ৫ম, একজন শক্তিশালী মানুষ, যিনি কিনা তাঁর পিতার চাইতে বেশি প্রতিমাবিনাশ আন্দোলনের ঘোর সমর্থক। আর নতুন পোপ জাখারিয়াস, তাঁর পূর্বসূরীর মতো দৃঢ় প্রতিমাবিনাশ-বিরোধী অবস্থান নিলেন।

বস্তুত, জাখারিয়াস-এর নির্বাচন পাপাসি উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সম্রাটকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করার পর থেকে, জাখারিয়াস দেখলেন যে, নির্বাচনের জন্য সাম্রাজ্যের গতানুগতিক অনুমোদন অপ্রয়োজনীয়, এবং অযোগ্য। তিনি পোপের মুকুট পরিধান করলেন রেভান্নার কোনো উল্লেখ না করেই, এবং এই রীতি পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়ে গেল।

লিউতপ্রান্ড খুব বেশি পরে নয়, তিনি মারা গেলেন ৭৪৪ সালে, কিন্তু লম্বার্ড হুমকি থেকেই গেল। পোপসংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোনো সুরাহা তখনও হয়নি। কিন্তু নতুন এক ফ্রাঙ্কিস প্রাসাদ-মেয়র এখন রঙ্গমঞ্চে যিনি এর সমাধা করবেন মূল্যের বিনিময়ে।

পেপিনের মূল্য



চার্লস মার্টেলের দুই পুত্র, তিনি ফ্রাঙ্কিস রাজত্বকে দুই ভাগ করে দুই ভাইকে দিলেন, তিনি এমন একটা ভাব নিলেন যেন তিনি ওই রাজ্যের রাজা। আবার, এটাও ঠিক যে ওই সময় অন্য কোনো রাজা ছিল না, সিংহাসনে তখন মেরোভিসিয়ানদের কেউ নেই, এমনকি চার বছর ধরে সেখানে কেউ ছিলেন না।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্লোম্যান, অস্ট্রিসিয়ার প্রাসাদ-মেয়র হিসেবে শাসন করতে লাগলেন, যখন কনিষ্ঠ পুত্র পেপিন নুস্টিয়া শাসন করতে লাগলেন। এই পেপিন থেকে পূর্বের পেপিনকে আলাদা করার জন্য একজনকে বলা হয় পেপিন অব ল্যাণ্ডেন আরেকজন হলো পেপিন অব হেরিস্টাল, তিনি মূলত পেপিন থার্ড দ্য সর্ট (বামন পেপিন) নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ দৈহিক আকৃতিতে তিনি ছিলেন খাটো। কিন্তু যোগ্যতায় তিনি কোনোভাবেই খাটো ছিলেন না, উত্তরাধিকারীদের মধ্যকার অনিবার্য গৃহযুদ্ধকে তিনি থামিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি স্নায়ুযুদ্ধের সদ্যবহার করতে পেরেছিলেন।

চার্লস মার্টেল তাঁর শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে, কোনো মেরোভিঙ্গিয়ান রাজা ছাড়াই তিনি তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করার স্বাধীনতা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ নিশ্চিত করে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুত্ররা কোনোভাবেই ওরকম নিরাপদে তাদের কাজ শুরু করতে পারেন নি।

৭৪২ সালে মেরোভিঙ্গিয়ান বংশে একজন রাজপুত্র খুঁজে পাওয়া গেল, ২০ বছর আগে একজন রাজা শাসন করতেন তাঁর পুত্র হলেন এই রাজপুত্র। তাঁরা তাঁকে রাজমুকুট পরালো শিল্ডারিখ্ ওয় নামে এবং তার পর থেকেই তাদের সব ধরনের কাজ মেরোভিঙ্গিয়ান বৈধতার চিহ্ন বহন করতো। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে আসছিল।

এই নতুন রাজা ইতিহাসে পরিচিত শিল্ডারিখ্ দ্য স্টুপিড (নিষেধ) নামে, এবং তাঁর এই নামই তাঁর যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন কিন্তু যোগ্যতায় কোনো ব্যাপার ছিল না। বৈধতা এমন এক বিমূর্ত ব্যাপার ছিল যার জন্য ব্যক্তিত্বের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

মেরোভিঙ্গিয়ান বৈধতার সমর্থন পেয়ে, দুই ভাই একসঙ্গে তাঁদের বিরোধীদের ওপর জয় লাভ করলেন, তারপর ৭৪৭ সালে কার্লোম্যান সন্ন্যাস জীবন ধারণ করেন। আপাতত মনে হতে পারে ধর্মীয় জীবনের প্রতি তাঁর অগাধ দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু পেপিনের সমস্ত কর্মজীবন প্রমাণ করে যে, তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিক এবং সম্ভবত তাঁর ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করার ব্যাপারে তিনিই কলকাঠি নেড়েছিলেন। যেভাবেই হোক, তিনি এখন শাসক, তাঁর কোনো বিরোধী নেই, নেই কোনো চ্যালেঞ্জ, পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজত্বজুড়ে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য, হঠাৎ করে তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই মেরোভিঙ্গিয়ান পুতুলের তাঁর আর কোনো প্রয়োজন নেই। এরকম গর্দভ ক্ষমতাহীন রাজার অধীনে থাকা তাঁর মতো একজন শক্তিশালী এবং যোগ্য মেয়রের জন্য অবশ্যই বিরক্তিকর ব্যাপার।

তাহলে তাঁর কী করার ছিল? চার্লস মার্টেল কোনো রাজা ছাড়াই শাসন পরিচালনা করেছিলেন এবং অপেক্ষায় ছিলেন কখন পুরনো রাজা ভবলীলা সাঙ্গ করবেন, আর রাজার মৃত্যুর পর তিনি নতুন কাউকে সিংহাসনে বসাননি। পেপিনের ক্ষেত্রে শিল্ডারিখ্ ওয় তখনও বেঁচে রয়েছেন এবং মরার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

তাকে হত্যা করা যেতে পারে অথবা জোর করে সিংহাসনচ্যুত করা যেতে পারে, কিন্তু রাজনীতিক পেপিন বুঝতে পারলেন যে এর ফলে গৃহযুদ্ধের পুনঃসূচনা হতে পারে।

তঁার প্রয়োজন হয়ে পড়ল অন্য উপায়ের এবং তিনি তা পেয়ে গেলেন, যে কোনো সাধারণ আইন কিংবা প্রথাকে বাতিল করা যেতে পারে যদি তা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। আর কে ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাখ্যা করেন? ঈশ্বরের ইচ্ছার ব্যাখ্যা করেন পোপ, অন্তত পশ্চিম খ্রিস্টান জগতে, আর পেপিন দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করলেন ইতালির আল্লসের ওপারে। সেখানে নিশ্চয়ই কিছু একটা করা যাবে। যাই হোক না কেন, তঁার পিতার আমলে দু-দুবার তঁার পিতার কাছে পোপ কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাকে সাহায্য করার জন্য এবং অবশ্যই এ ধরনের সহায়তায় একটা বড় মূল্য পাওয়া যাবে।

ইতালির পরিস্থিতি মনে হয় পেপিনের জন্যই তৈরি হয়েছিল। ৭৪৪ সালে লিউতপ্রান্ডের মৃত্যুর পর, লম্বার্ডদের হুমকি একটু ক্ষীণ হয়ে আসলো কেননা উত্তরাধিকারী নিয়ে লম্বার্ডদের ভেতর ঝগড়াঝাটি হয়ে গেল। কিন্তু ৭৪৯ সালে আইসতাল্ফ রাজা হলেন (আইসতাল্ফ লিউতপ্রান্ডের বংশের কেউ নন) এবং তৎক্ষণাৎ আক্রমণাত্মক বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করলেন। আর এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে পোপ খুব শীঘ্রই আবার বিপদে পড়বেন।

গুরুত্বপূর্ণ দিকে আইসতাল্ফ ইম্পেরিয়াল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ৭৫১ সালে তিনি এক্সারখকে রেভান্না থেকে উচ্ছেদ করলেন ঠিক দু'দশক আগে লিউতপ্রান্ড যেমন করেছিলেন। এ সময় যদিও বাইজেন্টাইনের চিরস্থায়ী ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেভান্নার এক্সারখের স্থায়ী সমাপ্তি ঘটল।

সাড়ে তিনশ বছর ধরে রেভান্না ছিল একটা রাজধানী শহর। এখানে পশ্চিমের সম্রাটরা বসতেন, যে সময় অ্যালারিখ ও তঁার ভিসিগথ বাহিনী ইতালির কেন্দ্রে অভিযান চালিয়েছিলেন। ওদেকার সেখানে শাসন করেছেন, সেখানে শাসন করেছেন থিওডরিখ দ্য অস্ট্রোগথ। জাস্টিনিয়ান যখন ইতালি পুনর্দখল করেছিলেন, নার্সেস সেখানে শাসন করতেন আর নার্সেস-এর কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে সেখানে শাসন করতেন এক্সারখরা। আর এখন রেভান্নার গর্ব চিরতরে নেই হয়ে গেল, আর যে রাজ্যকে এখনো বলা হয় ইয়েমেন সাম্রাজ্য তা ইতালির কেন্দ্র থেকে শেষবারের মতো সরে আসলো।

বেলিসারিয়াস অধিকৃত সমস্ত অঞ্চল তখনো হাতছাড়া হয়ে যায়নি। ইতালির সর্বদক্ষিণে, টো এন্ড হিল এবং সিসিলি দ্বীপ তখনো বাইজেন্টাইনদের হাতে এবং তখনো কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটরা এর অধিস্বামী। ভেনিস এবং নেপল্‌স সাম্রাজ্যের অধিস্বামিত্ব মেনে নেওয়াই সুবিধাজনক মনে করেছিল। এই উপদ্বীপের বাদবাকি সব অঞ্চল—যাই হোক, এখন পুরোপুরি লম্বার্ডদের করতলে।

জাখারিয়াস্ আইসতানফ্-এর অভিযানকে ভয়ানক সংকট হিসেবে বিবেচনা করলেন। তিনি ফ্রাঙ্কদের কথা আবার ভাবতে লাগলেন এবং তাঁকে ভাবতে হয়েছিল।

পেপিন পোপের কথা ভাবছিলেন আর পোপ ভাবছিলেন পেপিনের কথা, ফলে তখন প্রয়োজন ছিল শুধু যোগাযোগের একটা উপায় খুঁজে বের করা এবং যোগাযোগের উপায় তখন পেপিনের হাতের মুঠোয়। কার্লোম্যান, পেপিনের ভাই এবং সাবেক রাজা, তিনি মন্তে ক্যাসিনোতে একজন বেনিডিক্টিয়ান সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনিই হলেন পোপ এবং পেপিনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পোপ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ভিতর একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হলো।

যাই হোক, দুই দলের পক্ষেই সম্ভব ছিল পরস্পরকে প্রচুর সাহায্য করা। পোপ যদি বলেন যে মেরোভিঙ্গিয়ান রাজা বৈধ নয়, তাহলে শিলভারিখ্ ওয় আর বৈধ থাকবেন না। আর টগবগে ফ্রাঙ্কিস শক্তি যদি লম্বার্ডদের আক্রমণ করে তাহলে লম্বার্ডরা পোপের জন্য আর হুমকি থাকবে না। অর্থাৎ একজনের ওপর আরেকজন নির্ভরশীল। চুক্তিটা হয়েছিল খুব গোপনে, এখন এটাকে জনসম্মুখে নিয়ে আসতে হবে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণভাবে।

এই কারণে ৭৫১ সালে আইসতানফ্ যখন প্রায় রেভান্না দখল করতে যাচ্ছেন, তখন পেপিনের রাজধানী থেকে একজন রাষ্ট্রদূত রোমের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন নিয়ে রওয়ানা দিলেন, প্রশ্নটি এই—কর্তৃত্ব করার অনুমতি নেই এমন কাউকে কি রাজা বলা উচিত? কিংবা যিনি প্রকৃতপক্ষে শাসন করেন রাজা উপাধি কি তাঁর পাওয়া উচিত নয়?

পোপ উত্তর দিলেন, সকল উপযোগী পবিত্র ক্রিয়াকর্মে যে ব্যক্তি রাজার ভূমিকা পালন করেন, অধিকার বলে তাঁর উপাধি ধারণ করা উচিত।

এই বার্তা নিয়ে আসা হলো, এবং ক্লভিসের নবম পুরুষ শিলভারিখ্কে সিংহাসনচ্যুত করা হলো তাঁর লম্বা চুল—মেরোভিঙ্গিয়ান রাজাদের আবশ্যিক ব্যাজ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে নেওয়া হলো, এবং তিনি সন্ন্যাস জীবনযাপন গ্রহণ করলেন এবং সেখানে মারা গেলে তা তেমন কেউ খেয়ালও করেনি এমনকি তাঁর জন্য তেমন কোনো শোক প্রকাশও হয়নি। এভাবে মেরোভিঙ্গিয়ান রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটল, ক্লভিসের ক্ষমতায় আরোহণের দু'শত সত্তর বছর পর। যে বিস্ফোরণ নিয়ে এই রাজত্ব শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটল নাকি সুরে প্যানপ্যান করতে করতে।

৭৫২ সালের জানুয়ারিতে, ফ্রাঙ্কিস সম্রাটরা সোসনে একত্র হলেন পেপিনকে ফ্রাঙ্কদের রাজা নির্বাচন করার আনুষ্ঠানিকতায়, প্রথম ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজত্ব। কিন্তু পেপিন যদি তার মূল্য বুঝে নেয় তাহলে তাকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। সম্রাটদের কোলাহলে এবং পেপিন তাঁর কুল প্রতিক বর্ম যখন তুলে ধরলেন তখন এই অনুষ্ঠান শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সেখানে উপস্থিত ছিলেন

পাদ্রিরা, ফলে এই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, যেখানে পেপিনকে সন্তুষ্ট করতে হলো ‘ঈশ্বরের অনুগ্রহে’ রাজা বলে ।

অন্য কথায় পেপিন পোপকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে, ক্ষমতায় কে বৈধ এবং কে বৈধ নয় । আর একবার যখন পোপ তা স্বীকার করে নিয়েছেন তা আর প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় এবং, এই বিষয়ের উপর পরবর্তী শতকগুলোতে ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিকদের ভেতর অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে ।



চার্চের রাজ্য

পেপিন তাঁর রাজ উপাধির বিনিময়ে পোপের কাছে একটি বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন । পোপকে রক্ষা করার জন্য লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্র ধারণ করতে হবে এবং সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব তাৎক্ষণিকভাবেই হয়েছিল ।

পেপিনের রাজ অভিষেকের দু’মাস পরেই জাকারিয়াস্ মারা গেলেন । এরপর সেখানে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলল, তাঁর নির্বাচিত উত্তরাধিকারী স্টেফান তিনদিনের মধ্যে মারা গেলেন এবং তাঁকে পূতঃপবিত্রকরণের আগেই আরেকজন প্রার্থী এবং তাঁর নামও স্টেফান নির্বাচিত হলেন । আগের স্টেফানকে পোপ হিসেবে গণ্য করা হবে কিনা এ বিষয়ে লিখিত কোনো চুক্তি নেই । ফলে পরের স্টেফানকে কেউ কেউ বলে থাকেন স্টেফান ৩য় আবার কেউ কেউ বলে থাকেন স্টেফান ২য় । আমি তাঁকে স্টেফান ৩য় বলেই উল্লেখ করবো ।

স্টেফান ৩য় পোপ নির্বাচিত হয়েই, আইসতাল্ফ এবং তার লম্বার্ডদের আক্রমণের মুখে পড়লেন । লম্বার্ডরা রেভান্না দখল করে নিয়েছিল এবং ইম্পেরিয়ালদের বিতাড়িত করেছিল, আর এখন তাঁবু ফেলল রোমের প্রবেশদ্বারের সামনে এবং চেষ্টা করল পোপকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে ।

এই উভয়পক্ষের সবকিছুই নির্ভর করছে ফ্রাঙ্কদের ওপর । স্টেফান ৩য় উপলব্ধি করলেন যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে যদি পেপিন তাঁকে সাহায্য না করেন । পোপ মরিয়া হয়ে সময় ক্ষেপণ করছেন । তিনি লম্বার্ডদের উচ্চমূল্যের ঘুষ প্রস্তাব করলেন এবং লম্বার্ডদের চুক্তির এক দীর্ঘ আলোচনায় বসার উদ্যোগ নিলেন অর্থাৎ যে কোনোভাবেই হোক পেপিন যেন তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান দেখায় ।

অন্যদিকে, আইসতাল্ফ নিজেই দ্বিধাগ্রস্থ । রোম থেকে পশ্চাদপসরণ করলে তাঁর নিজের সম্রাটরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারে । আবার তিনি এমন কিছুও করতে চাচ্ছিলেন না যাতে করে পেপিন ইতালি আক্রমণ করে বসে । রোমে আক্রমণ করলে সে রকম কিছু ঘটতেও পারে ।

আইসতাল্ফ এরকমও ভাবতে পারতেন যে, পেপিন তাঁর রাজকীয় উপাধি চেয়েছিলেন এবং তা পেয়ে গেছেন, সুতরাং তিনি ইতালিয়ান যুদ্ধের ঝুঁকি নাও নিতে পারেন যদি তিনি ভদ্রভাবে এই যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারেন। পোপের শান্তিপূর্ণ এবং অ-নাটকীয় আত্মসমর্পণ পেপিনের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

সুতরাং তিনি কোণঠাসা হয়ে রইলেন এবং পেপিনের বিষয়টি প্রশ্লবদ্ধ হয়ে রইল।

পরিস্থিতি যখন এরকম পর্যায়ে, তখন চতুর রাজনীতিক পেপিন, সাহায্য করার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হলেন, কিন্তু অবশ্যই তা হবে তাঁর শর্তসাপেক্ষে, তিনি ক্ষুর প্যাঁচ অন্য দিকে ঘোরাতে চাচ্ছিলেন এবং পোপের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে পুঁজি করে তিনি আরো লাভবান হতে চাচ্ছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পেপিন রাজা হয়েছিলেন পোপের অনুমতি নিয়ে এবং এ বিষয়ে পেপিন অবশ্যই সচেতন ছিলেন। তিনি খুব সহজেই তার রাজকীয় উপাধিকে আরও মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে পারেন। যদি পোপ সাহায্য চেয়েই থাকেন তবে তিনি যেন স্বয়ং নিজে এসে পেপিনকে কাতর মিনতি করেন। রাজার পায়ের নিচে এসে পোপ পেপিনের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন এই দৃশ্য, পেপিনের রাজ-উপাধির মর্যাদাকে পরিপূর্ণ করবে।

তাছাড়াও, পেপিনের ধূর্ত মনে আরেকটি বিষয় কাজ করছে, তা হলো, পোপ এবং পেপিন দু'জনে একত্র হলে তাঁর নতুন রাজতন্ত্রের বৈধতা আরো জোরদার হবে। মিটিং যদি নুস্টিয়াতে করা যায় তাহলে তা আরো কামকরী হবে, পেপিন একজন অস্ট্রেসিয়ান বংশোদ্ভূত এবং নুস্টিয়ায় তার একটা বিদেশি-বিদেশি ভাব রয়েছে।

এ কারণে পেপিন লম্বার্ড দরবারে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন, এই দাবিতে যে, (দাবি গৃহীত হয়েছিল) পোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষত, পোপ ফ্রাঙ্কে আসার পথে লম্বার্ডদের ভিতর দিয়ে এবং এমনকি পাভিয়ার ভিতর দিয়েও আসতে পারেন।

পোপের এ রকম ভ্রমণের দাবি স্পষ্টতই আইসতাল্ফ-এর জন্য অসুবিধাজনক, কিন্তু আইসতাল্ফ এই দাবি প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করলেন না, কেননা পেপিন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ শুরু করে দিতে পারেন, তিনি যা করতে পারেন তা হলো, স্টেফানকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রোমে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারেন।

এদিকে স্টেফান পাভিয়ার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক এবং আইসতাল্ফ-এর সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। সম্ভবত তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি আইসতাল্ফকে শান্ত হতে রাজি করাতে পারবেন এবং, নিজেকে পেপিনের কাছে অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন।

আইসতাল্ফ রাজি হলেন না। তিনি এ বিষয়ে একটা জুয়া খেলতে চাইলেন, আপাতত এই ভেবে যে, স্টেফান এবং পেপিন কোনো চুক্তিতে আসতে পারবেন না,

কেননা যে কোনো এক পক্ষ অতিরিক্ত কিছু দাবি করে বসবে। স্টেফানকে যেতেই হলো, এবং তিনিই ইতিহাসের সর্বপ্রথম একজন পোপ যিনি পোপের পদে আসীন থাকা অবস্থায় আল্লসের ওপারে গেলেন।

৭৫৪ সাল শুরু হলো, স্টেফান খ্যালোনের দিকে অগ্রসর হলেন, যেখানে ওই সময় পেপিন বসবাস করতেন (এবং এর কাছাকাছি একটি জায়গায় অ্যাতেয়াস তিনশত বছর আগে আন্ড্রিলা এবং তার ছন বাহিনীর গতিরোধ করেছিলেন)। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য পেপিনের বারো বছর বয়সী পুত্র চার্লস আসলেন (পরবর্তীকালে এই চার্লস হয়েছিলেন সেই বিখ্যাত শার্লোমন)।

পোপ এবং রাজা একসঙ্গে একত্রে একমাস খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে অবস্থান করলেন। প্রোপাগান্ডা সচেতন পেপিন এই অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তিনি নিজে পোপকে দিয়ে মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে নিলেন এবং পোপের হাতে পুনরায় মাথার মুকুট পরলেন। তিনি পোপকে দিয়ে তার দুই পুত্রের মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে নিলেন। প্রথম পুত্র চার্লস, যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এবং দ্বিতীয় পুত্র তিন বছর বয়সী কার্লোম্যান। তিনি পোপকে রাজি করালেন সরকারিভাবে ঘোষণা দিতে যে ফ্রাঙ্করা আগামী সমস্ত দিনে পেপিনের পরিবার থেকে রাজা নির্বাচন করবে।

উপরন্তু পোপ পেপিনকে ‘রোমান প্যাট্রিশান’ উপাধি দিলেন, ঠিক একই উপাধি এক সময় ক্লডিস্ নিয়েছিলেন, এবং এই একমাত্র উপাধি যা মেরোভিংগিয়ানদের কাছ থেকে নতুন রাজতন্ত্রে বদলি হয়ে গেল।

যথেষ্ট হয়েছে। পেপিন যা চেয়েছিলেন তার সবই পেয়েছেন; বাস্তবিক তিনি যা চিন্তা করতেন তাই পেয়েছেন। আর এসব কিছুই কী হয়েছে তার উপাধির বৈধতা দানের জন্য।

এখন তার পালা। তিনি আইস্টাল্ফকে একটি বার্তা প্রেরণ করলেন, খুব ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি দাবি করলেন যে, লম্বার্ড রাজাকে এক্সারখট অব রেভান্নার সাবেক যেসব অঞ্চল লম্বার্ডরা দখল করেছে তা ছেড়ে দিতে হবে। আইস্টাল্ফ দাবি প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে তিনি স্টেফানকে নিরাপদে রোমে আসার অনুমতি প্রদান করবেন।

পেপিন অবশ্যই এর উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি নিজেই পোপের নিরাপত্তা প্রদান করবেন এবং পোপ যখন ৭৫৫ সালে ইতালি ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁর নিরাপত্তায় ছিল বিশাল ফ্রাঙ্কিস বাহিনী।

আইস্টাল্ফ চেষ্টা করেছিলেন আল্লসের গিরিখাত দখলে রাখার জন্য, কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। ফ্রাঙ্করা উত্তর ইতালিতে জমায়েত হলো এবং পাভিয়া অবরোধ করল।

আইস্টাল্ফ খুব দ্রুত তাঁর বিজিত রাজ্যগুলো প্রত্যর্পণ করার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা খুব দ্রুত গৃহীত হলো। পেপিন নিজেও তাঁর নিজ রাজ্য থেকে

অনেক দূরে গিয়ে এই দীর্ঘ সময়ব্যাপী একঘেয়ে, অবরোধ করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিলেন না।

কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়েছিল খুব বেশি দ্রুত। আইস্টাল্ফ তখনো খুব বেশি আক্রান্ত হননি এবং তিনি আরেকটি জুয়া খেলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে পেপিন পোপকে সাহায্য করার জন্য এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর ঋণ শোধ করতে পেরেছেন, তিনি সফল হয়েছেন এবং মর্যাদা লাভ করেছেন, এবং বাড়ি ফিরে গিয়েছেন, তিনি এটা করেছেন এক বিরাট মূল্যের বিনিময়ে যা তিনি পুরোপুরিভাবে আদায় করেছেন।

তিনি কি এখন দ্বিতীয় বারের জন্য প্রথমবার যা করেছেন পুরোপুরি তা করতে প্রস্তুত, তিনি এতদিন ধরে যা অর্জন করেছেন তা হারানোর ঝুঁকি কি তিনি নেবেন? এ কারণে ৭৫৬ সালে লম্বার্ডরা পুনরায় রোম অবরোধ করল।

আইস্টাল্ফ-এর জুয়া খেলা আপাতত প্রায় সার্থকতার পথে। পেপিন আবার এই যুদ্ধে যেতে ভীষণ অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর সম্রাটরা প্রকাশ্যেই দ্বিতীয় ইতালি অ্যাডভেঞ্চারের বিরোধিতা করল। স্টেফান কাতর অনুরোধ জানিয়ে, হুমকি দিয়ে এবং যতভাবে পারা যায় তার বাকপটুতার সমস্ত দক্ষতা দিয়ে একটা লম্বা চিঠি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন পেপিনকে, দ্বিতীয় বার ইতালি আগমনের জন্য অবশেষে পেপিন সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁকে যেতে হবে। এক বছরের একটু বেশি সময় পর এই দ্বিতীয় বার, ফ্রাঙ্কিস সেনাবাহিনী ইতালির দিকে অগ্রসর হলো।

পুনরায়, পেপিন লম্বার্ডদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে জয় লাভ করলেন এবং পুনরায় পাভিয়া অবরোধ করলেন। এবং আবারও সেই একইরকম বিরজি। আইস্টাল্ফকে বাধ্য করা হলো তাঁর বিজিত অঞ্চলগুলো ছেড়ে দিতে এবং এইবার পেপিন খুব কড়াভাবে তাঁকে শপথ করালেন প্রচুর জমি এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে।

পেপিন তখনও পাভিয়ার এক প্রতিবেশী অঞ্চলে, ঠিক ওই সময় কনস্টান্টিনোপলের এক দূত তাঁর কাছে আসলেন। এক্সারখেট অব রেভান্নার যেসব অঞ্চল আইস্টাল্ফ এখন ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, সেগুলো ছিল সাম্রাজ্য থেকে নেওয়া। প্রেরিত দূত ঔদ্ধত্য নিয়ে দাবি করলেন যে পেপিন যেন ওই রাজ্যগুলো সাম্রাজ্যকে ফিরিয়ে দেন।

এই অনুরোধ রাখা বা প্রত্যাখ্যান করা পেপিনের ব্যাপার, কিন্তু তিনি যদি ওই অনুরোধ রাখতেন তাহলে তাঁর মতো বোকা গাধা আর দুটি হতো না। ওই দূর সাম্রাজ্যের সাথে তাঁর না ছিল শত্রুতা না ছিল বন্ধুত্ব, তার চেয়ে বরং পাপাসির সঙ্গে সুসম্পর্ক ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ওইসব অঞ্চলগুলো যেগুলো একসময় এক্সারখেটের অংশ ছিল (অবশ্যই, রোম সহ) সবগুলো পোপকে দিয়ে দিলেন।

এভাবে পোপ একজন পার্থিব সম্রাট হয়ে গেলেন, পেপিন যেমন একজন শাসক তেমনি তিনিও একজন শাসক হলেন, এবং পোপের এই নতুন মর্যাদাকে

আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেন পেপিন, তিনি তাঁর ঘোড়া নিয়ে কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে ভূত্বের ভূমিকা পালন করলেন যেমন একজন রাজা আরেকজন রাজার প্রতি সৌজন্যমূলকভাবে করে থাকেন।

এটাই হলো ‘পেপিনের সেই বিখ্যাত দান’ এবং এটা পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছিল নির্বাচিত ঈশ্বরতন্ত্রে। পাপাসি গত এগারো শতকব্যাপী ইতালির এই অংশটুকু নিয়ন্ত্রণ করছে (যেটাকে বলা হয় চার্চের রাজ্য কিংবা পেপাল রাজ্য)। পরবর্তী মধ্যযুগীয় মানদণ্ডে এটা ছিল বিশাল এক রাজ্য। এর আয়তন ছিল প্রায় ষোল হাজার বর্গমাইল বা ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের প্রায় দ্বিগুণ।

যাই হোক না কেন, কেন্দ্রীয় ইতালিতে শাসন করার অধিকারের জন্য ফ্রাঙ্কিস রাজার বিনামূল্যে দেওয়া উপহারের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা পোপের জন্য অবশ্যই বিরক্তিকর (ঠিক যেমন পেপিনের বৈধতার জন্য পোপের কাছে ঋণ পেপিনের কাছে বিরক্তিকর)। রাজা তাঁকে যা দিয়েছেন, তা যখন-তখন কেড়েও নিতে পারেন।

একটি লৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত রয়েছে, যে উপাখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, পোপ শুধু ইতালির এই খণ্ড টুকরোরই দাবিদার নন। বরং তিনি পুরো ইতালির দাবিদার এবং এমনকি পশ্চিম সাম্রাজ্যের পুরা অর্ধেক-এর দাবিদার যে রাজ্যগুলো একসময় রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্রাঙ্কদের ঐতিহাসিক গ্রিগরি অব তুরস, এই উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন এবং উপাখ্যানটি এরকম

প্রায় ৩৩০ অব্দে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন ১ম ইচ্ছা করেই কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি তাঁর প্যাগান পাদ্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। পাদ্রীরা তাঁকে উপদেশ দিলেন শিশুদের রক্তে তাঁকে গোসল করতে হবে। মানবিক কনস্টানটাইন এতে ভয় পেয়ে এই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর তিনি স্বপ্নে দেখলেন পোপ সিলভাস্টার ১ম কে।

পোপ কনস্টানটাইনকে বাপটাইজ (খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তর) করার সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে গেল। কৃতজ্ঞ সম্রাট তৎক্ষণাৎ পোপকে সাম্রাজ্যের অর্ধেক পশ্চিম অংশ দিয়ে দিলেন এবং বিশপদের ওপর তাঁকে কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন। এরপর শাসন পরিচালনা নিয়ে যেন পোপদের সঙ্গে কোনো ঝামেলা না হয় সেজন্য তিনি নিজেই সেখান থেকে সরে এসে পূর্ব অঞ্চলে তিনি তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। এর নাম হলো কনস্টান্টিনোপল।

এই গল্পটির ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। এবং গল্পটি কোনো ধার্মিক ভক্তের বানানো। এই উপাখ্যানে কোনো কঠিন-হৃদয়ের রাজার মন গলানো সম্ভব নয়, বিশেষত কোনো রাজাই চাইবেন না পোপের অধীনে শাসিত হতে এবং এমনকি পোপেরও কোনো বৈধ অধিকার ছিল না ইতালির কোনো অংশের শাসক হওয়ার।

যে কোনো ভাবেই হোক, কনস্টানটাইন এবং সিলভেস্টার এর মধ্যে চুক্তি বিষয়ক কোনো প্রামাণ্য দলিলের অস্তিত্ব হয়তো ছিল। এই চুক্তির যদি সত্যতা

থেকেও থাকে, তাহলে ওই অঞ্চলগুলোর ওপর পোপের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের বহু বছর পূর্বে এবং পেপিন তাহলে তাঁকে ওই অঞ্চলগুলোই পোপকে দিয়ে দিতেন।

এটা স্পষ্ট যে, ওই লৌকিক উপাখ্যান যার ওপর ভিত্তি করে এই চুক্তিটি দাঁড়িয়ে আছে তা শুধু একটি লোককথা, ঐ চুক্তি কখনও সত্য হতে পারে না। বাস্তবিক এর ভাষা দেখলেই বোঝা যায় এই গল্পটি কনস্টানটাইনের আমলের নয়।

ঐতিহাসিকরা মোটেও নিশ্চিত নন, কখন কোথায় কনস্টানটাইন এই দান দিয়েছিলেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, লম্বার্ড সংকটের সময় এই গল্পটি রোমে বানানো হয়েছিল, এই কারণে যে স্টেফান ওয় যেন পেপিনকে দেখাতে পারেন যে পেপিন লম্বার্ডদের সঙ্গে পোপের জন্য যে যুদ্ধ করেছেন তাতে প্রাচীন আইন পেপিনের পক্ষে আছে। আবার এরকমও হতে পারে যে, এই গল্পটি প্যারিসের কাছাকাছি কোথাও লম্বার্ড-সংকটের পঞ্চাশ বছর পরে উৎপত্তি হয়েছে। কেননা এতে রোমান কর্তৃত্বের চাইতে ফ্রাঙ্কিস কর্তৃত্বের চিহ্ন বেশি স্পষ্ট ছিল। সম্ভবত এ গল্পটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বাইজেন্টাইনরা ইতালি শাসন করার যে অভিযোগ করতো সে অভিযোগকে পরাভূত করা—এ ব্যাপারটির ওপরে ফ্রাঙ্কিস রাজা আর পোপ উভয়েই চোখ রাখতো।

১৪৪০ সাল পর্যন্ত কনস্টানটাইনের এই দানের সত্যতা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো আলোচনা হয়নি, এবং যদিও অনেক ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ এর নিরাপত্তার জন্য অনেক যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই স্বীকার করেছেন যে, এটা একটা জালিয়াতি ছিল। যাই হোক অনেক শতাব্দী ধরে এটা বৈধ বলেই গৃহীত হয়ে আসছে, পরবর্তীকালে মধ্যযুগে এসে এটা শক্তিশালী পাপাসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কারোলিঙ্গিয়ান রাজা



পেপিনের দ্বিতীয় বার ইতালি আক্রমণ বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল, ৭৫৬ সালের শেষের দিকে, শিকারে বের হয়ে আইস্টালফ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর একজন সেনাপতি দেসিদারিয়াস নতুন লম্বার্ড রাজা হলেন কিন্তু রোমের বিরুদ্ধে নতুন করে লড়াই করার কোনো আগ্রহই তাঁর ছিল না। বরং তিনি পেপাল সমর্থনের জন্য কাতর অনুরোধ জানালেন, এবং পোপকে অতিরিক্ত অঞ্চল এবং প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রস্তাব দিলেন। স্টেফান সম্মত হলে তা গ্রহণ করলেন।

ইতালির ঝামেলা শেষ হওয়ার পর, পেপিন তাঁর নিজ রাজ্যের দিকে মনোযোগ দিলেন।

তিনি ছিলেন রাজা, একজন পুরোদস্তুর রাজা। যদিও এখন পর্যন্ত তাঁর বৈধতা নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি, কিন্তু পেপিনের রাজ্যের যেসব সেকশনগুলো ছিল তারা তাদের স্বাধীনতা দাবি করছিল এবং তারা বহিরাগত কারো অধীনে শাসিত হতে বিরক্ত বোধ করছিলেন, তিনি যতই বৈধ হোন না কেন।

এ ব্যাপারে এগুলোর প্রধান ছিল আকুইতাইন, যেখানে দীর্ঘ রোমান ঐতিহ্যের অবশিষ্টাংশ তখনো ছিল। উত্তর এবং পূর্বের বর্বর লোকদের ওপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব লাভ করার চিন্তা অ্যাকুইতানিয়ানদের মাথায় ছিল এবং তারা এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিল (শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রবহমান ছিল)।

এটা নিশ্চিত যে, উত্তরের বর্বররা ছিল চার্লস মার্টেলের অধীনে, অ্যাকুইতানিয়ানরা মুরদের ঠেকাতে বাধ্য হয়েই চার্লস মার্টেলের সাহায্য নিয়েছিল আর অ্যাকুইতানিয়ান ডিউক বাধ্য হয়েছিলেন চার্লসের অধিস্বামিত্ব স্বীকার করে নিতে—কিন্তু এগুলো সেই এক প্রজন্ম আগের কথা।

সেই তখন থেকেই, ডিউকগণ ফ্রাঙ্কিস রাজার সঙ্গে তাদের বন্ধন ধরে রাখতে যতটা সম্ভব ততটা ঢিল দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটি তাদের সহায়ক হয়েছিল তা হলো স্পেনে মুররা পাইরেনিস এর উত্তরে নতুন করে আক্রমণ করার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছিল না। এমনকি মুররা পাইরেনিসের পূর্বে মেডিটেরিয়ান তীরবর্তী যেসব অঞ্চলগুলো দখল করেছিল (যে ভূমিগুলো জিসিগাথিক রাজ্যের অংশ ছিল) সেখানেও তারা কোনো ঝামেলা করছিল না, সুতরাং অ্যাকুইতাইনের কোনো প্রয়োজন নেই ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে জোট বাঁধার। অ্যাকুইতাইনের স্বাধীনতার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করেছিল তাও পেপিনের ইতালি পুনর্দখলের ক্ষেত্রে।

ফলে অ্যাকুইতাইন আর নুস্টিয়ানদের সীমান্ত এলাকায় একটা অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিলো। যখন অ্যাকুইতানিয়ান আক্রমণকারীরা নুস্টিয়ার অঞ্চল থেকে লুটপাট করতো তখন নুস্টিয়ানরা এর জবাব অবশ্যই ধীরগতিতে দিতো না, এবং এ ধরনের আরো কিছু চলতেই থাকতো।

পেপিন, ইতালি থেকে ফিরে এসে তাঁর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন যেন প্রতিবেশী কোনো রাজ্য সেদিক দিয়ে আক্রমণ না করতে পারে, যে জার্মানি জাতিগুলো তখনো স্বাধীন তাঁরা তাঁকে অবশেষে বাধ্য করেছিল দক্ষিণ-পশ্চিমে অভিযান চালানোর জন্য।

৭৫৯ সালে তিনি একের পর এক বাৎসরিক অভিযান শুরু করলেন ফলে একগুঁয়ে অ্যাকুইতানিয়ানদের কাছে তারা শক্তিমান বলে প্রতীয়মান হলেন। ৭৬৬ সালে অ্যাকুইতানিয়ানরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ডিউককে হত্যা করা হলো এবং উত্তরের রাজকার্যালয়কে ডিউকের অধিরাজ্যগুলোতে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য পাঠানো হলো। মেডিটেরিয়ান তীরবর্তী অঞ্চল থেকে মুরদের

পাইরেনিসের ওপারে বিতাড়িত করা হলো এবং এই প্রথমবারের মতো মেডিটারিয়ান তীরবর্তী আল্পস থেকে পাইরেনিস পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের অধীনে আসলো।

৭৬৮ সালে পেপিন মৃত্যুবরণ করলেন, মৃত্যুবরণকালীন তিনি এই জেনে পরিতৃপ্তিতে ছিলেন যে, ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব, তিনশ বছর আগে যার সূচনা করেছিলেন ক্লডিস, এখন এই প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত করল এক সময় যা গল্ নামে পরিচিত ছিল সেই ইংলিশ চ্যানেল থেকে মেডিটারিয়ান পর্যন্ত এবং আটলান্টিক সাগর থেকে রাইন নদী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলকে। রাইন নদীর পূর্বে বৃহৎ অঞ্চলগুলোও এই রাজ্যের অংশ ছিল।

(এই ছবিতে শুধু একটা খুঁত ছিল, সেটা হলো ব্রিটানি উপদ্বীপ, রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রোমানদের কাছে এটা ছিল আরমোরিকা, কিন্তু পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের দিকে, যখন স্যাক্সনরা দলে দলে বৃটেনে আসছিল, তখন অসংখ্য ব্রিটন চ্যানেল অতিক্রম করে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং নিজেদের আরমোরিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তার পর থেকে ওই অঞ্চলকে ব্রিটনি বলা হয়। এই রাজ্য তখন থেকে আজ পর্যন্ত নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে, খুব দৃঢ়তার সঙ্গে তারা ফ্রাঙ্কদের মোকাবেলা করেছে। এমনকি পেপিনের অধীনেও, ব্রিটনরা নিজেদের নিয়মে চলতো)।

খাটো পেপিন সাতাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর রাজত্ব একের পর এক সফলতা অর্জন করেছিল। তিনি বিদ্রোহী লর্ডদের ওপর তাঁর প্রভাব খাটাতে পেরেছিলেন এবং তাদের একতাবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তিনি নিজেকে রাজা বানাতে পেরেছিলেন এবং সেই মর্যাদা ধরেও রাখতে পেরেছিলেন। তিনি দুইবার ইতালি আক্রমণ করে লম্বার্ডদের পরাজিত করেছিলেন এবং পোপের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি তার সীমান্ত এলাকায় নিরাপদ রেখেছিলেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করতে পেরেছিলেন। এবং যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব, যা তিনি একাই শাসন করতেন, ছিল আগেকার যে কোনো সময়ের চাইতে বৃহত্তর এবং শক্তিশালী।

কেউ সহজেই মনে করতে পারেন যে, তাঁর রাজত্ব খুবই বিখ্যাত হিসেবে বিবেচিত হবে এবং পেপিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে এমনকি ‘দ্য গ্রেট’ উপাধিও তিনি পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু তা নয়। পেপিন সেই সব রাজাদের মধ্যে অন্যতম একজন যিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর কীর্তির ছায়ার নিচে ঢেকে গিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র চার্লস, ইনিই সেই বালক যখন পোপ ফ্রাঙ্কিস রাজার কাছে কাতর মিনতি করে চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য, ওই সময় তিনিই ঘোড়ায় চড়ে পোপের সঙ্গে দেখা করার জন্য আসছিলেন।



৭ ♦ শর্লোমেন

লম্বার্ডদের শেষ সময়

চার্লস যখন ক্ষমতায় বসলেন তখন তাঁর বয়স ২৬ বছর। তিনি এবং তাঁর সতেরো বছর বয়েসী ছোট ভাই কার্লোম্যান, দু'জনের মাঝেই পোপ পবিত্র তেল ঢেলে দিয়েছিলেন, তখন দু'জনেই ছোট্ট ছিলেন। ফ্রাঙ্কিসদের পুরনো নির্বোধ প্রথা অনুযায়ী, যা পেপিনও বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন, রাজত্ব দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে গেল। ফলে ফ্রাঙ্কিস রাজ্য আরো একবার দ্বিখণ্ডিত হলো।

চার্লস আটলান্টিক এবং চ্যানেলের তীরবর্তী অঞ্চলগুলো নিলেন। তাঁর রাজ্যের আকৃতি এমন ছিল যে মনে হতো তা ষোল্লশ বছর ভাইয়ের রাজ্যকে দু'হাতে ধারণ করে রেখেছে, তাঁর ভাই আল্পসের উত্তর এবং পশ্চিমের জেলাগুলো শাসন করতেন। চার্লস সর্বদিক দিয়েই ছিলেন একজন রাজার মতো রাজা। তাঁর উচ্চতা ছিল ছয় ফিটের উপরে এবং (আজকে আমরা যে ফুট মাপি বা এক ফুট দৈর্ঘ্য বলতে যা বোঝায় তা শর্লোমেনের পায়ে দৈর্ঘ্যের অনুসারে করা)। তাঁর ছিল পেটানো শরীর এবং তিনি উপভোগ করতেন চমৎকার স্বাস্থ্য। তাঁর সমসাময়িক একজন তাঁর জীবনী লিখেছিলেন যেখানে তাঁর শারীরিক গড়নের বর্ণনা পাওয়া যায় (পরবর্তী জীবনের)। তাঁর মোটা ঘাড়, বিশাল ভুঁড়ি, এবং উচ্চ কণ্ঠস্বর। তিনি প্রচুর খেতেন (কোনো সন্দেহ নেই, ভুঁড়িই তার প্রমাণ) কিন্তু পান করার ব্যাপারে ছিলেন পরিমিত যা ফ্রাঙ্কদের মধ্যে অস্বাভাবিক।

কার্লোম্যান, আপাতত তাঁর বেশি শক্তিশালী ভাইকে পছন্দ এবং বিশ্বাস কোনোটাই করতেন না এবং তাঁকে সহযোগিতা করতেও তিনি তেমন ইচ্ছুক নন। অ্যাকুইতানিয়ানরা পেপিনের মৃত্যুর পর যখন বিদ্রোহের সুযোগ নিল, তখন চার্লসকে (যার রাজত্বের ভেতর অ্যাকুইতানিয়ানরা অন্তর্ভুক্ত ছিল) একাই এটা মোকাবেলা করতে হয়েছে। কার্লোম্যান তাঁকে কোনো প্রকার সহায়তা করেননি। এটা নিশ্চিত যে অ্যাকুইতাইন পেপিনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করে ব্যর্থ হয়ে ক্রমশ দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করার মতো প্রকৃত অবস্থা তাদের নেই। তারা বরং আক্রমণের জন্য একটি প্রকৃষ্ট সময় বেছে নিয়েছে তা হলো নতুন রাজা যখন কেবলমাত্র সিংহাসনে বসেছেন ঠিক ওই সময়ে আক্রমণ চালিয়েছে এই আশায় যে, নতুন রাজা হয়তো তাঁর অদক্ষতা প্রমাণ করবেন কিংবা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে যাবেন।

তারা যা ভেবেছিল তার কিছুই হলো না। অ্যাকুইতানিয়ানরা পুরোপুরি ভুল ধারণা করেছিল, চার্লস তাদের পরাজিত করলেন বজ্রপাতের মতো, বাধ্য করলেন তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণের জন্য এবং তাদের উপর আরোপ করলেন আগের চাইতে আরো বেশি কঠিন শাসন।

তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম প্রায় যুদ্ধের মতো একটি অভিযান এবং জীবনে অনেকগুলো যুদ্ধাভিযান চালিয়েছেন এবং সবগুলোতেই সফল হয়েছিলেন। তাঁর কৃতকর্মের কারণে তিনি 'গ্রেট' বা 'মহামতি' উপাধি লাভ করেন, এজন্যই জার্মান ভাষায় তাঁকে বলা হয়, Karl der Grosse এবং লাতিন ভাষায় বলা হয় Carolus Magnus। ফরাসীতে তার উপাধি অপূর্ব পরিস্ফুট, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, ফলে ফরাসী ভাষায় তাঁকে বলা হয় charlemagne, এবং এই সংযুক্ত নামটি ইংরেজিতেও নেওয়া হয়। (আমরা এর উচ্চারণ করে থাকি Shahr'luhmayn শর্লোমেন)

শর্লোমেন যখন শুরুর দিকের বিদ্রোহ দমন করলেন এবং সিংহাসনে খুব দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হলেন, তখন তিনি তাঁর রাজধানী আচেন-এ প্রতিষ্ঠিত করলেন (এখন যেটা জার্মান সীমান্ত, ঠিক যেখানে বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ড মিলিত হয়েছে।) এটা সম্ভবত বাথ শহর এবং এটা অস্ট্রেশিয়ান-এরও একটা শহর। শর্লোমেন ফ্রাঙ্কিস পোশাক দারুণ পছন্দ করতেন যেমন লোমের জ্যাকেট এবং পায়ে মোজা-বাঁধা ফিতা, এই দুটো নিয়ে পুরনো ফ্রাঙ্কিস কায়দায় পরতেন। মনে হয় তিনি অতিমাত্রায় রোমানীকরণ নুস্ট্রিয়ান শহরগুলোর ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে সতর্ক থাকতেন যে শহরগুলো প্রায়শই ফ্রাঙ্কিস রাজধানী হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের বাইরে, পাভিয়ায় অধীর আগ্রহে পর্যবেক্ষণ করছেন লম্বার্ড রাজা, দেসিদারিয়ারুস। তাঁর রাজ্য কার্লোম্যানের রাজ্যের সঙ্গে লাগোয়া এবং এটা তাঁর ও শর্লোমেনের রাজ্যের মাঝখানে বাফার হিসেবে কাজ করতো।

দেসিদারিয়ারুস তাঁর রাজত্ব শুরু করেছিলেন পোপের সঙ্গে সম্ভাবমূলক নীতি গ্রহণ করে, কিন্তু ধীরে ধীরে সে নীতি থেকে সরে এসে আরো আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ

করতে লাগলেন, যেমন পেপিন তাঁর রাজত্বের শেষ বছরগুলো আকুইতাইনে দুর্দান্ত যুদ্ধ করে কাটিয়েছেন। তিনি এখন বিস্মিত যে, পেপিনের পুত্রদের মধ্যে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া ফ্রাঙ্কিস রাজ্য থেকে তিনি কি কোনোভাবেই লাভবান হতে পারবেন না।

তিনি ওই দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট এবং দুর্বল কার্লোম্যানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলেন, তাকে নানাভাবে ভুল বুঝিয়ে তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে তাঁর মনে গভীর ঈর্ষার উদ্বেক করলেন। তিনি কার্লোম্যানের সঙ্গে তাঁর এক কন্যার বিয়ে দিয়ে বৈবাহিক মিত্রতা স্থাপন করলেন।

এই নীতি গ্রহণ করে লম্বার্ড রাজা হয়তো ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর দূরভিসন্ধি পূরণে পেপিনের বিধবা রানী এবং এই দুই ফ্রাঙ্কিস রাজার মায়ের সাহায্য সহযোগিতা পাবেন। তাঁর নাম ছিল বাট্রাডা, কিন্তু পরবর্তীকালে লৌকিক উপাখ্যানে তিনি বড় পায়ের বার্থা নামে পরিচিত ছিলেন (সম্ভবত শর্লোমন তাঁর বড় পা তাঁর মায়ের কাছ থেকে বংশগতভাবে পেয়েছিলেন, খাটো পেপিনের কাছ থেকে অবশ্যই নয়)।

বাট্রাডা তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি শর্লোমনকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন দেসিদারিয়ুসের আরেক কন্যাকে বিয়ে করার জন্য। এতে নিশ্চয় দুই ফ্রাঙ্কিস রাজা এবং ফ্রাঙ্ক ও লম্বার্ডদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

কিন্তু সেরা কৌশল প্রয়োগ করলেও কোনো কোনো পরিস্থিতিতে ভাগ্যের পরিবর্তনকে প্রতিহত করা যায় না। ৭৭১ সালে কার্লোম্যানের ২০ বছর বয়সে মারা গেলেন, আর রেখে গেলেন তাঁর বিধবা স্ত্রী এবং এক জোড়া দুধের শিশু। শর্লোমন খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এই দুধের শিশুদের ওপর অর্ধেক ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব ছেড়ে দেবেন না, তাহলে এখানে প্রকৃত শত্রু সেজে বসে থাকবেন তাঁদের মাতামহ লম্বার্ড রাজা, দেসিদারিয়ুস। তিনি বজ্রপাতের গতিতে সহসা আক্রমণ করে বসলেন যা তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এবং পেপিনের সমস্ত রাজ্য নিজের হস্তগত করলেন। ক্ষিপ্ত এবং প্রবল আক্রোশ নিয়ে পালাতে বাধ্য হলেন কার্লোম্যানের বিধবা স্ত্রী, সঙ্গে তাঁর দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে সোজা চলে গেলেন পাভিয়াতে। পাভিয়ায় তিনি তাঁর পিতাকে শর্লোমনের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুললেন এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মন্ত্রণা দিতে থাকলেন।

শর্লোমন নিজেও সচেতন ছিলেন যে তিনি দেসিদারিয়ুসের সঙ্গে শত্রুতা গড়ে তুলেছেন, পাশাপাশি এটাও বুঝলেন যে লম্বার্ড বিবাহ এই মুহূর্তে রাজনৈতিকভাবে অযুক্তিযুক্ত। লম্বার্ডদের বিরুদ্ধে তাঁকে এখন মুক্ত হয়ে লড়তে হবে এবং লম্বার্ড অসন্তুষ্টি তিনি সহ্য করবেন না। আমরা সম্ভবত ভাবতে পারি যে তিনি তাঁর এই স্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করতেন না। যাই হোক, তিনি তাকে পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁকেও পাভিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন, ফলে পাভিয়াতে তাঁর শত্রু সংখ্যায় আরেকজন যোগ হলেন।

দেসিদারিযুস কখনই বিশ্বাস করতেন না যে তিনি ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লড়াই করে জিতবেন, কিন্তু যুদ্ধ কি সবসময় সরাসরিই করতে হয়? শর্লোমেনের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার সবরকম অধিকার তাঁর আছে, কেননা, শর্লোমেন তার আইনত বৈধ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর ভাইয়ের রাজ্য অবৈধভাবে দখল করেছেন, এবং তাঁর ভাইয়ের স্ত্রী পুত্রকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছেন।

এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, এরকম বৈধ কারণ থাকলে যে কোনো লর্ডই শর্লোমেনের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত হবেন। (লর্ডরা যে সবসময় বৈধ কারণবশতই যুদ্ধ করেন তা নয় বরং একেবারে নীতিহীন কোনো কারণেই তারা ভালো লড়াই করতে পারেন যদি সেটাতে বৈধতার কোনো আবরণ দিতে পারেন)।

দেসিদারিযুসের এখন প্রধানত যা দরকার তা হলো পোপের অনুমোদন যে ওই শিশু পুত্ররা ওই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী, আর এই অনুমোদন অবশ্যই পাওয়া যাবে যদি পোপকে সামান্য চাপের মধ্যে ফেলা যায়। পাপাসি ওই সময় নতুন পোপ নির্বাচন নিয়ে বেশ ঝামেলার মধ্যে ছিলো, ৭৭২ সালে দেসিদারিযুস পেপাল রাজ্য আক্রমণের এই সুযোগ লুফে নিলেন, তিনি রোমে তাঁর সেনাবাহিনী মোতায়েন করলেন, যেন নতুন পোপ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত হন।

নতুন পোপ, আদ্রিয়ান ১ম, খুব দ্রুত শর্লোমেনের সাহায্য কামনা করলেন এবং দেসিদারিযুস খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে তিনি একটি উন্নয়ন ভুল করে বসেছেন। ফ্রাঙ্কিস লর্ডদের ভেতর শর্লোমেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না, আর রাজা শর্লোমেন বৈদেশিক অ্যাডভেন্চারে যেতে তাঁর পিতার চেয়ে মোটেও কম উৎসাহী নন, তিনি খুব দ্রুত তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে আল্পসে চলে আসলেন। ৭৭৩ সালে, উত্তর ইতালিতে শুরু হলো ফ্রাঙ্কিসদের তৃতীয় অভিযান।

তৃতীয়বারের মতো পাভিয়া আবারো অবরোধের মুখোমুখি হলো, কিন্তু শর্লোমেন মোটেও তাঁর পিতার মতো নন। পেপিন দু'দুবার পাভিয়া হাতছাড়া করেছেন লম্বার্ডদের প্রতিজ্ঞার বিনিময়ে; শর্লোমেন কোনো প্রতিজ্ঞা অনুমোদন করলেন না, তিনি নয় মাস পাভিয়া অবরোধ করে রাখলেন, অবশেষে দেসিদারিযুস শর্তহীনভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি লম্বার্ড সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন, আর এভাবেই ইতালি আক্রমণের দু'শ বছর পর লম্বার্ডদের সমাপ্তি ঘটল। দেসিদারিযুসকে, লম্বার্ডদের শেষ রাজা হিসেবে যাকে গণ্য করা যায়, তাঁকে নিয়ে আসা হলো ফ্রাঙ্কিস রাজত্বে, সেখানে নম্র কারাজীবনে তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো পার করলেন।

অ্যালারিখের সময় থেকে যেসব জাতিগুলো এখানে এসে পশ্চিম সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে তুলেছিল তারা এখন কেউই থাকল না। ভিসিগথরা চলে গেল, ভেঙলরা চলে গেল, সুয়েভ, অ্যালামান্নি, অস্ট্রোগথ, লম্বার্ড সবাই চলে গেল।

ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেল সবাই শুধু থাকল ফ্রাঙ্করা। তারা টিকে থাকল একাই। অবশ্য প্যাপাল স্টেটস-এর দক্ষিণে নামেমাত্র একটি লম্বার্ড ডাচি (duchy—ডিউক অধিকৃত অঞ্চল) থেকে গিয়েছিল, এর রাজধানীর নাম অনুসারে একে বলা হতো ডাচি অব বেনেভেন্তো। শক্তিশালী রাজা লিউতপ্রান্ডের অধীনতা মেনে নিলেও এটা পাভিয়ার স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। এটা এখন ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের বাইরে এবং এক শতাব্দী ব্যাপী সেভাবেই ছিল, কিন্তু এর লম্বার্ডিও প্রকৃতি একেবারেই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। লম্বার্ডরা ছিল ইতালিয়ান; কিন্তু তারা তাদের জাতীয় পরিচয় হারিয়ে ফেলল।

উত্তরে লম্বার্ড নামটি তখনও মুছে যায়নি। মানচিত্রে এই রাজ্যটি ওই নামেই রয়েছে এবং শর্লোমেন নিজেও লম্বার্ড রাজা উপাধি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর তরুণ পুত্র পেপিনকে ওই রাজ্যের ডেপুটি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন, ওই রাজ্যকে স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে উৎসাহও দিয়েছিলেন, আর এভাবে তিনি নিজে হট্টগোলপূর্ণ শাসন এড়িয়ে চলেছিলেন। (বাস্তবিক, এখনো কেন্দ্রীয় উত্তর ইতালির একটি সমৃদ্ধ প্রদেশের নাম লম্বার্ড)।

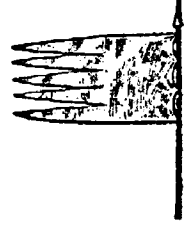
দাবি যাই থাকুক না কেন, উত্তর ইতালি ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের একটি অখণ্ড অংশ হয়ে গেল, এবং ভবিষ্যতে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল। শর্লোমেনের পর ফ্রাঙ্কিস রাজারা সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁরা কখনোই ভুলবেন না যে তাদের মহান পূর্ব পুরুষ এই ইতালি শাসন করেছিলেন এবং তারা ওই রাজ্যের শাসনভার ধরে ছিলেন প্রায় এক হাজার বছর ধরে, ইতালি এবং তাদের নিজেদের নিপীড়ন সত্ত্বেও তারা প্রায়শই নিজের রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে থাকতেন এক আলেয়ার পেছনে ছুটে ছুটে।

শর্লোমেনের বিজয়ে পোপ চিরতরে লম্বার্ডদের ভূমিকি থেকে মুক্ত হলেন। ফ্রাঙ্কিস রাজা পোপ আদ্রিয়ানকে নিশ্চিত করলেন যে পোপের প্রতিশ্রুত ডোনেশন পোপ অবশ্যই পাবেন এবং একই সঙ্গে তিনি পোপ আদ্রিয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক গড়ে তুললেন। শর্লোমেন মনেপ্রাণে ছিলেন একজন ধার্মিক। যে কোনোভাবেই হোক চার্চের সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হতেন, এবং পোপের প্রতি তিনি সর্বদা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তিনি রোম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৭৮০ সালে এবং ৭৮৫ সালে (এই প্রথম ফ্রাঙ্কিস স্বাধীন শক্তি) এবং পোপের প্রতি তাঁর আচরণ একটি অনুসরণযোগ্য মডেল হয়ে থাকবে।

যাই হোক না কেন, একজন ঈশ্বরভক্ত রাজাও চার্চের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। শর্লোমেন চার্চের উন্নয়ন এবং চার্চের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দারুণ আগ্রহী কিন্তু তা করতে তিনি অধৈর্যভাবে আগ্রহী এবং নিজেই পোপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চান, শক্তিশালী রাজারা সাধারণত এরকম কিছু করার প্রলোভনে পড়েন যেমন পড়েছিলেন জাষ্টিনিয়ান এবং তাঁরও আগে কনস্টানটাইন। এভাবে তিনি liturgical (সর্বজনীন প্রার্থনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান) সংস্কারে উৎসাহ দিলেন এবং পরিষদবর্গকে আহ্বান করলেন ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা

পূরণের জন্য সহজ সোজা পথ বেছে নিলেন, এবং দেখলেন যে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হচ্ছে, পোপের ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

তরবারি দিয়ে ধর্মান্তরিতকরণ



শলোমনের ঈশ্বরভক্তি এবং সামরিক গৌরবের জন্য তাঁর তারুণ্যসুলভ উদ্দীপনা তাঁকে নিয়ে যায় এমন এক মহিমায় যাকে পরবর্তীকালে আখ্যায়িত করা হয়েছে ক্রুসেড (Crusades) বা ধর্মযুদ্ধ নামে। আমরা বলতে পারি ইতিহাসে তিনিই প্রথম ক্রুসেডের প্রবর্তনকারী, খ্রিস্টানদের সঙ্গে অ-খ্রিস্টীয়দের প্রথম যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল অ-খ্রিস্টীয়দের খ্রিস্টানে রূপান্তর করা—প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও।

শলোমনের লক্ষ দল হলো জার্মান উপজাতিগুলো যারা গত তিনশতক ধরে দুঃসাহসিকভাবে নিজেদের ভূমিতে বসবাস করছে এবং তখনো প্যাগানই রয়ে গেছে। এই ধরনের প্যাগান উপজাতি মেরোভিঙ্গিয়ানদের সময়ে অস্ট্রেসিয়াসীমাস্ত এলাকায় আরো ছিল। দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যথাক্রমে ব্যাভারিয়ান, থুরিসিয়ান, স্যাক্সন এবং ফ্রিজিয়ান।*

থুরিসিয়ানদের ক্লভিসের পুত্র ফ্রাঙ্কিসদের অধীনে এসেছিলেন ৫৩১ সালে। অন্যান্য উপজাতিগুলো তাদের স্বাধীনতা ধরে রেখেছিলো খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে, যদিও তারা মাঝে মধ্যে আক্রান্ত হয়েছিল চার্লস মার্টেল এবং খাটো পেপিনের দ্বারা এবং পূর্ব দিক থেকে তাদের উপর চাপ অব্যাহত রেখেছিল অ্যাভাররা।

আধ্যাত্মিকভাবেও তারা আক্রান্ত হয়েছিল, এবং এই যুদ্ধে ছিল না কোনো সেনাবাহিনী কিন্তু ছিল ব্রিটেন দ্বীপের একজন মানুষের মনের ইচ্ছা। গ্রেগরি দ্য গ্রেট, যার সিদ্ধান্তের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল, তিনি সেই দ্বীপে মিশনারিজ পাঠিয়েছিলেন, যদিও গ্রেগরি এর ফলাফল অনুমান করতে পারেননি।

রোমান সেনাবাহিনীর কাছে তাড়া খেয়ে জার্মান উপজাতিরা যখন পশ্চিম সাম্রাজ্যের ব্রিটেন দ্বীপে উপনীত হলো, তখন একদল জার্মান উপজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম দিকে উত্তর সাগর অতিক্রম করেছিলো। তাদের মধ্যে ছিল এসেলস, স্যাক্সন এবং জুট। কেল্টিক ব্রিটনরা তাদের আগেই বিতাড়িত হয়েছিল

* আধুনিক ইউরোপের কিছু জায়গাকে এখনও ব্যাভারিয়া বলা হয়, ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের সময় থুরিসিয়া এবং ফ্রিজিয়াতে এইসব উপজাতীয়দের অস্তিত্ব ছিলো। এছাড়াও আরেকটি অঞ্চলকে স্যাক্সনি বলা হয়ে থাকে, কিন্তু নানান ঐতিহাসিক কারণে এটার অবস্থান হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পূর্ববর্তী উপজাতীদের অঞ্চলে।

এবং তাদের জায়গা নিয়েছিল ‘অ্যাংলো-স্যাক্সনরা’। দ্বীপের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে হয়ে গেল ‘এঙ্গেল ল্যাণ্ড’ অথবা ইংল্যাণ্ড।

অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ছিল প্যাগান, কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষ কেল্টিকরা ছিল খ্রিস্টান এবং এই খ্রিস্টান ধর্ম আয়ারল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল, যে আয়ারল্যাণ্ডে কখনোই রোমান সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল না। মেরোভিঙ্গিয়ানদের সময় আয়ারল্যাণ্ড ইনলাইটেনমেন্টের যুগে প্রবেশ করেছিল। তাদের পাদ্রীরা অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ভেতর খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিল এবং ওই মহাদেশের দূরে কাছে প্রায় সব জায়গাতেই মন্যাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এইসব আইরিশ মন্যাস্টারিগুলো বেনেডিক্টিয়ান নিয়মকানুন অনুসরণ করতো না এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান রোমান অর্থোডক্সির চেয়ে অনেক আলাদা ধরনের ছিল। হ্রেগরির মিশনারিজ ইংল্যাণ্ডে শুধু খ্রিস্ট ধর্মই নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছে রোমান খ্রিস্টধর্ম। ৬৬৪ সালে খ্রিস্টান ধর্মের রোমান ভার্শন কেল্টিকদের মন জয় করে নেয়, এবং শেষ পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ড রোমান ভার্শনে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ইংল্যাণ্ডে নিজেই সচেতনভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম বেছে নেওয়ার আট বছর পর উইনফ্রিড নামক এক শিশুর জন্ম হয়। সাত বছর বয়সে তিনি সন্ন্যাসী হওয়ার পথ বেছে নেন এবং বোনিফেস নাম ধারণ করেন। পরিণত বয়সে উপস্থিত হলে তিনি যেসব জার্মান উপজাতি তখনো প্যাগান রয়ে গেছে তাদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার ব্রত নেন।

হ্রেগরির পদক্ষেপে এবং পরবর্তীকালে উইনফ্রিডের পদক্ষেপে জার্মানরা কেল্টিক খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ না করে রোমান খ্রিস্টানে পরিণত হয়। এভাবে চার্চ নতুন ধরনের জার্মান ভিন্নমতাবলম্বীর প্রসার ঘটালেন ঠিক অ্যারিয়ানদের মতো, যাদের সঙ্গে কয়েক শতক আগে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ৭১৬ সালে বোনিফেস তার প্রথম ধর্মান্তরিতকরণ কর্মকাণ্ড শুরু করেন ডোভার প্রণালী অতিক্রম করে ফ্রিজিয়াতে (যেখানে এখন ডাচ উপকূল)। সেখানকার শাসক র্যাডবড তাকে খুব শীঘ্র সে দেশ থেকে বহিস্কার করেন, তিনি সেখান থেকে রোমে ভ্রমণ করলেন, সেখান থেকে প্যাপাল অনুমোদন নিলেন জার্মানদের ভেতর তাঁর ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, এর পর বাভারিয়া এবং থুরিঙ্গিয়াতে কয়েক বছর কাটালেন, সেখানে তিনি ধর্মান্তরিত করলেন, চার্চ নির্মাণ করলেন আর যেখানে যেখানে পারলেন মূর্তি ধ্বংস করলেন। যখন তিনি শুনলেন ফ্রিজিয়াতে র্যাডবড মারা গিয়েছেন তিনি সেখানে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং সেখানে বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল, তাঁর পূর্বপুরুষরা স্যাক্সন থেকে খুব বেশি দূরের না হওয়ায় তিনি উপজাতিদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন, তাদের মনের ভাব তিনি ভালো বুঝতে পারতেন, এবং তাদের বোঝানোর জন্য তিনি উলফিলাসের গথিক বাইবেল ব্যবহার করতেন।

উপরন্তু, চার্লস মার্টেল, যিনি ওই সময় ফ্রাঙ্কদের ওপর কর্তৃত্ব করতেন, বোনিফেসকে পার্থিব নিরাপত্তা প্রদান করতেন। চার্লসের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী

দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বোনাফিস পূর্ব অঞ্চল দিয়ে মুক্তভাবে ঘোরাফেরা করতে পারতেন, আর এদিকে উপজাতিগুলোরও ইচ্ছে ছিলো না চার্লস মার্টেলের প্রিয় পাত্রকে ঘেঁটে অথবা হাতুড়ির আক্রোশের মুখে পড়ার।

চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বোনিফেস ফ্রাঙ্কিস অঞ্চলে চলে গেলেন, পেপিন এবং কার্লোম্যান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে সংগ্রাম করছিলেন বোনিফেস তাতে তাদের দু'জনকে সমর্থন করলেন। তিনি ফ্রাঙ্কিস চার্চগুলো সংস্কারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন এবং সম্ভবত কার্লোম্যান-এর সন্মুখীন জীবন ধারণের পেছনে তাঁর হাত ছিল। তিনি পেপিন এবং পোপের মাঝখানে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্যতম একজন মধ্যস্থতাকারী ছিলেন যা পেপিনকে রাজক্ষমতায় নিয়ে যায় এবং মাথায় পবিত্র তেল ঢালার ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম সম্ভবত বোনিফেসের হাত দিয়েই হয়েছিল।

বিনিময়ে পেপিন তাঁর পিতার মতো বোনিফেসকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করলেন তাঁর মিশনারি কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য। যদি এটা কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন না হয়ে থাকে, তাহলে ধৃত পেপিন অবশ্যই পূর্ব অনুমান করেছিলেন যে, খ্রিস্টান জার্মানদের ফ্রাঙ্কিস রাজত্বে একীভূত করা প্যাগান জার্মানদের চাইতে বেশি সহজ হবে।

বোনিফেস অনেকদিন বেঁচেছিলেন এবং তিনি দেখে যেতে পেরেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ, ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের পূর্বদিকে ওই সমস্ত উপজাতিগুলো শূন্যদৃষ্টভাবে এবং স্থায়ীভাবে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। অবশেষে ৭৫৫ সালে তিনি শহীদ হলেন (যদিও তাঁর পৃষ্ঠপোষক পেপিন, ওই সময় লম্বার্ডদের সঙ্গে আমেলা মিটমাট করছিলেন) একদল ফ্রিজিয়ান পৌত্তলিকের হাতে।

পরিস্থিতি সম্পর্কে পেপিনের পূর্বানুমান ছিল সঠিক। বেভেরিয়ান এবং ফ্রিজিয়ানদের ফ্রাঙ্কিস রাজত্বে একীভূত করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি শার্লোমেনকে, কেননা তাদের অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান।

যাই হোক, বোনিফেস স্যাক্সনদের ব্যাপারে মোটেও সফল ছিলেন না, সময়ের সাথে সাথে খ্রিস্টান হতে তারা আরো বেশি অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল। তারা দেখেছিল যে, আসলে খ্রিস্টান হওয়া মানে একজন ফ্রাঙ্কিস হওয়া, তারা তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য প্যাগান ধর্মকেই আঁকড়ে ধরেছিল। পূর্ববর্তী ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা যেমন রুখে দাঁড়িয়েছিল, এবারও তারা শার্লোমেনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

এদিকে শার্লোমেন প্যাগানদের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত, তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত সুযোগ তাঁর হাতের কাছেই রয়েছে। ৭৭২ সালের একেবারে শুরুতেই কার্লোম্যান মারা গেলে যখন তিনিই পুরো রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি, এমনকি পাভিয়াতে দেসিদারিয়ুসের ব্যাপারটা সুরাহা হওয়ার আগেই তিনি স্যাক্সনিতে সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন।

স্যাক্সনরা ফ্রাঙ্কদের সামনে একেবারে স্তান হয়ে গিয়েছিল আর ফ্রাঙ্করা ফ্রাঙ্কদের মতো কাজ করেছিল, শার্লোমেনের সৈন্যদল সেখানে গিয়েছিল খ্রিস্টান ধর্ম প্রতিষ্ঠা

করতে, সেখানে তারা স্যাক্সনদের জানাল যে শুধু খ্রিস্টান ধর্মেরই বৈধতা রয়েছে আর স্যাক্সনদের নিজেদের ধর্ম পালন করার কোনো অধিকার নেই এবং শুধু খ্রিস্টান ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে।

এভাবে আক্রমণকারী ফ্রাঙ্করা একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির কাছে আসলো, এটাকে বলা হতো আরমিন্সাল (Irmensul)। স্যাক্সনদের এই গাছের প্রতি এক ধরনের গভীর ভয় এবং শ্রদ্ধামিশ্রিত ভক্তি ছিল, তারা এই গাছটিকে একটি প্রতীক হিসেবে দেখতো, নরডিক মিথোলজি অনুসারে এই গাছ পৃথিবীকে ঠেস দিয়ে রেখেছে। কোনোরকম পিছিয়ে না এসে ফ্রাঙ্কস পাদ্রিরা এটাকে অরুচিকর মূর্তি বিবেচনায় ধ্বংস করার আদেশ দিল, এবং তারা গাছটিকে ভূ-পাতিত করলো। স্যাক্সনদের বিশ্বাসের পবিত্রতা নাশ করার ফলে স্যাক্সনদের মন আরো বিষিয়ে উঠল। স্যাক্সনিরা লম্বার্ডদের মতো নয়, কোনো সাজানোগোছানো এলাকা তাদের ছিল না, বিশাল এক রাজধানী নিয়ে এক উদাসীন জনগোষ্ঠী অবরোধের জন্য অপেক্ষা করছিল, এই অঞ্চল ছিল দিক্‌চিহ্নহীন এক বিজন দেশ, সামান্য কিছু বসতি ছিল যেগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করা যেত কিন্তু এতে যুদ্ধরত স্যাক্সনদের মনোবল ভেঙ্গে ফেলা যেত না।

গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, ফ্রাঙ্কদের জন্য তা এক সীমাহীন হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যদি কোনো ফ্রাঙ্কস সেনাবাহিনী স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে অভিযান করে, স্যাক্সনরা খুব দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে, যদি তাদের ধর্মাস্ত্রিত করার কথা বলা হয় তারা তা মেনে নেয় (ভদ্রভাবে বলে যদি না হতো তাহলে তাদের গলায় তলোয়ার ঠেকানো হতো) তারা শপথ করে এবং জিম্মি রাখে। চার্চ নির্মাণ করার পর এবং সৈনিকদের ঘাঁটি গড়ে তোলার পর ফ্রাঙ্কদের যদি অন্য কোথাও যুদ্ধে যেতে হতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্সনরা আবার বিদ্রোহ করতো। তারা চার্চ পুড়িয়ে দিত, খ্রিস্টান হওয়ার জন্য যারা দেহদান করতো তাদের হত্যা করতো, ঘাঁটিগুলোকে পরাভূত করতো এবং চিৎকার করে ফ্রাঙ্কদের আহ্বান করতো যুদ্ধ করার জন্য।

সবসময়ই শর্লোমেন তাঁর বাহিনীকে পুনরায় সেখানে পাঠাতেন, প্রত্যেকবারই তারা স্যাক্সনীদের আরো অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরো বেশি হত্যাকাণ্ড চালাত, আরো বেশি জিম্মি নিত এবং আরো ভয়ংকরভাবে তাদের শপথ করিয়ে নিত। প্রতিবারই স্যাক্সনরা হেরে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতো এবং সুযোগ পেলেই আবার সেই আগের মতোই বিদ্রোহে মেতে উঠতো।

৭৭৮ সালে স্যাক্সনরা তাদের একজন নেতা খুঁজে পেল, তাঁর নাম উইডুকাইণ্ড, যিনি এই সমাপ্তিহীন যুদ্ধের ভয়াবহতা আরো বাড়িয়ে তুললেন। ওই সময় শর্লোমেন ব্যস্ত ছিলেন স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে—স্যাক্সনদের থেকে অনেক দূরে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে এবং প্রায় প্রত্যেক স্যাক্সনই মনে করতো যে শর্লোমেন হয়তো যুদ্ধে ইতোমধ্যে হেরে গেছেন নয়তো মারা গেছে। ফলে উইডুকাইণ্ডের এখন আর কোনো ঝামেলা নেই, তিনি স্যাক্সনদের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। স্যাক্সনদের

ভেতর যত খ্রিস্টান পাদ্রি এবং লেহম্যান ছিল সবাইকে হত্যা করলেন, এবং রাইনে প্রবেশ করে অস্ট্রিয়ায় আক্রমণ চালালেন।

শর্লোমন তাঁর প্রতিক্রিয়া তীব্রতর করতে বাধ্য হলেন (তিনি যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে পারতেন, কিন্তু পরিত্যাগ করতে তিনি রাজি ছিলেন না)। একটি বিষয়ে তিনি একদিনে সাড়ে চার হাজার স্যাক্সনের শিরশ্ছেদ করার হুকুম দিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ৭৮৫ সালের পরে, যখন উইডুকাইন্ড হেরে গিয়েছিলেন এবং নিজেকে খ্রিস্টে রূপান্তর করতে রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত স্যাক্সনদের বিদ্রোহ ছোট আকারে এখানে সেখানে হচ্ছিল। ৮০৪ সালের শেষ দিকে একটি ভয়াবহ এবং শক্তিশালী বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, ফলে বাধ্য হয়েই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। এভাবে স্যাক্সনদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় তিরিশ বছর পর্যন্ত চলেছিল।

যুদ্ধটি যখন শেষ হয়েছিল, ওই মহাদেশের সমস্ত জার্মান অধিকৃত অঞ্চলের প্রভু হয়েছিলেন শর্লোমন। এটা নিশ্চিত যে, ইংল্যান্ড এবং স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান স্বাধীন রাজ্যগুলোতে জার্মান ভাষাভাষীরা বিন্ধিতভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কিন্তু তারা ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল সমুদ্রের কারণে, অথবা ডেনমার্কের ক্ষেত্রে বলা যায়, তারা আলাদা ছিল তাদের অসুবিধাজনক দূরত্বের কারণে, দিগন্তের ওপারে থাকার কারণে তারা মোটামুটি নিরাপদে থাকতো।

শুধু জার্মান একা নয়



শর্লোমনের তখনো বোধগম্য হয়নি যে, শুধু জার্মানীদের শাসন করার ক্ষেত্রে তাঁর কিছু প্রাকৃতিক বাধা আছে। স্যাক্সনদের দমন করার অনেক আগেই তিনি পূর্ব দিকে ইলবে নদীর ওপারের স্লাভিক জনগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

স্লাভরা তখন পর্যন্ত কারো সঙ্গে কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়নি। গথ থেকে অ্যাভার পর্যন্ত সমস্ত বিজেতাদের নিপীড়ন তারা চুপচাপ এবং ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে নিয়েছিল এবং ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করারও কোনো ইচ্ছা তাদের ছিল না। তারা শর্লোমনকে ভেবেছিল একজন উদ্ধারকর্তা হিসেবে যে কিনা তাদের মুক্ত করবে অ্যাভারদের হাত থেকে।

সত্যি বলতে কি, অ্যাভাররা প্রায় দুইশত বছর আগে থেকেই দুর্বল অবস্থায় ছিল, যে অ্যাভাররা এক সময় স্বয়ং কনস্টান্টিনোপল আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল। তারা তখনও তাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চল তাদের অধীনে ধরে রেখেছিল (এখন যেটা হাঙ্গেরি), কিন্তু পূর্বদিকে (এখন যেটা রুমানিয়া) তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত এক জনগোষ্ঠী যা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় এবং তারা নিজেদের মতো করে রাজ্য গড়ে তোলে।

এই নতুন জনগোষ্ঠী, নিজেদের বুলগার (Bulgars) বলে ডাকতো, এই শব্দের উৎস আর ভলগা নদীর নামের উৎস সম্ভবত একই। মূলত শর্লোমেনের সময় ভলগা নদীর তীর ঘেঁষে বুলগার নামক একটি শক্তিশালী রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

অ্যাভারদের অধীনে স্লাভরা খুব বেশি খারাপ অবস্থায় ছিল না। এভারদের ছত্রচ্ছায়ায় তারা পশ্চিম অভিযুখে যাত্রা করেছিল, এবং যে অঞ্চল থেকে অ্যাভাররা জার্মান উপজাতিদের তাড়িয়ে দিয়েছিল (যেমন লম্বার্ড) সেই অঞ্চলে স্লাভরা প্রবেশ করেছিল। এর ফলে একদিন যে অঞ্চল জার্মানদের ছিল তা এখন পরিণত হলো চেকোস্লোভাকিয়ায় এবং এই অঞ্চল আজ পর্যন্ত স্লাভিকদের অধিকারে। (স্লাভিকরা দলে দলে পশ্চিম ইলবে নদী পর্যন্ত গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তী শতকগুলোতে তাদেরকে জার্মানরা সেখান থেকে বিতাড়িত করেছিল) শর্লোমেনের সময় স্লাভিকরা অ্যাভারদের কাছে নিজেদের স্বাধীন মনে করার সাহস দেখাতে শুরু করেছিল। অ্যাভারদের প্রজা স্লাভিকরা অ্যাভারদের মুখোমুখি সাহস নিয়ে দাঁড়াল, অ্যাভারদের ভাই বুলগাররা তাদের বিতাড়িত করল, আর এখন অ্যাভাররা মুখোমুখি হলো মহান ফ্রাঙ্কিস রাজার হাতুড়ির নিচে। পর পর তিনটি অভিযানে (বুলগারদের সহায়তায়) শর্লোমেন এভারদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন।

তাদের শেষজন পরাজয় বরণ করলেন ৮০৪ সালে, আর এভাবেই ইতিহাসের পাতা থেকে উধাও হয়ে গেল অ্যাভাররা। তারা এত দ্রুত ইতিহাস থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যে আজকের দিনে রাশিয়ানরা এর উপমা দিয়ে থাকে 'to vanish like Avars'। প্রকৃতপক্ষে তারা আসলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, তারা কেবল তাদের জাতীয়তাবোধ হারিয়েছে, তারা তাদের বিভিন্ন প্রজাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে মিশে গিয়েছিল। দানিযুব নদীর মহান বাঁকে স্লাভিকদের রাজ্য (যেখানে এখন বুদাপেস্ট অবস্থিত) শর্লোমেনের অধিস্বামিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, যদিও ওই দূর আচেন থেকে এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কঠিন ছিল, ফলে সেখানে ফ্রাঙ্কিস নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল।

শর্লোমেনের দৃষ্টি পশ্চিম দিকেও গেল। তারা দৃষ্টিপাত করল ব্রিটনির দিকে, যেখানে রুক্ষ ব্রিটনরা পেপিনের বিরুদ্ধেও তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। কিন্তু শর্লোমেনের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে সাহাস করল না। শর্লোমেনকে সেখানে কোনো সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়নি। বিষণ্ণ ব্রিটনরা এমনিতেই তাঁকে রাজস্ব দিতে থাকল এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর অধীনতা বজায় রাখল।

শর্লোমেনের তীব্র ইচ্ছা যে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমের অঞ্চলগুলো দখল করবেন। তিনি অধীর আগ্রহে তাকালেন পাইরেনিস-এর দিকে, যে রাজ্যের প্রান্তসীমা মুসলমান বিশ্বের সঙ্গে ছুঁয়ে আছে—প্রায় দেড়শত বছর ধরে ওই রাজ্যের সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মের বিবাদ সবদিক থেকেই।

মুসলিম জাহানের অধিকাংশই তখন আব্বাসীয় বংশের শাসনাধীন, যার রাজধানী ছিল তাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদে। শর্লোমেনের সময় আব্বাসীয়

রাজ্য ছিল তার সফলতার শীর্ষে। মূলত, ৭৮৬ সালে শলৌমনের সঙ্গে স্যাক্সনদের যুদ্ধ যখন চরমে উঠে যায় তখন হারুন-আল রশিদ বাগদাদের খলিফা হলেন। এই সেই হারুন-আল রশিদ যিনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেই বিখ্যাত গল্পগুলো সংগ্রহ করেছিলেন-যা ‘এক হাজার এক রাত্রি’ বা আরব্য রজনী নামে খ্যাত।

মুসলিম বিশ্বে আব্বাসীয়দের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তারা শাসন করতো পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ এবং উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ, তারপরেও কিছু মুসলমান ছিল যারা তাঁকে বাগদাদের খলিফা বলে স্বীকার করতো না।

হারুনের সময়ের এক প্রজন্ম আগে আব্বাসীয়রা পূর্ববর্তী রাজবংশ উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। পরবর্তীকালে যেন কোনো প্রকার ঝামেলা না হয় সে জন্য আব্বাসীয়দের প্রথম সম্রাট খুব ঠাণ্ডা মাথায় উমাইয়াদের যাকে যেখানে পেলেন হত্যা করতে থাকলেন, তাঁর উদ্দেশ্য হলো উমাইয়াদের কেউ যেন পরবর্তীকালে সিংহাসন দাবি করে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে না দেয়।

তিনি তাঁর কাজ খুব ভালোভাবেই শেষ করেছিলেন, কিন্তু একজন উমাইয়া কিভাবে যেন পালিয়ে গেলেন। তিনি হলেন আব্দুর রহমান, চার্লস মার্টেল যখন তুর যুদ্ধে জয়লাভ করেন ওই সময় যিনি খলিফা ছিলেন আব্দুর রহমান হঠাৎ তাঁর দৌহিত্র। অল্পের জন্য বেঁচে যাওয়া আব্দুর রহমান, তাঁর পথ তিনি একই বের করে নিয়েছিলেন মেডিটেরিয়ানের পুরো অঞ্চল জুড়ে সিরিয়া থেকে স্পেন পর্যন্ত। ৭৫৬ সালে তিনি স্পেনে পদার্পণ করলেন, বাগদাদ থেকে দুই হাজার আটশত মাইল দূরে এবং তিনি ওই অঞ্চলের রাজা হলেন আব্দুর রহমান ১ম নামে, ঠিক যে সময় পেপিন রাজা হচ্ছিলেন ফ্রাঙ্কদের।

আব্দুর রহমান কর্ডোভায় তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন, স্পেন পুরোপুরি স্বাধীন মুসলিম রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি ছিলেন একজন আলোকিত শাসক, যিনি প্রায় এক প্রজন্ম ধরে শাসন করেছিলেন এবং স্পেন দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর বংশের পলায়মান ব্যক্তিদের ধরে ধরে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছিল এ থেকে তাঁর হয়তো এই বোধ জন্মেছিল যে সংখ্যালঘুদের হত্যা করা যাবে না, তিনি তাঁর নিজ রাজ্যে সংখ্যালঘুদের হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে চলতেন। তাঁর রাজ্যে খ্রিস্টানরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো, কিন্তু পুরোপুরি অনুগ্রহ লাভ করতো ইহুদিরা।

মূলত খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি কেউই তাঁর কোনো সমস্যা করেনি, তিনি সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁর নিজেরই বিবদমান মুরিশ সম্রাটদের নিয়ে, যারা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য খ্রিস্টান ফ্রাঙ্কদের সাহায্য নিতে মোটেও দ্বিধাবোধ করেনি।

মুরিশদের প্রতি ফ্রাঙ্কদের আগ্রহ আগে থেকেই ছিল, প্রথমে আগ্রহী ছিলেন পেপিন, এরপর শলৌমন, তারা চাইতেন মুরিশ সম্রাটদের ভেতর ঝগড়াঝাটি লেগে

থাকুক, কিন্তু এই খেলায় একটা তৃতীয় শক্তির আগমন ঘটেছিল। তারা হলো পশ্চিম পাইরেনিসের বাস্ক।

বাস্করা ছিল খ্রিস্টান। তারা প্রতাপশালী মুরিশদের সঙ্গে তাদের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় খুব ভয়ংকরভাবে লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল। যাই হোক, তারা হলো বাস্ক এমনকি তারও আগে তারা হলো খ্রিস্টান, কিন্তু ফ্রাঙ্করা যদিও খ্রিস্টান তবু তাদের কাছে তারা মুরিশদের মতোই এক ভিনদেশী। তারা যখন আক্রমণে বের হতো তখন তাদের কাছে ফ্রাঙ্করাই বা কে আর মুরিশরাই বা কে, তারা সবারটাই লুটপাট করতো।

শর্লোমন, বাস্কের আকস্মিক আক্রমণে যন্ত্রণাবিদ্ধ, আর এদিকে তিনজন মুরিশ আমির তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রতিবেশী রাজ্যের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার জন্য যারা কর্ডোভানের সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর পিতামহের সময়কার অভিনন্দনের জবাব মুরিশদের ফিরিয়ে দিতে এবং সিদ্ধান্ত নিলেন স্পেন আক্রমণ করার। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে, তিনি বাস্কদের পেছন থেকে পরাভূত করতে পারবেন।

কাগজে কলমে শর্লোমনের পরিকল্পনা খুবই চমৎকার, কিন্তু আব্দুর রহমান ১ম, বৃদ্ধ হয়ে গেলেও এখনো বেশ শক্তিশালী এবং যুদ্ধবন্দেহী রাজা। খ্রিস্টানরা যখন সত্যিকার আক্রমণ করে বসলো তখন বিবাদরত মুররা দেখল যে তাদের এই কমন শত্রুর বিরুদ্ধে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে। পাইরেনিস থেকে একশত মাইল দূরে দক্ষিণে এব্রো নদীর তীরে সারাগোছায় শর্লোমনের অগ্রগতি দীক্ষণ বাধার সম্মুখীন হলো। সেখানে তিনি অবরোধ করতে বাধ্য হলেন। তিনি নিজ রাজ্য থেকে এত দূরে যে অবরোধকে কার্যকরী করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল, তখন এরই মধ্যে সংবাদবাহক স্যাক্সনি থেকে সংবাদ নিয়ে আসলে যে উইডুকাইন্ড ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। একান্ত অনিচ্ছায় তিনি অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং পশ্চাদপসরণ করে পাইরেনিসে আসলেন, স্পেন অ্যাডভেঞ্চার পুরোপুরি ব্যর্থ হলো।

শর্লোমন ফেরার পথে আরেকটি দুর্ভোগের সম্মুখীন হলেন, বাস্করা দেখল যে লাভজনক আক্রমণের এটাই সুবর্ণ সুযোগ। ফ্রাঙ্কিস সেনাবাহিনী রনসেচভেলস-এ পাইরেনিস-এর পশ্চিম গিরিখাত অতিক্রম করছিল, আর তখন বাস্করা তাদের ওপর নজর রাখছিল (গোপনে লুকিয়ে) পাহাড়ের ঢাল থেকে। যখন সেনাবাহিনীর প্রধান অংশটুকু সামনে চলে গিয়েছে তখন হঠাৎ করে তারা পেছন থেকে আক্রমণ করে তাদের ধসিয়ে দিল এবং তারা যে ব্যাপক লুটপাট করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

ধ্বংস হওয়া ফ্রাঙ্ক সেনাবাহিনীর মধ্যে ছিলেন শর্লোমনের ব্রিটানির ভাইসরয় (Viceroy), যিনি মুরদের বিরুদ্ধে মহান ক্রুসেডে যোগ দিতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হলো রোনাল্ড এবং তার সম্পর্কে আমরা পরে দেখব একটি মহান গল্পের উদ্ভব হয়েছিল।

আব্দুর রহমান ৭৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর মৃত্যুতে স্পেন দুর্বল হয়ে গেল। পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্তটি ছিল হঠকারি সিদ্ধান্ত কেননা শর্লোমেনের স্যাক্সন পুনর্দখলের আগেই পাইরেনিসের সীমান্ত এলাকাগুলো লুটপাট হয়ে যেতে পারে।

৭৯৩ সালে একটি মুরিশ আক্রমণকারী দল, পাইরেনিসের উত্তরে মেডিটারিয়ান থেকে ৬০ মাইল দূরে, নারবোনে প্রবেশ করে হিট এন্ড রান আক্রমণ চালালো।

শর্লোমেন অ্যাভারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন, কিন্তু গিরিখাতে যেভাবে অপমানিত হলেন তা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। পুনরায় তিনি স্পেনের দিকে ফিরলেন, এসময় তিনি দ্রুত প্রবেশ করার উদ্যোগ নিলেন না, কিন্তু তিনি পাইরেনিসের দক্ষিণে একটি বাফার (Buffer) অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার ভীষণ চেষ্টা করলেন, যেন এই রাজ্য মুরিশ আক্রমণ থেকে ফ্রান্সিস রাজ্যকে পৃথক করে রাখে এবং একই সাথে এর ফলে বাস্কদের চিরতরে নিশ্চুপ করে দেওয়া যাবে।

এগুলো বাস্তবায়িত হয়েছিল ৮০১ সালে, যখন শর্লোমেন বার্সেলোনা দখল করেছিলেন। পাইরেনিসের দক্ষিণের সমস্ত স্ট্রিপ যা প্রায় ৫০ মাইল প্রশস্ত তা তিনি দখল করেছিলেন। বাস্ক স্ট্রিপের পশ্চিমাংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এখন পুরোপুরিভাবে শর্লোমেনের হস্তগত এবং এর নতুন নামকরণ হয় ন্যাভেরি (Navarre), পূর্বাংশের নাম হয় স্পেনিশ মার্চ (Spanish March)।

'March' অথবা 'mark' শব্দটি পুরনো একটি জার্মান শব্দ থেকে নেওয়া যার অর্থ হলো সীমা (Boundary) এবং এই নামটি যে কোনো সীমান্ত প্রদেশের জন্য ব্যবহার করা হতো। শর্লোমেনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত আরো কিছু মার্চ ছিল, যেগুলো ছিল সামরিক শাসনাধীনে থাকা খুবই শক্তিশালী দুর্গ এলাকা এবং এখান থেকে পার্শ্ববর্তী বিদেশী রাজ্যগুলোর দিকে নজর রাখা যেত এবং এগুলো রাজ্যের কেন্দ্রের নিরাপত্তাপ্রহরী হিসেবে কাজ করতো।

ফ্রান্সিস রাজ্যের উত্তর-পূর্বে ছিল ডেনিসমার্ক, যে রাজ্যের বিরুদ্ধে সতর্ক পাহারায় থাকতে হতো সেই রাজারই নাম অনুযায়ী তার নামকরণ করা হয়, যেটা এখন ডেনমার্ক (Denmark) নামে পরিচিত (তাদের নিজ জনগোষ্ঠীর কাছে এটা Danmark নামে পরিচিত)।

দূরে পূর্বদিকে ছিল অস্টমার্ক ('Eastern March'), যেখানে এখন অবস্থিত অস্ট্রিয়া। পরবর্তী শতকগুলোতে যখন অস্টমার্ক অঞ্চল বৃহৎ স্বাধীন শক্তিতে পরিণত হয়, তখন এটা হয়ে যায় অস্টেরিচ ('eastern realm' অথবা ইংরেজিতে অস্ট্রিয়া)। ১৯৩৮ সালে নাৎসীবাহিনী যখন অস্ট্রিয়া দখল করে তখন তারা এর আগের নামটি বহাল রাখে অস্টমার্ক—১৯৪৫ সালে এই রাষ্ট্রটি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই নামটিই ছিল।

মার্কের অধিনায়ককে বলা হতো মার্গ্রেভ, এটি নেওয়া হয়েছিল জার্মান 'mark-graf' ('মার্চের কাউন্ট) শব্দ থেকে। ফরাসী ভাষায় একে বলা হয় 'মারকুইস' (marquis)।

৮০০ সালের মধ্যে ওই সময়ের প্রকৃতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করলে শলোমন এক বিশাল রাজত্ব শাসন করতেন। আকৃতিতে মোটামুটি ত্রিভুজাকৃতির, কিন্তু পূর্বদিকে ছিল প্রশস্ত, পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আটলান্টিক থেকে মধ্য দানিযুব পর্যন্ত প্রায় এক হাজার মাইল প্রশস্ত ছিল; এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে অর্থাৎ ফ্রিদিয়া থেকে রোম পর্যন্ত ছিল প্রায় ৯০০ মাইল, শলোমনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ শাসনাধীনে ছিল প্রায় ৭০০,০০০ বর্গ মাইল, যা আয়তনে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ ভাগের এক ভাগেরও বেশি।

একজন একক শাসনকর্তার অধীনে এটা ছিল সবচেয়ে বড় রাজ্য যা পাশ্চাত্যবাসী দেখেছিল ৪০০ বছর আগে রোমান সম্রাট থিওডোরিয়াসের আমলে।



তঁার নিজের পরিবর্তে সম্রাট

এসবকিছু সত্ত্বেও শলোমন পোপের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। ৭৮১ সালে তিনি যখন রোম পরিদর্শনে যান, তখন তিনি পোপ অ্যাড্রিয়ানকে দিয়ে তঁার পুত্র পেপিন ৪র্থকে লম্বার্ডের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে দেন, এবং অন্য পুত্র লুইসকে (জার্মান ভাষায় লুডউইড) অ্যাকুইতাইনের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করিয়ে নেন। এভাবে তিনি সিংহাসনের জন্য নিজে জীবিত থাকার ব্যবস্থায় তঁার পুত্রদের বৈধতা আদায় করে নেন, ঠিক যেমন তঁার পিতা দেখিয়ে করেছিলেন শলোমন এবং তার ছোট ভাইয়ের জন্য।

বিনিময়ে অ্যাড্রিয়ান, পূর্বের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সম্রাটের শাসন আমলে পোপের পদের আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন, সেই অ্যাড্রিয়ানই শলোমনের রাজত্বকালের সময় থেকেই পোপের মর্যাদা পেয়েছিলেন এবং এতে তিনি ছিলেন দারুণ সন্তুষ্ট। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পোপের পদে আসীন থেকে ৭৯৫ সালে মারা গেলেন পোপ অ্যাড্রিয়ান এবং সারাজীবন তিনি শলোমনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছেন। মূলত তঁারা ছিলেন উল্লেখযোগ্যভাবে এক আদর্শ জুটি। শলোমন সম্প্রসারিত করছিলেন তঁার পার্শ্ব রাজত্ব আর পোপ সেখানে সম্প্রসারিত করছিলেন তঁার আধ্যাত্মিক রাজত্ব। এমনকি ছোটখাটো খ্রিস্টান রাজ শাসিত রাজ্য যেমন ইংলিশ এবং স্পেনিশ তারাও, পেপাল মতবাদের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখার জন্য তাত্ত্বিকভাবে ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের অধিস্বামিত্ব মেনে নিয়েছিল। ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়েছিল যে অ্যাড্রিয়ান যদি পোপ হন তাহলে শলোমন রাজা কিংবা শলোমন পোপ হলে অ্যাড্রিয়ান রাজা। ইতিহাসে আর কোথাও পোপ এবং রাজার মধ্যে এমন সুসম্পর্কের নজির নেই।

নতুন পোপ, লিও ৩য়, খুব দ্রুত যে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন তা হলো, শর্লোমন আগের পোপকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তাঁকেও যেন সেই দৃষ্টিতে দেখা হয়। নতুন নির্বাচনের ঘোষণা, এই প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বাঞ্চলীয় সম্রাটকে জানানো হলো না। বরং তার পরিবর্তে পাঠানো হলো শর্লোমনকে। এমনকি আদ্রিয়ান শর্লোমনকে রোমান প্যাট্রিশন উপাধিও দিয়েছিলেন এবং নতুন পোপ লিও জাঁকজমকপূর্ণভাবে তাঁর এই উপাধির নবায়ন করলেন।

লিও'র উদ্দেশ্য ছিল মূলত অভ্যন্তরীণ গোলমালের হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করা। পোপ ছিলেন একজন পার্থিব রাজপুত্র এবং একজন আধ্যাত্মিক নেতা, আর রাজপুত্রদের মধ্যে তখন গোলমাল চলছিল। রাজপুত্ররা ছিল অবাধ্য-অভিজাত সম্প্রদায়, যারা প্রত্যেক নতুন রাজার কাছেই শান্তির বিনিময়ে নানান কিছু দাবি করে বসতো।

লিওকে হুবহু এরকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল, এবং যখন তিনি তাদের পুরোপুরি সমুদ্র করতে ব্যর্থ হলেন, তখন ৭৯৯ সালে তাঁকে পাকড়াও করে তাঁর অঙ্গচ্ছেদন করার ষড়যন্ত্র করা হয় এবং এভাবে তাঁকে তার পদে অযোগ্য করে তুলে নতুনভাবে নির্বাচন করার ষড়যন্ত্র করা হয়।

ঘটনা সেরকম ঘটেনি, কিন্তু শহর তখনও শোরগোলময় আর স্থানীয় ফ্রাঙ্কিস গভর্নরের পোপকে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছাও ছিল না এবং কোনো সামর্থ্যও ছিল না। রোমান উচ্ছৃঙ্খল জনতা লিওকে অপদস্থ করলে তিনি শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। তিনি শর্লোমনকে কাতর অনুরোধ করে একটি চিঠি লিখলেন কিন্তু শর্লোমন ইচ্ছাকৃতভাবেই কোনো পদক্ষেপ নিলেন না। পোপকে অবশ্যই তাঁর কাছে আসতে হবে যেমন তাঁর পিতার কাছে এসেছিলেন আগের পোপ, লিও'র কোনো উপায় ছিল না। ঠিক ৫০ বছর আগে আল্ফ্রিস পেরিয়ে স্টেফান যেমন এসেছিলেন তেমন আসলেন লিও।

ওই সময় শর্লোমন ছিলেন স্যাক্সনিতে, তিনি পোপকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। পোপকে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে আসতে পেরে শর্লোমন দারুণ খুশি, তিনি লিওকে রোমে ফিরে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী তাঁর সঙ্গে দিলেন।

কিন্তু রোমে পোপের জন্য আরও অপমানজনক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছিল। যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তারা অভিযোগ করল যে, নৈতিকতা এবং উন্নত গুণাবলীর জন্য যে দায়বদ্ধ সে কিনা নানান ঘৃণ্য অপকর্ম করেছে (তাদের ভাষায়)। শর্লোমন এইসব ধোঁয়াটে অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি এই অভিযোগকে কাজে লাগালেন একটি ধর্মীয় আচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেখানে তিনি পোপের ওপর বিচারকর্তার আসনে বসবেন। যার ফলে সারা বিশ্ব এটা বুঝবে যে শর্লোমন হলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

৮০০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তিনি চার্চের উচ্চপদস্থদের নিয়ে একটি সভা ডাকলেন, যার সভাপতিত্ব তিনি নিজেই করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো

বিচারসভা ছিল না এবং পোপের বিচারের এরকম কোনো পূর্বদৃষ্টান্তও নেই। যাই হোক, পোপকে অবমাননাকরভাবে শপথ করে ঘোষণা করতে হলো যে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং তিনি নিষ্পাপ। লিওকে নির্দোষ ঘোষণা করার জন্য এরকম শপথ নেওয়াকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হলো ফলে লিও পুনরায় পোপের পদে আসীন হলেন।

যাই হোক না কেন, শর্লোমন ছিলেন বিচারক আর পোপ দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর সামনে ব্যাপারটি এমন যে শর্লোমন ইচ্ছা করলেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দিতে পারতেন। লিও অবশ্যই ভাবছিলেন কীভাবে এই ঘটনাকে উল্টিয়ে দেওয়া যায়, এবং তা করতে হবে অসাধারণ এক চতুর উপায় অবলম্বন করে, যেন চিরতরে রাজনৈতিকভাবে শর্লোমনকে একটি জোরে ধাক্কা মারা যায়।

কীভাবে তিনি তা করলেন, তা দেখার জন্য চলুন আমরা এবার চলে যাই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের দিকে।

৪৭৬ সালে পশ্চিম সাম্রাজ্যের সম্রাটরা সিংহাসনচ্যুত হলে পূর্বাঞ্চলের কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট তাত্ত্বিকভাবে পুরো রোমান সাম্রাজ্যের শাসকে পরিণত হন, এবং মূলত খ্রিস্টান রাজত্বের শাসকে পরিণত হন। তাত্ত্বিকভাবে তা সবাই স্বীকার করে নিয়েছিলেন এমনকি পশ্চিমেরাও তা মেনে নিয়েছিল, যদিও পশ্চিমের পূর্বের সম্রাটদের কোনোরূপ কর্তৃত্বই ছিল না, আইকোনোক্লাস্টিক (প্রতিমাবিনাশ) অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য পোপ সম্রাটের বিপক্ষে চলে যান, ফলে অষ্টম শতকে সম্রাটদের পতন ঘটে পুরোপুরিভাবে। পোপ তাদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাঁদের অনেক অধিকার কেড়ে নেন, কিন্তু তবুও ‘সম্রাট’ শব্দের যাদু তখনও বিদ্যমান। কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসনে যিনিই বসেন তিনিই হলেন অগাস্টাস আর কনস্টান্টাইনের উত্তরাধিকার এবং কেউই তার পূর্ণ হস্তক্ষেপ করতে পারতো না।

৭৮০ সালে, সম্রাট লিও চতুর্থ মারা গেলেন এবং তাঁর পুত্র কনস্টানটাইন ৬ষ্ঠ সম্রাট হলেন। তিনি ছিলেন সম্ভবত নয় বছরের বালক, তাঁর মা আইরিন, রাজপ্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ৬০ বছর ধরে চলা আইকোনোক্লাজম-এর সমাপ্তি ঘটে ৭৮৭ সালে। মূর্তির ওপর শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পুনরায় অনুমতি দেওয়া হলো এবং তাতে পাপাসির বিজয় হলো। কিন্তু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মতের মিল না হওয়াতে পোপ এবং সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বের মীমাংসা তখনও হয়নি। আইকোনোক্লাজম যুগের সমাপ্তি পোপের জন্য বরং অসুবিধেই হয়ে গেল, কেননা সম্রাটের ওপর নির্ভরশীলতাকে অস্বীকার করার জন্য তিনি এটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু এখন সেটা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

সৌভাগ্যবশত এই ব্যাপারটি কোনো প্রকৃত ইস্যু হয়ে ওঠেনি, কেননা কনস্টানটাইন ৬ষ্ঠ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হলেন তিনি তাঁর মায়ের অভিভাবকত্বে বেশ বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন এবং চেষ্টা করলেন নিজস্ব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার।

তঁার মা বাধা দিলেন, এবং এ বিষয়ক দ্বন্দ্বে তঁার পুত্রকে হত্যার আদেশ দিলেন এবং ৭৯৭ সালে তিনি এককভাবে শাসন করতে লাগলেন কনস্টান্টিনোপলের সম্রাজ্ঞী হয়ে। ওই সময় অর্থাৎ ৮০০ সালে শর্লোমেন এবং পোপ অবস্থান করছিলেন রোমে, কনস্টান্টিনোপলে কোনো সম্রাট নেই! সেখানে একজন সম্রাজ্ঞী, হ্যাঁ, সম্রাজ্ঞী কিন্তু ফ্রাঙ্কদের তাতে কোনো যায় আসে না। পুরনো সালিক (Salic) আইন অনুসারে একজন নারীকে শাসক হিসেবে তারা স্বীকার করে না এমনকি নারীর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কেউ শাসক হতে পারবে কিনা তাও প্রশ্নবোধক।

সম্ভবত আইরিন যে সময় নিজেকে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করেছিলেন ঠিক ওই মুহূর্তেই পোপের মাথায় একটি চিন্তা খেলে যায় যে কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে আজীবনের জন্য সম্পর্ক সরল করা যায় কিনা। ৮০০ সালের ২৫শে ডিসেম্বর চমৎকার এক মুহূর্ত পেয়ে গেলেন পোপ।

দু'দিন পরিয়ে গেছে, প্রতাপশালী শর্লোমেনের সামনে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর। এখন ক্রিসমাস, পোপ এবং রাজা হাঁটু গেড়ে একসাথে বসে আছেন ছুটির দিন সেইন্ট পিটারসে প্রার্থনার জন্য।

লিও একটি মুকুট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এবং একেবারে সঠিক মুহূর্তে, শর্লোমেন যখন ভক্তি ভরে চোখ বন্ধ রেখেছিলেন তখন লিও উঠলেন, মুকুটখানা ধরলেন এবং তা পরিয়ে দিলেন শর্লোমেনের মাথায়, আর তাঁকে ঘোষণা করলেন সম্রাট! অপেক্ষমাণ জনতা, যাদের আগে থেকেই সাজানো ছিল, উল্লাসে ফেটে পড়ল এবং শর্লোমেনকে ক্যারোলাস অগাস্টাস বলে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

শর্লোমেনের মেনে নেওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। এই সম্মানকে যৌক্তিকভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। তাঁকে অভিষিক্ত করা হলো, মাথায় পবিত্র তেল ঢালা হলো এবং একটি বড়সড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হলো। তিনি সম্রাট হলেন!

প্রায় তিনশত বছরেরও বেশি পরে পশ্চিমে আবারও একজন সম্রাট! পশ্চিমের সম্রাট হিসেবে ঐতিহাসিকেরা প্রায়ই তাঁকে নস্বরীকরণ করতেন, শর্লোমেন তাঁর সাম্রাজ্যিক ভূমিকায় চার্লস ১ম নামে পরিচিত হতে পারতেন। শর্লোমেন অবশ্যই মেনে থাকবেন যে তিনি নিজেই নানাবিধ বিপদ ডেকে এনেছেন। এই উপাধি তাঁকে কোনো বাড়তি ক্ষমতা প্রদান করবে না, মূলত তাঁকে দুর্বল করবে। দু'দিন আগেও যে পোপ তাঁর পায়ে নিচে ছিলেন এখন সেই পোপের পায়ে নিচে তিনি। দু'দিন আগেও তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে এবং তাঁর নিজ সামরিক প্রতিভায় তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা। আর এখন সম্রাট হলেন পোপের দয়ায়, এবং পোপ তাঁকে যা দিয়েছেন তা কেড়েও নিতে পারেন।

উপরন্তু এই উপাধি ধারণ করলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে গোলমাল হতে বাধ্য এবং শর্লোমেন তা মোটেও চাইতেন না। তিনি বাইজেন্টাইন রাজ্যে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উত্তরে অনধিকার প্রবেশ করছিলেন যা যুদ্ধে পরিণত হতে খুব

বেশি দেরি নেই। কিন্তু সম্রাট উপাধি নিশ্চয় খুব শীঘ্রই যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে, তাছাড়া শর্লোমন, স্যাক্সনি, স্পেন এবং অ্যাভাদের নিয়ে সমস্যায় পড়ে আছেন। নতুন কোনো যুদ্ধের প্রয়োজন তাঁর নেই।

সুতরাং যদিও শর্লোমন সম্রাট হওয়ার ক্ষীণ আশা নিয়ে দিবাস্বপ্নে মেতে উঠতে পারেন এবং তাঁকে এই উপাধির জন্য হয়তো অনেকের তোষামোদও শুনতে হয়, তারপরেও ঘটনার বাস্তবতায় তিনি আক্ষেপ করে থাকতে পারেন। কেননা, সব ঘটনার শেষে তিনি তিক্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে লিওর মনে কী আছে তা যদি তিনি জানতেন তাহলে তিনি রোমেই আসতেন না। এই উক্তি অবশ্যই অযোগ্য কারো বিনীত স্বীকারোক্তি নয় (যা তার ক্ষেত্রে মোটেও সম্ভব নয়) বরং পরিকল্পিত ছকে পা দেওয়া কারো নীরস উপলব্ধি। উপরন্তু তিনি কখনো কনস্টান্টিনোপলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজেকে রোমের সম্রাট বলে ডাকতেন না। তিনি নিজেকে বলতেন “সম্রাট, ফ্রাঙ্ক ও লম্বার্ডদের রাজা” তাঁর মূল শাসিত রাজ্যগুলোর ওপর বেশি জোর দিতেন।

স্বাভাবিকভাবেই, একেবারে নির্ভেজাল পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কেউ অবশ্যই বলতে পারেন যে কাউকে সম্রাট বানানোর কোনো অধিকার পোপের নেই কিংবা এরকম কোনো পূর্ব দৃষ্টান্তও নেই। সম্ভবত এরপর এই ঘটনার খুব শীঘ্রই পরে নয় কনস্টানটাইনের দানের গল্পটি বানানো হয়েছিল, এটা দেখাতে যে পোপ পশ্চিম সাম্রাজ্যের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয় জগতের নেতা, কনস্টানটাইনের ইচ্ছা অনুসারে পোপ তাঁর পুরো অধিকার নিয়ে পার্থিব ক্ষমতা দিয়ে দেন এবং একজনকে সম্রাট বানান।

বাইজেন্টাইনের সঙ্গে যুদ্ধ একেবারে আসন্ন যখন আইরিন সম্রাজ্ঞী ছিলেন, তখন তিনি শান্তি বজায় রেখেছিলেন কারণ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং খুব শীঘ্রই, সাধারণত জেনারেলরা যা করে থাকেন, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। ৮০২ সালে আইরিন ক্ষমতাচ্যুত হলে একজন সরকারি কর্মকর্তা নিকেফোরাস সম্রাট হলেন আর যুদ্ধও শুরু হলো তখন থেকে।

এমনটা ভাবা যেতে পারে যে, শক্তিশালী ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের সঙ্গে (এখন এটাকে সাম্রাজ্য বলা যেতে পারে) বিরোধিতা করে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কেবল ধ্বংস ও পরাজয় ছাড়া আর কিছুই ঘটবে না, এতে শুধু ফ্রাঙ্কদেরই জয় হবে। যাই হোক না কেন, আসলে ব্যাপারটি অত সোজা নয়, শর্লোমনের বয়স বেড়ে যাচ্ছে (তিনি তখন ৬০ এর ওপরে) এবং এমনকি তিনি তাঁর পূর্বের দৈহিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। যুদ্ধের ময়দান ফ্রাঙ্কিস শক্তির কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা ভয়ানক দুর্বল। আর এছাড়া বাইজেন্টাইনের আসলে অতটা অবক্ষয় তখনও হয়নি, বাইজেন্টাইনরা ফ্রাঙ্কদের ওপর বন্য আক্রমণ চালিয়ে কিংবা যুদ্ধের কুঠার ঘুরিয়ে অবশ্যই তাদের আনন্দ দান করবে না, তাদের সেনাবাহিনী বেশ ভালো সুসংগঠিত ছিল। যুদ্ধ চলতে থাকল বছরের পর বছর।

শর্লোমন একটা উদ্ভট বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন, এই সম্পর্কটি হয়েছিল ইম্পেরিয়াল মুকুট গ্রহণ করার কারণে। মেডিটেরিয়ান সাগরে এখন চারটি বৃহৎ শক্তির আনাগোনা। ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্য দিয়ে শুরু করলে এবং সমুদ্রের ওপর ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরলে পাওয়া যাবে প্রথমে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, আব্বাসীয় খলিফা এবং স্পেনের উমাইয়া। এই প্রত্যেক শক্তিরই তাদের দুই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে ভয়াল শত্রুতা রয়েছে।

ফ্রাঙ্ক এবং আব্বাসীয় দু'জনই আলাদা আলাদাভাবে বাইজেন্টাইন এবং উমাইয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, সুতরাং মেডিটেরিয়ান অঞ্চলে চারটি যুদ্ধ প্রায় আসন্ন।

শত্রুর শত্রু বন্ধু, শর্লোমন এবং হারুন-আল-রশিদের শত্রু একই হওয়ায় তারা বন্ধু হতে বাধ্য, শর্লোমন হলেন খ্রিস্টান জগতে সবচাইতে শক্তিশালী রাজা আর হারুন-আল-রশীদ মুসলিম জগতের সবচাইতে শক্তিশালী রাজা। ৮০১ সালে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘন ঘন যোগাযোগ শুরু হয়ে গেল। এই দুই শক্তি একজন আরেকজনের কাছ থেকে এত দূরত্বে অবস্থিত যে কেউ কাউকেই যুদ্ধে সক্রিয় সাহায্য করতে পারবে না, কিন্তু শুধু তাদের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই অন্যদেরকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

নিশ্চিতভাবেই, আব্বাসীয়দের সঙ্গে যুদ্ধের তীব্রতায়, নিকেফোরাস ৮১০ সালে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি শর্লোমনের সঙ্গে আপসরক্ষার ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করবেন। এক্সারখোট অব রেভান্নার সাবেক অঞ্চলগুলোর মালিক হিসেবে তিনি ফ্রাঙ্কিসদের মেনে নিতে ইচ্ছুক, আর কন্সটান্টিনোপল-এর ভেনিস এবং অ্যাড্রিয়াটিক উপকূল অঞ্চল ফ্রাঙ্কদের হাতে তুলে দেবেন। নিকেফোরাসের উত্তরাধিকার মাইকেল ১ম তিনিও ৮১২ সালে শর্লোমনকে পশ্চিমের সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

মৃদু আশার আলো



শর্লোমন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা যেসব যুদ্ধ বিগ্রহ করেছে সে সম্পর্কেও কিছু জানি। ওই ঘটনাগুলো এত নাটকীয় ছিল যে তা পুরনো দিনের ঘটনাপঞ্জি লেখকরা এতে দারুণ মজা পেতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে বিস্তারিত কিছু তাঁরা লিখতেন না, সাধারণ মানুষ কী খেত, কী কাপড় পরতো, তাদের শিশুরা কী নিয়ে খেলায় মগ্ন থাকতো কোনো কিছুই বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। কেউ যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতো কেন তাঁরা এমনটি লিখেননি, তাহলে তো তাঁরা অবশ্যই উত্তর দিতেন, “এগুলো সম্পর্কে তো সবাই জানে।”

নিশ্চিতভাবেই মানুষের জীবনযাত্রা দিন দিন খুব সাধারণ হয়ে যাচ্ছিল। আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ, ধর্মীয় কোন্দল এসব কিছুর ভেতর দিয়েও সাধারণ মানুষ তাদের কৃষিকাজ চালিয়ে যেত, কাজ করতো, ঘুমাতো, শিশুর জন্ম দিত। পশ্চিম সাম্রাজ্যে মানুষের জীবন দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছিল, তারা আরো দরিদ্র হচ্ছিল এবং আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠছিল। শলোমন ক্ষমতায় এসেছিলেন অন্ধকার যুগের এক গভীর সময়ে।

‘অন্ধকার যুগ’ বলতে আমরা অবশ্যই এটা ভাববো না যে পুরো পৃথিবীটাই অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ইউরোপের বাইরের সভ্যতাগুলো যেমন চীন, ভারত, তারা নিজেদের মতো করে চলতো, আমরা এই নাম দিয়েছি মেডিটেরিয়ান সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়কে বোঝাবার জন্য। এমনকি ইউরোপের সব জায়গাতেই অন্ধকার ছিল না। বাইজেন্টাইনে সারা মধ্যযুগ জুড়ে ছিল গ্রিক সংস্কৃতি। স্পেনে মুরিশরা খুব উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। এমনকি ইতালি এবং ইংল্যান্ডে শিক্ষাদীক্ষার কিছু চলছিল। মূলত ফ্রাঙ্কিস রাজত্বেই আলো নিভে গিয়েছিল। এই ফ্রাঙ্করা যারা গুরু দিকে ছিল বন্য এবং নিষ্ঠুর, তাদের অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে তাদের বিজিত অঞ্চলগুলো ধ্বংস হয়ে যেত।

অবহেলা উপেক্ষা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ে। ফ্রাঙ্কিস সম্রাট শাসকদের একমাত্র ব্যবসা ছিল যুদ্ধ। তখনকার মানুষেরা ছিল স্বল্পায়ু এবং আয়ু আরো কমে যেতে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে। যোদ্ধা বাণিজ্য শিখতে গিয়ে একজনকে অবশ্যই অল্পবয়সেই আরম্ভ করতে হতো কেননা এটা শিখতে বেশ কয়েক বছর লেগে যেতো। ফলে ফ্রাঙ্কিস তরুণদের উন্নত সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য, পড়াশোনা করার জন্য কোনো সময়ই ছিল না।

স্বাক্ষরতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু পাদ্রি এবং সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে, তাও তাদের সবার মধ্যে তা ছিল না। সাধারণভাবে যোদ্ধারা আসতো ফ্রাঙ্কিস পরিবার থেকে, আর পাদ্রিরা অধিকাংশই আসতো আগের রোমান পরিবারগুলো থেকে। পড়া ও লেখা যে কোনোভাবেই হোক বিজিতদের একটি কলঙ্কে পরিণত হয়। পড়ালেখা জানাকে ফ্রাঙ্করা শুধু অপৌরুষসূলভ বলেই মনে করে না; একে অফ্রাঙ্কিয় বলেও তারা মনে করে।

স্বাক্ষরতা ব্যাপারটি যখন কেবলমাত্র পাদ্রিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল তখন সহজেই একজন ক্লারিক এবং একজন ভণ্ড ক্লারিকের ভেতর পার্থক্য করা যেত শুধু বাইবেল খুলে তাদের বলতে হতো ‘পড়!’

শাসক শ্রেণীর মধ্যে একধরনের সর্বজনীন মূর্খতা ছিল এবং সামান্য গাণিতিক যোগ বিয়োগ করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না ফলে তাদের রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড চালানো তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছিল, তারা খুব জোর একটি দুধের দোকানের হিসাব নিকাশ এবং এটি চালানোর ক্ষমতা রাখতো। ফলে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছিল শিক্ষিত শ্রেণীর ক্লারিক্সদের (clerics) হাতে, এই কারণেই ফ্রাঙ্কিস পাদ্রীদের ক্ষমতা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। (আজকের দিনে যারা হিসেব নিকেশ

কিংবা রেকর্ড রাখে তাদেরকে বলা হয় 'ক্লার্ক' বা 'কেরানী' যার উৎপত্তি মূলত 'cleric' থেকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আমাদের টাউন ক্লার্ক এবং ব্যাংক ক্লার্কের কথা। অর্থাৎ যারা স্টোরের হিসাবপত্র রাখে, ক্রয়-বিক্রয়ের হিসেব নিকেশ রাখে, যেমন আমাদের জুতার দোকানের কেরানী)।

রাস্তাগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছিল, নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের ফলে সমৃদ্ধি বিলীন হয়ে যাচ্ছিল, যে শহরগুলো রোমানদের অধীনে সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল তা শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। শহরগুলো পুরনো ঐতিহ্যের ছায়া নিয়ে নির্জনতায় ডুবে গিয়েছিল, লোকজন এখানে সেখানে বসতি গড়ে তুলছিল, শহরের পুরনো ভবনগুলো ভবন তৈরির উপাদান সংগ্রহের আধারে পরিণত হচ্ছিল। যদি কোনো শক্তিশালী শহর থাকতো তাহলে সেগুলো ছিল সম্পদের আধার, তারা রাজার সঙ্গে মিত্রভাব বজায় রাখতো এবং লর্ডদের অরাজকতার বিরুদ্ধে তারা সমর্থন জানাতো রাজার কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে। কিন্তু এরকম হওয়ার কথা ছিল না।

যেসব নিঃস্বপ্নায় সম্পদের অবশিষ্টাংশ ছিল সেগুলো নিয়ে আসা হতো গ্রাম এলাকা থেকে এবং তা রাখা হতো শক্তিম্যান, লর্ডদের অধীনে। রোমানরা আসার আগে যে গ্রামীণ অর্থনীতি চালু ছিল—এখন তাদের অর্থনীতি সেই অবস্থায় ফিরে গিয়েছে। আবারও তারা জীবিকার উপায় হিসেবে কৃষি খামার তৈরি করতেন, যেসব ফার্মে তারা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী ফার্মগুলোর চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করতো, এই আশায় যে এতে অন্য কোথাও থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে।

মূলত যাতায়াত ব্যবস্থা এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল যে ভয়ানক জরুরী পরিস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী আনা নেওয়া করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। যদি কোনো এলাকার উৎপাদিত ফসল সেই এলাকার চাহিদা মেটাতে না পারতো তাহলে সেই এলাকাতেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং তারা না খেয়ে নির্মমভাবে মারা যেতো।

এমনকি ফসল ভালো উৎপন্ন হলেও, আদিম পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে খুব কমই উদ্বৃত্ত থাকতো, তাছাড়াও লর্ড এবং যোদ্ধারা, যারা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে মোটেও জড়িত নয়, তারা সেখান থেকে শোষণ করতো, ফলে চাষীরা নিঃস্ব হতে থাকলো এবং অনাহারে থাকতো, সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকলো।

ওই সময় সমন্বয়হীনতার অভাবে, লর্ডরা যার যার মতো নিজ ইচ্ছানুসারে শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করতো, এবং তারা রাজা কিংবা তার পার্শ্ববর্তী আরো বড় কোনো প্রভুর নিকট কোনোরকম দায়বদ্ধ থাকতো না, অঞ্চলগুলো পরিণত হলো নিকৃষ্ট শৃঙ্খলাহীন এক কর্তৃপক্ষে, এবং প্রতিবেশী লর্ডরা এক সমাপ্তিহীন ঝগড়াঝাটি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো যা চাষীদের শোচনীয় জীবনকে আরো শোচনীয় করে তুলেছিল।

কোনো চাষী হয়তো ভাবতো একজন উদাসীন এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির লর্ড-এর অধীনে না থেকে অপেক্ষাকৃত উদার কোনো প্রতিবেশী লর্ডের অধীনে গিয়ে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেবে। কিন্তু জমিদাররা কখনই অনুমোদন করতো না, কেননা জনসংখ্যা এত হ্রাস পাচ্ছিল যে জমিতে কাজ করার মতো খুব কমসংখ্যক লোকজন অবশিষ্ট ছিল। যাদেরকে নিঃস্ব করে লর্ডরা খাদ্য খেতো পোশাক পরতো তাদেরকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী ছেড়ে দেওয়াটা তারা নিজেদের জন্য নিরাপদ মনে করতো না। যদি চাষীদের এভাবে মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের জমিদারিত্ব নিলামে উঠাতে হবে। তার পরিবর্তে অন্য এক প্রকার উদ্ভব হলো, ঘোষণা দেওয়া হলো যে চাষীরা যে লর্ডের এলাকায় জন্মেছে সে ওই লর্ডের অধীনে থাকতে বাধ্য এবং ওই এলাকা ছেড়ে তাদের চলে যাওয়া নিষেধ। এভাবে প্রভুরা মিলে চাষীদের বিরুদ্ধে একটি সংঘ গড়ে তুলল, পরে আরো যোগ করলো তাদের ওপর যে শর্ত আরোপ করা হবে তাই মানতে হবে।

চাষীরা মূলত দাস ছিল না, তাদের কিছু কিছু অধিকার ছিল। লর্ডদের কাজ ছিল তাদের রক্ষা করা এবং লর্ডরা তাদের কাছ থেকে জমির প্রকৃতি অনুযায়ী খাজনা নেবে। তখন পর্যন্ত চাষীরা মুক্ত বলতে ভদ্রভাবে যা বোঝায় সেরকমভাবে মুক্ত ছিল না। ‘ভূমিতে থাকতে বাধ্য’ চাষীদের বলা হতো সার্ফ। (শব্দটি ‘Servent’ ভৃত্য শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, শব্দটি এসেছে লাতিন slave শব্দ থেকে)।

গুধু শর্লোমেনের অধীনেই ফ্রাঙ্কিসদের মূল ভূমিতে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ব্যাপী শান্তি বিরাজ করেছিল এবং মানুষজন অধঃপতন সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিল। শর্লোমেন নিজেই এ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। সম্ভবত ইতালিতে তাঁর আগের ভ্রমণে তিনি দেখেছেন ইতালি (তুলনামূলকভাবে) ছিল বেশ উজ্জ্বল, যা তাঁকে আলোড়িত করেছিল।

যার ফলে তিনি অনেকদিনের প্রবণতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং চেষ্টা করলেন সবচাইতে ভালো প্রশাসনিক কাঠামো উপহার দিতে যা পশ্চিম সাম্রাজ্য তিনশত বছর আগে দেখেছিল থিওডরিখ্ দ্য অস্ট্রোগথ্-এর শাসনামলে।

ওই কঠিন দিনগুলোতে দ্বন্দ্ব সংঘাতের মীমাংসা করা হতো সেই আদিম উপজাতির নিয়মে, সন্দেহভাজ্য অপরাধীকে ‘অগ্নিপরীক্ষা’র মুখোমুখি হতে হতো। তাকে হয়তো বলা হতো লাল গরম লোহার টুকরো হাত দিয়ে ধরতে কিংবা বলা হতো গরম পানির কেটলির তলা থেকে এক টুকরো পাথর উঠাতে। তার পোড়া বা ক্ষত হাত যদি তিনদিনের মাথায় ভালো হয়ে যেতো, যদিও তা কখনোই হতো না, তাহলে তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হতো। এই ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ করা হতো গুধু সমাজের নিচু স্তরের মানুষের জন্য এবং সম্ভবত যারা নিশ্চিত দোষী তাদের ক্ষেত্রে। এমনকি দৈবক্রমে কেউ নিস্পাপ হলেও শাস্তি হতো।

উঁচু স্তরের মানুষদের বিচার হতো লড়াইয়ের মাধ্যমে, যেখানে দু’জন মানুষকে লড়াই করতে হতো, যে জিততো সে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হতো। স্বাভাবিকভাবেই, এর অর্থ হলো যে দল বড় এবং শক্তিশালী গুণ্ডা (অথবা এরকম গুণ্ডাকে তারা ভাড়া করতো) তারা নিশ্চিতভাবেই নির্দোষ।

শর্লোমেনের অধীনে পরিস্থিতি সামান্য উন্নতি হওয়া শুরু করেছিল। তখন একটি পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল যেখানে জমি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করবে একটি স্থানীয় পরিষদ, যার সদস্যদের সমাজে ভালো গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং তাদেরকে সম্মানের সঙ্গে শপথ করানো হতো সুবিচার করার জন্য। দুর্নীতির সুযোগ তখনো থেকে গেলেও গরম-লাল লোহার টুকরো হাতে নেওয়ার চাইতে এটা অনেক ভালো ছিল। আমাদের এই আধুনিক জুরি পদ্ধতি শর্লোমেনের এই পদ্ধতি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

একটি ব্যাপারে শর্লোমেন বেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিলেন তা হলো রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর যে পদ্ধতি ছিল তা মেরোভিসিয়ানদের চাইতে মোটেও উন্নত ছিল না। লর্ডদের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হতো, আর এই কারণেই লর্ডরা অসম্ভব ক্ষমতামূলক হয়ে ওঠে। তিনি বাধ্য হয়েছিলেন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন পরিত্যাগ করতে, কেননা পশ্চিমে বলতে গেলে ব্যবহারের জন্য কোনো স্বর্ণই ছিল না। তাহলে তিনি কী করতে পারতেন, যাই হোক, তিনি তার বদলে মানসম্মত রৌপ্যমুদ্রা চালু করেছিলেন। তিনি এক পাউণ্ড সিলভারকে সমান সমান ২৪০ ভাগ করলেন, এর প্রত্যেক ভাগকে বলা হতো দিনেরিয়াস (এই পদ্ধতি এখনো ইংল্যান্ডে চালু আছে, যেখানে ২৪০ পেনিতে এক পাউণ্ড এবং যেখানে পেনির সংক্ষিপ্ত রূপ হলো d এই d বলতে denarius বোঝায়)।

শর্লোমেন আচেনের সৌন্দর্য বর্ধন করতে চেয়েছিলেন এবং আচেনে তৈরি করলেন বেশ কিছু চার্চ, এছাড়াও তিনি এটাকে মহান পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপযোগী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন যে কোম্পোজায়গাকেই অবহেলা করা যাবে না। প্রত্যেক জায়গাতেই তিনি চেষ্টা করলেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য যেখানে অন্তত কিছু লোক শিক্ষা নিতে পারে এবং তাদের শিক্ষার অন্যকে দিতে পারে এবং যারা ক্লারিকস্ নয় অর্থাৎ নন-ক্লারিকরাও লিখতে ও পড়তে পারবে।

তাহলে, এখন কে হবেন প্রথম শিক্ষক? পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে একটিও ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া গেল না। এ কারণে শর্লোমেন চেষ্টা করলেন তাঁর দরবারে বিদেশ থেকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে আসতে যেমন—ইতালি, ইংল্যান্ড এমনকি স্পেন থেকেও তিনি শিক্ষিত লোক নিয়ে এসেছিলেন।

তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন একজন ইংরেজ তাঁর নাম হলো অলকুইন, চার্লস মার্টেল যখন মুরদের পরাজিত করছিলেন ঠিক ওই সময় ইয়র্কে তাঁর জন্ম। পশ্চিম খ্রিস্টান জগতে ইয়র্কের স্কুল (আদিম বিশ্ববিদ্যালয় ধরনের) ওই সময় অর্থাৎ ৭৭৮ সালে খুবই বিখ্যাত ছিল, অলকুইন সেটার প্রধান হয়েছিলেন। ৭৮১ সালে তিনি ছিলেন রোমে, এবং সেখানে শর্লোমেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর অনেক উচ্চ খ্যাতি ছিল, তখন এই মহান রাজা তাঁকে বললেন আচেনে আসার জন্য। অলকুইন তাঁর অনুরোধ রাখলেন এবং আচেনে এসে শর্লোমেনের দরবারে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন।

শর্লোমেন স্কুলের এই নতুন অ্যাডভেঞ্চারে এতই উৎসাহী ছিলেন যে তিনি নিজেই শ্রেণীকক্ষে গিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে লাগলেন এবং পাশাপাশি তাঁর পরিবারের বিভিন্ন

সদস্যদের এবং তার দরবারের বিভিন্ন সদস্যদেরকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে প্রত্যেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন যাতে করে পদমর্যাদার জটিলতা এড়ানো যায়। যেমন, শলোমন নিজেকে বলতেন ডেভিড। (মনে হতে পারে যে পরিবার এবং দরবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে এই স্কুল ব্যাপারটি ভয়াবহ বিরক্তিকর ছিল, কিন্তু মূলত কেউই কোনো রকম বিরক্ত হতো না)। শলোমন খুব ভালো লাতিন জানতেন আর মোটামুটি ভালো জানতেন গ্রীক, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু তিনি জানতেন না। ইনহার্ড নামক তাঁর এক সেক্রেটারি, যিনি ছিলেন ফ্রাঙ্ক, যিনি শলোমনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন, সেখানে তিনি খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন যে, এই শক্তিশালী রাজা পড়াশোনায় বেশ উন্মত্তি করেছিলেন।

ইনহার্ডের ভাষায় ‘তিনি সংখ্যা গণনার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।’ শলোমন যা শিখেছিলেন এখনকার বিবেচনায় সেটা হলো তৃতীয় শ্রেণীর গণিত। কিন্তু ওই সময় যখন শুধু রোমান হরফ ব্যবহৃত হতো, তৃতীয় শ্রেণীর গণিত আয়ত্ত করা আমরা যতটা সহজ ভাবছি অতটা সহজ ছিল না।

তিনি পড়তেও শিখেছিলেন এবং লেখা শেখার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। ইনহার্ড লিখেছিলেন যে, শলোমন তাঁর লেখার ফলক, লেখার স্যাম্পল এবং অনুকরণ-বই যার উপর তিনি অনুকরণ করতে পারবেন, এগুলো নিয়ে তাঁর বিছানায় যেতেন। তিনি সেগুলো বালিশের তলায় রাখতেন, যখন সুকল হতো কিম্বা রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তিনি লেখা শেখার জন্য কঠিন পরিশ্রম করতেন। কিন্তু তাঁর বৃহৎ যোদ্ধাসুলভ হাতের জন্য তিনি কখনোই শিখে উঠতে পারেননি।

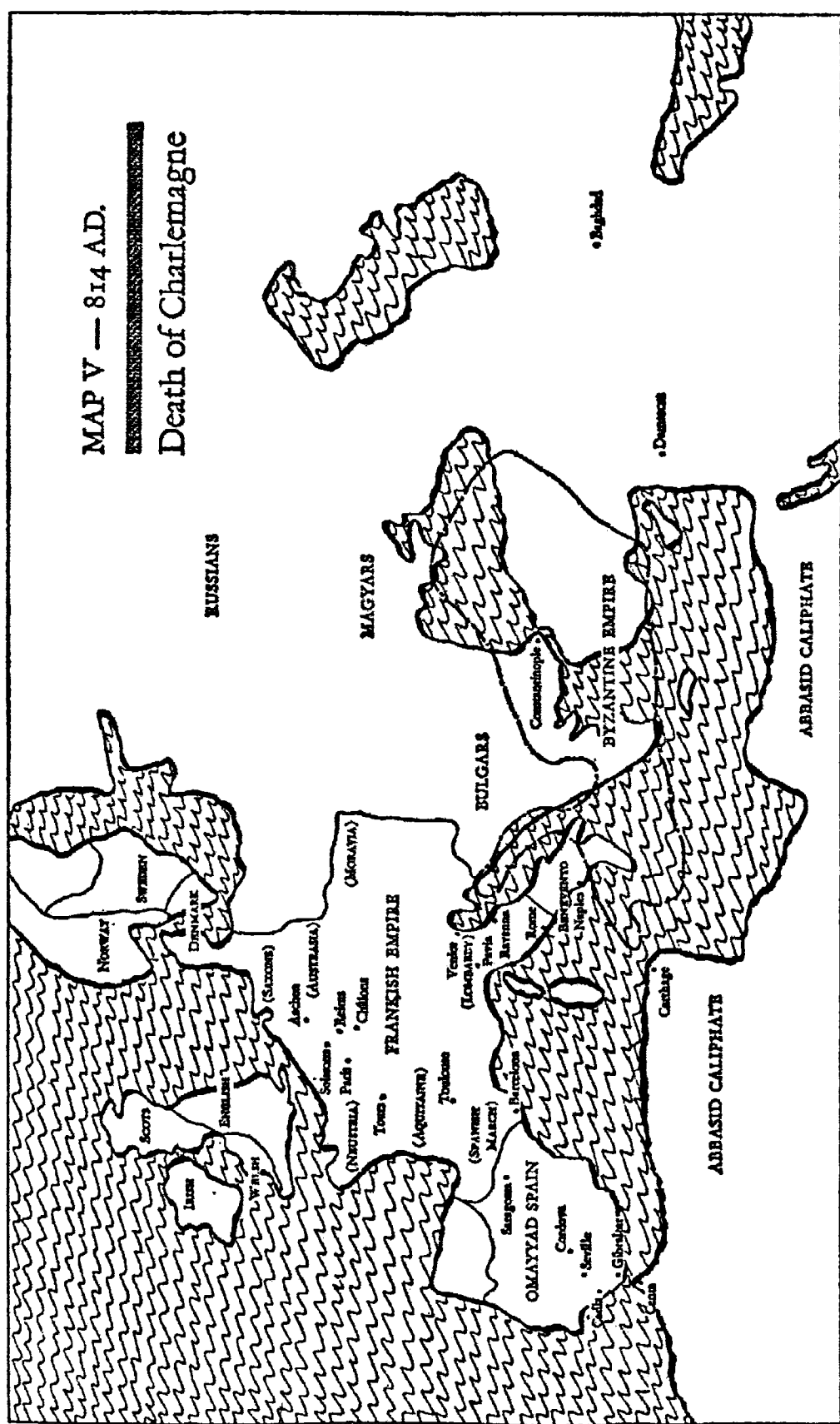
এই যুগটিই হলো সেই তথাকথিত ক্যারোলিংগিয়ান রেনেসাঁ (‘পুনর্জন্ম’), এরকমই এক সময় যখন আচেনে জ্বালানো হয়েছিল ছোট্ট এক প্রদীপ এই আশায় যে তা একদিন জ্বলে উঠবে ওই সমস্ত ভূখণ্ডের প্রতিটি ঘরে ঘরে।

আলকুইন এটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যতটা সম্ভব লিখে যাচ্ছিলেন এবং অন্যান্য আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ইতালির অনুসরণে চার্চের আইন সংস্কার করেছিলেন, ফ্রাঙ্কদের মধ্যে, একটি সাধারণ ধর্মীয় অনুশীলনের প্রচলন করেছিলেন এবং এটা এত যৌক্তিক ও সুন্দরভাবে করেছিলেন যে ওই সংস্কার রোম মেনে নিয়েছিল।

তিনি মেরোভিসিয়ানদের লিখন পদ্ধতি পরিত্যাগ করলেন, এটা এত এলোমেলো ধরনের ছিল যে পড়াই মুশকিল হয়ে যেত। তার বদলে তিনি ছোট অক্ষরের নতুন ধরনের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন (the ‘Carolingian minuscule’), যেন এই অক্ষরগুলো জায়গা কম নেয় এবং এক টুকরো দামি পার্সসেন্টে যেন অনেকগুলো অক্ষর লেখা যায়। এই অক্ষরগুলোর নকশা এত সুন্দর হয়েছিল যে ছোট হলেও তা দেখতে খুব সুন্দর লাগতো এবং খুব সহজে পড়া যেত। ছয় শতাব্দী পরে, প্রথম প্রিন্টার টাইপ করার জন্য এই স্টাইল ব্যবহার করা হয়েছিলো। আজকের দিনে ‘ছোট হাতের অক্ষর’ যেগুলো দেখতে পাই তা এই মডেলের অনুসরণে (রোমানদের শুধু ‘বড় হাতের অক্ষর’ ছিল)।

MAP V -- 814 A.D.

Death of Charlemagne



বাস্তবিক বিভিন্ন বিষয়ে, অলকুইন শর্লোমেনের উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি শর্লোমেনকে উপদেশ দিয়েছিলেন পোপ লিও'র কাতর অনুরোধে খুব দ্রুত সাড়া না দিয়ে পোপকে রাজার কাছে আসার জন্য বাধ্য করতে। অলকুইন এমন মতামতও প্রদান করেছিলেন যে; জোরপূর্বক কাউকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা ভুল এবং স্যাক্সন নীতি পরিবর্তন করা উচিত। এই ছিল তখনকার এক টুকরো আলো, যাই হোক, তা শর্লোমেন এবং ওই সময়ের অন্যান্যদের কাছে হজম করার জন্য অনেক বেশি ছিল।

অন্যান্যরা যদি শর্লোমেনকে অনুসরণ করতেন যেমন শর্লোমেন এবং অলকুইন ছিলেন, তাহলে হয়তো এই ছোট্ট প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়তো এবং পাশ্চাত্যের উন্নয়ন আরো দ্রুতগতিতে এমনকি দুশো বছরেই সম্ভব হতো।

যাই হোক, শর্লোমেনের পরে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এবং নতুন করে বর্বরদের আক্রমণ পরিস্থিতির কিছুটা অবনতি ঘটায়, এবং ছোট্ট প্রদীপ পুনরায় নিবু নিবু করতে থাকে। কিন্তু এটি পুরোপুরি কখনোই নিভে যায়নি, অলকুইন একইভাবে কাজ করে যেতে থাকলেন এবং মন্দ সময়ের অবসান ঘটল, পশ্চিম ইউরোপ কখনোই এই একটুকরো আলোকে ভুলে যাবে না কিংবা এর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অবশ্যই করবে, যা ছড়িয়েছিল শিক্ষার আলো।

BanglaBook.org



৮ ♦ শলোমনের উত্তরাধিকারীগণ

শলোমন উপাখ্যান

শলোমন অবশেষে মারা গেলেন ৮১৪ সালে, ৭২ বছর বয়সে (মধ্যযুগের মানদণ্ডে এক দীর্ঘ সময়)। তিনি প্রায় ৪৬ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন, যা যে কোনো রোমান সম্রাটের তুলনায় বেশি (অগাস্টাস শাসন করেছিলেন ৪৫ বছর) তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর রাজ্য ছিল অক্লান্ত এবং শক্তিতে শীর্ষে; যুদ্ধ-বিগ্রহে তিনি প্রায় একচেটিয়াভাবে সফল ছিলেন; সম্ভবত তাঁর শারীরিক কাঠামো এবং স্বভাবসুলভ মহানুভবত্ব তাঁকে সর্বকালের এক মহান রাজায় পরিণত করে, একজন মহান এবং বিজিত রাজা।

তাঁর মৃত্যুর পর সবাই যা জানতেন তা হলো তাঁর মতো রাজা পৃথিবীতে খুব শীঘ্রই আর দ্বিতীয়জন আসবে না। তারা যদি তাই মনে করে থাকে, তবে তা সঠিক, কেননা তাঁর মতো রাজা আরেকজন আসার আগে পশ্চিমে পেরিয়ে গেছে সাতটি শতক (এই আরেকজন রাজা হলেন ৫ম চার্লস, কিন্তু তারপরেও তিনি ছিলেন শলোমনের এক স্তান অনুকরণকারী)।

ওই সময় ঘটনাপঞ্জি লেখকরা যখন লিখতেন তখন তারা আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতেন না; তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বিরল এবং ওই সময় কদাচিৎ দু'একজন লেখাপড়া জানতেন, ফলে সমস্ত তথ্য ছড়াতো মানুষের মুখে মুখে; তারা বিভিন্ন সাধু পুরুষের অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাহিনী চরম পরিতৃপ্তি নিয়ে শুনতে অভ্যস্ত—সুতরাং

অবাক হওয়ার কিছু নেই, যখন কোনো মহান রাজা মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর সম্পর্কে যেসব উপাখ্যান ছড়িয়ে পড়ে তা অবশ্যই বানানো এবং এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সত্য ঘটনার সঙ্গে ওই রাজার সামান্য সম্পর্ক থাকতে পারে নাও পারে।

মানুষের কল্পনায় শর্লোমন হয়ে উঠেছিলেন একজন অতিমানব, সাদা চুলের এই নেতা, যাকে ঘিরে থাকতেন বারোজন মহান নাইট যাদেরকে বলা হতো ‘প্যালাডিন’। এই পদটি বলতে বোঝাতো প্রাসাদের কর্মকর্তা, কিন্তু যেহেতু এই পদটি ব্যবহৃত হয়েছে শর্লোমনের যোদ্ধাদের বিষয়ে, সুতরাং মধ্যযুগীয় চিন্তায় এটাকে বোঝানো হয়েছে বীরপুরুষ।

সবচাইতে বিখ্যাত প্যালাডিন ছিলেন রোলাও, ধারণা করা হয় তিনি ছিলেন শর্লোমনের বোনের ছেলে (একটা গল্পানুসারে, শর্লোমন নিজেই তাঁর পিতা ছিলেন) তার পরেই বিখ্যাত ছিলেন অলিভার, শক্তি এবং বীরত্বের দিক দিয়ে দু’জনেই ছিলেন সমানে সমান, একজন যে কাজ সমাধা করতে পারতেন আরেকজনও তাই পারতেন। অবশেষে রাইন নদীর একটা দ্বীপে দু’জন সরাসরি যুদ্ধ করলেন, প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে, আর তারপরেই দু’জন দু’জনের বন্ধু হয়ে যান।

শর্লোমন সম্পর্কে সবচাইতে বিখ্যাত উপাখ্যানটি হলো তাঁর নৌবহর নিয়ে প্রথম স্পেন অভিযান। এই উপাখ্যান যখন লেখা হয় তখন ইউরোপ মেডিটারিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে মুসলমানদের আক্রমণে তটস্থ (শর্লোমনের মৃত্যুর তিনশত বছর পর) এবং মুসলমান বিদ্রোহী মনোভাব তখন তুঙ্গে। তখন স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শর্লোমনের সেই আগের এক সফল অভিযানকে আরও রং চড়িয়ে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গল্পটি লেখা হয়েছিল ‘রোলাও সঙ্গীত’ নামে, প্রায় ৪০০০ লাইন বিশিষ্ট কবিতা এবং এখানে দেখানো হয়েছে শর্লোমন সমস্ত স্পেন দখল করে নিয়েছেন শুধু সারাগোছা বাদে। (এই ঐশ্বর্যময় চিত্রটি অবশ্যই মোটামুটি ভুল, মূলত তাঁর প্রথম স্পেন অভিযানে শর্লোমন সারাগোছায় ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনো রাজ্যই তখন দখল করেননি। তাঁর জীবনের শেষ দিকেও তিনি উপদ্বীপের কোনো অংশ তাঁর দখলে রাখেননি, পাইরেনিসের দক্ষিণের সরু স্ট্রিপ ছাড়া)।

ওই কবিতায় শর্লোমনকে শান্তিচুক্তির জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে এবং এই ব্যাপারে মুসলমানদের কাছে পাঠানো হলো গেনেলনকে শান্তিচুক্তির শর্তাবলির আয়োজন করার জন্য যখন তিনি নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে পাইরেনিসের ওপর দিয়ে আসছিলেন, গেনেলন হলেন রোনাল্ডের সৎ বাবা এবং তাদের মধ্যে ভয়ানক এবং আমরণ পারিবারিক দ্বন্দ্ব ছিলো। রোনাল্ড গেনেলনকে রাজদূত হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু গেনেলন তাৎক্ষণিকভাবে ভাবলেন যে এটা হয়তো তাঁকে হত্যা করার জন্য রোনাল্ডের কোনো চক্রান্ত, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন রোনাল্ডকে হত্যা

করবেন। সে কারণে তিনি সারাগোছার মুসলিম নেতাকে জানালেন কোন পথে শার্লোমেন তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবেন, এবং তাঁকে অনুরোধ করলেন পাহাড়ের গিরিখাতের পেছনদিক দিয়ে তাদের আক্রমণ করার জন্য।

রনসেচ উপত্যকা দিয়ে অগ্রসরমান বাহিনীর পেছনের অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রোলাও এবং অলিভার। রোলাওর একটি যাদুর শিঙ্গা ছিল যেটাতে ফুঁ দিলে ফ্রাঙ্কদের প্রধান বাহিনীর কাছে শব্দ পৌঁছে যেত। অলিভার তাঁকে বাঁশিতে ফুঁ দিতে বললেন, কিন্তু রোলাও অতি গর্বভরে মূল বাহিনীর সহায়তা নিলেন না। তাঁর ছোট বাহিনী অতিমানবীয় শক্তি নিয়ে লড়াই করতে লাগল, একজন খুন করতে লাগল পাঁচজনকে যতক্ষণ না মাত্র পঞ্চাশ জন ফ্রাঙ্ক জীবিত ছিল। তারপর মুসলমানরা আরো অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে হাজির হলো।

তখন রোলাও তার শিঙ্গায় ফুঁক দিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ছোট এই যোদ্ধা দলটিকে তারা একে একে হত্যা করল এবং সবশেষে মারা গেলেন রোলাও। শার্লোমেন মৃতদেহগুলোর কাছে এসে বিলাপ করলেন এবং মুসলমানদের ওপর চরম প্রতিশোধ নিলেন। তারপর তিনি গেনেলনের বিচার করলেন এবং তাঁকে হত্যা করলেন।

স্পষ্টতই রোলাওর সঙ্গীত রণচেসভেলস-এ শার্লোমেনের পশ্চিমবাহিনীর বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা, আগের অধ্যায়ে যেভাবে বলা আছে, তাদের অফিসারদের মধ্যে রোলাও নামে কেউ থেকে থাকতে পারেন। এছাড়াও আরেকটি ব্যাপার ছিল ফ্রাঙ্কদের ধ্বংস এবং পরাজিত করেছিল তারা মুসলমান নয়, তারা হলো খ্রিস্টান বাস্ক। যাই হোক ওই গল্পটি যে সময় লেখা হয়েছিল তখন ক্রুসেডের এক মহান যুগ চলছিল এবং তা পুরো বিশ্ববিস্তার বিষয়বস্তুকে নষ্ট করে ফেলতে পারতো।

আরেকটি সুন্দর মধ্যযুগীয় গল্প তৈরি হয়েছিল আরেক প্যালাডিনকে নিয়ে, তিনি হলেন ওজিয়ার (ogiir) উচ্চারণ (ohjee-er) দ্য ড্যান। তিনি ডেনমার্কের বিখ্যাত রাজপুত্র ছিলেন, যদিও তেমন হওয়ার কোনো ঐতিহাসিক কারণ ছিল না। শার্লোমেনের সময় ড্যানরা ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের বাইরে বসবাস করতেন। মূলত স্যাক্সনযুদ্ধে তারা শার্লোমেনকে সাহায্য করেছিল এবং উইডুকাইন্ডের প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে সময় সে পালিয়ে যাচ্ছিল।

তা সত্ত্বেও শার্লোমেন স্যাক্সনদের পুরোপুরি দমন করার উদ্যোগ তখনো নেননি (ভীষণ শক্তিশালী শত্রু) এবং দূরে তিনি আরো ভয়ংকর যোদ্ধাদের মোকাবেলা করছিলেন। ডেনিশ সীমান্তে তিনি এক অনুগত রক্ষণাত্মক বাহিনী পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। যাই হোক, ডেনরা এই কিংবদন্তী ওজিয়ারকে জাতীয় বীর হিসেবে গ্রহণ করেছিল যাকে তারা বলতো হলগার ডান্সে (Holger Danske)।

রোলাওর সংগীত, শার্লোমেন এবং তাঁর নাইটদের মহান কাজকর্ম বিষয়ক আরো অসংখ্য গল্পের জন্ম দিয়েছিল, এবং সেগুলোকে একত্রভাবে বলা হয় Chansons de

gestes (মহান কীর্তির সংগীত) ফিকশনমূলক গল্প knight-errantryতে এই গল্পগুলোকে পুনঃসৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে স্পেনিশ ঔপন্যাসিক মিগুয়েল দ্য সারভেণ্তেজ, শর্লোমেনের মৃত্যুর আট শতাব্দী পরে ডন কুইটো নিয়ে স্যাটায়ার রচনা করেন এবং ওই গল্পে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এমন উল্লেখ আছে।



শর্লোমেনের পুত্র

শর্লোমেন জীবিত থাকা অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি সেই পুরনো ফ্রাঙ্কীয় নির্বোধ প্রথা অনুযায়ী তাঁর রাজ্যকে তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাবেন, আর এভাবেই তিনি অবশ্যম্ভাবী গৃহযুদ্ধের ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিলেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র, চার্লস, পেপিন এবং লুইস এবং তিনি তিনজনকেই রাজ্যের উত্তরাধিকার করতে চাইলেন।

যুদ্ধে তিনজনের প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতেন। পেপিন, শর্লোমেনের অধীনে লম্বার্ডের রাজা হিসেবে বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, আর চার্লস যুদ্ধ করেছিলেন পূর্বদিকে অ্যাভারদের বিরুদ্ধে। আর লুই, জন্মেছিলেন ৭৭৮ সালে, আর আকুইতাইনের রাজা হলেন ৭৮১ সালে মাত্র তিন বছর বয়সে। তিনি স্পেনিশ মার্চ যে যুদ্ধে ফ্রাঙ্কিস রাজশক্তির অধীনে এসেছিল সেই যুদ্ধের দায়িত্বে ছিলেন এবং বার্সেলোনা দখলের জন্য তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।

রাজ্যের বিভক্তিকরণের ফলে সাম্রাজ্যিক উপাধি নিয়ে অবশ্যই সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। যদি তিনজনই উত্তরাধিকারী হন তাহলে কে হবেন সম্রাট? শর্লোমেনের কাছে এই সমস্যা তেমন গুরুতর কিছু ছিল না। তিনি ওই উপাধি নিয়ে মোটেও মাথা ঘামান নি, তিনি যখন ৮০৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্রাজ্যকে তার পুত্রদের মধ্যে ভাগ করলেন তখন তিনটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটল। ফলে সেখানে কোনো সম্রাট থাকলেন না।

কিন্তু শর্লোমেন দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই তিনি দেখলেন তাঁর দুই পুত্র মারা গেল। তাঁর রাজত্বের শেষ বছরে, তার একমাত্র পুত্র লুই, ইতিমধ্যে তিনি তাঁর মাঝবয়স পঁয়ত্রিশে উপনীত হয়েছেন, আর এভাবেই সাম্রাজ্যিক সমস্যা সমাধান হয়েছিল। লুইস একমাত্র জীবিত পুত্র হওয়ায় তিনি পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব পেয়ে গেলেন, সুতরাং তিনি সম্রাট উপাধি সহজেই নিতে পারেন।

কিন্তু শর্লোমেন তাঁর নিজের রাজ্যাভিষেকে যে ভুলটি করেছিলেন সেই ভুলটিকে তিনি অব্যাহত রাখতে চাইলেন না। পোপ লিও ৩য়, যিনি শর্লোমেনকে সম্রাট

হিসেবে মুকুট পরিয়েছিলেন প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় আগে, কিন্তু এই নতুন অনুষ্ঠানে তিনি স্বাগত ছিলেন না। লুইসকে আচেনে নিয়ে আসা হলো এবং সেখানে শর্লোমেনের উপস্থিতিতে, পোপের নয়, লুইসকে অভিষিক্ত করা হলো এবং তিনি সম্রাট হিসেবে তাঁর পিতার পাশাপাশি কাজ করে যেতে থাকলেন। এর উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার। একজন সম্রাট পোপ ছাড়াই অভিষিক্ত হতে পারেন; আর পোপ লিও এতে বাধা দিতে সাহস পেলেন না।

পরের বছর শর্লোমেন মারা গেলে, সম্রাট লুইস ১ম পুরো রাজ্যের শাসক হলেন। উত্তরাধিকার বিন্দুমাত্র সমস্যা হলো না। মহান রাজার একমাত্র পুত্রকে রাজা হতে কে বাধা দেবে?

লুইস তাঁর পিতার ছত্রচ্ছায়ায় বড় হয়েছেন, এবং যাই হোক, লুইস একটি নিরাপদ জীবন পেয়েছিলেন, তাঁকে দরবারের রক্ষা এবং ডিগবাজি খাওয়ার কূটকৌশল আয়ত্ত্ব করতে হয়নি, কোনো গৃহযুদ্ধের নীতিহীন ভয়াবহতায় পড়তে হয়নি অর্থাৎ গলাকাটা কোনো প্রতিযোগিতায় তাঁকে যেতে হয়নি, ফলে তিনি দানব হয়ে উঠেননি। ফলে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ধার্মিক এবং মেনে চলতেন খ্রিস্ট ধর্মের সকল বিধি-নিষেধ। যার কারণে জার্মান ভাষায় তাঁকে বলা হয় Ludwig der Fromme, যার ইংরেজি অনুবাদ 'Louis the Pious' (ধার্মিক লুইস)। ফরাসীতে 'Louis le Debonnaire', যার অনুবাদ মোটামুটি এরকম 'Louis the Good-Natured', (ভালো-স্বভাবের লুইস)।

প্রকৃতপক্ষে লুইস ধার্মিকও ছিলেন এবং ভালো মানুষও ছিলেন এবং এ কারণেই রাজ্য পরিচালনা তাঁর জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়েছিল, ফরাসি অভিজাতরা শক্তিশালী রাজার অধীনে থেকে অভ্যস্ত, এরকম ভদ্র রাজার অধীনে তাঁরা কখনো ছিলেন না, তাঁরা জানতেন না এই নতুন রাজার কথায় হাস্যমুখ হবে নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করতে হবে। সম্ভবত তাঁরা দুটোই করতেন।

একটা কারণে লুইসকে অনেক বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল, সেটা হলো তাঁর ঈশ্বরভক্তি, এই ঈশ্বরভক্তির কারণেই তিনি পাদ্রিদের ইচ্ছানুযায়ী চলতেন, আর পাদ্রিরা ভালো করেই জানতো তাঁর এই ঈশ্বরভক্তির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে তাঁকে নিয়ে খেলতে হবে, ফলে তাঁরা তাঁর ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে লাগলেন (তিনি একেবারে অন্ধ পুতুল সম্রাট ছিলেন না, তিনি কিছু সংস্কার সাধনও করেছিলেন, বিশেষ করে মনাস্টারির ভেতর, যার ফলে তিনি সব ক্লারিকদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন না।) অভিজাতরা পাদ্রিদের প্রতি এহেন শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে মেয়েলি আচরণ বলে গণ্য করতেন। আর অভিজাতদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনো মানে হয় না, শর্লোমেন নিজেও অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তাঁর পরবর্তী বছরগুলোতে কর্তৃত্ব তাঁর বয়স্ক হাতের আঙুলের ফাঁক গলে চলে গিয়েছিল অভিজাতদের হাতে, যারা যেভাবেই হোক না কেন, জমি, মানুষ এবং অর্থের নিয়ন্ত্রণ করতো যেগুলো ছাড়া যে কোনো যুদ্ধ অচল।

অতি ঈশ্বরভক্তি থেকে লুইস আরেকটি কাজ করে বসলেন, যা সাম্রাজ্যিক স্বার্থের জন্য ভয়াবহ রকমের একটি ভুল। তিনি নিজেকে পোপের অধীন করে নিলেন।

পোপ লিও অবশেষে ৮১৬ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলেন লুইসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে। স্টেফান ৫ম পাপাসিতে অধিষ্ঠিত হলেন কিন্তু তিনি রোমান জনগণের কাছে ছিলেন অজনপ্রিয়। পোপ-স্টেফান জানতেন যে, তাঁর পূর্বসূরির মতো তাঁকেও অসভ্য রোমানরা শহর ছাড়া করতে পারেন, ফলে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্চিত করে নিলেন যে ফ্রাঙ্কিস রাজা তাঁর পেছনে রয়েছেন। তিনি সম্রাটের কাছে ঈশ্বরের নামে আনুগত্যের শপথ করলেন এবং জনগণকেও তাই করালেন। তার পর তিনি লুইসের সঙ্গে যে কোনো নির্ধারিত জায়গায় সাক্ষাৎ করার জন্য লুইসকে প্রস্তাব দিলেন। পোপ আর সম্রাট ওই বছরের আগাস্টে প্যারিস থেকে ৮০ মাইল দূরে রেমিসে সাক্ষাৎ করলেন। একজন ধূর্ত রাজা যিনি ঈশ্বরভক্তি দ্বারা মোটেও বিচলিত নন, তিনি চট করে বুঝে ফেলতেন স্টেফানের দুর্বলতা, যে পোপের এখন সম্রাটের সহযোগিতা প্রয়োজন যেন রোমে পোপ কোনো ধরনের ঝামেলায় না পড়েন। লুইস তাঁকে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারতেন, আর এই ক্ষতিপূরণের ধরনটা হতো এমন যে সম্রাট তাঁর উপাধির জন্য পোপের কাছে দায়বদ্ধ নন।

কিন্তু লুইসের মাথায় এমন ধরনের কোনো চিন্তা ঘুরপাক খায়নি; তিনি নিজেই, শর্তহীনভাবে নিজেকে পোপের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি পোপকে সর্বোচ্চ মর্যাদার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন, অবনমিত হলেন পোপের সামনে এবং তাঁকে বললেন তাঁর মাথার মুকুট পরিয়ে দিতে। ইতিপূর্বে তিন বছর আগে লুইস একবার অভিষিক্ত হয়েছিলেন তাঁর বয়স্ক পিতার কঠিন জেখের সামনে; প্রত্যেক জায়গায় এই ধরনের রাজ্যাভিষেক মেনে নেওয়া হয়েছিল, এমনকি পোপও তা মেনে নিয়েছিলেন। সম্রাটের জন্য খুবই ভালো একটি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল—আর এখন লুইস এই সবকিছুই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

স্টেফান লুইসের মাথায় দ্বিতীয় বারের মতো মুকুট পরালেন রেমিসের ক্যাথেড্রালে এবং এই শহরেই ক্লভিস ও তাঁর অনুসারীরা সাড়ে তিনশত বছর আগে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এভাবে এই শহরের পবিত্রতা দ্বিগুণ হয়ে গেল এবং সেখানে রাজ্যাভিষেক প্রথা হাজার বছরের জন্য চালু হয়ে গেল।

লুইস পোপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে শুধু বিতর্কিত সাম্রাজ্যিক অবস্থানকেই বিসর্জন দিলেন না, তিনি ফাঁপা সাম্রাজ্যিক উপাধিকেও মূল্যায়িত করলেন, তিনি নিজেকে শুধু ‘সম্রাট’ বলে অভিহিত করলেন, এবং তিনি কখনোই নিজেকে ‘ফ্রাঙ্ক এবং লম্বার্ডদের রাজা’ বলে অভিহিত করতেন না যা তাঁর পিতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করে গেছেন।

লুইস যেমন ধার্মিক ছিলেন, তেমনি একজন ভালো স্বামী ও পিতা ছিলেন, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আরমিস্গার্ড তাঁকে তিনটি বলিষ্ঠ পুত্র উপহার দিলেন লোথায়ার, পেপিন ৫ম এবং লুইস।

পোপের কাছ থেকে রাজ্যাভিষেক পাওয়ার পরপরই (এর পরই তিনি নিজেকে সত্যিকারের সম্রাট ভাবতে শুরু করেছিলেন) তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে তিন পুত্রদের ভেতর ভাগ করে দেবেন যা তাঁর পুত্ররা তাঁর মৃত্যুর পর পাবে। শর্লোমেন ভাগ্যগুণে যার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন লুইস এখন সেটাই করতে চলেছেন। তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করলেন ঠিকই কিন্তু নিজের জন্য যা করণীয় তা যতদূর সম্ভব যৌক্তিকভাবেই করলেন। শর্লোমেন যেহেতু মনস্থ করেছিলেন সেহেতু রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে এবং আলাদাভাবে বিভক্ত ছিল না। আর লুইসের পক্ষে তাঁর পিতার মতো সাম্রাজ্যিক উপাধি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। যদি রাজ্যগুলোকে তাঁর পুত্রদের ভেতর বিভক্ত করে দিয়ে সেগুলোকে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করা হয়, তাহলে এই তিন রাজ্যকে একতাবদ্ধ রাখতে হলে অবশ্যই একজন একক সম্রাটের প্রয়োজন।

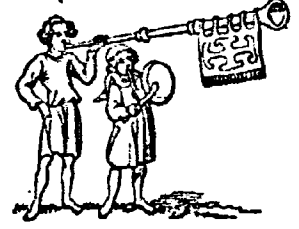
৮১৭ সালে ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের সম্রাটদের নিয়ে একটি বৈঠক করলেন, তারপর তিনি সরকারিভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপ-সম্রাট এবং উত্তরাধিকার ঘোষণা করলেন। সম্রাটদের যেহেতু নশ্বরিকরণ করা হয়, সেহেতু আমরা আমরা তাঁকে বলতে পারি লোথায় ১ম। লুইস আর পেপিন সাম্রাজ্যের অপর দুই শ্রীপুত্রের অতিরিক্ত রাজা হলেন; পেপিনকে শাসনভার দেওয়া হলো অ্যাকুইতাইনের আর লুইসকে ব্যাভারিয়া। ছোট লুইস যে অঞ্চল শাসন করছিলেন তা এখন জার্মানির একটা অংশ সে কারণে তাঁর পিতার কাছ থেকে তাঁকে পার্থক্য করার জন্য বলা হয়ে থাকে লুইস দ্য জার্মান।

এটা ছিল সম্ভবত সবচাইতে ভদ্রোচিত আয়োজন; কনস্টান্টিনের ক্রম অনুসারে যার যেরূপ পদ বাঞ্ছনীয় সে তেমন পদ পেয়েছিল এবং সবকিছুই মোটামুটি ঠিক ছিল। লুইসের তিন পুত্রই এটা আপসে মেনে নিয়েছিলেন।

লোথায়ার তাঁর দায়িত্ব নিয়ে ইতালির উপসম্রাট হলেন এবং তার অবস্থান আরো দৃঢ় হলো যখন ৮২৩ সালে স্টেফানের উত্তরসূরি পোপ প্যাসকেল ১ম (Pashchal I) তাঁর মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে দিলেন।

কিন্তু ৮১৮ সালে রানী আরমিস্টার্ড মৃত্যুবরণ করলেন, রানীর জন্য লুইসের মনস্তাপ লুইসকে আরেকটি বিয়ে করা থেকে বিরত রাখতে পারল না, চার মাসের মাথায় তিনি ব্যাভারিয়ান রাজকন্যা জুডিথকে বিয়ে করলেন। তিনি ছিলেন অল্পবয়স্ক এবং সুন্দরী এবং লুইস তাঁর ওপর বেশ আকৃষ্ট ছিলেন। ৮২৩ সালে লুইসকে তিনি একটি পুত্র সন্তান উপহার দিলেন, যার নাম রাখা হয়েছিল তার পিতামহের নাম অনুসারে চার্লস। আর এখানেই আসল সমস্যার জীবাণু, জুডিথ দেখলেন লুইসের ৪র্থ পুত্র (এবং তাঁর একমাত্র পুত্র) কেন অন্যান্য তিন পুত্রের সমান বলে বিবেচিত হবেন না। তাঁর কেন নিজস্ব একটি রাজ্য থাকবে না?

৮২৯ সালের দিকে জুডিথের জয় হলো। বেচারী সম্রাট, কোনোভাবেই তা রোধ করতে পারলেন না, তাঁকে সম্রাটদের নিয়ে আরেকটি নতুন বৈঠকের আয়োজন করতে হলো এবং সেখানে তিনি নির্দেশ দিলেন যে সাম্রাজ্য থেকে কেটে আরেকটি তৃতীয় রাজ্য গঠন করতে যা দেওয়া হবে তাঁর বালক পুত্র চার্লসকে। আর দুর্যোগের গুরুটা হলো এখান থেকেই।



শলোমনের দৌহিত্ররা

উপ-সম্রাট লোথায়ার এই নতুন বিভাজনকে অভিনন্দিত করলেন তীব্র ভীতি ছড়িয়ে। তিনি দেখলেন যে, তিনি রাজ্যের একটি বড় অংশের প্রত্যক্ষ শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত এবং এও জানতে পারলেন যে, এতে করে তাঁর সাম্রাজ্যিক উপাধির গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাবে। যার কারণে তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করলেন আর লুইস দেখলেন যে তাঁর শান্তির নীড় শত্রুভাবাপন্ন পুত্রদের দ্বারা পরিপূর্ণ।

সম্ভবত এটাই স্বাভাবিক ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্ররা তাঁদের সম্রাটের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করবেন এটা ভাবা ঠিক নয়। আবার তারা যে দ্বিতীয় বিবাহে জন্ম নেয়া পুত্রকে তাঁদের ভাইয়ের মতো দেখবেন তাও ভাবা ঠিক নয়। বরং এই নতুন মুখ তাদের কাছে মনে হলো ঠিক অবাস্তবিক আগন্তুক এবং এক অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপকারী।

উপরন্তু, সম্রাটরা এই হঠাৎ করে ঘোলা হয়ে যাওয়া জগৎ নিজেদেরকে নিমজ্জিত করলেন। অনেকই এই সুযোগে নিজ নিজ লাভ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। যে কোনো গৃহযুদ্ধে সম্রাটদের সমর্থন অনেক মূল্যবান এবং তারা তাদের সমর্থন বিক্রি করতো অনেক বড় ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে এবং এধরনের ক্ষতিপূরণে তাদের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেত (এই সর্বনাশমূলক ব্যবস্থা চালু করেছিল মেরোভিসিয়ানরা এবং শলোমন আংশিকভাবে এই প্রবণতা চালু রেখেছিলেন।) সম্রাটদের অনেকের সঙ্গে রাজ পুত্রবধূরা আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন এবং এই সম্পর্কের সূত্র ধরে তাঁরা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। বিশেষ করে যার যার আত্মীয়—সে যদি শক্তিশালী হয় এবং তার পছন্দমতো রাজ্যের অংশ পায় তাহলে তা তাদের জন্য দারুণ লাভজনক।

লোথায়ারের উপদেষ্টার অভাব হলো না, সবাই তাঁকে অবিচার সহ্য না করে বাহুবলে অধিকার আদায় করে নিতে বলল। লোথায়ার প্রলোভনের বশীভূত হয়ে গেলেন, তিনি তাঁর পিতার প্রতি ভয়ানক অশ্রদ্ধা পোষণ করে ৮৩০ সালে তাঁর ভাইকে সাথে নিয়ে পিতার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন।

লোথায়ার প্রাথমিক বিজয় অর্জন করলেন, তিনি বৃদ্ধ সম্রাটকে এবং তাঁর তরুণী স্ত্রী ও তাঁর শিশুপুত্রকে বন্দি করলেন এবং তাঁদের আলাদা একটি কনভেন্টে (খ্রিস্টীয়

মঠ) পাঠিয়ে দিলেন। এই ঘটনাকে মানবতার একটি অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়, কেননা এক্ষেত্রে একজন মেরোভিসিয়ান রাজা হলে তিনি অন্ততঃপক্ষে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করতেন এমনকি হয়তো সম্রাটকেও হত্যা করতেন)।

একটা কথা ভেবে পুত্রগণ বেশ পরিতৃপ্তিতে ছিলেন যে, রাজার ঈশ্বরভক্তি রাজাকে বাধ্য করবে সন্ন্যাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে, যদি তিনি তাই করেন তাহলে তিনি তাঁর সিংহাসন ছেড়ে দেবেন চিরতরে এবং এক্ষেত্রে জুডিথ্ এবং চার্লসের যত্ন নেওয়া যাবে খুব সহজেই এবং প্রত্যেকেই খুশি থাকবে ৮১৭ সালের পুরনো চুক্তিতে। যাই হোক, লুইস এ ধরনের কোনো খেলা খেলেন না। সম্রাট হিসেবে তাঁর এখনো অনেক ক্ষমতা রয়েছে; এখনো অনেক যোদ্ধা রয়েছে তাঁর পাশে, তারা তাঁকে শার্লোমেনের পুত্র হিসেবে বেশ শ্রদ্ধা করে; তিনি ছিলেন জনপ্রিয় এবং অধিকাংশ পাদ্রীরা তাঁর পক্ষে।

সম্রাট নিজেকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতে পারলেন এবং সম্রাটদের নিয়ে আরেকটি নতুন সভার আয়োজন করলেন। তাঁরা অস্ট্রেসিয়ার একটি সেকশনে সমবেত হয়েছিলেন যেখানে লুইসের শক্তি ছিল সবচাইতে বেশি। সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাই-মেইগেন-এ (nijmegen) যা এখানকার দক্ষিণ নেদারল্যান্ড, অনুষ্ঠিত সভায় একটি ব্যাপার নিশ্চিত করা হলো যে চার্লস তাঁর নিজের জন্য একটি রাজ্য পাবেন, জুডিথ্ তার অবস্থান আবার ফিরিয়ে এনেছেন এবং ওই তিন পুত্রের আপাতত বিজয় বন্টিত হয়ে গেল। লুইস বন্দি হয়ে এবং তাঁর পুত্রদ্বয়ের ব্যবহারে দারুণ ক্ষিপ্ত হলে। তিনি যা করলেন, অনেকটা অনিচ্ছুকভাবেই, তিনি শক্তি প্রয়োগ করতে লাগলেন। মূলত ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পেপিনের ওপর ভয়ানক রুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত করলেন এবং আকুইতাইন রাজ্যকে চার্লসের সঙ্গে জুড়ে দিলেন।

এভাবে তিনি তাঁর পুত্রদের একটি দ্বিতীয় বিদ্রোহ কব্জীর সুযোগ দিলেন আর লুইসের অবস্থান আগের চাইতে আরো বেশি খারাপ ছিল। পাদ্রীরাও লুইসের ওপর বিরক্ত ছিলেন, কেননা লুইসের একগুঁয়েমি এবং খিটখিটে মেজাজের কারণে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে ফ্রাঙ্কিস রাজ্য টুকরো টুকরো হতে যাচ্ছে যা তারা কখনোই চাইতেন না। এদিকে পশ্চিম খ্রিস্টান রাজত্ব অর্থাৎ পোপের আধ্যাত্মিক রাজত্ব এই মুহূর্তে হুমকির মুখে কেননা ফ্রাঙ্ক রাজত্ব এখন দুই ভয়ানক শক্তির চোয়ালের মাঝখানে সুপারির মতো অবস্থানে রয়েছে—পশ্চিমে রয়েছে মুসলিম আর পূর্বে বাইজেন্টাইনরা, শক্তিশালী ফ্রাঙ্ক রাজ্য এখন বিলুপ্তির মুখে। জ্যেষ্ঠ পুত্র লোথায়ার তখনো ইতালি শাসন করছিলেন, তিনি পাদ্রীদের অসন্তুষ্টির সুযোগকে কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন, নতুন পোপ গ্রেগরি ৫মকে রাজি করাতে চেষ্টা করলেন যেন তিনি লুইসকে সিংহাসনচ্যুত করান। পোপ, পিতা এবং পুত্রদের মধ্যে মধ্যস্থতা করছিলেন এবং তিনি তা করতে রাজি হলেন না। লোথায়ার পুনরায় সেনাবাহিনী গঠন করে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পোপকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো, এবং অস্ত্রের মুখে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা পোপের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পোপ তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে আসলেন।

৮৩৩ সাল তখনো চলছেই, দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো কোলমারে (colmar, যেটাকে এখন বলা হয় Alsace) যা ভৌগোলিকভাবে একেবারে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত।

লুইসের সৈন্যরা একটি ভয়ানক দৃশ্য দেখল, তা হলো তাদের শত্রুদলের সঙ্গে রয়েছে পোপ। পোপের বিরুদ্ধে কি অস্ত্র ওঠানো যায়? পোপের গায়ে হাত তুললে কি তারা সরাসরি নরকে চলে যাবে না? বেচারা লুইসের সৈন্যরা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল, সম্রাট বিনা যুদ্ধে ধরা পড়লেন। লুইস সৈন্যদলের আনুগত্যহীনতার কারণে (মধ্যযুগীয় দৃষ্টিতে তা একটি ভয়ানক অপরাধ) যুদ্ধ না হওয়া ওই ময়দানকে এখনো বলা হয়ে থাকে ‘মিথ্যা-ময়দান’।

তিন বছর পর দ্বিতীয়বারের মতো লুইস বন্দি হলেন। এ সময় তাঁর প্রতি আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে একগাদা ভয়ানক সব অভিযোগ উত্থাপন করা হলো এবং তাঁকে বাধ্য করা হলো অপমানজনক প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সমস্ত দোষ স্বীকার করতে, এমনকি সিংহাসন ত্যাগ করার জন্যও তাঁকে বাধ্য করা হলো। তাঁকে সন্ন্যাস জীবন ধারণের জন্যও বারংবার বলা হলো কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সন্ন্যাসীর মাথার ঢাকা এই আশায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি হয়তো কোনোভাবে আবার তাঁর সম্রাটের মুকুট ফিরে পাবেন।

বৃদ্ধ সম্রাটের হিসেবনিকেশ মোটেও ভুল ছিল না। তাঁর তিন পুত্র এখন ক্ষমতায়, তারা ৮১৭ সালের সেই পুরনো নিয়মে নিজেদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে নিয়েছেন, যেখানে সম্রাট হলেন লোথারার। ধার্মিক লুইস সম্ভবত আশা করছিলেন যে তিনি সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন, আর তার পুত্ররাও ভেবেছিলেন তাঁদের কমন শত্রু তাঁদের পিতার বিরুদ্ধে তাঁরা একযোগে লড়াই করবেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র লাভের পরে একত্র হয়ে সংগ্রাম করা অত সহজ নয়।

সম্রাট হিসেবে লোথারার আশা করছিলেন যে তিনি হবেন সবার প্রভু এবং তিনি পেপিন ও লুইসকে তাঁর প্রজার মতো বিবেচনা করতে লাগলেন। পেপিন এবং লুইস যারা লোথারারের সঙ্গে পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করেছিলেন তারাই এখন আর লোথারারের কাছে মাথা নত করতে রাজি নন।

নতুন একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হলো আর পাদ্রীরা শান্তির আশায় যারা ধার্মিক লুইসের বিপক্ষে গিয়েছিল, তারাই যখন দেখল যে শান্তি এখনো সুদূরপর্যন্ত, তখন তারা পিঠটান দিলেন।

ধার্মিক লুইস বাধ্য হয়ে যে সমস্ত দোষ স্বীকার করেছিলেন সে সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দেওয়া হলো এবং একদল বিশপ লুইসকে পুনরায় সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দুই পুত্র তাদের জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে তাদের পিতার পক্ষে যোগ দিলেন এবং ধৃষ্টতার সমস্ত দায়ভার তার ওপর চেপে দিলেন।

লুইস আচেনে ফিরে আসলেন ৮৩৪ সালে, এবং সেখানে এসে তাঁর স্ত্রী জুডিথ এবং চার্লসের সঙ্গে মিলিত হলেন। পরিস্থিতি তেমন ভালো না হলেও অন্তত আগের চাইতে

অনেক ভালো। লুইস তাঁর সব পুত্রদের ক্ষমা করে দিলেন; লোথায়ার আবার ইতালি ফিরে গেলেন এবং অন্য দুই পুত্র নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। তারা পুরোপুরিভাবে সম্ভ্রষ্ট না হলেও তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্রধারণ করার সাহস পেল না।

৮৩৩ সালে পেপিন মারা গেলেন, এবং লুইস দেখলেন তাঁর করণীয় যা করার এই একমাত্র সুযোগ। তাঁরা এখন ফিরে যেতে পারেন সেই ৮১৭ সালের নিয়মে, যা সবাই মেনে নিয়েছিল, শুধু মানেননি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র চার্লস। তিনি পেপিনের রাজ্য আকুইতাইন দাবি করে বসলেন। সেটা কি যৌক্তিক সমাধান ছিল না? লোথায়ার ভীষণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিলেন, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন—তাঁর পিতার বয়স এখন ৬০ বছরের ওপরে, সুতরাং তাঁকে হয়তো খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

এবং তাঁকে খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি, ৮৪০ সালে ধার্মিক লুইস প্রায় পঁচিশ বছরের ঋগ্নময় রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। অতীত এবং ভবিষ্যতের গৃহযুদ্ধের কথা বিবেচনা করে অন্তত এটা বলা যায় যে তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর রাজ্যকে অক্ষত রেখে গেলেন।

পরিস্থিতি তখনো খারাপ, সাম্রাজ্যিক উপাধির মর্যাদা ধুলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। শার্লোমন যেখানে সম্রাটের উপাধিকে মহৎ করে তুলেছিলেন সেখানে তাঁরই পুত্র বিশ্ববাসীকে দেখালেন সম্রাটের করুণ পরিশ্রুতি যে একজন সম্রাট পরিত্যক্ত হয়েছেন, বন্দি হচ্ছেন কারাগারে, দোষ স্বীকার করছেন বাধ্য হয়ে, এবং হচ্ছেন সিংহাসিন্যুত।

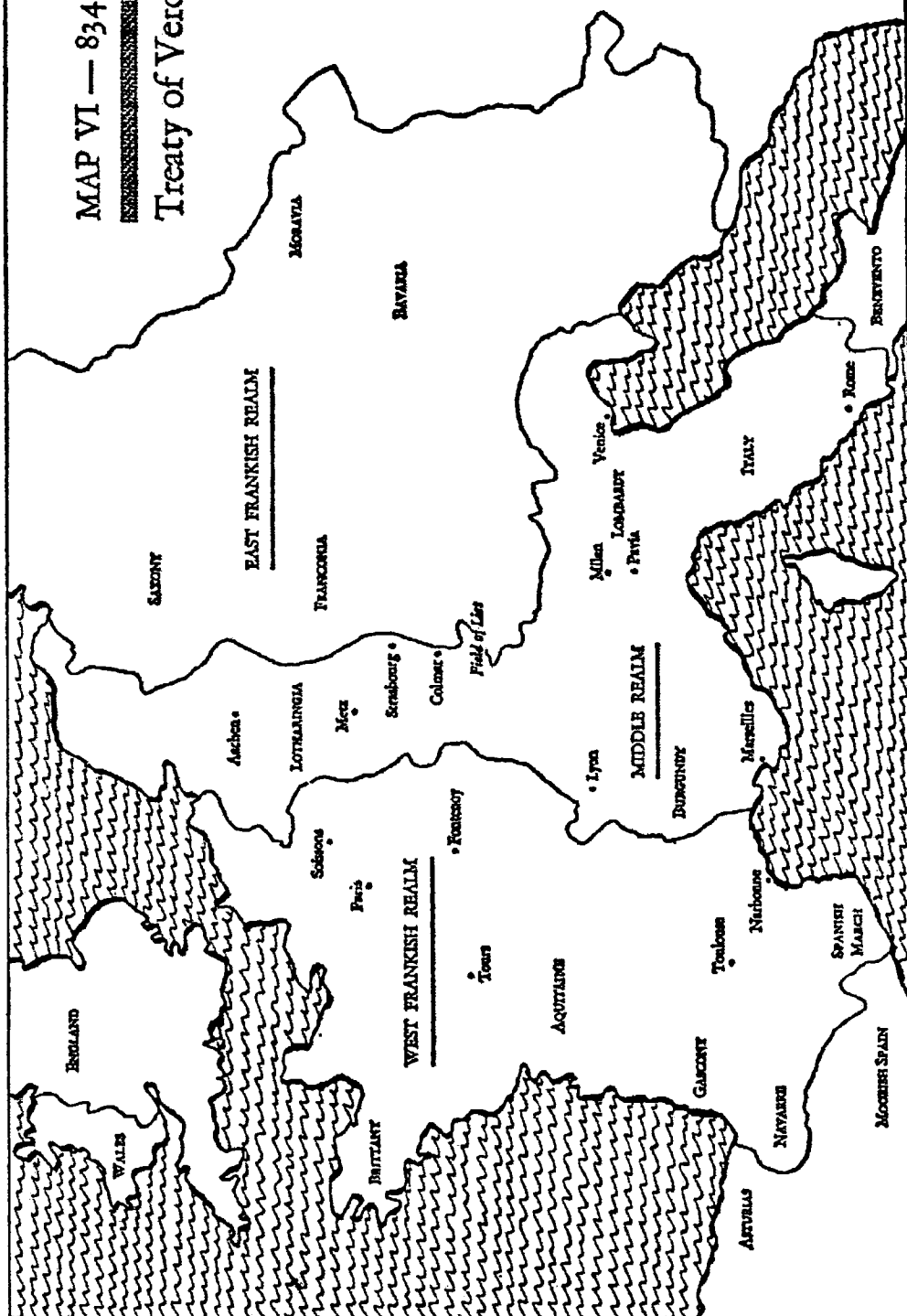
সাত বছর আগে লুইস ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পরিস্থিতি যেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল, আবারও ঠিক তেমন পরিস্থিতিরই উদ্ভব ঘটল। পুনরায় জ্যেষ্ঠ পুত্র লোথায়ার ১ম আচেনে সম্রাট হিসেবে রাজত্ব করতে লাগলেন। পুনরায় কনিষ্ঠ দুই ভাই রাজ্যের দুই প্রান্ত শাসন করতে লাগলেন। লুইস দ্য জার্মান পশ্চিম করতেন বাস্তারিয়াতে। প্যাপিন মৃত, ফলে তাঁর টিন-এজার সৎ ভাই চার্লস (পরবর্তীকালে টেকো চার্লস বা চার্লস দ্য ব্যালড নামে খ্যাত হয়েছিলেন) আকুইতাইনের রাজা হয়েছিলেন।

কিন্তু লোথায়ার তখনো ভাবছেন যে সম্রাট হিসেবে তিনিই সবার প্রভু, আর তাঁর ভাইয়েরা তখনো ভাবছেন যে তাঁরা লোথায়ারের সামনে মাথা নত করবেন না। বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু ছিল আরেকটি গৃহযুদ্ধের একটা উপলক্ষ মাত্র।

লোথায়ারকে দুটি সীমান্তে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছে, পূর্ব থেকে আক্রমণ চালালেন লুইস আর পশ্চিম থেকে আক্রমণ চালালেন চার্লস। দু'জনকে আলাদা আলাদাভাবে পরাজিত করার মতো সেনাপতি তিনি ছিলেন না। অন্য দুই ভাই তাদের শক্তিকে একত্রিত করলেন ধার্মিক লুইসের মৃত্যুর এক বছর পর ৮৪১ সালে ২৫শে জুন, প্যারিস থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফন্টেনয়তে লোথায়ার তাঁর দুই ভাইয়ের মুখোমুখি হলেন। পাদ্রিরা লোথায়ারকে সমর্থন করতো, কারণ তারা মনে করেছিল লোথায়ারের বিজয়ই ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের অখণ্ডতা ধরে রাখার শেষ সুযোগ। কিন্তু সেখানকার গুণী ব্যক্তির এ র বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের পশ্চিম ও পূর্ব অংশ সহস্র উপায়ে এমনভাবে বিভক্ত হয়েছে যে তা আর জোড়া লাগা মোটেও সম্ভব নয়।

MAP VI — 834 A.D.

Treaty of Verdun



এই স্থিরতার সবচাইতে ভালো উদাহরণ হলো চার্লস-এবং লুইস, এই দুই ভাইয়ের জোটের সৈন্যদের ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ ৮৪২ সালে ফ্রাঙ্কোনের যুদ্ধে লোথারার পরাজয় ঘটল। পলায়নরত সম্রাট খুব দ্রুত উপসাগরের দিকে চলে আসলেন, এখন তাঁর একমাত্র বাঁচার উপায় হলো ওই দুই বিজয়ী ভাইয়ের মধ্যে ভাঙ্গন। ওই শপথ গ্রহণ করানো হয়েছিল এই ভাঙ্গনকে রোধ করার উদ্দেশ্যে, এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্টাসবার্গে, এবং তা হয়েছিল দুটি ভিন্ন ভাষায়, লুইসের সৈন্যরা শপথ করেছিল জার্মান ভাষার আদি কাঠামোয় আর চার্লসের সৈন্যরা করেছিল ফরাসী ভাষার আদি কাঠামোয়। পূর্ব ফ্রাঙ্ক এবং পশ্চিম ফ্রাঙ্ক কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারেনি।

ওই একই মাসে লোথারাকে সিংহাসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়। তিন ভাইয়ের প্রতিনিধিরা ভারডান-এ পরস্পর সাক্ষাৎ করেন এবং এখানে একটি সন্ধিপত্রে তাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন যেটাকে আধুনিক ইউরোপের সর্বপ্রথম একটি মহান সন্ধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত এই সন্ধিপত্র সন্ধি করার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েনি, যা করা হয়েছিল তাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি ইউরোপের জীবাণু হিসাবে, যে জীবাণু ইউরোপে এখনো অস্তিত্বশীল। এই সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী, দুই কনিষ্ঠ ভাই সম্রাট লোথারাকে ভীষণ ঠকিয়ে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটালেন।

লুইস দ্য জার্মান শুধু ব্যাভারিয়াই শাসন করতেন না, তিনি রাইন এবং এলবে নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলোও শাসন করতেন। তাঁর রাজ্য গঠিত হয়েছিল বর্তমান আধুনিক অস্ট্রিয়া এবং পশ্চিম জার্মান নিয়ে। ওই সময়, এটাকে যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হতো আমরা তাকে বলতে পারি ‘পূর্ব ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্য’ কিন্তু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্বে, আমরা দেখি যে এটা হলো বর্তমান জার্মানির প্রাণকেন্দ্র।

টেকো চার্লস শুধু আকুইতাইনই শাসন করতেন না, তিনি বুস্ট্রিয়াও শাসন করতেন। এই ‘পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্য’কে আমরা আরো স্পষ্টভাবে বর্তমান ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র বলতে পারি। টেকো চার্লস ফ্রান্সের রাজা হিসাবে নম্বরীকরণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল যে কারণে আমরা তাঁকে বলতে পারি চার্লস ২য়, শার্লোমন ছিলেন ফ্রান্সের রাজা এবং সম্রাট হিসেবে চার্লস ১ম, (লুইস দ্য জার্মানকে স্বাভাবিকভাবেই রোমান নম্বরীকরণ করা হয়নি, কেননা ইতিহাসের এই যুগে জার্মান রাজাদের নম্বরীকরণ করা হতো না, তা করা হতো কেবলমাত্র সম্রাটদের ক্ষেত্রে)।

লুইস এবং চার্লস তাত্ত্বিকভাবে তখনো সম্রাট লোথারারের অধীন, কিন্তু বাস্তবে দু’জনেরই ছিল স্বাধীন ক্ষমতা, এটা ওই দু’জন যেমন জানতেন, সম্রাটও ঠিক তেমনই জানতেন। ভারডেনের সন্ধিপত্রে খুব সন্দ্বিধভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্য সম্রাটের পদবিটি সংরক্ষণ করা হয়েছিল, এবং সে অনুযায়ী সম্রাট কেবলমাত্র তাঁর কনিষ্ঠ দুই ভাইয়ের দুই বৃহৎ রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চল শাসন করার অধিকার পেলেন।

লোথারারের রাজ্য ছিল সরু এক ফালির মতো বিক্ষিপ্ত এক ভূখণ্ড যা উত্তর সাগর থেকে ইতালির কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সাম্রাজ্যের নতুন ও পুরনো

রাজধানী আচেন ও রোম। ভৌগোলিক দিক থেকে এই রাজ্য ছিল শোচনীয়ভাবে সঙ্গিন এবং ভাষা ও সংস্কৃতির কোনো ঐক্য ছিল না। এই রাজ্যটি না বিবেচিত হতো ফ্রান্স হিসেবে না হতো জার্মান হিসেবে এবং এটাকে একমাত্র তুলনা করা যায় এক টুকরো হাড়ের সঙ্গে, যা নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে দুইটি কুকুরের মাঝখানে—আর এ কারণেই একাদশ শতাব্দীতে জার্মান ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

মুসলমান এবং ভাইকিং



৮৪৩ সালের পর, অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের শান্তি তুলনামূলকভাবে কমে গিয়েছিল। ধার্মিক লুইস প্রচুর ঝামেলা সত্ত্বেও ক্যারোলিঙ্গিয়ান রেনেসাঁ চালিয়ে যেতেন, এবং তাঁর পুত্রদের দরবারেও পণ্ডিত ব্যক্তিদের আনাগোনা দেখা যেত, বিশেষ করে টেকো চার্লসের দরবারে। যাই হোক, একের পর এক গৃহযুদ্ধে আলো স্তান হয়ে যাচ্ছিল, পণ্ডিতদের উপযোগী শান্ত পরিবেশ তখন ছিল না।

উপরন্তু যখন ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রে পুরো ফ্রাঙ্কিস শক্তি নিঃশেষ হতে থাকল, তখন নতুন আরেক বিপদের আগমন ঘটল।

শার্লোমেনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন যে নিকেফোরাস তাঁর মৃত্যুর পর বাইজেন্টাইন আরেক যুগ ধরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বাইজেন্টাইনের উদ্বেগ করার মতো সামুদ্রিক নৌশক্তি ছিল না, এমনকি ফ্রাঙ্কেরও ছিল না। ফলে মেরিটেরিয়ান অঞ্চল ক্রটিযুক্ত অবস্থায় মুসলমানদের হুমকির মুখে পড়ে রইল, মুসলমানরা পুরো আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলগুলো দখল করে ফেলেছে।

এটাও সত্যি যে, মুসলিম বিশ্বও ভেঙ্গে পড়ছিল, কিন্তু এর ভেঙ্গে যাওয়া টুকরোও খ্রিস্টানদের চাইতে বেশি শক্তিশালী ছিল।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্পেনের মুরিশরা শার্লোমেনের হাতে বিধ্বস্ত হলেও তা কাটিয়ে উঠেছিল, কিন্তু পুনরায় একের পর এক গৃহযুদ্ধের কারণে তারা একেবারে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। ফলে পনেরো হাজার মুরিশ স্পেন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মিশর অভিমুখে গমন করল এবং আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে বসলো, আর ততক্ষণ তারা আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়ল না যতক্ষণ না তাদেরকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সম্ভ্রষ্ট না করা হলো। এরপর তারা ৮২৬ সালে উত্তরে বাইজেন্টাইন অভিমুখে নৌযাত্রা করল, তারা উপনীত হলো বাইজেন্টাইনের ক্রীট দ্বীপে, আর সেখানে তারা একটি রাজ্য স্থাপন করেছিল যা পরবর্তী দেড় শতক ধরে পরিণত হয়েছিল পাইরেটদের স্বর্গরাজ্যে আর দাস-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল-এ। আরো দুঃসংবাদ হলো, সিসিলির বাইজেন্টাইন গভর্নর, মনস্থির করলেন তিনি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসবেন, তিনি তিউনিসের মুসলিম

শাসকের সহায়তা চাইলেন (এই অঞ্চলটি একসময় ছিল কার্থেজ)। এর শাসকরা ছিলেন আঘ্লাবিত (Aghlabites), আঘ্লাবিত নামকরণ হয়েছিল তাদের এক সর্দারের নামানুসারে, যিনি আব্বাসীয়দের আক্রমণ প্রতিহত করার পঁচিশ বছর আগে তিউনিসে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আঘ্লাবিতরা দারুণ উচ্ছ্বাস নিয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং ৮২৭ সালে সৈন্যবাহিনী সিসিলিতে উপনীত হলো। ভাড়াটে সৈনিকের ভূমিকা পালন করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই তারা আসেনি। তারা এসেছিল তাদের কার্য সমাধার লক্ষ্যে। (সম্ভবত বারংবার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও ইতিহাস থেকে যে শিক্ষাটা মানুষ নিতে পারে না তা হলো, অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে কোনো পক্ষ যদি বিদেশীদের সহায়তার জন্য ডেকে নিয়ে আসে তাহলে ওই বিদেশী শক্তি পরবর্তীকালে তাদের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়। এই শিক্ষা মনে হয় বারংবার পুনরাবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ শিখতে পারবে না)।

বেপরোয়া ব্যর্থ বাইজেন্টাইনদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে মুসলমানরা ওই দ্বীপ একটু একটু করে দখল করতে থাকল। ফ্রাঙ্করাও এই গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু তারাও কিছুই করতে পারেনি, এবং ভেরডানের চুক্তির ওই সময়কালে ওই দ্বীপের অধিকাংশই মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

(পশ্চাত্যের ইতিহাসে বাইজেন্টাইনদের প্রবণতা হলো নিম্নমুখী—খুব সহজেই পরাজিত হওয়ার বিদ্যে তারা মনে হয় আয়ত্ত করেছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে একটি বিষয় উল্লেখ করার মতো, তা হলো তারা বিচ্ছিন্ন সিসিলি দ্বীপের দখল নিজেদের অধীনে ধরে রেখেছিল প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ। ৯৬৫ সাল পর্যন্ত সিসিলি বাইজেন্টাইনদের দখলে ছিল। সিসিলি থেকে শেষ বাইজেন্টাইন সৈন্য চলে যাওয়ার আগে প্রায় ৪২৫ বছর কেটে গিয়েছিল যখন ফেলিসারিয়াস সিসিলি দখল করেছিলেন)।

সিসিলি মুসলমানদের দখলে ছিল প্রায় আড়াইশত বছর, আজকের সিসিলি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা অনেকটা স্পেনের মতো, শতাব্দীব্যাপী মুসলিম শাসনের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল এবং মধ্যযুগে তা স্থায়ী রূপ লাভ করেছিল।

মুসলমানরা নিজেদেরকে সিসিলি দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সেখানে তারা ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর, তারা ইতালি উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে হানা দেওয়া শুরু করল। ৮৩৭ সালে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালালো নেপল্স-এ, এনকোনার উপকূলীয় অঞ্চল সেই সুদূর অ্যাড্রিয়াটিকে আক্রমণ চালালো ৮৩৯ সালে, এই অঞ্চলটি ছিল ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের এবং এই অঞ্চলটি বরাদ্দ করা হয়েছিল সম্রাট লোথারারকে।

৮৪০ সালে, তারা আক্রমণের চাইতেও বেশি কিছু করে বসলো। তারা তাদের সমুদ্রের নৌশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বারি (bari) এবং টারেন্টোতে (Taranto) নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল, সেখানে তারা স্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে ইতালিয়ান ‘হীলের’ (heel) প্রভু হয়ে উঠল। বাইজেন্টাইনরা ইতালিয়ান ‘টো’ (toe) এবং একদা লম্বার্ড-ডিউক অধিকৃত

অঞ্চল বেনেভেস্তোতে মুসলমানদের হুমকির মুখে পড়ে রইল, মুসলমানরা এমনকি রোন নদীর মোহনায় তাদের ঘাঁটি গেড়ে বসলো, যেটা এখন দক্ষিণ ফ্রাঙ্ক ।

দক্ষিণে যদি মুসলমানরা হুমকি হয়ে থাকে তাহলে আরও ভয়াবহ বন্য হুমকি রয়েছে উত্তরে । মুসলমান যাই হোক, মোটামুটি সভ্য ছিল, অন্তত ওই সময়ের ফ্রাঙ্কদের তুলনায় । তাদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যই নিষ্ঠুর ছিল । কিন্তু অন্যান্য যুদ্ধের তুলনায় নিষ্ঠুরতা ছিল একটু কম ।

যাই হোক উত্তরে উদ্ভব হয়েছিল একদল প্যাগান জলদস্যুর, সভ্যতার কোমল ছোঁয়া যারা তখনও পায়নি । যদিও তারা কয়েক শতাব্দী আগের গথ্ এবং ফ্রাঙ্কদের তুলনায় মোটেও খারাপ নয় তবু ওই পুরনো বর্বরদের উত্তরসূরিরা আর আগের মতো বর্বরদশায় নেই ফলে তারা এই নতুন বর্বরদের সামনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ।

এই জলদস্যুরা আসতো স্কেভিনেভিয়া থেকে—যাকে এখন আমরা বলে থাকি ডেনমার্ক, সুইডেন এবং নরওয়ে এবং যারা আজকের দিনে সারা বিশ্বে শান্তি এবং ভদ্রতার প্রতীক কিংবা মডেলে পরিণত হয়েছে । ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের সময় অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে কিছু মানুষ রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিল; অন্যান্য কিছু লোক চলে গিয়েছিল গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে; আর কিছু মানুষ গিয়েছিল দ্রুপ এবং অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ।

তারা আসতো উত্তর দিক থেকে, ফ্রাঙ্কদের হিসেবে, এবং ফ্রাঙ্করা তাদেরকে বলতো ‘নর্থম্যান’ (northmen) কিংবা ‘নর্সম্যান’ (norsemæn) । স্কেভিনেভিয়ান দস্যুরা নিজেদেরকে বলতো ভাইকিংস, যার অর্থ হলো ‘যোদ্ধা’ । ভাইকিংরা গ্রীষ্মকালে পশ্চিম এবং দক্ষিণে আক্রমণ চালাতো, প্রথমে খুঁজতো উপকূলীয় শহরাঞ্চল, তারপর আরো সাহস নিয়ে নদীপথে তাদের হালকা ছিপছিপে নৌকা নিয়ে আরো ভিতরে ঢুকে পড়তো । তারা নারী হরণ এবং লুটপাট করতো আর নারকীয় হত্যার উল্লাসে মেতে উঠতো আর এমন নিষ্ঠুরতায় হত্যাকাণ্ড ঘটাতে তাতে নিপীড়িতরা একেবারে ভীতবিহ্বল হয়ে যেতো আর তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে যেতো ।

শর্লোমেনের আমলে ভাইকিংরা ব্রিটিশ দ্বীপগুলোতে আক্রমণ চালাতো, এই দ্বীপগুলো ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় লুটপাটের জন্য আরো বেশি উন্মুক্ত ছিল । একটি গল্প প্রচলিত ছিল, তা হলো একদিন শর্লোমেন দাঁড়িয়ে আছেন সমুদ্রতীরে এবং দিগন্তে তাকিয়ে তিনি দেখতে গেলে ভাইকিংদের একটা জাহাজ, তা দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন যে এই ভাইকিংরা কোনো একদিন ফ্রাঙ্কদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে ।

(এই গল্পটি অবশ্যই পরবর্তীকালের উদ্ভাবন, ইতিহাসে নাটকীয়তা আনার জন্য এরকম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল—এসব ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রয়োজনে এরকম গল্প তৈরি করতে হয়) ।

ধার্মিক লুইস এবং তাঁর পুত্ররা যদি শলোমনের আশঙ্কাকে কাজে লাগাতো তাহলে তাদের অজস্র সুযোগ ছিল উত্তরের শহরগুলোকে দুর্গ পরিবেষ্টিত করার, সামুদ্রিক পাহারা বসানোর এবং একটি নৌবাহিনী গঠন করার। তারা সেগুলোর কিছুই করেনি। বরং ব্যস্ত থেকেছে নিজেদের মধ্যে মারামারি করা নিয়ে, ভাইকিংরা যখন ইংল্যাণ্ড এবং আয়ারল্যাণ্ড পার হয়ে ফ্রাঙ্কিস উপকূলীয় অঞ্চলে এসে পৌঁছাল তখন তারা দেখল এক অসহায় জনগোষ্ঠী, যারা কেবল পারতো প্রার্থনা করতে “মহান প্রভু নর্সম্যানের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করবেন।” কিন্তু মহান প্রভু তাদের কখনোই রক্ষা করতে পারতেন না।

ভেরডান চুক্তির অল্প কিছুদিনের মধ্যেই, ভাইকিংরা তাদের সমস্ত পৈশাচিকতা নিয়ে ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের উপকূলীয় অঞ্চলে উপনীত হলো। ৮৪৫ সালে, ভাইকিংদের একটি নৌবহর এলবে নদী দিয়ে হামবুর্গে পৌঁছাল, সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালো এবং প্রায় প্রত্যেককেই হত্যা করল। ওই একই বছরে আরেকটি নৌবহর গিয়েছিল সিন নদীর ভেতর দিয়ে প্যারিসে এবং আগের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করেছিল।

ওই বছর থেকে শুরু করে পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত, প্রতি গ্রীষ্মেই ভাইকিংদের জাহাজ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আসতো এবং তারা তাদের ইচ্ছেমতো লুণ্ঠন শুরু করে বেড়াতো। বিশেষত তাদের সবচাইতে পছন্দনীয় এলাকা ছিল ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের লম্বা সমুদ্র সৈকতের ধার ঘেঁষে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো। ভাইকিংরা এমনকি মেডিটেরিয়ান অঞ্চলগুলোতেও গিয়েছিল।

ভেরডান চুক্তির পরে, ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজারা তাদের যোদ্ধাসুলভ আচরণ হারিয়ে ফেলেছিল, এই ভয়ানক বর্বরদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস তাদের ছিল না, তার চেয়ে বরং যখন সম্ভব হতো প্রচুর রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তারা ভাইকিংদের সাথে আপসরফায় আসতো, তা বছরে একবারের বেশি সম্ভব হতো না।

নর্সদের আক্রমণ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করে ফেলেছিল। মানুষ নিরাপত্তার জন্য এদিক সেদিক ছোট্টাছুটি করতে লাগল। সম্ভ্রান্তরা এখানে সেখানে দুর্গ গড়ে তুলতো যেন তারা পরবর্তী আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে। আশেপাশের চাষীরা তাদের নিরাপত্তার জন্য লর্ডদের কাছে কাকুতিমিনতি করতো এবং এর বিনিময়ে তারা প্রভুদের কাজ করে দেবে বলতো।

রোমান সাম্রাজ্য যেদিন থেকে স্তান হতে থাকলো সেদিন থেকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে পশ্চিমে এই বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া সর্বোচ্চ অবস্থায় রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে রাজা ছিলেন দূরবর্তী এক গুজবের মতো। যে শাসককে সে ভয় করতো, সম্মান দেখাত এবং কদাচিৎ ভালোও বাসতো, সে হলো তার হাতের কাছের যে কোনো শাসক যিনি পারতেন তাকে রক্ষা করতে।

পরবর্তী শতকগুলোতে এই বিকেন্দ্রীকরণ যুগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল, এবং একটি জটিল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা হয়েছিল কীভাবে এই পদ্ধতি কাজ করতো তা ব্যাখ্যা করার জন্য। অষ্টাদশ শতকে ফরাসী রাজনৈতিক তাত্ত্বিকেরা এই পদ্ধতির একটি নামকরণ করেছিলেন—সামন্ততন্ত্র। এই শব্দটি নেওয়া হয়েছিল জার্মান শব্দ থেকে। এর অর্থ হলো ‘সম্পত্তি’। এর নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, সামন্ততন্ত্র ভূমির মালিকানা পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ভূমির মালিকানাই হলো একমাত্র উৎস।

একটি রাজ্যের সমস্ত ভূমি তাত্ত্বিকভাবে একমাত্র রাজার, রাজাই হলেন এর প্রভু। তিনি ওই জমিকে ভাগ করেন বিভিন্ন fiefs-এ (জায়গীর) এবং সেগুলো তিনি দেন নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্তদের, যারা হলেন রাজার ভ্যাসেল (Vassals) (এটি নেওয়া হয়েছে কেলতিক থেকে এর অর্থ হলো ‘servant’ বা ভৃত্য)।

প্রতিটি ভ্যাসেল তার fief বা জায়গীর ভাগ করে দিতেন নিচু সারির সম্ভ্রান্তদের যারা তাঁর ভ্যাসেল হতেন এবং এভাবে চলতে থাকতো। প্রতিটি ভ্যাসেল তার নিজ নিজ প্রভুর প্রতি কিছু দায়িত্ব পালন করতেন, যেমন একটি নির্দিষ্টসংখ্যক অস্ত্রধারী মানুষ সরবরাহ করতে হতো যদি তাঁর প্রভু চাইতেন, প্রতিটি ভ্যাসালকে দেখাতে হতো তাঁর প্রভুর প্রতি অমায়িক আনুগত্য; তা দেখাতে ব্যর্থ হলে তাদের fief বা জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হতো (যদি প্রভু সেটা কেড়ে নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হতেন)। সামন্ততন্ত্র এক বিবেচনায় ছিল খুবই বাস্তবসম্মত। এর জন্য প্রয়োজন হতো বাস্তবভিত্তিক আনুগত্য—এই আনুগত্য ছিল বিশেষ এক ব্যক্তির প্রতি; জনসাধারণ কিংবা দেশের প্রতি বিমূর্ত কোনো আনুগত্য নয়, এমনকি কোনো রাজকীয় পরিবারের প্রতিও নয়।

বাস্তবে এটা পরিণত হয়েছিল পুরোহিততন্ত্রের, কোনো প্রদেহ নেই এর সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল সার্বরা এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন সম্রাট। এমনকি এটা পরলোকগত স্বর্গে গমনকারী সম্রাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানে ঈশ্বরকে দেখা হতো এক সামন্ত প্রভু হিসেবে যিনি তাঁর ঘন শ্রেণীবদ্ধ ফেরেশতাবৃন্দের ওপর পুরোহিতের মতো শাসনকর্ম পরিচালনা করেন।

মূলত যদিও জায়গীর প্রথাকে যেমন আদর্শ সম্পন্ন ভাবা হয়েছিল এটা ঠিক সেরকম হতে পারেনি। ভ্যাসালরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহে লিপ্ত থাকতো এমনকি তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্ব লিপ্ত হতো, তারা নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছেমতো চলতো এবং সবকিছু ছিল শুধু শক্তিমানদের জন্য। অনেক ভ্যাসালের জায়গীর থাকতো অনেক স্থানে এবং এই জায়গীরগুলো তারা নিত বিভিন্ন প্রভুর কাছ থেকে, জায়গীরের নেটওয়ার্ক ছিল এলোমেলো বহুবিচিত্র এবং বিশৃঙ্খল যেমন একটা জায়গীর অনুসারে দেখা গেল ‘ক’ হলো ‘খ’-এর প্রভু আবার অন্য জায়গীর অনুসারে ‘ক’ হলো ‘খ’-এর ভ্যাসাল।

এই পদ্ধতি, যাকে তাত্ত্বিকভাবে মনে করা হয়েছিল খুবই পরিপাটি একটি পদ্ধতি কিন্তু পরবর্তী শতকগুলোতে দেখা গেল এই পদ্ধতি ততটা কার্যকরী নয়। এটা শুধু আরো একটা যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে কাজ করতো।

এক দিক দিয়ে, এই পদ্ধতি ছিল বেশ লজ্জাজনক, কিন্তু তাত্ত্বিকদের চিন্তা চেতনা অনুযায়ী সামন্ততন্ত্র যেমন হওয়ার কথা ছিল, যদি ঠিক তেমনই হতো তাহলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা হতো দারুণ স্বস্তিদায়ক, কেননা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর বিনিমাস অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষেরই সমাজে একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকতো, ফলে গড়ে উঠতো একটি অখণ্ড সমাজব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি মানুষকে মনে হতো একটি একক পরিবারভুক্ত। যদিও সামন্ততন্ত্র জনগণকে খাইয়ে পরিয়ে এবং তাদের পর্যাণ্ড নিরাপত্তা প্রদান করে একটি বিচ্ছিন্ন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিত, তবু অনুকূল পরিস্থিতিতে এই পদ্ধতি হতো সবচাইতে অকার্যকর একটি পদ্ধতি। কেননা ভাইকিংদের আক্রমণ যখন বন্ধ হলো এবং সরকার ব্যবস্থা যখন আরো স্থিতিশীল অবস্থায় আসলো তখন কেন্দ্রীয়করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, এই কারণে যে, এতে করে একটি বৃহৎ অঞ্চল, অভ্যন্তরীণ সহযোগিতায়, তার ভূ-সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারতো এবং আরো বেশি সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারতো। ওই সময় সামন্তবাদ এমন গভীর স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল যে মানুষ এটাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিল এবং মনে হতো এটা যেন ঈশ্বরপ্রদত্ত কোনো কিছু। (এমন কোনো প্রথা নেই যে, যেগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার অযোগ্য হয়ে গেলেও মানুষ তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতো, যার একমাত্র কারণ হলো সেগুলো পুরনো এবং প্রচলিত।)

ফলে ঋণগ্রহীত্ব সন্তানদের ওপর যারা তাদের সামন্তবাদী অধিকার দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছিল তাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা অনেক শতক ধরে ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত ছিল।

মধ্যবর্তী রাজ্য



চারপাশের অজস্র ঝামেলার কারণে তিন ফ্রাঙ্কিস রাজত্ব মূলত উদ্যোগ নিয়েছিল একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার। সম্রাট লোথায়ার ছিলেন এর নেতৃত্বে। তিনি তাঁর আধিপত্য বিস্তারে ব্যর্থ হয়ে অন্তঃসারশূন্য সমঅধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, ভারডানের চুক্তি তাঁর জন্য এক বিশাল পরাজয় ছিল এবং তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পুনরায় কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহে গেলে তা তাঁর জন্য আরো বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

যার কারণে তিনি একের পর এক ‘শীর্ষ বৈঠক’-এর আয়োজন করতে থাকলেন, ওইসব বৈঠকে তিন ভাই একত্র হয়ে নানা মতপার্থক্যে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করতে পারতেন। অন্তত লোথায়ারের আমলে ওইসব বৈঠক বেশ ভালোভাবেই চলছিল।

লোথায়ার যে রাজ্যকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতেন সে রাজ্যকে তিনি পুনরায় তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত করার উদ্যোগ নিয়ে শোচনীয় পরিস্থিতিতে আরো শোচনীয় করলেন। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইতালি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র লুইস-এর ভাগে পড়ল। লুইস সেখানকার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে।

ওই বছর সারগিয়াস ২য় পোপ হলেন এবং তাঁর কাছে মনে হলো এই নতুন সম্রাট অবশ্যই শর্লোমেনের মতো নন, তিনি খুব সহজেই আচেনকে পাপাসি রাজ্য হিসেবে স্বাধীন ঘোষণা করতে পারতেন যেমন ঘোষণা করেছিল কনস্টান্টিনোপল অনেক আগে। কিন্তু তিনি তা করলেন না, বরং তিনি তাঁর পাপাসি নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের অনুমোদন লাভের ঝামেলায় গেলেন।

যে ব্যাপারটি তাঁর মাথায় ঝড়োবেগে খেলে গেল তা হলো তিনি খুব দ্রুত উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই সম্রাট দুর্বল হলেও তাঁর সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে অত সহজ নয় ফলে তিনি লুইসকে লম্বার্ডের রাজা মনোনীত করে তাঁর মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে পরিস্থিতির প্রতিকার করলেন।

সারগিয়াসের অন্যান্য সমস্যাও ছিল। মুসলমান আক্রমণকারীরা, ইতালিয়ান হিলে অবস্থিত বারিতে তাদের যে সামরিক ঘাঁটি ছিল সেখান থেকে তারা তাদের মতো করে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকল। ৮৪৬ সালে তারা স্বয়ং রোমে এসে পৌঁছল এবং এর অংশবিশেষ দখল করে নিল, আর পশ্চিম খ্রিস্টান রাজ্যের কতিপয় পবিত্র চার্চ ধ্বংস করে ফেলল।

যারা ভেবেছিল যে, ৭৩২ সালে তুরে চার্লস মার্টেলের বিজয় পশ্চিম খ্রিস্টান রাজ্যকে মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে চিরন্তন রক্ষা করেছে, তারা এই শিক্ষাটা পেল যে একশতক পরেই মুসলমানরা স্বয়ং রোমে লুণ্ঠন চালাল। খ্রিস্টানরা এর প্রতিক্রিয়া জানাতে তেমন সমর্থ ছিল না, মুসলমানরা যদি সেখান থেকে চলেও যায় তার মানে এই নয় যে বীরত্বপূর্ণ প্রতিআক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, বরং তার কারণ এই যে তারা ছিল ক্ষুদ্র একটি আক্রমণকারী দল যাদের সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করার কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

সারগিয়াস ২য় এই সময় মারা গেলেন আর ৮৪৭ সালে নতুন পোপ হলেন লিও ৪র্থ। মুসলমান সমস্যার প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল একেবারে নির্ভেজাল আত্মরক্ষামূলক। রোমের ক্ষুদ্র একটি অংশে তিনি প্রাচীর নির্মাণ করলেন এবং এর ভেতর তিনি অন্তর্ভুক্ত করলেন ভাটিকান এবং সেইন্ট পিটার চার্চকে। ওই ছোট্ট ‘লিওনাইন শহরে’ জনসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল এবং এর প্রাচীর এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে তা যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে এই শহরকে নিরাপদে রাখতে সক্ষম। তিনি ইতালির ফ্রাঙ্কিস রাজা লুইসের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তিনি ৮৫০ সালে লুইসকে উপসম্রাট হিসেবে মুকুট পরিয়েছিলেন।

৮৫৫ সালে লুইসের পিতা লোথায়ার, শর্লোমেনের দৌহিত্র বুঝতে পারলেন যে তাঁর মৃত্যু আসন্ন। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসজীবন ধারণ করেন, আর তাঁর পুত্র লুইস ২য় সম্রাট হলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যিক উপাধির তখন তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সম্রাট লোথায়ার ছিলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ক্ষমতার দিক থেকে তাঁর কনিষ্ঠ ভাইয়ের প্রায় সমপর্যায়ে ছিলেন। সম্রাট লুইস ২য় শুধু ইতালি নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং তাঁর শক্তিশালী চাচাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারতেন না। সম্রাট উপাধি তাঁকে কেবল সামরিক মর্যাদাই প্রদান করেছে, এর বেশি কিছুই তাঁকে দেয়নি।

যাই হোক, তিনি ইতালির সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং পোপ লিও মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তাঁর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, খুব দীর্ঘ গতিতে লুইস মুসলমানদের বিরুদ্ধে নৌবাহিনী গড়ে তুলতে থাকলেন। বাইজেন্টাইনদের কাছে ইতালিতে উপস্থিত মুসলিম বাহিনী ছিল আরো বেশি হুমকিস্বরূপ, যার কারণে বাইজেন্টাইনরা ওই নৌবাহিনীতে জাহাজ সরবরাহ করেছিল।

সংগ্রাম চলতে থাকলো দীর্ঘদিনব্যাপী, আর সম্রাট উপাধির মর্যাদা আরো কমে গিয়ে একেবারে নিম্নস্তরে পৌঁছে গেল, যেখানে এক সময়কার সম্রাট মুরিশ স্পেন দখলের পূর্ণ ক্ষমতা রাখতেন সেখানে এখনকার সম্রাট ক্ষমতা একটি মুসলিম দলের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। যাই হোক, ৮৭১ সালে লুইস বারি শহর পুনর্দখল করে নিতে সক্ষম হন এবং মুসলমানদের ইতালি থেকে বিতাড়িত করেন যা তারা এক প্রজন্ম ধরে দখলে রেখেছিল। এ ঘটনা থেকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনো লাভবান হলেন না, বাইজেন্টাইনরা বিজিত অঞ্চল পুনর্দখল করে নিল (তারা যখন ওই নৌবাহিনীতে ক্ষেপণ দিয়েছিল তখন থেকেই তাদের মনে এরূপ অভিসন্ধি ছিল)।

লুইসেরও এরকম একটা অভিসন্ধি ছিল, তিনি যখন দক্ষিণে ছিলেন, তিনি লম্বার্ড-ডিউক কর্তৃক অধিকৃত বেনেভেস্তোকে হয়তো দখলে আনতে পারতেন, যে বেনেভেস্তো এক সময় স্বয়ং শর্লোমেনের বিরোধিতা করেছিল। তিনি সেখানে কিছু বিজয় অর্জন করেছিলেন কিন্তু তা ততটা শক্তিশালী ছিল না, এবং কিছু সময়ের জন্য তিনি তাদের হাতে ধরা পড়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য বন্দিও ছিলেন। তারপর এই ডাচি এলাকা ছেড়ে চলে আসলেন উত্তরে, আর এই ডাচি এলাকা ফ্রাঙ্কদের কাছ থেকে তখনো স্বাধীন ছিল।

আল্লসের ওপারে লোথায়ারের মধ্যবর্তী রাজ্যের ভাগ্যে আরো বিপর্যয় ঘটলো। দক্ষিণের অর্ধেক (আধুনিক ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল) চলে গেল চার্লসের হাতে, চার্লস লোথায়ারের দ্বিতীয় পুত্র, আর উত্তরের অর্ধেক (বর্তমান রাইনল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড-এর ভিতর অন্তর্ভুক্ত ছিল) চলে গেল তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র লোথায়ার ২য়-এর হাতে। ৮৬৩ সালে যখন চার্লস মারা গেলেন তখন তাঁর রাজ্য বিভক্ত হয়ে গেল লোথায়ার ২য় এবং সম্রাট লুই ২য়-এর মধ্যে।

লোথায়ার রাজ্যের অংশবিশেষের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের দুই-অর্ধাংশের মধ্যবর্তী স্ট্রিপ, যা উত্তর সাগর থেকে শুরু করে আল্পস পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এটাকে বলা হতো 'Lotharii regnum' বা 'লোথায়ারের রাজ্য'। পরবর্তীকালে এটা হয়েছিল Lotharingia—যেটা পরে জার্মান ভাষায় হয়েছে Lotharingen এবং ফরাসী ভাষায় Lorraine

লোথায়ার ২য় অভ্যন্তরীণ দুর্ভাগ্যজনক ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ছিল একজন স্ত্রী ও একজন উপপত্নী, এটা মোটেও ব্যতিক্রম কোনো কিছু নয়, কিন্তু যে কারণে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল তা হলো তাঁর স্ত্রীর কোনো সন্তান ছিল না। তিনি যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহিত থাকা অবস্থায় সন্তানহীন হয়ে থাকেন, তাহলে পুরো মধ্যবর্তী রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে যাবে, তাঁর ভাই সম্রাট লুইসের রয়েছে একটি মাত্র কন্যা, উত্তরাধিকারী হওয়ার কোনো অধিকার তাঁর নেই।

ঘটনা যখন এরকম, তখন তাঁর উপপত্নীর একটি সন্তান হলো এবং তিনি চাইলেন তাঁকে উত্তরাধিকারী করতে। তাঁর এই পুত্রকে বৈধ উত্তরাধিকারী করতে হলে যা করতে হবে তা হলো তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে উপপত্নিকে বিয়ে করতে হবে।

বাস্তবিক এটা করা খুবই সহজ ছিল, ওই সময়ের প্রথা অনুযায়ী, যে কেউই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে একগাদা অপরাধ করতে পারতো, এক দল বিশপকে ছাড় করে সহজে বিয়ে বাতিল করা যেতো। এটা শুধু ইচ্ছার ব্যাপার ছিল।

কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা ছিল। যে কারণে লোথায়ারের পেরোয়া হয়ে ডিভোর্স চাচ্ছিল ঠিক সে কারণেই লোথায়ারের চাচার লুই দ্য জার্মান এবং চার্লস দ্য ব্যাল্ড তাঁর ডিভোর্স চাচ্ছিলেন না। লোথায়ার যদি কোনো উত্তরাধিকার ছাড়াই মারা যান তাহলে এই দুই ভাই মধ্যবর্তী রাজ্যকে নিজের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারবেন।

যার কারণে লোথায়ারের প্রভাবে যখন বিশপরা ডিভোর্সের পক্ষে ডিক্রি জারি করলেন তখন তাঁর চাচাদের প্রভাবে অন্যান্য বিশপরা তা বাতিল করলেন। অফিসিয়ালভাবে আলোচনার জন্য সবাইকে ডাকা হলো এবং উভয়পক্ষকেই পর্যাপ্ত ঘুষ প্রদান করা হলো। এই দ্বন্দ্ব জয় হলো তাঁর চাচাদের, এবং লোথায়ারের ডিভোর্সকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হলো, যদিও লোথায়ার ইতোমধ্যেই তার স্ত্রীকে মনাস্টারিতে স্থানান্তর করে ফেলেছেন এবং তাঁর উপপত্নীকে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে করে ফেলেছেন।

৮৬৩ সালে পুরো বিষয়টি পোপের ওপর গিয়ে গড়ালো।

৮৪৬ সালে পাপাসিস কেবলমাত্র বিপদের নিম্নসীমা থেকে কোনো রকমে উঠে আসছিল, যখন মুসলমানরা শহরে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছিল, যদিও এর আগে এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি যে কারণে কোনো কৌতূহলী কিংবদন্তী আক্রমণ করে বসতে পারেন।

লিও ৪র্থ-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী নিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা এবং ছোটখাটো যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেল। সম্রাট লুইস একবার একে আরেকবার তাকে সমর্থন জানাতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত বেছে নিলেন একজনকে যিনি নাম নিয়েছিলেন বেনেডিক্ট ৩য়।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থা এমন একটি গল্পের জন্ম দিয়েছিল, যে গল্পানুসারে লিও ৪র্থ-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন খুবই পণ্ডিত এক সন্ন্যাসী যিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন ইংরেজ রমণী। তিনি এক গ্রিক মনাস্টারিতে প্রবেশ করেছিলেন তাঁর এক সন্ন্যাসী প্রেমিকের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। তাঁরা দু'জনেই এথেন্সে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রেমিকের মৃত্যুর পর তিনি রোমে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য এবং ঈশ্বরভক্তির জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এবং পোপ নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি 'জন অষ্টম' (John viii) নামে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি প্রতারণা বেশ ভালোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং গল্প অনুযায়ী একদিন ধরা খেলেন, একটি ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ শোভাযাত্রার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর তীব্র প্রসব বেদনা উঠেছিল। তিনি হয় ওই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গিয়েছেন নয়তো পাথর ছুঁড়ে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। সেই থেকে তাঁকে বলা হয় 'পোপ জোয়ান' (Pope Joan)।

গল্পটিকে ইতিহাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল সেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, কিন্তু এখন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গল্পটি ছিল পুরোপুরি অতিকথন (mythical)। এটি ছিল সেইসব নাটকীয় কল্পকাহিনীগুলোর মধ্যে অন্যতম যেগুলোকে সত্যি কাহিনীর চেয়েও সত্যি বলে মনে হয়।

আমরা যদি ইতিহাসকেই আঁকড়ে ধরি, তাহলে লিও ৪র্থ-এর পরে পোপ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেনেডিক্ট ৩য় এবং তাঁর সৎপুত্র এবং অপ্রসিদ্ধ তিন বছরের রাজত্ব শেষে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন নিকোলাস ১ম-এর কাছে এবং নিকোলাস আড়াইশ বছর আগে গ্রিগরি ১ম-এর পরে নিজেকে সবচাইতে শক্তিশালী পোপ হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। বস্তুত তাকে মহামতি নিকোলাস বা নিকোলাস দ্য গ্রেট নামে অভিহিত করা হয়।

'ভুয়া পোপের নির্দেশ' (False Decretals) তিনিই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। এটা ছিল অনেকগুলো আদেশের একটি তালিকা যা দাবি করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী পোপ-এর কাউন্সিল কর্তৃক সেগুলোকে অবশ্যই প্রামাণিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এবং সংগৃহীত হয়েছিল মনে করা হতো আড়াইশত বছর পূর্বে ইতোমধ্যে কাল্পনিক চরিত্র বলে বিবেচিত সিভিলের ইজিডোর (Isidore of Seville) কর্তৃক, যার কারণে এগুলোকে প্রায় বলা হয়ে থাকে মিথ্যে ইজিডোরিয়ান নির্দেশমালা (Pseudo-Isidorian Decretals)। মূলত এখন এগুলোকে জালিয়াতি বলেই মনে করা হয়, যা কোনো ফ্রাঙ্কিয় পাদ্রী কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তা নিকোলাসের খুব বেশি আগে নয়।

এই ডিক্রেটালে একজন কলেজ কার্ডিনালের কথা বলা হয়েছে, যাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন পোপ নিজে, যিনি পোপকে বিধান সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সহায়তা করতেন। চার্চ বিষয়ক সমস্ত বিধান পোপ এবং এই কার্ডিনালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। বিশেষ করে, অন্যান্য বিশপদের (যারা উদ্ধত, আপস করতে অনিচ্ছুক এবং স্বাধীনতা বজায় রেখে চলতো) বিধান প্রণয়ন বিষয়ক কোনো অধিকার দেয়া হয়নি।

এভাবে নিকোলাস চার্চের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। যে সময় বিকেন্দ্রীকরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল সে সময় নিকোলাস চার্চকে এর হাত থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তিনি শুধু চার্চকে সামন্ততন্ত্রে পরিণত হওয়ার হাত থেকেই রক্ষা করেননি বরং তিনি এটাকে আরো বেশি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, সেটা করতে গিয়ে তিনি নীচু শ্রেণীর পাদ্রীদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিলেন (যাদের পদবী এসেছিল ফ্রান্সিস ভুয়া ডিক্রেটাল থেকে) তারা নিকটস্থ কঠোর প্রকৃতির বিশপদের চাইতে দূরবর্তী পোপের কর্তৃত্বকেই বেশি পছন্দ করেছিল।

ইনিই সেই নিকোলাস ১ম, যিনি কনস্টানটাইন-এর ডোনেশন প্রপাগাণ্ডাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন।

লোথায়ার ২য়-এর জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার যে, ফ্রান্সিস রাজ্যের বিশপরা যখন লোথায়ারের তালকনামার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করল, তখন ওই সময় লোথায়ারকে এই বিশেষ পোপের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কোলোগ্ন (Cologne) এবং ট্রায়ার (Trier)-এর আর্চ বিশপদের বাধ্য করেছিলেন (ওই দুটিই ছিল তাঁর নিজ রাজ্যের, ফলে তাঁর চাপে তারা নতি স্বীকার হয়েছিল) তাঁকে সহায়তা করার জন্য। তিনি তার ভাই সম্রাটকেও সাথে নিয়েছিলেন (যিনি চাইতেন না যে মধ্যবর্তী রাজ্যে কোনো উত্তরাধিকারী না থাকুক) সামরিক মহড়া প্রদর্শনের জন্য যা নিকোলাসকে সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করতে পারে।

পোপ তাঁর অবস্থানে অনড় ছিলেন, লোথায়ারের বিশপের সামনে এমনকি লুইসের সেনাবাহিনীর সামনেও। তিনি ওই জেনে নিরাপদে ছিলেন যে, তাঁর পেছনে রয়েছে ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার এক বিমূর্ত মূলনীতি, সম্ভবত তিনি লোথায়ারের বিচারে বিচারকের আসনে বসতে পেরে এক দাঁতো হাসি হেসেছিলেন। ৬৩ বছর আগে শলোমন পোপের বিচারে বিচারকের আসনে বসেছিলেন, এখন ওই পোপের উত্তরসূরি বিচার করতে বসেছেন শলোমনের প্রপৌত্রকে।

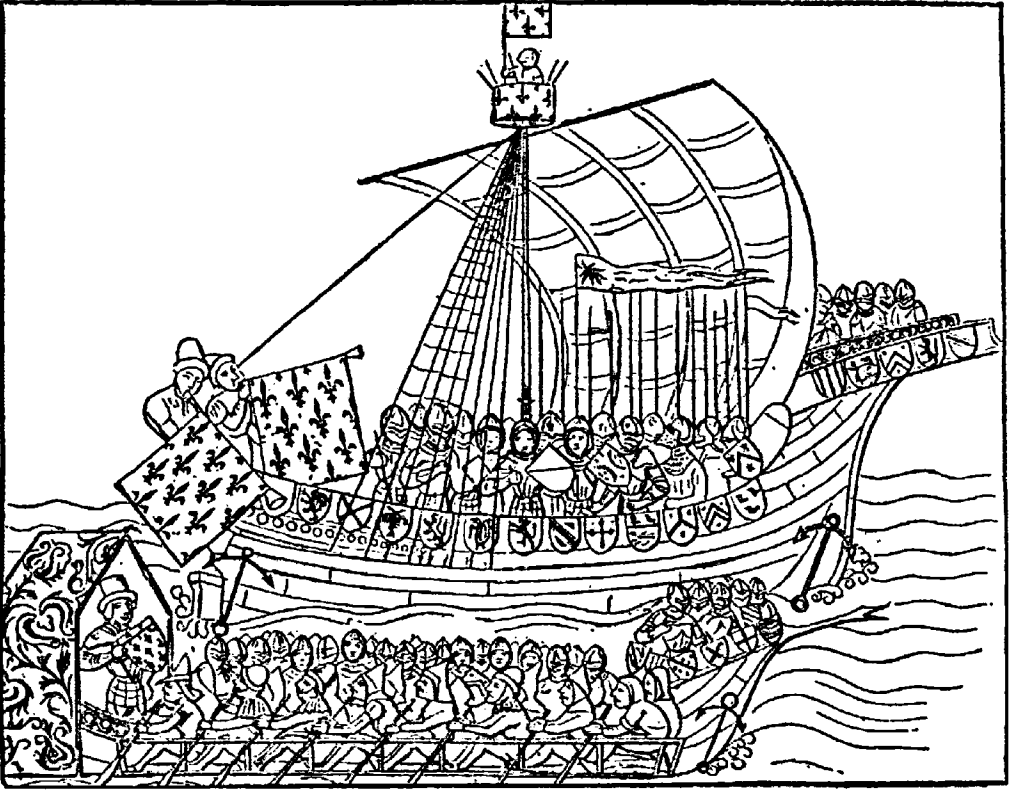
বিচারের রায় গিয়েছিল লোথায়ার ২য়-এর বিপরীতে এবং তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল তাঁর উপপত্নীকে পরিত্যাগ করে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে। তাঁর পুত্র শেষ পর্যন্ত অবৈধ থেকে গেল এবং উত্তরাধিকারীর জন্য অযোগ্য বিবেচিত হলো। উপরন্তু যে সমস্ত আর্চবিশপ লোথায়ারের পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের পদচ্যুত করা হলো। এভাবে নিকোলাস রাজাদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হয় শুধু তাই দেখিয়ে

দিলেন না সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুই শক্তিশালী বিশপের উপরেও তাঁর ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন ।

লোথায়ার অত্যন্ত জেদের সঙ্গে পোপের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করলেন । পোপ হয়তো তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না, কিন্তু পোপকে তো অবশ্যই মরতে হবে এবং ৮৬৭ সালে মারা গেলেন নিকোলাস । তাঁর নয় বছরের ঝঞ্ঝাময় প্যাপাল জীবনের অবসান ঘটিলে । লোথায়ার খুব দ্রুত গেলেন ইতালির নতুন পোপ অ্যান্ড্রিয়ান ২য়-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করার জন্য ।

অ্যান্ড্রিয়ান এই বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন বলে রাজি হয়েছিলেন । হয়তো এক মুহূর্তের জন্য লোথায়ারের বুকো আশার আলো দপ করে জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু ততক্ষণে ঢের দেরি হয়ে গিয়েছে । বাড়ি ফেরার পথে ৮৬৯ সালে, লোথায়ার ২য় মারা গেলেন, যে রাজ্যের উত্তরাধিকারীর জন্য তিনি বেপরোয়া ছিলেন, সে রাজ্যকে তিনি রেখে গেলেন উত্তরাধিকারীশূন্য করে ।

BanglaBook.org



৯ ♦ ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের সমাপ্তি

সর্বশেষ দৌহিত্ররা

সম্রাট লুই ২য় হলেন মৃত লোথারারের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ওই সম্পর্কের সূত্রে এবং সম্রাট হওয়ার সুবাদে নিশ্চিতভাবে ওই ভূখণ্ডের উত্তরাধিকার দাবি করতে পারতেন, এবং অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও তিনি তাঁর পিতার মধ্যবর্তী রাজ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারতেন। অন্তত সম্রাট নিজে এর জন্য বাদানুবাদ করতে পারতেন।

এক্ষেত্রে যিনি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি হলেন পোপ আদ্রিয়ান ২য়, যিনি ছিলেন লুইসের চোখের সামনে রোমে এবং খুবই অস্বস্তির সঙ্গে একটা বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, লুইস দক্ষিণে মুসলিম সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং তাঁর বিজয়ের উপরেই রোমের নিরাপত্তা নির্ভরশীল, যার কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনি লুইসের সঙ্গে একমত পোষণ করলেন এবং তাঁকে তাঁর ভাইয়ের রাজ্য দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। আদ্রিয়ান আর যাই হোক নিকোলাস ছিলেন না। তিনি তাঁর ইচ্ছা কারো উপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অতটা শক্তিশালী ছিলেন

না। দুই চাচা লুইস দ্য জার্মান এবং চার্লস দ্য ব্যালড কিছু সময়ের জন্য প্যাপালের সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। লোথায়ারকে ডিভোর্স না দেওয়াতে এই দুই চাচাকে অনেক শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে এবং তারা এর থেকে লাভবান হতে চেয়েছিলেন।

দুই চাচার মধ্যে চার্লস দ্য ব্যালড ছিলেন বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। যদিও তাঁর পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্য নর্সদের আক্রমণে একেবারে বিধ্বস্ত এবং যদিও পশ্চিম ফ্রাঙ্কিয় সম্রাটরা অস্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছেন, তবু চার্লস খুব শক্ত হাতে, এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন।

তিনি ব্রিটানিকে তাঁর রাজ্যের সঙ্গে রেখে দিতে পেরেছিলেন, যদিও একগুঁয়ে ব্রিটনরা ভাইকিংদের সাথে যোগ দিয়ে পুরোপুরি স্বাধীনতার জন্য আক্রমণ চালাতে চেয়েছিল (তারা ভীষণ ঠকে যেত; ভাইকিংদের সাথে মিত্রতা করাটা হতো ভীষণ অস্বস্তিকর)। তিনিও আকুইতাইন উপকূলে একটি ভাইকিং আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। এই ঘটনা তাঁকে তাঁর ভাতিজা পেপিনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অ্যাকুইতাইনের দখল ধরে রাখতে সহায়তা করেছিল (পেপিন হলেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সৎ ভাইয়ের পুত্র, যিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে লুইস দ্য পাইয়াসের আমলে অ্যাকুইতাইনের রাজা ছিলেন)।

তাঁর এতসব পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বকালীন সময়ে লুইস ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং সামন্তবাদের দ্রুত অগ্রসর ভূমিকে খণ্ড-বিখণ্ড করেই চলছিল, ৮৫৮ সালে যখন পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস সম্রাটরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন তখন সেই সুযোগে তাঁর সৎ ভাই লুইস দ্য জার্মান একটি অপ্রত্যাশিত মূলক আক্রমণ চালালেন, যদিও এতে চার্লস তাঁর নিজের সিংহাসন হারিয়ে পారতেন। কেননা তাঁর শক্তি নির্ভর করছিল পাদ্রিদের আনুগত্যের ওপর যেসব পাদ্রিরা রেমিসের আর্চ বিশপ হিঙ্কমারের নেতৃত্বে চলতো।

চার্লস দ্য ব্যালডের দরবারে তখনো ক্যারোলিঙ্গিয়ান রেনেসাঁ নিভু নিভু করে জ্বলছিল। তাঁর পিতামহ শার্লোমেনের মতো তিনিও প্রাসাদে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্কুল একজন আইরিশ বংশোদ্ভূত পণ্ডিত জোহান্নেস স্কটাস এহ্রিজিহ্নাহ্ (Johannes Scotus Erigena উচ্চারণ (eh-rijih-nuh)-এর অধীনে ছিল।

এহ্রিজিহ্নাহ্ অঙ্ককার যুগের অন্যতম এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। তাঁর সবচাইতে প্রভাবশালী কৃতিত্ব হলো 'pseudo-Dionysian treatises'-এর লাতিন অনুবাদ। এটা লেখা হয়েছিল জাস্টিনিয়ান আমলের কোনো এক নাম-না-জানা সন্ন্যাসী কর্তৃক, কিন্তু তিনি তা উৎসর্গ করেছিলেন দায়োনিসিয়াস দ্য অ্যারোপাগাইট (Dionysius the Areopagite)-এর উদ্দেশ্যে, যিনি ছিলেন একজন অ্যাথেন্সের অধিবাসী, এবং যার কথা নিউ টেস্টামেন্টে সংক্ষিপ্ত আকারে বলা হয়েছে সেইন্ট পল-এর এথেন্সে ব্যর্থ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। গ্রিক সংস্করণের একটি অনুলিপি

ধার্মিক লুই এর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং একটি সুসময়ে এহ্রিজিহ্নাহ্ এটাকে লাতিনে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ নিবন্ধটি ছিল অতীন্দ্রিয়বাদী বিশ্বাসের একটি জগাখিচুড়ি, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেখানে স্বর্গীয় দেবদূতদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল, একজনের ওপর আরেকজনের পদমর্যাদা আরোপ করা হয়েছিল। তখন থেকেই সামন্তবাদী ধারণা স্বর্গে স্থানান্তর করা হয়েছিল, এই নিবন্ধটি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

এহ্রিজিহ্নাহ্ হিঙ্কমারের পক্ষ হয়ে ধর্মীয় নানা বিতর্কের ওপর লিখেছিলেন যেখানে শক্তিশালী, আর্চবিশপও জড়িত ছিলেন, হিঙ্কমার ওই রাজ্যের বিশপদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং তিনি তাদের একটিকে শৃঙ্খলিতও করেছিলেন পোপের সঙ্গে কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই কিংবা পোপকে আবেদন করার কোনো সুযোগ না দিয়েই, কিন্তু এটা ছিল একটা ভুল, কেননা ওই সময় পোপ ছিলেন স্বয়ং নিকোলাস দ্য গ্রেট। নিকোলাস যে বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছিলেন তা হলো যে কোনো বিষয়ে পোপ যা বলবেন তাই চূড়ান্ত এবং হিঙ্কমারকে তিনি বাধ্য করেছিলেন তাঁর কথা মেনে নিতে। এহ্রিজিহ্নাহ্ হয়তো স্বর্গে সামন্তবাদী ধারণার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু রোমে নিকোলাসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটি প্রবর্তন করতে গিয়ে তাঁকে শক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

৮৬৪ সালের মধ্যে চার্লস দ্য ব্যালড সমস্ত বাধা বিস্ম অতিক্রম করে পেরেছিলেন এবং তিনি তাঁর রাজ্যকে ঐ সময়ের মানদণ্ড অনুযায়ী দুই ভাগে ভেঙে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাতিজা লোথারার মৃত্যুর পর তিনি দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। সম্রাট লুইস ২য় এবং পোপ আদ্রিয়ান ২য়কে অসম্মান্য করার উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র লোথারিসিয়া দখল করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু লুইস দ্য জার্মান এতে ভয়ানক রুষ্ট হয়ে যাঁড়ের মতো গর্জন করতে লাগলেন এবং তিনি লুটের মালের ভাগ চাইলেন। চার্লস দ্য ব্যালড এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে ভাগ দেবার কেননা যুদ্ধে সবকিছু খোয়া দেওয়ার চাইতে তাকে ভাগ দিয়ে শান্তিতে থাকাই ভালো।

৮৭০ সালের ৮ আগস্ট, দুই রাজার প্রতিনিধিগণ, শলোমনের সাম্রাজ্যিক শহর আচেন থেকে মাত্র ২৫ মাইল দূরে মারসেনে মিলিত হলেন, এবং লোথারিসিয়াকে ঠিক মধ্য দিয়ে কেটে দুই ভাগ করলেন (আধুনিক কালের রাইনল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড চলে যায় লুইসের ভাগে এবং বেলজিয়াম আর দক্ষিণ নেদারল্যান্ড থাকল চার্লসের হাতে)। এর পাঁচ বছর পর, আরেকটি পুরস্কার এসে হাজির হলো। সম্রাট লুইস ২য় মারা গেলেন, রেখে গেলেন একমাত্র কন্যা রথিল্‌দে-কে, যাঁকে হিসেবের মধ্যে গণ্যই করা হয়নি। ফলে সাম্রাজ্যের মুকুট ফাঁকা থাকল এবং অপেক্ষায় থাকল।

লুইস দ্য জার্মান, শলোমনের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হিসেবে যৌক্তিকভাবে তিনিই তার দাবিদার। সম্ভবত তিনি ভেবে থাকবেন যে পোপ জন অষ্টম এই বিষয়টি দেখবেন এবং যার কারণে তিনি তার প্রার্থিতার জন্য খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করেননি।

চার্লস দ্য ব্যাল্ড যাই হোক তিনি কারণ এবং যুক্তির ওপর নির্ভর করেন না। তিনি ওই প্রদেশে আক্রমণ চালালেন (লুইসের রাজ্যের ওই অংশটি আলসের ঠিক পশ্চিমে) এবং সেখানে তাঁর অধিকার বজায় রাখলেন যতক্ষণ না রোমে পোপ জনের মুখোমুখি হলেন।

ঘটনাস্থলে চার্লস এসেছিলেন অস্ত্রধারী-সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে এবং প্রকাশ্য টাকার থলে ধরা ছিল তাঁর এক হাতে। জন অষ্টম কোনো কারণবশত চার্লসকে রোমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তিনি রোমে আসলে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সম্ভবত তিনি এমন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন যেখানে পোপ যদি সাম্রাজ্যিক মুকুট লুইস দ্য জার্মানের জন্য অনুমোদন করেন তাহলে পরবর্তী ঘটনা যা ঘটবে তাতে পোপ শুধু এতটুকু নিশ্চিত থাকতে পারেন যে ঘটনা যে কোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে। আর যদি পোপ মুকুট চার্লসের জন্য অনুমোদন করেন তাহলে ব্যাপারটি এমন দাঁড়াবে যে পোপ যাকে ইচ্ছা তাঁকে মুকুট পরাতে পারেন।

এবং ঘটনা তাই ঘটেছিল। ৮৭৫ সালের ক্রিসমাস দিবসে শার্লোমেনের রাজমুকুট পরার ঠিক পঁচাত্তর বছর পর এই সাম্রাজ্যিক মুকুট এখন চলে যাচ্ছে পোপের উপহার হিসেবে চার্লস দ্য ব্যাল্ড-এর মাথায়। তিনি রাজা চার্লস ২য়-এর মতোই সম্রাট চার্লস ২য় হলেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রেই ক্রমিক নম্বর একই হয়ে গেছে।

চার্লস দ্য ব্যাল্ড-এর জীবনের কথা চিন্তা করলে সত্যি অবাধ প্রভুত্ব হয়। তিনি জন্মগ্রহণ করলেন ৮২৩ সালে, এবং তিনি ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রীর শিশু সন্তান, তার আরও তিনটি বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই ছিল (এই তিন ভাইয়ের মধ্যে) যে কনিষ্ঠতম তিনি হলেন লুইস দ্য জার্মান, চার্লসের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল সতেরো)। তাঁর সৎ ভাইয়েরা তাঁকে এবং তাঁর মাকে শত্রুর চোখে দেখতো এবং গৃহযুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তিনি। পনেরো বছর যাবৎ তাঁর জীবন একটি খড়কুটোর যোগ্যও ছিল না, শুধু যদি তার গলা কেটে ফেলা যেত তাহলে ওই গৃহযুদ্ধ থেমে যেতো।

যেভাবেই হোক তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন। যুদ্ধ-ভাগ্য ভালো হওয়ায় তিনি ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন, এবং দুইটি মৃত্যুর দুর্ঘটনায় বায়ান্ন বছর পর একদা-ঘণিত-সৎ ভাই চূড়ান্তভাবে মাথায় যে মুকুট পরলেন তা শার্লোমেনের চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

লুইস দ্য জার্মানের কাছে এই শেষোক্ত ঘটনা অবশ্যই সহ্য করার মতো নয়। তিনি ৭০ বছর বয়সের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে সমস্ত যুদ্ধের কথা তাঁর স্মরণে এলো, এবং যার জন্য এই যুদ্ধগুলো হয়েছিল সে কিনা এখন অভিজ্ঞিত সম্রাট, তিনি আক্রমণ করা ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারলেন না।

তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু নিয়তি আরো একবার পরিহাস করার জন্য প্রস্তুত ছিল। ৮৭৬ সালের অগাস্টে চার্লসের রাজ্যাভিষেকের ঠিক ছ'মাস পর লুইস দ্য জার্মান মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁর পিতা লুইস দ্য পাইয়াস-এর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৬ বছর তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন।

চার্লস দ্য ব্যালড তাঁর সৎ ভাইদের ফেলে যাওয়া রাজ্যগুলো তাঁর অধীনে পুনঃএকত্রীকরণের পদক্ষেপ নিলেন, শুরু করেছিলেন লোথারিংগিয়ার যে অংশবিশেষ লুইস দ্য জার্মান অধিকার করেছিলেন সে অংশে আক্রমণ চালিয়ে, যখন এটা করছিলেন তখন পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে উত্তরাধিকারী নিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে লুইস দ্য জার্মান-এর পুত্র (আরেক লুইস, যাকে তাঁর পিতার নাম থেকে আলাদা করার জন্য বলা হয়ে থাকে লুইস দ্য ইংগার) তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখালেন। তিনি ৮৭৬ সালে মধ্য রাইনের অ্যানডারনাখ-এ চার্লসের বাহিনীর মুখোমুখি হলেন এবং চার্লসকে পরাজিত করলেন। চার্লস পুনরায় খুব দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছিলেন কিন্তু ওই বছরের অর্থাৎ ৮৭৭ সালের অক্টোবরে তিনি মারা গেলেন। তিনি পশ্চিম ফ্রাঙ্ক রাজ্যের শাসন করেছেন ৩৭ বছর এবং সম্রাট ছিলেন মাত্র দু'বছরেরও কম সময়।

তিনি ছিলেন শার্লোমেনের শেষ দৌহিত্র।



পুনর্মিলন ও লজ্জা

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে কে হবেন পরবর্তী সম্রাট? এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব পোপ জন অষ্টমের এবং তিনি এক ভয়ানক বন্ধনে জড়িয়ে আছেন। পেপাল সিংহাসনে বসার পর থেকেই ইতালিতে মুসলিম বাহিনী একটি ঝুঁকি হয়ে আছে। মূলত সম্রাট চার্লস দ্য ব্যালড-এর মৃত্যুর পর থেকেই পোপ মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রোমকে রক্ষা করার জন্য তিনি মুসলমানদের খাজনা প্রদান করতেন।

পোপ উপহার হিসেবে যাকে সম্রাট উপাধি প্রদান করতেন তিনি যদি পেপিন দ্য শর্ট এবং তাঁর পুত্র শার্লোমেন যেমন লম্বার্ডদের সরিয়েছিলেন তেমনি পেপালের গলা থেকে মুসলমানদের সরাতে না পারেন তাহলে এই উপাধি দেওয়ার কোনো মানে নেই।

যেহেতু চার্লস দ্য ব্যালড ছিলেন আগের সম্রাট, সেহেতু যে কেউই আশা করতে পারেন যে পরবর্তী সম্রাট হবেন তাঁর উত্তরাধিকারীর মধ্যে থেকে কেউ একজন, যাই হোক, চার্লস কিন্তু এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবান ছিলেন না। তাঁর জীবদ্দশায় তার দুই পুত্র মারা যান এবং একমাত্র বেঁচে ছিলেন লুইস ২য় (পরবর্তীকালে ফ্রান্সের রাজাদের নম্বরীকরণ পদ্ধতি অনুসারে লুইস দ্য পাইয়াসকে বলা হয় লুইস ১ম)।

লুইস ২য়, যিনি মূলত পরিচিত ছিলেন লুইস দ্য স্টেমারার বলে, তিনি চারিদিকে নৈরাজ্য ছড়িয়ে রাজ্য পরিচালনা শুরু করলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের লর্ডদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাইলেন এবং তা করার জন্য তিনি অফিস নতুনভাবে বণ্টন করতে চাইলেন এবং এমনভাবে বণ্টন করতে চাইলেন যেন ক্ষমতা তাঁর মিত্রদের

হাতে চলে যায়। কিন্তু তিনি যেসব লর্ডদের সরানোর চেষ্টা করলেন তাঁরা ভীষণ অবজ্ঞাভরে একচুল পরিমাণ নড়তে অস্বীকার করলেন এবং লুইস অপমানজনকভাবে পরাজিত হয়ে বাধ্য হয়েছিলেন ওই উদ্যোগ থেকে সরে আসতে।

ভবিষ্যতেও কোনো আশা নেই, মাত্র ৩০ বছর বয়সে লুইস দ্য স্টেমারার ছিলেন একজন অসুস্থ ব্যক্তি। তিনি ৮৭৯ সালে দু'বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করেন, এবং রেখে যান দুই টিন-এজ পুত্রকে, তারা প্রত্যেকেই এত কম বয়েসি যে কেউই সম্রাট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য নয় অর্থাৎ পোপ জন যেমন খুঁজছিলেন।

লুইস দ্য জার্মানের পুত্রদের কি খবর? বরং এখানেই ভবিষ্যৎ ভালো আছে। লুইসের জ্যেষ্ঠ পুত্র কার্লোম্যান, বাভারিয়া শাসন করছেন এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন স্লাভদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

এক সময়ের ঘাড়ের জোয়াল—অ্যাভাররা এখন বিতাড়িত, তখন স্লাভরা মধ্য ইউরোপে তাদের উপস্থিতি জানান দিতে শুরু করল। তারা মোটামুটি শলোমনের অধীনেই ছিল কিন্তু তাঁর পুত্র এবং দৌহিত্রদের ভেতর অবিরল সংগ্রামের কারণে তারা ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যায়।

বিশেষ করে যেসব স্লাভরা মার্চ নদীর তীর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করতো, এবং উত্তরে দানিযুব অধিকৃত অঞ্চলে, সবাই মিলে একতাবদ্ধ হলো এবং ইউরোপে সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলল। মার্চ নদী ছিল বিখ্যাত নদী কেননা তা ফ্রাঙ্কিস রাজত্বের সঙ্গে পূর্ব সীমান্ত গঠন করেছে। স্লাভরা এই নদীকে বলতো মোরাভা, তারা নিজেদের বলতো মোরাভিয়ান এবং তাদের রাজ্য, মহান মোরাভিয়া। লুইস দ্য পাইয়াসের আমলে এগুলো প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল আধুনিক বুলগেরিয়া, সের্বিয়া, হাঙ্গেরি এবং পূর্ব জার্মানীর দক্ষিণ অঞ্চল এবং পোলাভ।

সাংস্কৃতিকভাবে, ফ্রাঙ্করা তখন আধিপত্য বিস্তারকারী এবং ৮৬২ সালে মোরাভিয়ান রাজা রস্টিস্লাভ ফ্রাঙ্কিস প্রভাবকে এড়িয়ে চলার জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন মিশনারিজ পাঠিয়ে দেন। দু'টি মিশনারিজ পাঠানো হয়েছিল—দু'জনেই গ্রিক, তাঁদের নাম হলো সাইরিল এবং মেথোডিয়াস। তাঁরা স্লাভদের কাছে চিরকাল ধরে স্লাভদের অ্যাপোস্টল নামে পরিচিত, সাইরিল এবং মেথোডিয়াস খুব প্রাণবন্তভাবে কাজ করেছিলেন। তারা স্লাভিক ভাষার জন্য কিছু বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন, যার একটি গ্রীক বর্ণমালার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা। এই হচ্ছে সেই সাইরিলিক বর্ণমালা যা এখনো পূর্ব স্লাভিক জাতিরা ব্যবহার করে থাকে, বিশেষ করে রাশিয়ায়। (সে সমস্ত স্লাভিক জাতিরা শেষ পর্যন্ত রোমান ধর্মীয় আধিপত্যের অধীনে চলে এসেছিল, যেমন পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া তারা শেষ পর্যন্ত লাতিন বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল যা পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষায় একটি সাধারণ সম্পদ)।

পোপ জন অষ্টম, ভয় পাচ্ছিলেন যে, সাইরিল এবং মেথোডিয়াসের কঠোর প্রচেষ্টায় স্লাভরা কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে পারে, তিনি নিজেকে ওই দুঃসাহসিক কাজের সঙ্গে যুক্ত করলেন, গ্রিক মিশনারীজকে রোমে ডেকে পাঠালেন দু'বার, তাঁদের কাজকে সমর্থন করলেন, এমনকি প্রার্থনায় লাতিনের পরিবর্তে স্লাভদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারকে অনুমোদন করলেন। এভাবে জন পশ্চিমা স্লাভদের রোমান চার্চের সঙ্গে একীভূত করার ভিত্তিভূমি তৈরি করলেন।

ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের পার্থিব উন্নয়ন জনের আধ্যাত্মিক উন্নয়নকে আরো শক্তিশালী করতো। ৮৬৯ সালে, কার্লোম্যান (যাঁর কথা আগেই বলা হয়েছে যে তিনি লুই দ্য জার্মানের জ্যেষ্ঠ পুত্র) মহান মোরাভিয়ার বিরুদ্ধে একটি সেনা অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং ৮৭৪ সালের মধ্যে মোরাভিয়ানদের বাধ্য করা হয়েছিল ফ্রাঙ্ক অধিস্বামিত্ব মেনে নিতে, যদিও তারা নিজস্ব সরকার ব্যবস্থা অটুট রেখেছিল। রস্টিস্লাভের কৌশল নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল, হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই অঞ্চলের স্লাভরা জার্মানভাষী প্রভুদের অধীনেই থেকে যায়।

চার্লস দ্য ব্যালড মারা যাওয়ার পর কার্লোম্যান সাম্রাজ্যিক উপাধির জন্য নিজেকে একজন স্বাভাবিক প্রার্থী বলেই বিবেচনা করলেন। ওই সময়ে তিনি বাভারিয়া শাসন করছিলেন এবং তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে আল্পসের ওপারে দক্ষিণ অভিমুখে গিয়ে পোপকে ভদ্রসম্মতভাবে চাপের মধ্যে রাখার যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

পোপ জন তাঁকেই এই উপাধি প্রদান করবেন যিনি পশ্চিমের মুসলিম আক্রমণ থেকে রক্ষা করার গ্যারান্টি দিতে। এ ধরনের কোনো চুক্তিতে আসার আগেই কার্লোম্যান অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং একটি দুর্ঘটনাকে করে তাঁকে নিয়ে আসা হলো ইতালিতে এবং সেখানে অল্প কিছুদিন বেঁচে থাকার পর ৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

লুইস দ্য জার্মানের দ্বিতীয় পুত্রের তাহলে কী খবর? তাঁর নামও লুইস এবং তাকে তাঁর পিতার নাম থেকে আলাদা করার জন্য বলা হয় লুইস দ্য ইয়ুংগার। লুইস দ্য ইয়ুংগারও প্রমাণ করেছেন যে তিনি এক যোগ্য সৈনিক। ইনিই সেই লুইস যিনি চার্লস দ্য ব্যালডের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন এবং অ্যাভারনাখে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। যাই হোক দক্ষিণ দিকের চাইতে পশ্চিম দিকেই তাঁর আগ্রহ এখন বেশি।

বেচারি লুইস দ্য স্টেমেরার মারা যাওয়ার পর, পশ্চিম ফ্রাঙ্ক এখন শাসন করছেন দুই টিন-এজার, একজন হলেন লুইস ওয় অপরজন হলেন কার্লোম্যান, এই দুজনের বৈধতা নিয়ে বেশ সন্দেহ ছিল এবং এই সন্দেহকে পুঁজি করে কতিপয় সম্ভ্রান্ত যারপরনাই খুশি হলেন এবং এই সন্দেহকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে লুইস দ্য ইয়ুংগারকে ওই রাজ্যে আমন্ত্রণ জানালেন যেন তিনি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে আরো দুর্বল করে দিয়ে তাদের নিজেদের শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করে দেন।

অল্পবয়স্ক দুই ভাই, বিশ্বাসঘাতকতায় জর্জরিত হয়ে গেলেন, এবং তাঁরা তাদের পূর্ব ফ্রাঙ্কিয় চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি, ফলে সিংহাসনপ্রাপ্তির খুব অল্প সময় পরেই বাধ্য হলেন চার্লস দ্য ব্যালড যে লোথারিসিয়ান রাজ্য জয় করেছিলেন তা ছেড়ে দিতে। এই দুই ভাই এখন যে রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন তা পুনরুদ্ধার করতে পরবর্তী ফরাসী রাজার প্রায় এক হাজার বছর লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু যখন লুইস দ্য ইয়ুংগার রাইনের পশ্চিমে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন তিনি আর পোপের কাছে মোটেও প্রয়োজনীয় হলেন না, পোপ জন তখনও মুসলিম আক্রমণের ভয়ে ভীত এবং বেপরোয়াভাবে একজন সম্রাট খুঁজতে লাগলেন।

লুইস দ্য জার্মানের এখনো আরো একটি পুত্রসন্তান রয়ে গেছে, তিনি হলেন কনিষ্ঠ এবং লুইসের তৃতীয় সন্তান। তাহলে তাঁর ব্যাপারে কী করা যায়? এই রাজপুত্রের নাম হলো চার্লস এবং তিনি চার্লস দ্য ফ্যাট বা মোট চার্লস নামে খ্যাত। ৮৮০ সালে কার্লোম্যান মারা যাওয়ার পর চার্লস দ্য ফ্যাট ইতালির রাজা হলেন। রঙ্গমঞ্চে এখন একমাত্র তিনিই রয়েছেন সুতরাং পোপ জন আর অপেক্ষা করলেন না। চার্লস দ্য ব্যালড মারা যাওয়ার পর প্রায় চার বছর ধরে কোনো সম্রাট বসেনি। যার কারণে পোপ জন মোটা চার্লসের মাথায় সম্রাট চার্লস ৩য় হিসেবে মুকুট পরালেন।

পোপ খুব বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না, বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন কতটা শোচনীয় ছিল তাঁর পছন্দ। পরবর্তী বছর একটি প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করে হত্যা করা হলো। গল্প অনুযায়ী, ছোট কাঠের মুণ্ডর গিয়ে তাঁর মগজ খেঁতলে দেওয়া হয়েছিল। চার্লস দ্য ফ্যাট ছিলেন অসুস্থ এবং একজন মৃগী রোগী। শাসন পরিচালনার জন্য তিনি ছিলেন একেবারেই অযোগ্য আর কতিপয় মৃত্যু তাঁকে রাজা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা আরো দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কার্লোম্যান ৮৮০ সালে মারা গেলে তিনি ইতালির রাজা হলেন এবং সম্রাট উপাধি পেলেন, লুইস দ্য ইয়ুংগার ৮৮২ সালে মারা গেলে মোটা চার্লস পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজত্ব পেলেন।

এখানেই শেষ নয়। তাঁর অল্পবয়স্ক চাচাতো ভাইয়েরা লুইস ৩য় এবং কার্লোম্যান পশ্চিম ফ্রাঙ্ক শাসন করতেন, এবং তারা অদ্ভুতভাবে দুর্ভাগ্যবান ছিলেন। লুইস ৩য় অস্বাভাবিকভাবে ৮৮১ সালে ভাইকিংদের উপর জয়লাভ করেছিলেন, যখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো এবং যখন তিনি একজন যোগ্য রাজা হতে যাচ্ছেন ঠিক ওই সময় তিনি একটি দুর্ঘটনায় ৮৮২ সালে মৃত্যুবরণ করলেন। কার্লোম্যান ওই দুই রাজ্যের একক রাজা হিসেবে ক্ষমতায় আসলেন কিন্তু শিকারে বের হয়ে একটি দুর্ঘটনায় ৮৮৪ সালে মৃত্যুবরণ করলেন।

লুইস এবং কার্লোম্যান কারও কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, কিন্তু তাদের একজন অল্পবয়স্ক সৎ ভাই ছিলেন, তাঁর নাম হলো চার্লস, যিনি লুইস দ্য স্টেমারার-

এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন এবং তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ, আর ওরকম একটি সময়ে, এরকম একজন শিশুকে পশ্চিম ফ্রান্সের রাজা বানানো কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না।

পশ্চিম ফ্রান্সের লর্ডেরা যার কারণে দ্বারস্থ হলেন ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজতন্ত্রের একমাত্র সদস্য চার্লস দ্য ফ্যাট-এর। ৮৮৪ সালে তাঁকে পশ্চিম ফ্রান্সের রাজা হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হলো, ফলে সমস্ত ফ্রাঙ্কিস রাজ্য পুনরায় শেষ বারের মতো একত্র হলো—রাজা এবং সম্রাটের অধীনে।

চার্লস ১ম (শর্লোমন)-এর কাছ থেকে চার্লস ৩য়-এর কাছে ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের কি চমৎকার অবতরণ! বস্তুত, যে কেউ সহজেই কথাটা এভাবে বলতে পারেন যে, রাজত্ব একজন মহৎ-এর কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় একজন মোটা লোকের কাছে এসে পৌঁছেছে।

মোটা চার্লস তাঁর অসুস্থতার কারণে, কোনো সন্দেহ নেই, ছিলেন নিষ্ক্রিয়তার এক মহান কীর্তিস্তম্ভ, তাঁর সাম্রাজ্য সব দিক দিয়ে ছিল টালমাটাল অবস্থায়, তাঁর শক্তিহীনতা তো ছিলই তাছাড়াও কিছু একটা করার কোনো ইচ্ছাও তাঁর ছিল না।

তিনি মুসলিম হুমকির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারতেন না এবং কিছু করতেনও না, বৃদ্ধ পোপের সম্রাট নির্বাচন ছিল পুরোপুরি ব্যর্থ। উপরন্তু আরো ভয়ানক ব্যাপার হলো, তিনি নর্সদের লুটতরাজের বিষয়ে কোনো কিছুই করতে পারেননি এবং করতে পারতেনও না।

ঘটনা চরমে পৌঁছে গেল ৮৮৫ সালে, যখন এক শক্তিশালী নর্স হানাদারবাহিনী স্বয়ং প্যারিসের স্যেন নদীতে প্রবেশ করল। চার্লস তখনও অবশ-অসাড় অবস্থায় থাকলেন এবং কিছুই করলেন না। ওই শহরের নিরাপত্তা, ইউডেস-এর ওপর পড়ে গেল, যার চরম প্রভাব ছিল নুষ্টিয়ায় এবং যিনি-যিনি করতেন প্যারিসের কাউন্ট উপাধি। তিনি এক প্রভাবশালী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন যিনি রবার্ট দ্য স্ট্রং বা শক্তিশালী রবার্ট নামে পরিচিত ছিলেন, এবং রবার্ট ছিলেন চার্লস দ্য ব্যালড-এর দক্ষিণ হস্ত এবং তিনি নর্সম্যানদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

প্যারিসের কাউন্ট ইউডেস শহর রক্ষার ভার নিলেন। পুরো এক বছর ধরে প্যারিস অবরোধের মুখে পড়ে রইল, ভয়ংকর ভাইকিংদের অবরোধের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পেরে হতাশ জনমনে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছিল কিন্তু ভাইকিংরা কিছুই করতে পারছিল না, আর এতেই ভাইকিংদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টাতে লাগল যে ভাইকিংরা আসলে অতিমানব নয় আর কাউন্ট ইউডেস জাতির কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। প্যারিস হয়ে উঠল অন্ধকার যুগের স্টালিনগ্রাদ।

শেষ পর্যন্ত যখন প্যারিসবাসী এবং তাঁর প্রতিরক্ষাবাহিনী নিজেদের বীর বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন অলস সম্রাট মোটা চার্লস। তিনি নর্সম্যানদের আক্রমণ করার জন্য আসলেন না, তিনি এসেছেন প্রচুর

অর্থ উপটোকন নিয়ে, যেন তা নিয়ে নর্সম্যানরা চলে যায়, এছাড়াও তিনি তাদের প্রস্তাব করলেন ওই রাজ্যের নির্ধারিত কিছু অংশ তাদের শীতকাল কাটানোর জন্য দিয়ে দিতে—অর্থাৎ লুটপাট করার জন্য তাদের একটি অঞ্চল দিয়ে দেওয়া হলো।

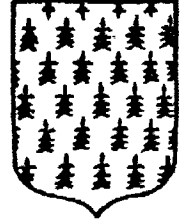
বীরোচিত কাউন্ট এবং নিকৃষ্ট সম্রাটের ভেতর তীব্র বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। সম্রাটরা এরকম এক অদক্ষ এবং অশ্রদ্ধেয় সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত হলেন; যদিও তিনি মহামতি শর্লোমেনের প্রপৌত্র।

মোট চার্লস ক্ষমতা ধরে রাখারও কোনো চেষ্টা করলেন না। কোনো সন্দেহ নেই, তিনি সিংহাসনের ভার বহন করতে পারলেন না।

৮৮৭ সালে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হলো, তিনি নির্জনে অবসর যাপন শুরু করলেন এবং দেহত্যাগ করলেন তার পরের বছর।

চার্লস দ্য ফ্যাটের সিংহাসনচ্যুতির পর, ফ্রাঙ্কিয় রাজত্ব চূড়ান্তভাবে এবং চিরতরে ভেঙ্গে গেল। আর কখনই পূর্ব এবং পশ্চিম অর্ধাংশ একজন একক শাসকের অধীনে আসেনি এবং ওই দুই অর্ধাংশ তা কখনো মেনেও নেয়নি।

ইতালিয়ান সম্রাটগণ



এরপর কি? ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশধর কি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল? না, হয়নি! বৈধতার যাদু এবং শর্লোমেনের গৌরবের স্মৃতি তখনও দেদীপ্যমান। আরনাল্ফ ছিলেন সম্রাটদের নেতা যাঁর নেতৃত্বে চার্লস দ্য ফ্যাটকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। তিনি ছিলেন কার্লোম্যানের এক অবৈধ পুত্র, যে কার্লোম্যান মোরাভিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। যার কারণে আরনাল্ফ হলেন চার্লস দ্য ফ্যাটের ভাতিজা; লুইস দ্য জার্মানের দৌহিত্র এবং শর্লোমেনের প্র-প্রপৌত্র। বৈধতার ব্যাপারটি এড়িয়ে গেলে তিনি মূলত ক্যারোলিঙ্গিয়ান। তাঁর চেয়ে যোগ্য কেউই প্রার্থী খুঁজে পাওয়া গেল না, সুতরাং তার অবৈধতাকে তোয়াক্কা না করে ওই রাজ্যের লর্ডরা তাঁকে পূর্ব ফ্রাঙ্কের রাজা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

যাই হোক, ইতালি এবং পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে তিনি গ্রহণযোগ্যতা পেলেন না। ইতালি অনেকগুলো ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ডিউক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং ওই রাজ্যগুলো পরস্পর ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত, আর প্রত্যেকেই পাপাসির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। পাপাসির ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা একজন আরেকজনেরটা নষ্ট করে দেয় এবং পাপাসি রোমের অভিজাততন্ত্রের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পোপ এবং ফ্রাঙ্ক উভয়ই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দক্ষিণে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ করার ভার অর্পিত হয় বাইজেন্টাইনের উপর। রোমের সৌভাগ্য যে, বাইজেন্টাইন

সাম্রাজ্য তুলনামূলকভাবে শক্তির আরেকটি যুগে প্রবেশ করছিল। এর নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ ইতালি আরো সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং মুসলিম হুমকি তখন এক প্রকার থেমে ছিল। পশ্চিম ফ্রাঙ্ক (ক্ষণস্থায়ীভাবে) ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছিল। পশ্চিম ফ্রাঙ্কিয় অনেকে শহর বলতে বুঝতো প্যারিস এবং মানুষ বলতে বুঝতো কাউন্ট ইউডেসকে, পেপিনের ক্ষমতা দখলের একশত পঁচিশ বছর পর পশ্চিম ফ্রাঙ্কিয় রাজ্যের প্রভাবশালী ব্যক্তির ইউডেসকে একজন প্রথম অ-ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজা বানালেন।

যাই হোক ইউডেস দেখলেন যে, রাজ্য পরিচালনা অত সহজ নয়, যতটা সহজ ছিল নর্সম্যানদের বিরুদ্ধে প্যারিসকে রক্ষা করা। রাজা হিসেবে তাঁর নিজ রাজ্য নুস্ত্রিয়া ব্যতীত তাঁর আর কোনো ক্ষমতা ছিল না। খাজনা আদায়ের জন্য তাঁর কোনো সুন্দর পদ্ধতি ছিল না, জনসাধারণের জন্য কোনো তহবিল ছিল না, সম্রাটদের যুদ্ধে পরাজিত না করলে তাঁরা কোনোভাবেই রাজাকে মান্য করতেন না। সহজ কথায় নুস্ত্রিয়ার বাইরের পশ্চিম ফ্রাঙ্কিয় লর্ডরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেননি।

শেষ পর্যন্ত চার্লস দ্য ফ্যাট যা করেছিলেন তিনিও তাই করতে বাধ্য হলেন—নর্সম্যানদের চলে যাওয়ার জন্য অর্থ দিলেন। তার চেয়েও বাজে ব্যাপার হলো, তিনি আরো শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরনাল্ফ-এর আনুগত্য স্বীকার করলেন, আর এভাবেই তিনি আরনাল্ফ-এর অধিস্বামিত্ব মেনে নিয়েছিলেন, সম্ভবত, তিনি সামরিক সহায়তা আশা করেছিলেন।

আরনাল্ফ তাঁর সামরিক বাহিনীর সমস্যা নিয়ে এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে তিনি ইউডেসকে কোনোরকম সাহায্য করতে পারলেন না এবং সেটাই প্যারিসের কাউন্টের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। তিনি যদি ক্যারোলিঙ্গিয়ান ছাড়া চলতেই না পারেন তাহলে সবাই মিলে ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের বিরুদ্ধে ফেরা নয় কেন?

পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস শাখায় তখনো একজন ক্যারোলিঙ্গিয়ান ছিলেন। ইনি হলেন চার্লস, যিনি লুইস দ্য স্টেমারের মরণোত্তর সন্তান, লুইসের জ্যেষ্ঠ সন্তান যখন মারা যায় চার্লস তখন মাত্র পাঁচ বছর বয়েসী।

বর্তমানে তাঁর বয়স ১৪, শাসন করার জন্য বৈধ প্রার্থী হিসেবে এটা একটা যথেষ্ট বয়স। ৮৯৩ সালে রেমিসের আর্চবিশপ ঐতিহ্য অনুযায়ী এই অল্পবয়েসী বালকের মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে দিলেন এবং, তিনি হয়ে গেলেন পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের চার্লস ৩য়। ছয় বছরের একটি শূন্যতার পরে, উভয় অর্ধাংশে পুনরায় ক্যারোলিঙ্গিয়ান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

বাস্তবিক, ইতালিতেও একপ্রকার ক্যারোলিঙ্গিয়ান শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলা যায়। ধার্মিক লুইসের চারটি পুত্র ছাড়াও আরো একটি কন্যা সন্তান ছিল। যিনি বিয়ে করেছিলেন ফুলির এক মার্কুইসের সঙ্গে এ অঞ্চলটি অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের ঠিক উত্তরে। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান ছিল, তাঁর নাম বেরেঞ্জার তিনি ফুলির মার্কুইস ছিলেন।

একটা বিষয় নিশ্চিত যে, ফ্রাঙ্কিস প্রথা অনুসারে নারী পরম্পরায় উদ্ভূত কেউ রাজা হতে পারবে না, বেরেঞ্জার যদিও শর্লোমনের প্র-প্রৌত্র ছিলেন কিন্তু তা তাঁর মায়ের দিক থেকে। চার্লস দ্য ফ্যাটের সিংহাসনচ্যুতির পর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, সেখানে যে কোনো ধরনের অনিয়মিত বিষয়কে বৈধ করা সম্ভব। অন্তত বেরেঞ্জার তাই ভেবেছিলেন এবং তিনি সাম্রাজ্যিক উপাধি নিতে মোটেও দ্বিধাস্থিত ছিলেন না।

মাতৃকুল থেকে আসা প্রার্থী শুধু তিনি একাই ছিলেন না। লোথারারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধার্মিক লুইসের কয়েকটি পুত্র ছাড়াও আরো একটি কন্যা ছিল, এবং এই কন্যা বিয়ে করেছিলেন স্পলেটোর গুইডোহকে (Guido of Spoleto, উচ্চারণ gweedoh, রোমের নিকটবর্তী একটি ডিউক অধিকৃত অঞ্চল)। তাদের পুত্র স্পলেটোর আরেক গুইডোহ ছিলেন তাঁর মায়ের দিক দিয়ে শর্লোমনের প্র-প্রপৌত্র এবং তিনি সাম্রাজ্যিক উপাধির জন্য অনুপ্রাণিত।

মনে হয় পূর্ব ফ্রাঙ্কের শক্তিশালী রাজা আরনাল্ফের মতো একজন যৌক্তিক প্রার্থী থাকতে ওইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজপুত্র সহোদরগণ কোনোভাবেই সম্রাট হতে পারেননি। বস্তুত, অনেক লর্ড আরনাল্ফকে সম্রাট বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

যাই হোক, সম্রাটদের স্বীকার করে নেওয়াই এক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিল না। এই উপাধি প্রদান করতে পারেন একমাত্র পোপ, এবং এই ঐতিহ্য এখন এক শক্তির পুরনো। পোপের আশীর্বাদ এবং মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে নিতে হলো আরনাল্ফকে অবশ্যই ইতালি যেতে হবে যেখানে পোপ থাকেন, কিন্তু আরনাল্ফ গেলেন না। তিনি পশ্চিমে ব্যস্ত আছেন নর্সম্যানদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে এবং পূর্বে ব্যস্ত আছেন মোরাভিয়ানদের বিদ্রোহ ঠেকাতে।

অন্য দিকে বেরেঞ্জার এবং গুইডো ঘটনাস্থলে উপস্থিত। উপরন্তু ওই সময়ের পোপের তেমন বীরত্বপূর্ণ অবস্থান নেই। ক্ষয়ে পড়া এবং দুর্নীতিপরায়ণ রোমান অভিজাততন্ত্র খুব সহজেই এবং খুব দ্রুত যে কাউকেই পোপের পদে অধিষ্ঠিত করতে পারেন আবার তাঁকে পোপের পদ থেকে অপসারণও করতে পারেন এমনকি তাঁকে পোপের পদে বসিয়ে তাঁকে দিয়ে যে কোনো কিছু করাতেও বাধ্য করতে পারেন। পোপ জন অষ্টমের মৃত্যুর দেড়শতক পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে এবং এই অবস্থাকে কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে ‘পাপাসির রাত্রি’।

ওই দুই রাজপুত্র পরস্পর যুদ্ধ করলেন এবং এতে জয়লাভ করলেন গুইডো। ওই সময়ের এক ক্ষমতাহীন পোপ স্টেফান ৬ষ্ঠ বাধ্য হলেন ৮৯১ সালে গুইডোকে সম্রাট ঘোষণা করতে। এরপর ৮৯৪ সালে গুইডো মারা গেলে সম্রাট ঘোষণা করা হলো তাঁর পুত্র ল্যামবার্টকে।

এ থেকেই বোঝা যায় সাম্রাজ্যিক উপাধির শোচনীয় অবস্থা। ইতালিয়ান রাজনীতিতে এটা একটা খেলনায় পরিণত হয়েছিল যে কোনো গুরুত্বহীন কাউকে এই উপাধি প্রদান করা হতো যে রোম নিয়ন্ত্রণ করতো। শর্লোমনের মুকুট মাত্র একশতকেই ধুলায় গড়াগড়ি যেতে লাগল।

ইতোমধ্যে আরনাল্ফ তাঁর সমস্ত ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি নর্সদের পরাজিত করেছেন, যাদের আক্রমণ, যে ভাবেই হোক, শতাব্দী ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ক্রমশে ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তিনি মোরাভিয়ানদের সঙ্গেও শান্তি স্থাপন করেছিলেন।

আরনাল্ফ এক নতুন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে মোরাভিয়ানদের খামিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এই নতুন জনগোষ্ঠী হলো ম্যাগিয়ার; যাদেরকে ইউগ্রেইনও বলা হয়ে থাকে, তারা দু'শতাব্দী ব্যাপী বর্তমান ইউক্রেনে বসবাসরত।

এশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে বিতাড়িত হয়ে এই নতুন উপজাতি ম্যাগেয়াররা মোরাভিয়ার পূর্বে সরস তৃণাঞ্চলবেষ্টিত সমতল ভূমিতে চলে আসে, এই সমতল ভূমিতেই এক সময় হুন এবং অ্যাভাররা সর্বপ্রথম তাদের শক্তিকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল।

'ইউগ্রেইন' শব্দটি পরবর্তীকালে ইংরেজিতে 'হাঙ্গেরিয়ান' রূপ লাভ করে এবং ইউগ্রেইনরা যে সমতল ভূমি দখল করেছিল তার নাম হয় হাঙ্গেরী, প্রথম অক্ষর 'u' 'hun'-এ রূপান্তরিত হয়েছিল সম্ভবত হুনের স্মরণে রাখার জন্যই এমনটিই হয়েছিল, যারা ঠিক একইভাবে একই অঞ্চল থেকে জার্মানদের হুমকির মুখে রেখেছিল। ('Ogre' শব্দটিকেও ধারণা করা হয় Ugrain' শব্দ থেকে এসেছে, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এক সময় ম্যাগিয়াররা কেন্দ্রীয় ইউরোপের জন্য এক ভয়ানক হুমকি ছিল)।

আমরা যাদেরকে হাঙ্গেরিয়ান বলে থাকি তারা নিজেদেরকে আজকের দিনে ম্যাপিয়ার বলে থাকে এবং ওই রাজ্যের যে সরকারি নাম তাকে আমরা বলে থাকি হাঙ্গেরি, আর হাঙ্গেরি হলো Magyarország বা 'ম্যাগিয়ারদের রাজ্য'। তাদের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলার আগে যখন তারা একদল উপজাতি ছিল, তখনকার তাদের ম্যাগিয়ার নামেই অভিহিত করা যায়। আরনাল্ফ ম্যাগিয়ারদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মোরাভিয়ানরা একেবারে মাঝখানে আটকা পড়ে গেল। মূলত ৯০৬ সালের মধ্যে, মোরাভিয়ান অঞ্চল পুরোপুরিভাবে ম্যাগিয়ারদের হাতে চলে যায়, এবং প্রথম স্লাভিক রাজ্যের অবসান ঘটে আর তারা তাদের চিরায়ত নিয়তি বরণ করে নেয়—সেই নিপীড়িত চাষী যারা দলিত-মথিত হয় শক্তিশালী বিজিত যোদ্ধাদের পায়ে।

যাই হোক, আরনাল্ফকে এই দৃশ্য দেখার জন্য বেঁচে থাকতে হয়নি, এমন এক মুহূর্তে যখন নর্সদের আক্রমণ ক্ষীণ হয়ে আসছিল এবং মোরাভিয়ানরা থেমে গিয়েছিল, তখন তিনি সহজেই মনোযোগ দিতে পারতেন সাম্রাজ্যিক উপাধির দিকে।

৮৯৬ সালে রোমকে চূড়ান্তভাবে দখল করতে এবং ল্যামবার্টকে বিতাড়িত করতে আরনাল্ফকে দুই দু'বার নৌআক্রমণ চালাতে হয়েছিল, এরপর তাঁর আর কোনো ঝামেলা ছিল না, তিনি তখন খুব সহজেই ওই সময়ের পোপ স্টেফান ৭ম কে দিয়ে সম্রাটের মুকুট মাথায় পরিধান করতে পারতেন। এটা ছিল শুধু একটা উপাধি। এটা তাকে বাড়তি কোনো সুবিধাও দেবে না, এমনকি তাঁকে আরো বেশি শক্তিশালীও করবে না। অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে আরনাল্ফ ইতালি ত্যাগ করতে

বাধ্য হয়েছিলেন। যখন তিনি ইতালি ছাড়লেন তখন ল্যামবার্ট পুনরায় ক্ষমতা দখল করলেন এবং দাবি করলেন তিনি এখনো সম্রাট।

যাই হোক, ল্যামবার্ট এবং আরনাল্ফ উভয়েই মারা গেলেন ৮৯৯ সালে।



সর্বশেষ সম্রাট

আরনাল্ফ রেখে গেলেন ছয় বছরের এক শিশু পুত্রকে, তাঁর নাম লুইস। কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর রাজা হিসেবে তাঁকেই গ্রহণ করা হলো, প্রধানত এই কারণে যে এছাড়া আর কোনো বিকল্প তখন ছিল না। ৯০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লুইস সিংহাসন প্রাপ্ত হলেন। তিনি লুইস দ্য চাইল্ড কিংবা শিশু লুইস নামে খ্যাত ছিলেন আর এ থেকেই তাঁর রাজত্বের অবস্থা সহজেই মূল্যায়ন করা যায়।

তিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাহীন এক রাজা এবং তাকে শুধু ‘রাজা’ হিসেবে প্রদর্শন করা হতো, আর তাঁর চারপাশে লোক দেখানো একজন মহড়া প্রদর্শন করা হতো। রাজ্যের মূল ক্ষমতা চলে গিয়েছিল প্রায় অর্ধ ডজন ডিউকের হাতে যারা রাজ্যের বৃহৎ অংশের শাসন পরিচালনা করতো, যেমন ফ্রাকোনিয়া স্যাক্সনি, সবিয়া, ব্যাভারিয়া, লোথারিংগিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা নেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন মেইনজ-এর আর্চবিশপ হাভো। তিনি ছিলেন আরনাল্ফ-এর দক্ষিণ হস্ত, এবং তিনি তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষক হয়েছিলেন। যার কারণে হাভো রাজত্বের মূল হিসেবে শাসন পরিচালনা করতেন।

ক্ষমতা হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে, হাভো একজন ডিউকের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে তিনি ফ্রাকোনিয়ানদের বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে স্যাক্সনরা যখন ক্ষমতায় গিয়েছিল তখন তারা যে ইতিহাস লিখেছিল সেখানে হাভোকে কুখ্যাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় হাভো ছিলেন প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতার এক জলজ্যাস্ত দানব এবং তিনি যান নন তাই বলা হয়েছে তাঁর সম্পর্কে।

তাঁর সম্পর্কে এরকম একটা গল্প প্রচলিত রয়েছে (অথবা মেইনজ-এর আরেক আর্চবিশপ হাভো যিনি একশতক পরে সেখানে ছিলেন), একবার এক দুর্ভিক্ষের সময় তিনি অজস্র দরিদ্র মানুষকে একটি গোলাবাড়িতে এনে তাদের খাওয়াবেন বলে জড়ো করলেন, তারপর ওই গোলাবাড়িতে তিনি আগুন ধরিয়ে দিলেন, আর বললেন যে, এই দরিদ্ররা একটা অপদার্থ, ঠিক হুঁদুরের মতো, শুধু শস্য খেয়ে ফেলে।

তার খুব বেশি পরে নয়, গল্পানুসারে এই দুই আর্চবিশপের হুঁদুরের কাছ থেকে প্লেগ হতে শুরু করল, এবং প্লেগের ভয়ে তিনি রাইন নদীর তীরে বিন্জেনে এক টাওয়ারে গিয়ে উঠলেন। হাজার হাজার হুঁদুর তাঁর পিছু নিয়েছিল, আর শেষমেষ তাকে তারা ধরে ফেলে এবং জীবন্ত খেয়ে ফেলে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকার আশেপাশে একটি টাওয়ার আছে যেটাকে বলা হয় মাউস টাওয়ার। মূলত এই মাউস টাওয়ার নির্মিত হয়েছিল উক্ত ঘটনার কয়েক শতাব্দী পর, যে ঘটনা আসলে কোনোদিনই ঘটেনি, আজকের দিনে এই ঘটনা আমাদের কাছে পরিচিত, যার প্রধান কারণ হলো ইংরেজ কবি রবার্ট সাউদে এই বিষয়টি ওপর বিখ্যাত একটি ব্যালাড রচনা করেছিলেন।

যাই হোক না কেন, পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে প্রকৃত একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অভাবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ডিউকরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত থাকার কারণে ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ প্রতিহত করা ওই রাজ্যের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল, এই ম্যাগিয়াররা মোরাভিয়াদের ধ্বংস করে দিয়ে এখন আক্রমণ চালাতে যাচ্ছে ওই রাজ্যে এবং তার অন্যান্য মিত্রদের ওপর।

ম্যাগিয়ার হানাদাররা ছন এবং অ্যাভারদের মতোই হিট-এন্ড-রান কৌশল অবলম্বন করে জার্মানির একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ডিউক শাসিত এলাকার কোনোটাই তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি। ৯১৫ সালে, চড়া মূল্যের রাজস্বের বিনিময়ে শান্তি কিনে নিতে হয়েছিল আর ৯১১ সালে মারা গেলেন লুইস দ্য চাইল্ড, মাত্র আঠারো বছর বয়সে।

তিনিই ছিলেন পূর্ব ফ্রাঙ্কের সর্বশেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান শাসক, যদিও ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজবংশের অন্যান্য শাসকরা পশ্চিম ফ্রাঙ্কে তাদের শাসনকার্য পরিচালনা অব্যাহত রেখেছিলেন। ওই সময় ওই রাজ্যের ওই দুই অর্ধাংশ ভাষা এবং সংস্কৃতিতে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে পুরনো দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের কাউকেই আর ফ্রাঙ্কিয় বলা যায় না। ওই ক্যারোলিঙ্গিয়ান গৃহে একমাত্র যে ব্যাপারটি তারা একত্রে ধরে ছিল তা হলো এক ধরনের মিথ্যে-ফ্রাঙ্কিয় একতা।

পূর্বে যখন ক্যারোলিঙ্গিয়ানরা বিলীন হয়ে গেল তখন অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ফ্রাঙ্কিয় নামটি কেবলমাত্র পশ্চিম অংশের ক্ষেত্রেই ব্যবহারযোগ্য, এমনকি যদিও ওই দুই অর্ধাংশের মধ্যে পশ্চিম অংশ ছিল তুলনামূলক কম ফ্রাঙ্কিয়। এর কারণ এই যে পশ্চিম অর্ধাংশকে জার্মান ভাষায় বলা হয় Frankreich ('ফ্রাঙ্ক রাজত্ব'), এবং ফরাসী ও ইংরেজিতে বলা হয় ফ্রাঞ্চ।

ক্যারোলিঙ্গিয়ানরা ইতালিতে আরো বেশ কিছু সময় ধরে টিকে ছিল।

পুরনো সম্রাট লুইস ২য়, যিনি মৃত্যুবরণ করেন ৮৭৫ সালে, তিনি একটি কন্যাসন্তান রেখে গিয়েছিলেন, ওই কন্যার একটি পুত্রসন্তান ছিল যার নাম লুইস, লুইস হলেন তাঁর মায়ের দিক থেকে শার্লোমনের প্র-প্রপৌত্র।

এই অল্পবয়সী লুইস স্পোলেটোর গুইডো এবং তাঁর পুত্র ল্যামবার্টের তুলনায় ছিলেন উপেক্ষিত, এবং তিনিও তাঁদের মতোই মাতৃকুলের দিক থেকে ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশোদ্ভূত। আরনাল্ফ এলেন আর গেলেন, আর রেখে গেলেন ফুলির বেরেঞ্জারকে এবং তিনিও মায়ের দিক থেকে ক্যারোলিঙ্গিয়ান।

এসব কারণে বেরেঞ্জারের শত্রুরা শেষ পর্যন্ত লুইসের পক্ষ নিলেন। তারপর থেকে তিনি আল্পসের ঠিক পশ্চিমের প্রদেশটি শাসন করতে থাকলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যিক উপাধির চরম নিরর্থকতার সাইরেন সঙ্গীত তিনিই শোনালেন দারুণ উৎসাহ নিয়ে। ৯০১ সালে পোপ বেনেডিক্ট ৪র্থ তাঁর মাথায় মুকুট পরালেন এবং তিনি হয়ে গেলেন সম্রাট লুইস ৩য়। পোপের রজতের তিন বছরে উল্লেখ করার মতো ওই একটা চুক্তিই ছিল এবং সেটা শুধু একটা চুক্তিই ছিল তার বেশি কিছু নয়, আর এ থেকেই বোঝা যায় ওই উপাধি ছিল কতটা নিরর্থক। যাই হোক, বেরেঞ্জার এই নিরর্থক উপাধির জন্য লোভীর মতো দশ বছর যাবৎ হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। তিনি লুইসের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁকে ইতালি থেকে বিতাড়িত করলেন। এরপর লুইস যখন আবার ফিরে আসার চেষ্টা করলেন, তখন বেরেঞ্জার তাঁকে ধরে ফেললেন, এবং অনর্থক এক ববরীয় মুহূর্তে তিনি তাঁর দু'চোখ অন্ধ করে দিলেন এবং তিনি তাঁকে বাধ্য করলেন ওই প্রদেশে স্থায়ী অবসর যাপনে। ওই ঘটনার পর লুইস ৩য় পঁচিশ বছর বেঁচে ছিলেন, আর ইতিমধ্যে তিনি পরিচিত হন লুইস দ্য ব্লাইন্ড বা অন্ধ লুইস নামে।

পাপাসি এখন অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায়। অলস শোভাযাত্রার মতন, একের পর এক পোপ আসলেন আর গেলেন, খুব তুচ্ছ কারণে তাদেরকে পোপ বানানো হয় আবার সেখান থেকে অপসারণ করা হয়। পরবর্তীকালে বিশেষকরা ভয়ানক আনন্দের সঙ্গে বলে থাকেন যে কীভাবে একজন রোমান অভিজাত রমণী থিওডোরা এবং তাঁর কন্যা মারোজিয়া দশম শতকের প্রারম্ভে রোমে পোপদের সঙ্গে প্রেম এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। সারগিয়াস ৩য় ৯০৪ সাল থেকে ৯১১ সাল পর্যন্ত পোপ ছিলেন, তিনি ছিলেন মারোজিয়ার প্রেমিক এবং মারোজিয়ার পুত্র ছিলেন তাঁর ঔরসজাত, পরবর্তীকালে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিলে পোপ হয়েছিলেন জন একাদশ, তিনি পোপের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ৯৩১ থেকে ৯৩৬ সাল পর্যন্ত। এর মাঝখানে ৯১৪ সালে পোপ হয়েছিলেন জন দশম এবং বলা হয়ে থাকে এই জন ছিলেন থিওডোরার প্রেমিক।

জন দশম, তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা যাই থাকুক না কেন, তিনি অস্তুত একজন শক্তিশালী পার্থিব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। প্রায় একশতক যাবৎ মুসলমানরা সিসিলি অধিকার করে আছে আর এখন আক্রমণ করছে ইতালিতে। স্বয়ং রোম এই হানাদারদের ছায়ার নিচে রয়েছে প্রায় দু'প্রজন্মব্যাপী এবং জন দশম চাইলেন এই অবস্থার অবসান ঘটাতে।

তিনি ইতালির বিভিন্ন সম্রাটদের তাঁর পতাকাতলে নিয়ে আসলেন, উপরন্তু তিনি ডাকলেন বেরেঞ্জারকে এবং বেরেঞ্জার এতদিন যা খুঁজছিল পাগলের মতো তাঁকে

তিনি তাই দিলেন। ৯১৫ সালে পোপ জন তাকে বেরেঞ্জার ১ম হিসেবে সম্রাটের মুকুট পরালেন।

ইতিহাসে এই প্রথম একজন পোপ যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। নানান ধরনের লোকজনের একটি বাহিনী নিয়ে রোমের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় একশ মাইল দূরে গ্যারিগুয়ানো নদীর তীরে ৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মুখোমুখি হলেন মুসলিম বাহিনীর এবং তাদের পূর্ণাঙ্গরূপে পরাজিত করলেন। মুসলিম বাহিনী সিসিলিতে আরো প্রায় একশত পঁচিশ বছর ধরে ছিলো এটা নিশ্চিত, তবে ইতালি এবং বিশেষ করে রোম এখন মুসলিম হুমকি থেকে রেহাই পেলো।

সম্রাটের উপাধি এখন বেরেঞ্জারের মাথায়, এই উপাধি তাঁকে যেভাবেই আনন্দিত করুক না কেন, মূলত তিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাহীন। ইতালিয়ান সম্রাটরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসলেন এবং তিনি ওই মুকুটের জন্য যেমন সংগ্রাম করেছিলেন বিদ্রোহী অভিজাতদের সাথেও তাঁকে তেমনভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ৯২৪ সালে তিনি নিজের লোকজনের হাতেই নিহত হলেন। ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজবংশের তিনিই শেষ সম্রাট। প্রায় একশত পঁচিশ বছর পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক উপাধি ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজবংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাঁর অর্ধেক সময় জুড়ে এতে ছিল না গৌরবের কোনো চিহ্ন।

সর্বশেষ ভাইকিং



শুধু পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যে ক্যারোলিঙ্গিয়ানরা অবশিষ্ট রইলেন। পশ্চিমে শাসন করছেন চার্লস ৩য়। তিনি হলেন লুইস দ্য স্টেমারারের পুত্র, চার্লস দ্য অ্যালাউ-এর দৌহিত্র এবং শার্লোমেনের প্র-প্রপৌত্র। তিনি খুব বেশি একটা কার্যকরী রাজা ছিলেন না, এবং তাঁকে ইতিহাসে চার্লস দ্য সিম্পল বা সাধাসিধে চার্লস নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তিনি রাজা হন ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু প্যারিসের কাউন্ট ইউডেস ৮৯৮ সালে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে সমর্থন করতেন না। এমনকি একটা বিষয় নিশ্চিত হয়ে গেলে যে তিনি যদি এইসব অভিজাতদের বিরুদ্ধে না করেন তাহলে তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন আর এই অভিজাতরা খুব সহজেই বিরুদ্ধ হতেন।

নিন্দনীয় চার্লস ৩য়-এর রাজ্যের তীব্র হতাশা তীব্রতর হলো যখন ভাইকিংরা অথবা (এক্ষেত্রে তাদের এই নামটি বলা ভালো) নর্সম্যানরা তাদের সর্বশেষ এক ব্যাপক আক্রমণ চালাল।

তাদের নেতা ছিল হুলাফ (অথবা Rollo) দ্য গ্যাঞ্জার (অথবা Walker)। তাঁকে এই নামেই ডাকা হতো, কেননা প্রচলিত গল্পানুসারে তিনি এত লম্বা আর ভারী ছিলেন যে তাঁকে বহন করার মতো কোনো ঘোড়া ছিল না এবং সে কারণে তাঁকে সবসময় হাঁটতে হতো।

রোলো নর্সদের নিয়ে যেবার প্যারিস অবরোধ করেছিলেন সেবার ওই অবরোধ ইউডেসকে বিখ্যাত করে তুলেছিল, এবং এই অবরোধ তুলে নেবার পর তিনি এই দস্যুদল নিয়ে রওয়ানা দিলেন স্যোন নদীর (যার তীরে অবস্থিত প্যারিস) নিম্ন এলাকা বরাবর।

সহজসরল চার্লস, টাকার অভাবে এবং তাঁর প্রধান প্রজাদের মধ্যে দলাদলির কারণে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি বাধাগ্রস্ত হতেন, ফলে নর্স আক্রমণের ক্ষেত্রেও তিনি কিছুই করতে পারলেন না। এছাড়াও আরেকটি ব্যাপার তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল।

৯১১ সালে তার এক দূরসম্পর্কের চাচাতো ভাই, পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের লুইস দ্য চাইল্ড কোনো উত্তরাধিকারী না রেখেই মৃত্যুবরণ করলেন। পিতৃকুল থেকে উদ্ভূত একমাত্র ক্যারোলিঙ্গিয়ান এখন চার্লস দ্য সিম্পল। এবং তিনি ভাবলেন তিনিই এর একমাত্র উত্তরাধিকার এবং অর্ধশতাব্দী আগে চার্লস দ্য ফ্যাট-এর আমন্ত্রণের মতো পুরো ফ্রাঙ্কিস রাজ্য তাঁর অধীনে একত্র হবে।

পূর্ব ফ্রাঙ্কিয় লর্ডদের এক্ষেত্রে একচুল নড়ানো গেল না, ফলে তাঁকে এখন বিবেচনা করলেন একজন 'বিদেশী হিসেবে'। এখন চার্লস দ্য সিম্পল যদি ওই রাজ্য লাভ করতে চান তাহলে তাঁকে তা করতে হবে জেধপূর্বক। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, নর্সম্যানদের বিষয়টি সুরাহা না করে তিনি পূর্ব দিকে নজর দিতে পারছেন না।

যে কোনো কিছুই বিনিময়ে তিনি তাদের কাছ থেকে শান্তি কিনে নেবেন।

নর্সম্যানরা যা দাবি করেছিল তা হলো স্যোন নদীর মোহনায় যে অঞ্চল তারা ইতোমধ্যে দখল করে আছে সেটোতে তাদের স্থায়ী অধিকার দিতে হবে। চার্লস দ্য সিম্পল এতে রাজি হলেন, শুধু রোলোকে একটা অনুরোধ করলেন তা হলো রোলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অধিস্বামিত্ব মেনে নিতে হবে আর এতে রোলোর ক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমবে না কিন্তু তাতে চার্লসের মুখ রক্ষা হবে এবং চুক্তিকে শর্তহীন এবং অপমানজনক আত্মসমর্পণের মতো না মনে হয়ে বরং মনে হবে এটা একটা আপসরফা।

রোলো চার্লসের অধিস্বামীত্ব মেনে নিয়েছিলেন এবং এ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত রয়েছে, তা হলো প্রতীকী আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য চার্লসের পায়ে চুমু খাওয়ার লক্ষে নর্সম্যানরা রোলোর অধীনে লম্বা একটা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। রোলো তাঁর এক লেফটেন্যান্টকে আদেশ দিলেন চার্লসের পায়ে চুমু খাওয়ার জন্য। লেফটেন্যান্টের কাছে এই কাজকে ভীষণ অপমানজনক বলে মনে হলো। তিনি

চার্লসের পা এমন বাজেভাবে ওপরে তুলে আনলেন যেন চুমু খেতে গেলে তাকে মাথা না নোয়াতে হয়। চার্লস খুব অপমানজনকভাবে পেছনদিকে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেলেন, আর তাঁর এভাবে পড়ে যাওয়া, শলোমন যে বংশধর রেখে গিয়েছিলেন তা ওই সম্রাটের মৃত্যুতে একশত বছরেরও বেশি কম সময়ে বংশের সমাপ্তির একটি দুঃখজনক ইঙ্গিত বহন করে।

৯১১ সালের পর থেকে উত্তর কেন্দ্রীয় ফ্রান্সের একটি বড় অংশের অফিসিয়াল প্রভুত্ব নর্সম্যানরা পেয়ে গেল, ওই অঞ্চল পরবর্তীকালে নর্টম্যানিয়া (Nortmannia) নামে পরিচিত হয়েছিল এবং উচ্চারণ বিকৃতির ফলে তা হয়েছিল নরম্যান, আর নর্স অধিবাসীরা হয়েছিল নরম্যান। রোলো হলেন সর্বশেষ ভাইকিং যিনি ওই চুক্তির পর খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং রবার্ট নাম ধারণ করেছিলেন।

যাই হোক, ভাইকিংদের ঝামেলা শেষ হলে, অপমানে আহত হয়ে, চার্লস পূর্ব দিকে মনোযোগ দিতে পারতেন। বাস্তবিক এক সময় যেটা লোথারিসিয়া ছিল সেটা তাঁকে দখল করতে হবে, কিন্তু তার বেশি নয়। পূর্বাঞ্চলীয় লর্ডরা তাঁকে মেনে নেবে না এমনকি চার্লসও জোরপূর্বক তাদের মন গলাতে পারবেন না।

প্রায় প্রকাশ্য বিরোধিতা করে, লর্ডরা আর্চবিশপ হাতোর নেতৃত্বে ফ্রাঁকোনিয়ার কনরাডের পক্ষ নিল এবং তাকে কনরাড ১ম নামে রাজা নির্বাচিত করলেন। এক্ষেত্রে শুধু লোথারিসিয়া বিরোধিতা করেছিল।

কনরাডের সাত বছরের রাজত্ব ছিল একপ্রকার বিবর্ণ। ম্যাসিয়াররা দক্ষিণ জার্মানীতে তখনও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল, লর্ডরা তাঁকে রাজা নির্বাচিত করেছেন ঠিকই কিন্তু তাঁকে এই উপাধি ছাড়া আর কিছুই তাঁরা দিতে গিননি।

স্যাক্সন ডিউক বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, বাস্তবিক, ক্ষমতার দিকে তাঁরও শ্যেনদৃষ্টি ছিল। এবং তিনি সফল হয়েছিলেন। ৯১৮ সালে কনরাড মারা গেলেন, আর নির্বাচনে জয় হলো স্যাক্সন ডিউক হেনরির। গল্পানুসারে, হেনরি একটি বাজপাখি সাথে গিয়ে পাখি (অথবা fowl অর্থাৎ বন্যমুরগী) শিকারে বেরিয়েছিলেন, এই সময় তাঁর কাছে প্রেরিত প্রতিনিধিবর্গ তাঁকে জানালেন তিনি নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভ করেছেন। যার কারণে তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হন হেনরি দ্য ফাউলার (Henry the Fowler) নামে।

আর এভাবেই স্যাক্সনদের অনেক রক্ত ঝরিয়ে এবং তাদের ওপর জোর করে খ্রিস্টান ধর্ম চাপিয়ে দিয়ে শলোমন যখন তাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছিলেন তার ঠিক একশত বছরেরও কিছু বেশি সময় পরে, একজন স্যাক্সন বসলেন জার্মানীর সিংহাসনে। হেনরি দ্য ফাউলার সব দিক দিয়েই তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকলেন। চার্চের হাত থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত বোঝানোর লক্ষে তিনি রাজ্যাভিষেকের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তিনি তার শত্রু মেইনজ-এর আর্চবিশপের কাছ থেকে মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে নিতে সরাসরি অস্বীকার করলেন।

উপরন্তু অন্যান্য লর্ডদের দমন করলেন এবং লোথারিসিয়ায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করলেন। ৯৩৩ সালে তিনি মেগিয়ারদের ওপর জার্মানীর প্রথম মহান বিজয় অর্জন করলেন। এই বিজয় মেগিয়ারদের পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু মেগিয়াররা কিছু সময়ের জন্য চূপ মেরে গিয়েছিল। এছাড়াও রাজার পদ যেন তাঁর পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকে এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হলেন। তিনি খুব সাবধানে তাঁর লর্ডদের দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভের জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তো-কে রাজা হিসাবে নির্বাচিত করালেন। এবং লর্ডরা তাঁকেই নির্বাচিত করলে ৯৩৬ সালে যখন হেনরি মারা গেলেন, তখন তাঁর জায়গায় রাজা হলেন ওস্তো।

সর্বশেষ ফ্রাঙ্ক



পূর্বে অ-ক্যারোলিসিয়ানরা যতই সফল হচ্ছিল, পশ্চিমে ক্যারোলিসিয়ানদের ততই ভরাডুবি হচ্ছিল।

চার্লস দ্য সিম্পলের পূর্বদিকের এড্‌ভেঞ্চার আপাতত লোথারিসিয়াতেই আটকে রইল, কিন্তু তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরোধিরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

চার্লস দ্য ফ্যাটের মৃত্যুর পর রাজা হয়েছিলেন ইউডেস এবং ইউডেসের একটি ছোট ভাই ছিল রবার্ট, যিনি প্যারিসের কাউন্ট উপাধি লাভ করেছিলেন। রবার্ট তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর সিংহাসন দাবি করেছিলেন, কেননা ওই সময় মনে হচ্ছিল চার্লস দ্য সিম্পলের পেছনে যে বাহিনী ছিল তা খুবই শক্তিশালী এবং অপ্রতিরোধ্য। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন।

৯২২ সালে সিংহাসনের জন্য তিনি অন্যান্য লর্ডদের যথেষ্ট সমর্থন পেলেন, এমনকি তাঁর জামাতা বারগুন্ডির রুডলফও তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। রেমিসে, তিনি নিজেকে রাজা ঘোষণা করলেন। রাজপদ ধরে রাখার জন্য চার্লসকে পরাজিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, কেননা চার্লসের বাহিনী তখনো লোথারিসিয়াতে।

৯২৩ সালে সোসনে রবার্ট তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে চার্লসের মুখোমুখি হলেন, যেখানে সাড়ে চারশত বছর আগে ক্লভিস তাঁর বিজয় অভিযান শুরু করছিলেন। ওই যুদ্ধের ফলাফল হলো দ্বি-মুখী। চার্লস দ্য সিম্পল পরাজিত হলেন, কিন্তু প্যারিসের রবার্ট যুদ্ধে নিহত হলেন।

রবার্টের একটি পুত্র ছিল হগ, তিনি বয়সে এতই ছোট ছিলেন যে কার্যকরী শাসন পরিচালনা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, যার কারণে বারগুন্ডির রুডলফ রাজপদের জন্য দাবি জানালেন এবং লর্ডরা তাঁকে নির্বাচিত করলেন। এরপর শুরু

হলো বিশৃঙ্খলার আরেকটি যুগ, গৃহযুদ্ধ আর ষড়যন্ত্রের কারণে কোনো রাজাই স্থিতিশীলতা পেলেন না এবং ওই বিশৃঙ্খলায় হেনরি দ্য ফাউলার লোথারিসিয়া পুনর্দখল করে নিলেন।

৯২৯ সালে বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, যখন চার্লস দ্য সিম্পল বন্দি অবস্থায় মারা গেলেন, এবং ৯৩৫ সালের মধ্যে রুডলফ পুরো রাজ্যের রাজা বলে বিবেচিত হলেন—এবং ঠিক ওই বছরই তিনি চলে গেলেন পরপারে।

ইতোমধ্যে রবার্টের শিশুপুত্র হগ পুরনো কাউন্ট ইউডেসের ভতিজা বয়োঃপ্রাপ্ত হলেন এবং শাসন করার যোগ্যতা অর্জন করলেন। হগ, যাই হোক না কেন, তিনি তাঁর ভূখণ্ডে যে ক্ষমতা উপভোগ করতেন তা পরিত্যাগ করতে চাইলেন না, প্রকৃত ক্ষমতা উপভোগের জন্য লালায়িত ছিলেন তাঁর পিতা, চাচা, তাঁর বোনের স্বামী এবং এর জন্যই মূলত সেইসব সমাপ্তিহীন যুদ্ধ-বিগ্রহ। সম্ভবত তিনি চার্লস মার্টেলের ইতিহাস স্মরণ করেছিলেন, যিনি একজন মেরোভিসিয়ান পুত্রের অধীনে প্রকৃত ক্ষমতার রৌদ্ররস উপভোগ করেছিলেন।

পুরনো রাজবংশের কোথাও কি কেউ নেই যিনি এই পুতুল রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন আর হগ কোনো ঝামেলা ছাড়াই ক্ষমতা উপভোগ করতে পারতেন?

হ্যাঁ ছিল, চার্লস দ্য সিম্পলের একটি পুত্রসন্তান এখনো জীবিত। ৯২৩ সালে স্যোসনের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর লুইস তখন দুই পুত্রের একজন, তাকে খুব দ্রুত তাঁর মায়ের দেশ ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি সেখানে নিরাপদে থাকতে পারেন। ৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ছিলেন এবং তখন তিনি ১৫ বছরের এক বালক মাত্র। হগ রাজ্যের ক্ষমতাধর একজন ব্যক্তি যাকে মোটামুটি অবিবেচনাপ্রসূত বলা হয়ে থাকে মহামতি হগ বা হগ দ্য গ্রেট; তিনি লুইসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। ৯৩৬ সালে তাঁকে লুইস ৪র্থ অথবা তিনি সাধারণত যে নামে পরিচিত ছিলেন 'Louis d' Outre-Mer' (বিদেশ থেকে আগত লুইস বা 'Louis from Overseas') নামে রাজা নির্বাচিত হলেন।

লুইস ৪র্থ বিস্ময়কর সাহস দেখালেন। স্পষ্টতই হগের লাভের জন্য নিষ্ক্রিয় পুতুল রাজার ভূমিকায় অভিনয় করার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি তাঁর নিজের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওস্তো ১ম-এর সাথে জোটবদ্ধ হলেন যার রাজ্য এক সময় পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তিনি ওস্তোর বোনকে বিয়ে করলেন।

একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। লুইস ৪র্থ কখনোই হগের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার বজায় রাখতে পারেননি, কিন্তু অন্ততপক্ষে তিনি তাঁর রাজবংশকে আরো কয়েক বছরের জন্য ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ৯৫৪ সালে লুইস মারা গেলেন, তখন তাঁর পুত্র পুরনো সুন্দর ফ্রাঙ্কিস নামধারী লোথায়ার ১ম, রাজা হলেন।

মহামতি হগ লোথায়ারের ক্ষমতার আহরণকে কোনোভাবেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি তবে একটা বিষয় নিশ্চিত করেছিলেন, তা হলো তাঁর ক্ষমতা তাঁর পুত্রের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন যেন রাজা এবং কাউন্টের মধ্যে যুদ্ধপরবর্তী প্রজন্মও চালু থাকে। হগ মারা গেলেন ৯৫৬ সালে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আরেক হগ, প্যারিসের কাউন্ট হলেন।

নতুন হগ সবসময় কেপ (Cape-হাতা শূন্য টিলা জামা) পরিধান করতেন বলে তাঁকে বলা হতো হগ কেপেট (Hugh Capet) বা ('Hugh of the Cape')।

খুব ধৈর্যের সঙ্গে হগ কেপেট লোথায়ারের বিরোধিতা করতেন, খুব বেশি প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহে না গিয়ে তিনি তাঁর কৌশল প্রয়োগ করতেন বেশি। লোথায়ার তাঁর শক্তির অপচয় করতেন লোথারিসিয়া দখলের অনর্থক উদ্যোগ নিয়ে, ৯৮৬ সালে তিনি লোথারিসিয়া দখল না করেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন করেন উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তি ছাড়াই।

তাঁর পুত্র লুইস ৫ম সিংহাসনে বসেন, কিন্তু এক বছর রাজত্ব করার পর ৯৮৭ সালে শিকারে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কোনো কিছু করার মতো কোনো সময়ই পাননি, ইতিহাসে তিনি Louis le Faineant ('Louis the Do-Nothing') নামে পরিচিত। লুইস ৫ম ছিলেন ইউরোপের যে কোনো জায়গায় রাজত্ব করা ক্যারোলিসিয়ান রাজবংশের শেষ বিষাদচিহ্ন, ল্যানডেনের পেপিন যখন তাঁর পরিবারকে উঁচু অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার সাড়ে তিনশত বছর পর এবং পেপিন দ্য শর্ট প্রথম ক্যারোলিসিয়ান রাজা হওয়ার আড়াইশত বছর পর এই রাজবংশের সমাপ্তি ঘটল।

বস্তুত লুইস ৫ম কে শেষ ফ্রাঙ্ক বলা যেতে পারে, তারপর আর কোনো ফ্রাঙ্ক সেখানে ছিল না, সেখানে ছিল, শুধু ফরাসীরা আর জার্মানরা।



১০ ♦ আঁধার সরে যেতে লাগলো

লাঙ্গল

৯০০ থেকে ৯৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বগমনের সূচনা হয়েছিল।

যেসব শতকের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এই বইটিতে তাতে দেখা যায় পশ্চিম ইউরোপের খাঁটি অবক্ষয়। যে মহান সংস্কৃতি রোমানরা এনেছিল তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে জার্মান উপজাতীয় আক্রমণ, এশিয়ার হুন, অ্যাভারদের আক্রমণ, তার পর মুসলিম, নর্স এবং ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ।

শর্লোমেনের সময়কালে মনে হয়েছিল অবক্ষয়ের অধোগতি একটু হলেও থেমেছে এবং একটি নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা হতে পারে। কিন্তু তাঁর সময়কাল অতিক্রম করার সাথে সাথে একের পর এক অযোগ্য উত্তরসূরীরা ফ্রাঙ্কিস রাজ্যকে আবার খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। অন্ধকার আগের চাইতে আরো বেশি অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।

আর গল্পের শেষ এখানেই নয়। ফ্রান্সরা যদিও ভয়ানক নিষ্ঠুর এবং বর্বর ছিল এবং তাই নিয়েই তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু পরবর্তী যুগের সংস্কৃতিতে তাঁদের অজস্র অবদান রয়েছে।

তারা মুসলমানদের অগ্রগতি প্রতিহত করেছিল, খামিয়ে দিয়েছিল নর্সম্যানদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা। কোথাও কোথাও পরাজিত হয়েছে নিজেরা, বশ্যতা স্বীকার করেছে এবং বিধ্বস্তও হয়েছে, আবার আত্মঘাতি গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন করেছে নিজেদের কিন্তু তারা কখনোই সম্পূর্ণরূপে ধসে যায়নি। আর তারপর ৯০০ সাল থেকে ৯৫০ সাল পর্যন্ত, অন্ধকার একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল।

৯৫০ সালের মধ্যে ভোরের বিমর্ষ আলোর দেখা পাওয়া গেল; প্রথম প্রথম এই আলো টেরই পাওয়া যায়নি; সম্ভবত অনেকদিন পর্যন্ত তা স্পষ্টভাবে বোঝাও যায়নি; কিন্তু এই বিমর্ষ আলো সেখানে ছিল। যা ঘটেছিল তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় কিংবা কোনো নাটকীয় ঘটনা নয়; ওই সময় ওই ঘটনা কারোরই নজরে পড়েনি।

চাষাবাদের এক নতুন পদ্ধতির উত্থান হয়েছিল খুব ধীরগতিতে এবং তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দূরদূরান্তে।

কৃষি কাজের উদ্ভব হয়েছিল কয়েক হাজার বছর আগে। তুলনামূলকভাবে শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে, সেখানে যে সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করতে হতো তা হলো ফসলের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ। বড় বড় নদীর তীরে এগুলো ছিল বেশ উন্নত, যেমন নীল নদ এবং তাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস, যেখানে সেচ ব্যবস্থার শিল্পজ্ঞান করা হতো খালের মধ্যে।

ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ ফ্রান্স শক্তির প্রাণকেন্দ্রের ভূমি মোটেও সেরকম ছিল না। সেখানে শুধু বনভূমি ছিল, এবং বনভূমি হলো এলাকা ছিল। মাটি শুকনো ছিল না, মেডিটেরিয়ান উপকূলীয় মাটি ছিল হালকা, কিন্তু পানিতে ভিজে ভারী হয়ে থাকতো।

চাষাবাদের সেই পুরনো পদ্ধতি যা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে, তা কেবল এ ধরনের জমির জন্য উপযোগী আর কৃষি উৎপাদন ফ্রান্সিয় অঞ্চলে অন্ধকার যুগে ছিল একেবারে নিম্ন স্তরে। (এবং ওই যুগ অন্ধকার হওয়ার এটাও একটা কারণ)। সমস্যা হলো ভেজা মাটি থেকে কীভাবে পানি নিষ্কাশন করা যায় এবং এর উপায় হলো মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল ব্যবহার করা। এই লাঙ্গল আবিষ্কৃত হয়েছিল ঢের আগে কোনো এক অজ্ঞাত মানুষ কিংবা একদল মানুষেরা এটার আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল মাত্র ৯০০ সালের পর।

পুরনো আমলের লাঙ্গল দিয়ে শুধু উপরিভাগের মাটিগুলো একটু ছড়ানো যেতো, কিন্তু ভালোভাবে চাষ করা যেতো না, আর এখন তার পরিবর্তে এলো অগ্রভাগ চাকুর মতো ধারালো যা মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে মাটির ঢেলাকে টেনে উপরে উঠিয়ে আনে এবং তা বক্র মোলবোর্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটির স্তূপে পরিণত হতো। লাঙ্গল দেওয়া জমিতে ক্ষুদ্র পরিখা বা খাত তৈরি হতো এবং ওই

খাতের দুপাশে মাটি স্তূপীকৃত হতো। পানি ওই খাত দিয়ে খুব সহজেই নিষ্কাশিত হতে পারতো এবং মাটিকে এখন আরো কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যায়।

মোলবোর্ড কেন আগে ব্যবহৃত হচ্ছিল না? কারণ কোনো আবিষ্কার যদি জনবিচ্ছিন্ন থাকে তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। মোলবোর্ড লাঙ্গল টানা আগের লাঙ্গলের চেয়ে অনেক কঠিন। এক্ষেত্রে একটা ষাঁড় যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে প্রয়োজন একদল ষাঁড়ের আর ওই সময় ওরকম ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো অতো চাষী ছিল না। উপরন্তু মোলবোর্ড লাঙ্গলকে ঘোরানো ফিরানো ছিল বেশ কষ্টসাধ্য; এর উত্তম ব্যবহার হতো লম্বা এক ফালি জমিতে, যতই সরু হোক সে জমিকে লম্বা হতে হবে।

তাহলে এখন কী প্রয়োজন? এই নতুন লাঙ্গলের উত্তম ব্যবহারের জন্য এক ধরনের সমবায় পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দিল : যেখানে অনেক মানুষ তার পশু ও জমি একত্রে রেখে এক সঙ্গে কাজ করতো। ঠিক এই ব্যবস্থাকেই সম্ভব করে তুলেছিল সামন্তবাদ এবং শর্লোমনের মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থার আরো উন্নয়ন ঘটেছিল। যেসব সার্করা দুর্গকে ঘিরে গুচ্ছবদ্ধ হয়েছিল, তারা ইচ্ছে করলে আলাদা পুটে এককভাবে কাজ করতে পারতো কিন্তু ম্যানোরে একত্রে কাজ করা ছিল আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যযুগীয় ম্যানরগুলোর সঙ্গে আজকের দিনের ‘কালেকটিভ ফার্ম’-এর তুলনা করা যায়। দ্বিতীয় আরেকটি আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে আরেক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসলো। এটা মোলবোর্ড লাঙ্গলের চেয়েও তুচ্ছ; এটা হলো ঘোড়ার গলাবন্ধ।

ঘোড়াকে যদি ঠিকমতন লাগাম পরানো যায় তাহলে এটা ষাঁড়ের চেয়ে বেশি কার্যকরীভাবে মাল বহন করতে পারে। অন্ধকার যুগের চাষীদের ঘোড়া ছিল কিন্তু ঘোড়ার লাগাম ছিল না। যেসব লাগাম পরে ষাঁড়গুলো ভালো কাজ করতো সেসব লাগাম পরে ঘোড়া মোটেও ভালো কাজ করতে পারতো না। ঘোড়ার অ্যানাটোমি এমন যে এই ধরনের লাগাম ধরে টানলে তার শ্বসনালীতে চাপ পড়তো। যত জোরে এতে টান দেওয়া হতো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। যার ফলে সে জোরে টানতেও পারতো না এবং টানতোও না।

ঘোড়ার গলাবন্ধ হলো এক ধরনের গদির গোলাকার বেটনি যা ঘোড়ার গলায় পরিয়ে দেয়া হতো এবং তা ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর থাকতো। এর সঙ্গে লাগাম জুড়িয়ে দেওয়া হতো ফলে ঘোড়া নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে এখন ভালোভাবে টানতে পারতো। ৯০০ সালের গোড়া থেকেই ঘোড়ার গলাবন্ধ ব্যবহার শুরু হয়েছিল আর এখন ঘোড়া তার পূর্ণাঙ্গ শক্তি নিয়ে টানতে পারে। এবং দেখা গেল একটা ঘোড়া বেশ কয়েকটি ষাঁড়ের চেয়ে আরো ভালোভাবে এবং দ্রুত টানতে পারে।

ঘোড়ার পায়ের নালের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে তা ঘোড়াকে আরো ভালো অবস্থায় রাখল।

ঘোড়ায়-টানা মোলবোর্ড লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে কৃষিতে উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এ কারণে বাড়তি খাদ্য উৎপাদিত হলো এবং এই উদ্বৃত্ত দিয়ে অস্ত্রধারী সৈনিকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হলো।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ এই ক্রমবর্ধমান উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে আগের চাইতে সহজেই পেশাজীবী যোদ্ধাদের ভার বহন করতে পারল, তাদের বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্রে আরো বেশি সুসজ্জিত করতে পারল। চার্লস মার্টেলের আমলে যে শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি হয়েছিল অবশেষে তা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল।

ফলে মধ্যযুগীয় ‘নাইট’দের আবির্ভাব হলো।

নাইট



নতুন শক্তিশালী ইউরোপীয়ান অশ্বারোহী বাহিনী কিংবা নাইট ইউরোপীয়ান রাজাদের তাৎক্ষণিকভাবে তেমন কাজে লাগেনি, যে অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র দিয়ে তারা সহজেই জয় করতে পারতো সারা বিশ্ব।

দুর্ভাগ্যবশত নাইটরা ছিল একটা অবাধ্য শক্তি, তাদের শৃঙ্খলা ছিল নিম্নমানের এবং যে কোনো কাজে তাদের পূর্ণাঙ্গ শক্তি ব্যবহৃত হতো না। এছাড়াও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করা হতো গৃহযুদ্ধের প্রয়োজনে এবং এভাবে অব্যাহতভাবে তাদের শক্তির অপচয় হচ্ছিল।

যাই হোক না কেন, তারা নতুন ইউরোপকে এনে দিয়েছিল এক বর্ণিল অস্ত্র যা হতে পারতো ইউরোপের গর্ব, এবং যত অকার্যকরীই হোক না কেন, তারা কখনো কখনো তাদের জন্য বিজয় এনে দিতে পারতো। আর কখনোই (১২৪০ সালের ক্ষণস্থায়ী, ব্যতিক্রমধর্মী মোঙ্গল আক্রমণ বাদে) ইউরোপীয়ানদের বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে অসহায় বোধ করতে হতো না। বর্বর উন্মত্ততার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাদের সভ্য কেন্দ্রগুলোকে আর প্রার্থনা করতে হতো না, কেননা এই বাহিনী এবং বহির্দেশীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে শুধু অলৌকিক কোনো ঘটনাই পারতো মধ্যস্থতা করতে।

তার পরিবর্তে প্রবণতা মোড় নিচ্ছিল অন্যদিক, সুসজ্জিত নাইট বর্বর বাহিনীর উপর খুব শীঘ্র তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারতো। তাদের নিজস্ব ভূমিতে গত দেড়শতক ধরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা নিষ্কিণ্ড হয়েছিল কুৎসিত পরিণতিতে। মুসলমানরা তাদের ভূখণ্ড ছেড়ে বহুদূর এসেছিল যুদ্ধ করতে এবং ছিল চরম বিশৃঙ্খল এক বাহিনী, তারপরেও তারা তাদের শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করে যাচ্ছিল। নাইটদের আধিপত্য প্রথম এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় জার্মান রাজা ওন্টো ১ম-এর শাসনামলে।

ওন্টোর মনোবাসনা ছিল শার্লোমেনের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি ফিরিয়ে আনার এবং সে উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি রাজত্ব শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেকে নির্বাচিত করিয়ে নেন এবং আচেনে যেখানে শার্লোমেনের প্রাসাদ সেখানে রাজমুকুট পরিধান করেন, এবং তিনি জার্মান লর্ডদের তার পায়ের নিচে আনতে আরম্ভ করলেন, কখনো কখনো তাদের

যুদ্ধে পরাজিত করলেন, তাদের পদচ্যুত করলেন আবার কখনো বা তাদের সরিয়ে তাদের জায়গায় তাদেরই অন্য আত্মীয়কে অধিষ্ঠিত করলেন।

পরাজিত লর্ডদের কেউ কেউ ম্যাগিয়ারদের আমন্ত্রণ জানালো যুদ্ধের জন্য, ফলে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হয়ে রইল সুসজ্জিত নাইট বনাম নোমাদ হানাদারদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য।

অজস্র ম্যাগিয়ার একত্র হলো, অতীতের শতকগুলোতে হয়তো এই অজস্র সংখ্যক ম্যাগিয়ারদের ঠেকানো সম্ভব হতো না। ওস্তো তাদের বিরুদ্ধে তাঁর রাজ্যের সব অঞ্চল থেকে জড়ো করলেন নাইটদের এবং গঠন করলেন নাইট বাহিনী। এরপর ৯৫৫ সালে ১০ আগস্ট এই দুই বাহিনী মুখোমুখি হলো লিচ নদীর তীরে অগ্‌সবার্গে। এই অঞ্চলকে এখন বলা হয় দক্ষিণ ক্যাভারিয়া যা লিচ ফিল্ড নামে পরিচিত।

ম্যাগিয়াররা আক্রমণের জন্য নদী অতিক্রম করে আসলো, বিজয় অর্জিত না হলে ব্যাপারটা ছিল ভয়ানক বিপজ্জনক, কিন্তু বিজয় অর্জিত হলো না। ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য হলেও ঘোড়ায় বসে থাকা লৌহমানবেরা এখনো মূর্তিমান। ম্যাগিয়ারদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ হল, তারপর তারা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল, তাদের অশ্বারোহী সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়ে হতবিস্ত্রল হয়ে পড়ল এবং পালিয়ে গেল।

তারা এখন দেখল যে তাদের বিশৃঙ্খলভাবে নদী অতিক্রম করতে হলে এবং তাদের নদী পার হওয়াটা ছিল সত্যিই এক বিপজ্জনক ভুল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তাদের। যদিও সন্দেহাতীতভাবেই পরবর্তী ঘটনাপঞ্জি লেখকরা অনেক বাড়িয়ে লিখেছিলেন তারপরেও যে বিজয় অর্জন হয়েছিল তা ছিল অস্বীকার করার মতো। এটাই ছিল ম্যাগিয়ারদের শেষ আক্রমণ এরপর তারা আর কখনোই পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে লড়াই করার সাহস করেনি।

জার্মানরা ম্যাগিয়ারদের হুমকি থেকে এখন চিরতরে মুক্ত, এবং ওই ঘটনার খুব বেশি পরে নয়, এইসব ভয়ংকর বর্বররা যাদের বলা হতো 'Ogres' তারা ই এখন হয়ে গেল সাধু খ্রিস্টান। মহামতি উপাধি অর্জনের জন্য এই মহান বিজয়ই ওস্তোর জন্য যথেষ্ট ছিল, ফলে ওস্তো ইতিহাসে মহামতি ওস্তো বা ওস্তো দ্য গ্রেট নামে পরিচিত হলেন।

ওস্তো এখন উপলব্ধি করলেন যে তাঁর এখন চূড়ায় ওঠার সময়। এমনকি এই যুদ্ধের আগেও তিনি ঠিক শলোমনের মতোই ইতালিয় সিংহাসনে বসলেন। যদি আমরা ঘটনাপঞ্জি লেখকের কথা বিশ্বাস করি তাহলে দেখতে পাবো এর অজুহাতটি ছিল বেশ রোমান্টিক। বার্গেন্ডির অ্যাডেলেইডি ছিলেন এক তরুণী এবং সুন্দরী বিধবা, বেরেঞ্জার ২য় তাঁকে বন্দি করে রেখেছিলেন; বেরেঞ্জার ২য় ছিলেন বেরেঞ্জারের দৌহিত্র যিনি ছিলেন শেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান সম্রাট। ওস্তো অ্যাডেলেইডিকে ৯৫১ সালে মুক্ত করেন এবং তাঁকে তাঁর রানী বানালেন।

কিন্তু বেরেঞ্জার তখনও ইতালির সবচাইতে শক্তিশালী শাসক হিসেবে থেকে গেলেন, এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে পোপকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তাঁর রয়েছে (ওই সময় পোপ যতো তুচ্ছই হোন না কেন)।

৯৫৫ সালের জন দ্বাদশ পাপাসির পদে অধিষ্ঠিত হলেন, ঠিক যে বছর লিচে যুদ্ধ হচ্ছিল, অন্যান্যদের মতো তাঁর দৃষ্টিতেও ওত্তোকে মনে হতো যে শার্লোমন ওত্তোর ভেতর দিয়ে আবার জন্ম নিয়েছেন। ফলে, ৯৬১ সালে যখন বেরেঞ্জারের বাড়াবাড়ি রকমের হুমকিধামকি সহ্যসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন জন দ্বাদশ ওত্তোকে ডেকে পাঠালেন, ঠিক যেমন লিও ওয় শার্লোমনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওত্তো তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলেন, পাভিয়ায় যাত্রা বিরতি দিলেন, যেখানে দুই শতাব্দী আগে লম্বার্ড রাজাদের রাজধানী ওত্তো নিজেকে লম্বার্ডদের রাজা ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন রোমে এবং ৯৬২ সালে এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবমুখর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো সম্রাটের মুকুট। যে ইমপেরিয়াল উপাধি, অলস পড়ে ছিল ৩৮ বছর ধরে সেই যখন বেরেঞ্জার ১ম মৃত্যুবরণ করেন তখন থেকে, তারপর এভাবেই এই মুকুটকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো। উপরন্তু এটা কোনো দুর্বল ব্যক্তিত্বের মাথায় দেওয়া হয়নি বরং দেওয়া হয়েছে পশ্চিমের এক শক্তিশালী রাজার মাথায়, এমন শক্তিশালী রাজা লুইস দ্য পাইয়াস-এর মৃত্যুর একশতর বেশি বছর পর আর দেখা যায়নি। এই সময় এই সাম্রাজ্যিক উপাধির আর অবমাননা হয়নি। যদিও ওত্তোর পরবর্তী সম্রাটগণ কেউ কেউ দুর্বল এবং অকার্যকরী ছিলেন কিন্তু তাঁরা সব সময়ের জন্য ইউরোপের নেতৃস্থানীয় রাজপুত্র ছিলেন; সম্রাটের মুকুটকে তারা কখনোই অবমাননাকর ফুটবলে পরিণত করেননি, যা নিয়ে দুই গৌণ সহোদর রাজপুত্র লাথালান্সি করবে।

এই রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ‘পবিত্র’ রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস। তাত্ত্বিকভাবে এটা ছিল রোমান সাম্রাজ্য এবং ওত্তো ছিলেন রোমান সম্রাট, কিন্তু ‘পবিত্র’ এই বিশেষণটির প্রয়োগ করা হয়েছিল ওত্তো বোঝাতে যে চার্চের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য তার পথ খুঁজে পেয়েছিল যখন পশ্চিম ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজত্ব শেষ হয়ে তখনো সিকি শতক অতিক্রম করেনি। কিন্তু ওই শেষ সিকি শতকের সমাপ্তি ঘটেছিল শেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান লুইস ৫ম-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তাঁর একজন চাচা ছিলেন যিনি অবশ্য ক্যারোলিঙ্গিয়ান বংশ অব্যাহত রাখতে পারতেন, কিন্তু লর্ডরা তাঁকে মেনে নিতেন না এবং হগ কেপেট তাঁর কূটচাল চালতে পারতেন তাঁর বিরুদ্ধে।

তিনি পেপিন দ্য স্ট-এর কৌশল অনুকরণ করলেন, রেমিসের আর্চবিশপ অ্যাডেলবেরন যিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সমর্থক, তাঁকে দিয়ে ঘোষণা করালেন যে সিংহাসন নির্বাচিত হয়ে গেছে এবং সিংহাসন শুধু ক্যারোলিঙ্গিয়ানদের জন্যই সংরক্ষিত নয়। আর্চবিশপের সেক্রেটারি ব্লেহরবার (Gerbert, আর উচ্চারণ zhehr-behr), ওই সময়কার এক মহান দার্শনিক, হগ ক্যাপেটের পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় যুক্তিতর্ক তুলে ধরেছিলেন এবং দু’জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই হগ কেপেটকে এখন আমরা যেটাকে বলি ফ্রান্স সেই ফ্রান্সের রাজা নির্বাচিত করলেন এবং তাঁর মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে দিলেন।

শেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান শাসকদের চাইতে হগ কোপেটের ক্ষমতা ছিল একটু বেশি এবং তাঁকে লর্ডদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা এবং ছিলেন শক্তিশালী এক রাজবংশের পূর্বপুরুষ। পরবর্তী নয় শতাব্দী ব্যাপী ফ্রান্সের প্রতিটি রাজাই ছিলেন হগ কোপেটের বংশধর।

ফ্রাঙ্কিয় রাজ্যের বিলুপ্তি সাধনের পর সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো ফ্রান্স এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, প্রথম প্রথম পার্থক্য একটু ছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে সেখানে বসন্ত বাতাসের একটু ছোঁয়া লেগেছিল। কৃষি বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত খাদ্য সরবরাহে উদ্ভূত হয়েছিল নাইটের, যার ফলে রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমৃদ্ধির এক সুসময়ের আগমন ঘটছিল।

নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির এরকম পরিবেশে শুরু হয়েছিল পাপ্টিভের অংকুরোদগমের—যা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে ছিল বেশি। হো ক্যারোলিঙ্গিয়ান রেনেসাঁসের নিভু নিভু প্রদীপকে শার্লোমন চেষ্টা করেছিলেন অগ্নিশিখার জ্বালিয়ে দিতে তা পরবর্তীকালে প্রায় নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল এবং পরিণত হয়েছিল শুধু ধূম্রজালে কিন্তু কখনই তা একেবারেই নিভে যাচ্ছিল না।

এখন এটা জ্বলতে শুরু করেছে এবং ক্রমশ ছাঁচ শিখার উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও তখন পর্যন্ত তা ততটা উজ্জ্বল ছিল না কিন্তু ক্রমেই উজ্জ্বলতর হচ্ছিল, আর এই নতুন যুগের শুরুতে যে পাদ্রির নাম জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল, এবং যিনি হগ কোপেটকে সাহায্য করেছিলেন সিংহাসনে বসতে—তিনি হলেন বোহরবার।

বইপত্র



সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে শুধু বোহরবারই জড়িত ছিলেন না, এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন পাপাসিও।

অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে পশ্চিম যখন উত্থানের প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছিল, তখন পাপাসির ঔজ্জ্বল্য স্তান হয়ে আসছিল আর পরিণত হচ্ছিল ঘৃণার বস্তুতে। ওত্তোর করোনেশনের (রাজ্যাভিষেক) সঙ্গে পাপাসি জড়িত থাকলেও পাপাসির পুনর্জীবিতকরণে তা কোনো কাজেই আসেনি। বস্তুত, ওত্তো শার্লোমনের চাইতেও পাপাসির ওপর বেশি আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

জন দ্বাদশ ওত্তোর অতি-আধিপত্যশীল আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে, রাজ্যাভিষেকের এক বছরের মাথায় সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বেরেঞ্জার ২য় সম্রাট ওত্তোর চেয়ে বেশি সহনীয় হতে পারে, ওত্তো পূর্ণ উদ্যম সহকারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। তিনি ৯৬৩ সালে জনকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং তাঁর নিজস্ব পোপ লিও অষ্টম-কে ক্ষমতায়

বসালেন। (তিনি বেরেঞ্জারকেও বন্দি করেছিলেন এবং জার্মানীতে নিয়ে এসে সেখানে তাঁকে বন্দিশালায় রেখেছিলেন এবং ৯৬৬ সালে বেরেঞ্জারের সেখানেই মৃত্যু হয়েছিল। শলোমনে প্র-প্র-প্রপৌত্র এভাবেই একজন স্যাক্সন সম্রাটের কারাগারে মৃত্যুবরণ করলেন। ওস্তো কি তাহলে উইডুকাইন্ডের প্রেতাত্মা!)

ঝেহরবারের দৃশ্যপটে আবির্ভাবের পূর্বে এক প্রজন্ম ধরে রোমে তখনও বিষণ্ণ অবস্থা অব্যাহত ছিল। একজন ফরাসী এবং অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি যিনি ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পরিচিত হয়েছিলেন স্বয়ং ওস্তোর সঙ্গে এবং কিছু সময়ের জন্য তিনি ওস্তোর দৌহিত্রের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন (ওই দৌহিত্রের নামও ওস্তো)।

তিনি রেমিসে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি আর্চবিশপের সেক্রেটারি ছিলেন এবং হগ কেপেটের ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণে তিনি গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। এবং ৯৯৯ সালে, তিনি রেমিসের আর্চবিশপ হয়েছিলেন এবং এতে তাকে সহায়তা করেছিলেন ওস্তো ১ম-এর নাতি ওস্তো ৩য়, যাকে সম্রাট একসময় নির্যাতন করেছিলেন তিনিই পরবর্তীকালে পোপ হলেন।

পোপ হিসেবে তিনি নাম নিয়েছিলেন সিলভেস্টার ২য়। তিনি ১০০৩ সালে মাত্র চার বছর পোপের দায়িত্ব পালন করে মৃত্যুবরণ করেন; কিন্তু তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং, এই মিলেনিয়াম বছরে (পৃথিবীতে স্বয়ং খ্রিস্টের ষোড়শশতাব্দী রাজত্বকালের প্রতীক্ষা করা হয়) অর্থাৎ ১০০০ সালে তার পোপের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে এক ধরনের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সবচাইতে পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তিনি মূলত ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অতটা আগ্রহী ছিলেন না, বোয়েথিয়াসের মৃত্যুর পাঁচশতাব্দী আগ পর্যন্ত তাঁর মতো ব্যক্তি পশ্চিমে ছিলেন অশ্রুতপূর্ব, তিনি পার্থিব শিক্ষার ব্যাপারে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। পুরনো জ্ঞানবিদ্যায় যা তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন তাই নিয়ে তিনি অধ্যবসায় করতেন এবং জনগণকে তাই শিক্ষা দিতেন। তিনি গাণিতিক হিসেবনিকেশ করার জন্য অ্যাবাকাস পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন এবং নব উদ্ভাবিত আরবি গণনা পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তিনি ঘড়ি এবং জ্যোতির্শাস্ত্রীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ ওই সময় এই প্রবণতাকে দেখেছিল যাদু এবং শয়তানের কর্মকাণ্ড হিসেবে, কিন্তু কেউ কেউ তাঁর এই পার্থিব জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন—কেননা পোপ যখন এইসব কর্মকাণ্ডে জড়িত তাহলে তা অবশ্যই ক্ষতিকর নয়।

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঝেহরবার খুব যত্নসহকারে প্রাচীন আমলের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন এবং অন্যান্যদেরকেও তা করার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। ওই সময়ের মানুষের বিশ্বাস ছিল যে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো শয়তানের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তা পরিত্যাজ্য, শুধু ঈশ্বরের জ্ঞান-বিদ্যাই অধ্যয়ন করা উচিত।

শুরুতে বেহরবার মন্ত্রগতি-সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি প্রাচীন জ্ঞান উদ্ধারের জন্য গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। মানুষ শিক্ষার জন্য সংরক্ষিত আরবি পাণ্ডুলিপির দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং শুরু হলো সেগুলোর লাতিন অনুবাদ।

দৃশ্যপটে পুস্তকের আবির্ভাব ঘটল। এরিস্টটল, টলেমি, ইউক্লিড, লুক্রেটিয়াস এবং আরো অনেকের বই কপি হতে থাকল, এবং এই প্রত্যেকটি নতুন বই নতুন করে জ্ঞানের আলো ছড়াতে লাগল।

বেহরবারের কর্মজীবন ছিল অন্ধকার দূরীকরণে এক প্রথম স্পষ্ট পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রবণতা যখন উর্ধ্বমুখী তখন তার সঙ্গে যোগ হলো আরেক উর্ধ্বমুখী প্রবণতার—তা হলো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা।

তাহলে সংক্ষেপে বলা যায়, এই বইয়ে আমরা চোখ বুলিয়ে নিলাম এক হাজার বছরের ইতিহাসের উপর। আমরা দেখলাম কিভাবে জার্মান উপজাতিগুলো শক্তিশালী হলো, তারপর হুন্দের ভয়ানক আক্রমণের মুখে কীভাবে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটল রোমান সাম্রাজ্যে।

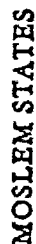
আমরা দেখলাম, কীভাবে তারা রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অর্ধাংশ খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল এবং এর প্রদেশগুলোয় কীভাবে তারা জার্মান রাজ্য গড়ে তুলল, আমরা দেখেছি শুধু এই রাজ্যটি ছাড়া অন্য রাজ্যগুলো কীভাবে বিলীন হয়ে গেল।

কেউ কেউ ধ্বংস হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, কেউ কেউ রোমান সাম্রাজ্যের কারণে, আবার কেউ কেউ নতুন আক্রমণকারীর আক্রমণের কারণে। সবশেষে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে রইল একটি মাত্র রাজ্য যা ছিল ওইসব রাজ্যগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে কম সভ্য—এটা হলো ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্য। ফ্রাঙ্কদের অধীনে, আমরা দেখেছি, ইউরোপীয় সভ্যতা কীভাবে নিমজ্জিত হলো ঘোর অন্ধকারে, আবার শেষ দিকে এসে কীভাবে তার পুনরুত্থান শুরু হলো।

৯৫০ থেকে ১০০০ সাল পর্যন্ত মন্ত্রগতিসম্পন্ন সূর্যোদয়কে পরিবর্তন বলা যায় না, এটা ছিল শল্যোমনের মতো এক বিবর্ণ উদ্যোগ—বরং পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল আরো নানাবিধ পরিবর্তন, একের পর এক দ্রুতগতির পরিবর্তন যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো একত্র হয়ে ঘটিয়েছিল এক বিস্তারিত আর উদ্ভব হয়েছিল এক অসম্ভব বুদ্ধিদীপ্ত সভ্যতার (এর দোষগুলোই ছিল এর গুণ) যা পশ্চিম ইউরোপ থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। এবং তার শেষ—যা আমরা কেবল আশাই করতে পারি—এখনো হয়নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

End of the Dark Ages





◆ কালানুক্রম

খ্রিষ্টপূর্ব

- ১০০০ জার্মান উপজাতিদের বাল্টিক অঞ্চলে বসতি স্থাপন।
- ৩৫০ মাসিলিয়ার পাইথিয়াস কর্তৃক উত্তর ইউরোপ আবিষ্কার।
- ১১৫ কিম্বিদের দক্ষিণ ইউরোপ আক্রমণ।
- ১০১ রোমানরা কিম্বিদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।
- ৭১ জার্মান উপজাতীয় নেতা অ্যারিওভিসটাস গল্ আক্রমণ করেন।
- ৫৫ অ্যারিওভিসটাসকে পরাজিত করে জুলিয়াস সিজার জার্মান আক্রমণ করেন।
- ১২ রাইন এবং এল্বে নদীর মধ্যবর্তী জার্মান রোমানদের দখলে চলে যায়।

খ্রিষ্টাব্দ

- ৯ আরমিনিয়াস-এর অধীনে জার্মান তিনটি রোমান ধর্মের বিলুপ্তি সাধন করে।
- ৯৮ রোমান লেখক টেসিটাস জার্মানীর ওপর লেখা বই প্রকাশ করেন।
- ১৭০ মারকুস অওরিলিয়াস (রোম) মারকোমান্নিদের সাথে লড়াই করেন।
- ২৩৫ আলেস্কান্ডার সাভেরাস (রোম) অ্যালেমান্নিদের সাথে লড়াই করেন।
- ২৫১ গথরা কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলে গমন করে, ডেসিয়াস (রোম) দানিয়ুবের দক্ষিণে তাদের মুখোমুখি হন এবং নিহত হন।
- ২৬৯ ক্রুডিয়াস ২য় (রোম) নাইসাস-এর নিকট গথদের পরাজিত করেন।
- ২৭৬ প্রোবাস (রোম) গল্-এ ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করেন।
- ৩৩২ উলফিলাস অ্যারিয়ান খ্রিষ্টানে রূপান্তরিত হন এবং তাঁর অনুসারী গথদেরও অ্যারিয়ান খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিতে শুরু করেন।
- ৩৫৫ জুলিয়াস (রোম) গল্-এ ফ্রাঙ্কদের পরাজিত করেন।
- ৩৭০ হনরা মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
- ৩৭২ হনরা এরমানারিখের অস্ট্রোগথিক রাজ্য ধ্বংস করে দেয়, এবং হনিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।
- ৩৭৫ হন রিফিউজি হিসেবে ভিসিগথরা দানিয়ুব অতিক্রম করে রোমান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে।
- ৩৭৮ ভিসিগথরা এড্রিয়ানোপলের এক যুদ্ধে ভ্যালেন্সকে (রোম) পরাজিত করে এবং হত্যা করে।
- ৩৯৫ থিওডোসিয়াস ১ম-এর মৃত্যুবরণ (রোম); অ্যালরিখ দ্য ভিসিগথের আক্রমণ শুরু।
- ৪০২ অ্যালরিখ কর্তৃক ইতালি আক্রমণ; স্টিলিকোর কাছে অ্যালারিখের পরাজয়।
- ৪০৬ জার্মান উপজাতি কর্তৃক গল্ আক্রমণ; রোমান সাম্রাজ্যে তাদের স্থায়ী অনুপ্রবেশ।
- ৪১০ অ্যালরিখ রোম দখল করেন; এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
- ৪১৯ তুলুসে ভিসিগথিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা; রোমান ভূমিতে প্রথম জার্মান রাজত্ব স্থাপন।
- ৪২৯ গাইসারিখের অধীনে ভেন্ডালরা উত্তর আফ্রিকায় রাজ্য স্থাপন করে।
- ৪৩৩ হনদের শাসক আত্তিলার অধীনে হনিশ সাম্রাজ্য সাফল্যের শিখরে আরোহণ করে।
- ৪৩৯ ভেন্ডালরা কার্থেজ দখল করে নেয়।

- ৪৪০ লিও ১ম (দ্য গ্রেট) পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৪৫১ হনরা রাইন নদী অতিক্রম করে; ক্যাটালুনিয়ান যুদ্ধে অ্যাটিয়াসের নিকট হনদের পরাজয় ।
- ৪৫২ হনদের ইতালি আক্রমণ; রোম অধিকার না করেই তারা ফিরে আসে ।
- ৪৫৩ আন্তিলার মৃত্যুবরণ; হুনিশ সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ।
- ৪৫৪ আততায়ীর হাতে অ্যাটিয়াস নিহত হন ।
- ৪৫৫ গাইসারিখের অধীনে ভেভালরা তাদের অধিকৃত নগরী রোমে ব্যাপক লুটতরাজ চালায়; ভেভাল রাজত্ব তাদের সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যায় ।
- ৪৬৬ ভিসিগথের রাজা ইউরিখ; ভিসিগথিক রাজত্ব সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যায় ।
- ৪৭৪ অষ্ট্রোগথদের রাজা হন থিওডরিখ ।
- ৪৭৬ ওদেকার রমুলাস অগাস্টুলাসকে সিংহাসনচ্যুত করেন; পশ্চিমে কোনো সম্রাট প্রতিষ্ঠা না করেই ইতালি শাসন করতে থাকেন; “রোমের পতন ।”
- ৪৭৭ গাইসারিখের মৃত্যু ।
- ৪৮১ ক্লডিস, সালিয়ান ফ্রাঙ্কদের রাজা হলেন ।
- ৪৮৪ অ্যালরিখ ২য়, ভিসিগথদের রাজা হলেন ।
- ৪৮৬ ক্লডিস সোস্যন দখল করেন । পশ্চিমে শেষ রোমান শাসনের অবসান ।
- ৪৮৮ থিওডরিখের অধীনে রোমানরা ইতালি আক্রমণ করে ।
- ৪৯২ গ্যালাসিয়াস ১ম পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৪৯৩ থিওডরিখ রেভান্না দখল করেন; ওদেকারকে হত্যা করেন; ইতালিতে অস্ট্রোগথিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ।
- ৪৯৬ ক্লডিস ক্যাথলিক খ্রিস্টানে রূপান্তরিত হন ।
- ৪৯৭ অ্যানাস্টাসিয়াস (পূর্বের সম্রাট) থিওডরিখকে ইতালির রাজা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন ।
- ৫০০ ক্লডিস বারগুন্ডিয়ানদের পরাজিত করেন ।
- ৫০৬ অ্যালেরিখ ২য় কতক লিখিত গথিক / রোমান আইনের সংকলনের ঘোষণা প্রদান ।
- ৫০৭ ভল্লির যুদ্ধে ক্লডিস অ্যালারিখ ২য়কে পরাজিত করেন এবং হত্যা করেন ।
- ৫০৮ আরলেসে থিওডরিখ ক্লডিসের গতিরোধ করেন; ভিসিগথিক রাজ্যকে আশ্রিত রাজ্য হিসেবে ধরে নেন; অস্ট্রোগথরা তাদের সাফল্যের শিখরে উঠে যায় ।
- ৫০৯ ক্লডিস ফ্রাঙ্কদের মূল শাসকে পরিণত হন এবং মেরোভিঙ্গিয়ান রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন ।
- ৫১০ বোয়েথিয়াস রোমের কনসাল হন ।
- ৫১১ ক্লডিস মৃত্যুবরণ করেন; ফ্রাঙ্কিস রাজ্য তার চার পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় ।
- ৫১৮ জাস্টিন ১ম পূর্ব রোমের সম্রাট হন ।
- ৫২৪ বোয়েথিয়াসকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় ।
- ৫২৬ থিওডরিখের মৃত্যু ।
- ৫২৭ জাস্টিনিয়ান ১ম পূর্বরোমের সম্রাট হন ।
- ৫৩৩ বেলিসারিয়াস (পূর্ব রোমান সেনাপতি) উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করেন; ভেভাল রাজত্বের অবসান ।
- ৫৩৫ অ্যামালাসানথা (থিওডরিখের কন্যা) নিহত হন । বেলিসারিয়াস ইতালি আক্রমণ করেন ।
- ৫৩৬ বেলিসারিয়াস রোম দখল করেন ।
- ৫৩৭ বেলিসারিয়াস রেভান্না দখল করেন ।
- ৫৪৩ বেনেডিক্টিয়ান মঠের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক বেনেডিক্ট-এর মৃত্যুবরণ ।
- ৫৪৬ তোতিলার অধীনে অস্ট্রাগথ কর্তৃক রোম দখল; অন্ধকার যুগের শুরু ।
- ৫৫১ নার্সেস (পূর্ব রোমান সেনাপতি)-এর ইতালি আগমন ।
- ৫৫২ তাগিনায়-এর যুদ্ধে নার্সেস তোতিলাকে পরাজিত করেন; অস্ট্রাগথিক রাজত্বের অবসান ।
- ৫৫৪ পূর্ব রোমান বাহিনীর দক্ষিণ পূর্ব স্পেন দখল; পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য সফলতার শিখরে উঠে যায় ।

- ৪৪৮ ক্রুতেয়ার ১ম সংবদ্ধ ফ্রাঙ্কিস রাজ্য শাসন করেন ।
- ৫৬০ অ্যাভাররা (এশিয়ান উপজাতি) জার্মান আক্রমণ করে ।
- ৫৬১ ক্রুতেয়ার ১ম-এর মৃত্যু ।
- ৫৬৫ জাস্টিনিয়ান ১ম-এর মৃত্যু; নার্সেসকে বরখাস্ত করা হয় ।
- ৫৬৮ লম্বার্ডরা অ্যাভারদের বিতাড়িত করে; এবং ইতালি আক্রমণ করে; ভিসিগথিক স্পেনের রাজা হন লিউভিগিল্ড ।
- ৫৭২ লম্বার্ডরা পাভিয়া দখল করে; ইতালিতে লম্বার্ড রাজত্বের পতন ।
- ৫৭৩ ব্রুনেহিল্ড এবং ফ্রিদাগান্ডের দ্বন্দ্ব ফ্রাঙ্কিস গৃহযুদ্ধের সূচনা ।
- ৫৮৪ লিউভিগিল্ড কর্তৃক স্পেন বিজয় ।
- ৫৮৬ ভিসিগথিক স্পেনের রিকার্ড ১ম ক্যাথলিজমে রূপান্তরিত হন ।
- ৫৯০ গ্রেগরী ১ম (দ্য গ্রেট) পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৫৯৬ গ্রেগরি ১ম ইংল্যান্ডে অ্যাংলো স্যাক্সনদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে মিশন প্রেরণ করেন ।
- ৫৯৭ ফ্রিদাগান্ডের মৃত্যু ।
- ৬০০ লম্বার্ডরা ক্যাথলিজমে রূপান্তরিত হয়; অ্যারিয়ান ধর্মমত বিলুপ্তি লাভ করে ।
- ৬০৪ গ্রেগরী ১ম-এর মৃত্যু ।
- ৬১৩ ক্রুতেয়ার ২য়, ফ্রিদাগান্ডের পুত্র, ব্রুনেহিল্ড কে গ্রেফতার করেন এবং হত্যা করেন; সংযুক্ত ফ্রাঙ্কিস রাজ্য শাসন করেন; মেরোভিসিয়ানরা ক্ষমতার শীর্ষে চলে যায় ।
- ৬২৩ ক্রুতেয়ার ২য়-এর মৃত্যু; ডাগোবার্তো ১ম, সর্বশেষ ক্ষমতাবাহী মেরোভিসিয়ান রাজা ।
- ৬২৫ ভিসিগথিক স্পেনের সুইনটিলি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের শেষ সম্পদ হস্তগত করে নেন; ভিসিগথিক স্পেন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায় ।
- ৬৩২ আরবে মোহাম্মদের মৃত্যুবরণ ; আরবরা নতুন ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হয়ে একতাবদ্ধ হতে থাকে ।
- ৬৩৩ সিভিলির ইসিডোর-এর নেতৃত্বে সাইনডদের কাছে সুনতিলা পরাজয় বরণ করেন ।
- ৬৩৯ ডাগোবার্তো ১ম-এর মৃত্যু ।
- ৬৪০ পেপিন অব ল্যাভেনের মৃত্যু; উনি ফ্রাঙ্কিস রাজপ্রাসাদের ১ম ক্যারোলিঙ্গিয়ান মেয়র ছিলেন ।
- ৬৪৯ মার্টিন ১ম পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৬৫৩ মার্টিন ১ম কে গ্রেফতার করে কনস্টান্টিনোপলে প্রেরণ ।
- ৬৫৪ পেপিন অব ল্যাভেনের পুত্র গ্রিমওয়াল্ড ফ্রাঙ্কিস সিংহাসনে তাঁর পুত্রকে বসাতে ব্যর্থ হন ।
- ৬৬৪ ইব্রন (অ-ক্যারোলিঙ্গিয়ান)প্রাসাদ-মেয়র হন ।
- ৬৮১ ইব্রন নিহত হন ।
- ৬৮৭ ক্যারোলিঙ্গিয়ান পেপিন অব হেরিস্টাল সংযুক্ত ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের ডি ফ্যাকটো শাসক হন ।
- ৬৯৮ আরবরা পশ্চিম এশিয়া জয় করে, এর পর কার্থেজ দখল করে খুব শীঘ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করবে ।
- ৭১১ আরবরা এবং বর্বররা (মুর) স্পেন আক্রমণ করে; ভিসিগথের শেষ রাজা রজারিখকে পরাজিত করে ।
- ৭১২ লিউতপ্রান্ড লম্বার্ডদের রাজা; লম্বার্ড রাজত্ব ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে ।
- ৭১৪ মুররা সমস্ত স্পেনের কর্তৃত্ব নিয়ে নেয়; ভিসিগথিক রাজত্বের অবসান; পেপিন অব হেরিস্টালের মৃত্যু ।
- ৭১৬ বনিফেস (ইংল্যান্ডের উইনিফ্রিড) রাইনের পূর্ব দিকের জার্মানে ধর্মান্তরিত করণের সূচনা করেন; চার্লস মার্টেল (পেপিন অব হেরিস্টালের পুত্র) প্রাসাদ-মেয়র হন ।
- ৭১৭ লিও ওয়, পূর্ব রোমান (অথবা বাইজেন্টাইন)-এর সম্রাট হন । কনস্টান্টি নোপলের পূর্বে আরবদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন; মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে বিরোধের সূত্রপাত করেন ।
- ৭২১ মুররা অ্যাকুইতাইনে আক্রমণ চালায় এবং তুলুস পর্যন্ত পৌঁছে যায় ।

- ৭২৮ লিউতপ্রান্দ রেভান্নায় আসেন; পোপ গ্রেগরি ২য় চার্লস মার্টেলকে কাতর অনুরোধ জানালেন তিনি যেনো লম্বার্ডদের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন ।
- ৭৩২ তুরের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল মুরদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেন ।
- ৭৪০ লিও ৩য়-এর মৃত্যু ।
- ৭৪১ চার্লস মার্টেলের মৃত্যু দুই পুত্র পেপিন-দ্য শর্ট (খাটো পেপিন) আর কার্লেম্যান । এই দুজন তাঁর উত্তরসূরী হন ।
- ৭৪৪ লিউতপ্রান্দের মৃত্যু ।
- ৭৪৭ কার্লেম্যান আশ্রমে সন্ন্যাস জীবন যাপন শুরু করেন ।
- ৭৪৯ আইসতালফ লামবার্ডদের রাজা হন ।
- ৭৫১ আইসতালফ রেভান্না দখল করেন; ইতালির কেন্দ্রে বাইজেন্টাইনের নিয়ন্ত্রণ অবসানের পথে; খাটো পেপিন রাজপদ নিয়ে পোপ জাখারিয়াসের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসেন ।
- ৭৫২ শিল্ডারিখ ৩য় সিংহাসনচ্যুত হন এবং মেরোভিঙ্গিয়ান রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে । খাটো পেপিন, ১ম-এ পরিণত হন, উনি হলেন ফ্রাঙ্কদের প্রথম ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজা; স্টেফান ৩য় পোপ নির্বাচিত হন
- ৭৫৪ পোপ স্টেফান ৩য়-এর কাতর অনুরোধের উত্তর প্রদান করেন পেপিন ১ম এবং ইতালি আক্রমণ করে লম্বার্ডদের পরাজিত করেন ।
- ৭৫৫ বোনিফেস্-এর মৃত্যু, “জার্মানীর অ্যাপোস্টোল ধর্ম গুরু” ।
- ৭৫৬ পেপিন ১ম লম্বার্ডদের দ্বিতীয়বারের মতো পরাজিত করেন; পোপকে রাজ্য দান করেন এবং পোপ পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হন; দেসিদারিয়াস লম্বার্ডদের রাজা হন; আব্দুর রহমান ১ম মুরিশ স্পেনের রাজা হন ।
- ৭৬৮ পেপিন ১ম-এর মৃত্যুবরণ; তাঁর দুই পুত্র চার্লস (শর্লোমন) এবং কার্লেম্যান রাজ্য ভাগ করেন ।
- ৭৭১ কার্লেম্যান মৃত্যুবরণ করেন; শর্লোমন ফ্রাঙ্ক রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যান ।
- ৭৭২ শর্লোমন স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন; দেসিদারিয়াস রোমে অবরোধ আরোপ করেন এবং পোপ আদিয়ান শর্লোমনের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন ।
- ৭৭৩ শর্লোমন ইতালি আক্রমণ করেন ।
- ৭৭৪ শর্লোমন লম্বার্ড রাজত্বের অবসান ঘটান ।
- ৭৭৮ শর্লোমন স্পেন আক্রমণ করেন; তাঁর পশ্চাৎ বাহিনীকে রঞ্চেসভেলেসে বান্ধরা ধসিয়ে দেয় । (এখান থেকেই রোলাভ উপকথার জন্ম)
- ৭৮০ শর্লোমন রোম পরিদর্শনে আসেন; ইয়র্কের আলকুইনকে তাঁর দরবারে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন; ক্যারোলিঙ্গিয়ান রেনেসাঁর শুরু ।
- ৭৮৬ হারুণ অর রশিদ বাগদাদের খলিফা হন ।
- ৭৮৮ আব্দুর রহমান ১ম-এর মৃত্যু ।
- ৭৯৩ মুররা ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের মেডিটেরিয়ান উপকূলে আক্রমণ চালায় ।
- ৭৯৫ লিও ৩য় পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৮৯৭ আইরিন, বাইজেন্টাইনের সম্রাজ্ঞী হন; মূর্তিভাঙ্গা বিরোধের অবসান ঘটে ।
- ৭৯৯ লিও ৩য়কে রোম থেকে বিতাড়িত করা হয়; শর্লোমন তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ।
- ৮০০ শর্লোমনকে লিও ৩য় রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন । ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ ।
- ৮০১ শর্লোমন এবং হারুণ অর রশিদ উপহার বিনিময় করেন ।
- ৮০২ আইরিন সিংহাসনচ্যুত হন, তিনি শর্লোমনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন ।
- ৮১২ বাইজেন্টাইনের সম্রাট মাইকেল ১ম, শর্লোমনের সাম্রাজ্যিক উপাধির স্বীকৃতি প্রদান করেন ।

- ৮১৪ শলোমনের মৃত্যুবরণ; লুইস ১ম (ধার্মিক) সিংহাসন আরোহণ করেন।
- ৮১৬ স্টেফান ৫ম পোপ নির্বাচিত হন; লুইস ১ম-কে রোমান সম্রাটের মুকুট পরান।
- ৮২৭ মুসলমানরা বাইজেন্টাইনের সিসিলি আক্রমণ করেন।
- ৮২৯ লুইস ১ম এবং তাঁর পুত্রদের ভেতর গৃহযুদ্ধের সূচনা।
- ৮৩৩ মিথ্যা ময়দান-এ লুইস ১ম তাঁর পুত্রদের কাছে পরাজিত হন।
- ৮৩৭ নেপলসে মুসলমানদের লুটপাট শুরু।
- ৮৪০ লুইস ১ম-এর মৃত্যু; লোথায়ার ১ম রোমান সম্রাট হিসাবে সিংহাসনে বসেন; তাঁর এক ভাই লুইস দ্য জার্মান ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের এক তৃতীয়াংশের শাসন ভার গ্রহণ করেন এবং আরেক ভাই চার্লস দ্য ব্যালড পশ্চিমের এক তৃতীয়াংশের শাসনভার গ্রহণ করেন; মুসলমানরা ইতালিতে স্থায়ী ঘাটি গেড়ে বসে।
- ৮৪২ সম্রাট লোথায়ার ১ম ফনতেনয়-এর যুদ্ধে তার ভাইদের কাছে পরাজিত হন; স্ট্রাসবার্গে যুদ্ধের আগের শপথ অনুষ্ঠানে বোঝা যায় যে ফ্রাঙ্কিস ভাষা দুইটি ভিন্ন রূপ লাভ করে, পশ্চিমে ফরাসী ভাষা, পূর্বে জার্মান ভাষা।
- ৮৪৩ ফ্রাঙ্কিস শাসক-ভাইদের ভেতর অনুষ্ঠিত ভারতান চুক্তি আধুনিক ইউরোপের প্রথম কাঠামো প্রদান করে, চুক্তিটি হয়েছিলো ফ্রাঙ্ক এবং জার্মান বিভক্তি করনের ওপর ভিত্তি করে।
- ৮৪৪ সারগিয়াস ২য় পোপ নির্বাচিত হন।
- ৮৪৫ ভাইকিংরা হামবার্গে লুটতরাজ চালায়; ভাইকিংদের বাৎসরিক আক্রমণ শুরু।
- ৮৪৬ মুসলমানদের রোম আক্রমণ।
- ৮৪৭ লিও ৪র্থ পোপ নির্বাচিত হন; মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনি রোমেরই কিছু অংশ দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন।
- ৮৫৫ সম্রাট লোথায়ার সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাঁর এক পুত্র লুইস ২য় রোমের সম্রাট হন, কিন্তু শুধু ইতালিই তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে; আরেক পুত্র লোথায়ার ২য় আল্পসের উত্তর দিকের কেন্দ্রীয় অঞ্চল শাসন করেন (লোথারিসিয়া কিংবা লরেন)
- ৮৫৮ নিকোলাস ১ম (দ্য গ্রেট) পোপ নির্বাচিত হন। উনি প্যাপালের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে “মিথ্যা ডিক্রিটাল” এবং “কন্সটান্টাইনের অনুদান” এই দুটি ব্যাপারকে কাজে লাগিয়েছিলেন।
- ৮৬২ রস্টিস্লাভ, মোরাভিয়ার রাজা (ইউরোপের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্লাভিক ক্ষমতাস্বত্ব রাজা) গ্রিক মিশনারিজ সাইরিল এবং মেথোডিয়াস-কে (স্লাভদের ধর্মগুরু) স্বাগত জানান।
- ৮৬৯ লোথায়ার ২য়-এর মৃত্যুবরণ এবং মৃত্যুকালীন তিনি কোনো উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন নি।
- ৮৭০ চার্লস দ্য ব্যালড এবং লুইস দ্য জার্মান লোথারিসিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন।
- ৮৭১ সম্রাট লুইস ২য় ইতালিয়ান হিল থেকে মোসলেমদের বিতাড়িত করেন। তারপর ওই এলাকা বাইজেন্টাইনদের দখলে চলে যায়।
- ৮৭৪ কার্লোম্যানের অধীনে ফ্রাঙ্করা (লুইস দ্য জার্মানের পুত্র) মোরাভিয়াদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করে।
- ৮৭৫ সম্রাট লুইস ২য় মৃত্যুবরণ করেন; পোপ জন ৮ম চার্লস দ্য ব্যালডকে রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন।
- ৮৭৬ লুইস দ্য জার্মানের মৃত্যু।
- ৮৭৭ চার্লস দ্য ব্যালড-এর মৃত্যু; লুইস ২য় (দ্য স্টেমারার) সিংহাসনে বসেন।
- ৮৭৯ লুইস দ্য স্টেমারের মৃত্যু। লুইস ৩য় সিংহাসনে বসেন।
- ৮৮০ কার্লোম্যান-এর মৃত্যু, চার্লস দ্য ফ্যাট ইতালির রাজা হন।
- ৮৮৪ চার্লস দ্য ফ্যাট (মোটো চার্লস) সংযুক্ত ফ্রাঙ্কিস রাজ্য শাসন করেন।
- ৮৮৫ ভাইকিংরা প্যারিস অবরোধ করে, ইউডেস বীরত্বসহকারে ভাইকিংদের প্রতিরোধ করেন।
- ৮৮৭ চার্লস দ্য ফ্যাট সিংহাসনচ্যুত হন; ফ্রাঙ্কিস রাজ্য চিরতরে বিভক্ত হয়ে যায়।

- ৮৯১ স্পোলেটোর গুইডোকে (লোথায়ার ১ম-এর দৌহিত্র) পোপ স্টেফান ৬ষ্ঠ রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন ।
- ৮৯৩ চার্লস ৩য় (দ্য সিম্পল) পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজা হন ।
- ৮৯৪ সম্রাট গুইডোর মৃত্যুবরণ; তাঁর পুত্র লেমবার্টকে সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেয়া হয় ।
- ৮৯৬ আরনাল্ফ (লুইস দ্য জার্মানের দৌহিত্র) কে রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেয়া হয় ।
- ৮৯৮ প্যারিসের কাউন্ট ইউডেসের মৃত্যুবরণ ।
- ৮৯৯ সম্রাট আরনাল্ফ-এর মৃত্যুবরণ; তাঁর পুত্র লুইস দ্য চাইল্ড, পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজা হন ।
- ৯০১ লুইস ৩য়-কে (সম্রাট লুইস ২য়-এর দৌহিত্র) পোপ বেনেডিক্ট ৪র্থ সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন, কিন্তু খুব শিঘ্র তাঁকে ইতালি থেকে বিতাড়িত করা হয় ।
- ৯০৬ ম্যাগিয়াররা মোরাভিয়া দখল করে নেয় ।
- ৯১০ জার্মানিতে ম্যাগিয়ারদের আক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায় ।
- ৯১১ লুইস দ্য চাইল্ড-এর মৃত্যু । উনি ছিলেন ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের শেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান শাসক; কনরাড ১ম (অ-ক্যারোলিঙ্গিয়ান) সিংহাসনে বসেন; হ্রলফ (রোলো) দ্য গ্যাঞ্জার নরমান্ডি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ।
- ৯১৪ জন ১০ম পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৯১৫ বেরেঞ্জারের (সম্রাট লুইস ১ম) দৌহিত্রের মাথায় পোপ জন দশম রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন ।
- ৯১৬ জন দশম এবং সম্রাট বেরেঞ্জার গারিগিয়ানো নদীর তীরে এক যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করেন এবং তাদেরকে ইতালি থেকে বিতাড়িত করেন ।
- ৯১৮ কনরাড ১ম-এর মৃত্যু; (স্যাক্সনির) হেনরি দ্য ফাউলার সিংহাসনে বসেন এবং পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্য শাসন করেন ।
- ৯২২ রবার্ট (প্যারিসের ইউডেসের ভাই) নিজেকে পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজা ঘোষণা করেন ।
- ৯২৩ সোস্যনে রবার্ট চার্লস দ্য সিম্পল কে পরাজিত করেন কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন ।
- ৯২৪ সম্রাট বেরেঞ্জারের মৃত্যুবরণ, তিনিই ছিলেন শেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান সম্রাট ।
- ৯২৯ চার্লস দ্য সিম্পল-এর মৃত্যুবরণ । রবার্টের পুত্র হগ দ্য গ্রেট পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের একজন ক্ষমতাধর রাজা ছিলেন ।
- ৯৩৩ হেনরি দি ফাউলারের মৃত্যু; তাঁর পুত্র ওস্তো ১ম পূর্ব ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের সিংহাসনে বসেন ।
- ৯৩৬ চার্লস দ্য সিম্পলের পুত্র লুইস ৪র্থ-কে হগ দ্য গ্রেট নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্য শাসন করার জন্য ।
- ৯৫৪ লোথায়ার পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজা হলেন ।
- ৯৫৫ লিচ নদীর তীরে এক যুদ্ধে ওস্তো ১ম ম্যাগিয়ারদের সম্পূর্ণ পরাজিত করেন; জন দ্বাদশ পোপ নির্বাচিত হন ।
- ৯৫৬ হগ দ্য গ্রেটের মৃত্যুবরণ; তাঁর পুত্র হগ ক্যাপেট তার স্থলাভিষিক্ত হন ।
- ৯৬১ পোপ জন দ্বাদশ ওস্তো ১ম-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন যেনো তিনি বেরেঞ্জার ২য় (সম্রাট বেরেঞ্জারের দৌহিত্র)-এর আক্রমণ থেকে রেহাই পান ।
- ৯৬২ ওস্তো ১ম ইতালি আক্রমণ করেন, পোপ জন দ্বাদশ তাঁর মাথায় রোমান সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দেন ।
- ৯৮৬ লুইস ৫ম পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের রাজা হন ।
- ৯৮৭ লুইস ৫ম-এর মৃত্যু, ইউরোপের সর্বশেষ ক্যারোলিঙ্গিয়ান রাজা; পশ্চিম ফ্রাঙ্কিস রাজ্যকে এই সময় থেকে “ফ্রান্স” হিসেবে গণ্য করা যায়; হগ কেপেট ফ্রান্সের রাজা নির্বাচিত হন ।
- ৯৯৯ গারবার্ট সিলভাসটার ২য় নাম ধারণ করে পোপ নির্বাচিত হন; অন্ধকার যুগের অবসান ।